শিবব্যাসে কথোপকথন।

১৪৫—১৪৯ পৃঃ

নগনন্দিনী– পর্ব্বতদুহিতা।

রিপুনিন্দিনী– কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য ; এ ষড় রিপুর নিগ্রহকারিণী।

জটজালিনী—জটাজুটশোভিনী।

শিরমালিনী—মুণ্ডমালাধারিণী।

শশিভালিনী—বিধুমৌলিনী। যাঁহার ললাটে চন্দ্র শোভমান।

করবালিনী– অসিধারিণী।

শিবরোহিনী—যিনি শিবের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন।

শিবসোহিনী—শিব শোভিনী বা শিবসোহাগিনী।

গণতোষিনী—যিনি ত্রিলোকের প্রমথগণের অথবা প্রাণিগণের তুষ্টি সাধন করেন

ঘনপ্রোষিনী মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দকারিনী।

হঠদোষিনী—যিনি ক্ষিপ্রকারিতা অর্থাৎ অতি ব্যস্ততা দোষে অপরাধিনী

শঠরোষিণী—যিনি ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চকদিগের প্রতি রুষ্ট।

খলনাশিনী—দুষ্ট বধকারিণী।

ভারতাশিনী—ভারতচন্দ্রের এক মাত্র আশা ভরসাস্থল।

উচিত—যুক্তিযুক্ত, ন্যায্য।

তপস্বী···পার—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী-মহাদেব ব্যাসকে এইরূপ কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন যে, হে ব্যাস! তুমি কাহাকে তপস্বী বল? তপস্বীর ধর্ম্ম অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় কার্য্যাদি কি? এবং কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকেরা পরলোকে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে উদ্ধার পায়?

শুন বৃদ্ধ···তুল্যমূল্য—ব্যাসদেব তদুত্তরে কহিলেন, হে ঠাকুর, অপশ্চারনার অনুষ্ঠেয় কার্য্য নানা প্রকার, তাহার মধ্যে সন্ন্যাস অর্থাৎ সংসারত্যাগী হইয়া চতুর্থ আশ্রমিক যোগধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্মে, সর্ব্বজীবে সমভাব অর্থাৎ জগতের যাবতীয় জীবগণকে আত্মবৎ জ্ঞান করিতে, জয় ও পরাজয় উভয়কেই সমভাবে গ্রহণ করিতে, প্রশংসা ও নিন্দা, মৃত্তিকা ও মাণিক্য সমস্তই তুল্যমূল্য জ্ঞান করিতে শিক্ষা দেয়। যথা;—

জ্ঞেয়ঃস নিত্য সন্ন্যাসী যোন দ্বেষ্টিনকাঙ্খতি।
নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥
জীতাত্মনঃ প্রসান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু, যথা মানাপমানয়োঃ॥
জ্ঞানবিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম লোষ্ট্রশ্মকাঞ্চনঃ॥

ভগবদ্গীতা ৬অ ৭। ৮

শুনিয়া···লইয়া—ব্যাসের উত্তর শুনিয়া বুড়াটি অত্যন্ত রাগিয়া কহিতেছেন, বলি ব্যাস ঠাকুর, উপরে যে সব

ধর্ম্মের কথা কহিলেন, আপনি ইহার কোন্‌টার আশ্রয় লইয়াছেন ?

এক বাক্যে…শাপ দিয়া—বুড়াটি আরও কহিলেন,—তুমি যখন বলিয়াছ, শিব হইতে জীবের মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ হয় না, তখন সেই এক কথায় তোমার জ্ঞান বুদ্ধির দৌড় যতদূর, তাহা বেশ বুঝিয়াছি। তপস্বীরা দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা আদি সদ্‌গুণের আধার, এবং জপ, তপ, প্রভৃতি সৎক্রিয়া-কলাপ তাঁহাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় ব্রত, কিন্তু তুমি কাশীর প্রতি ও কাশীবাসী ব্যক্তিবর্গের প্রতি অভিশাপ দিয়া ঐ সব সদ্‌গুণের ও কার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছ।

কহিতে কহিতে…প্রলয়—এই রূপ কহিতে কহিতে বৃদ্ধবেশধারী দেবাদিদেব মহাদেবের অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই তিনি সৃষ্টিধ্বংসকারী ভয়ঙ্কর সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

ঊর্দ্ধে ছুটে…জরজর—ক্রোধে জটাসকল ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং তাহার প্রচণ্ড উত্থানবেগে মেঘ সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

জিহি—জিহ্বা, রসনা।

অর্দ্ধশশী…ধক্ ধক্—শিবের ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রমাত্র বিরাজিত কিন্তু বোধ হইল যেন, তাহাই কোটি সূর্য্যের রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং তদুৎপন্ন প্রচণ্ড অগ্নিশিখা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

ভীমনাদে—গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে। হুঙ্কার শব্দে।

ধরিতে···কারণে—ধনুক ধারণ করিয়া, মহাক্রোধে শূল আন আন করিয়া হুঙ্কার দিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্নপূর্ণার অনুরোধে শূল ধারণ করিতে পারিলেন না।

মর্ম্ম—সার তত্ত্ব, গূঢ় কথা।

মনে ভাবি···পাপ—যদি মনে মনে একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে, তবে অনায়াসে বুঝিতে পারিতে, তুমি কি পাপ-কার্য্য করিয়াছ।

বিটল—ভণ্ড, ধূর্ত্ত।

বামন—ব্রহ্মণ শব্দের অপভ্রংশ। অন্যার্থে নীচ, ক্ষুদ্র। ওরে নীচ ভণ্ডতপস্বী তুই কাশীতে শাপ দিবি কেন?

রুদ্ররূপী···—উগ্রচণ্ড মূর্ত্তিধারী।

হরি হর···বিধাতা—শিবভয়ভীত ব্যাস জগন্মাতার শরণাপন্ন হইয়া কহিতেছেন, হে দেবি, তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিগুণান্বিত দেবত্রয়েরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

তমোগুণ—প্রলয় গুণ, সংহারগুণ।

প্রলয়—ধ্বংস, সৃষ্টিনাশ। প্রলয় চতুর্ব্বিধ, যথা;—নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রাকৃত প্রলয়, আত্যন্তিক প্রলয়।

পশুবুদ্ধি—চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, অজ্ঞান।

তব ইচ্ছাই কেবল—হে দেবি, আমি অজ্ঞানতাবশতঃ এপর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছি, সে সকলই মিথ্যা। তুমি ইচ্ছাময়ী, তোমার ইচ্ছাই একমাত্র সত্য।

ঘোর সঙ্কটে—হে শুভঙ্করি, আমি ভয়ঙ্কর বিপদগ্রস্ত, আমার প্রতি কৃপা কর।

অলঙ্ঘ্য—অনতিক্রম্য, অখণ্ডনীয়।

চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে—ব্যাসের স্তবে তুষ্ট হইয়া অন্নদা এই বর প্রদান করিলেন। হে ব্যাস! শিববাক্য অখণ্ডনীয়, তোমাকে কাশীবাস আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে আমার বরে তুমি প্রতি শুক্লা ও কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে কাশীর মণিকর্ণিকার তীর্থে স্নান করিতে আসিতে পাইবে।

মণিকর্ণিকা—মণিকর্ণ নামক কামরূপা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত কাশীর তীর্থ। চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে এ তীর্থে স্নানাবগাহন করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়।

অন্তর্দ্ধান—তিরোধান, ব্যবধান। দেবী এরূপ কহিয়া অদৃশ্য হইলেন।

বেতাল—শিবের অনুচর, ভূতাবিষ্ট শব।

ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণোদ্যোগ।

১৪৩—১৫২ পৃঃ।

কলঙ্ক ঘুষিবে লোক—মানুষেরা আমার অযশঃ প্রচার করিবে। অথবা আমার কলঙ্ক কালিমা ত্রিভুবনময় প্রচারিত হইবে।

নামডাক—সুনাম, খ্যাত, প্রতিপত্তি, বোল্‌বোলা।

তমোবধ—ক্ষমতা লোপ, পৌরুষহানি, দর্প খর্ব্ব। মানুষের

ক্ষমতা লোপ হইয়া হতমান হওয়ার চেয়ে, মরণও মঙ্গল। চলতি কথায় বলে, যাক প্রাণ, থাক মান।

চিরজীবী…গোঁসাই—ভগবান আমাকে অমর করিয়াছেন। সুতরাং বিষে, আগুণে, জলে, সাপ ও বাঘের কামড়েও আমার মরণ হইবে না।

ভবিতব্য—বিধিলিপি, অবশ্যম্ভাবী। যাহা নিশ্চয় ঘটিবে বলিয়া বিধিলিপি ছিল, তাহা আমার অদৃষ্ট ঘটাইল।

তবে আমি…বারাণসী—তপোবলে এই স্থলে যদি আমি দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ করিতে পারি, তবে আমার নাম ব্যাস অর্থাৎ তাহা হইলে আমার ব্যাস নাম ধরা সার্থক হইবে।

সকল…পণ—লোকে সাধারণতঃ ধন কিম্বা তৈজসাদি দ্রব্য বাজি রাখিয়া, যে কোনও অঙ্গীকৃত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ব্যাসের ইহার কিছুই ছিল না। তাঁহার কেবলমাত্র জপ তপ সম্বল ছিল। তিনি তাহাই বাজি রাখিয়া প্রতিজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হইলেন। অর্থাৎ যদি সিদ্ধকাম হইতে পারি, তবে সকলই সার্থক, নচেৎ যশঃ-মানের সহিত, এ সকলকেও চিরবিসর্জ্জন দিব।

নিজ নাম…আয়োজন—দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণার্থ যাহা কিছু উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহা এই স্থানেই প্রকাশ করিয়া, নিজের গুপ্ত নাম জাগ্রত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত করিব।

সদ্যমুক্তি—শিবের স্বয়ং মুক্তিদানে ক্ষমতা নাই। তিনি

তাহার কাশীতে মৃতজীবগণকে রাম নাম মাহাত্ম্যের বলে মুক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু আমার কাশীতে সেটি হইবার যো রাখিব না, এখানে মরিলে, অমনি হাতে হাতে মুক্তি। মুক্তির জন্য কাহাকেও কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হইবে না।

অসাধ্য...কিবা তপস্যার অসাধ্য কি আছে? কত কত অসাধ্য কার্য্যও তপপ্রভাবে সুসাধ্য হইয়াছে। ব্রহ্মার সহিত বিবাদ করিয়া, শুদ্ধ তপস্যার উপর আত্মনির্ভর করিয়া রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কি না করিয়াছিলেন?

বিষ্ণুর দেখেছি গুণ ব্যাস দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণার্থ কোন্ অভীষ্ট দেবতার আরাধনা করিবেন, তাহাই মনে মনে তোলাপাড়া করিয়া কহিতেছেন,—শিব ত আমাকে তাড়াইয়াই দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিকট আমি বর চাহিব না। বিষ্ণুর যত প্রাধান্য—ক্ষমতা, তাহা নন্দীর কোপের বেলা বিলক্ষণ দেখা গিয়াছে। সুতরাং তাঁহাকেও ভজিব না। তবে ব্রহ্মা, সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং তিনি সকলের বড়, অতএব আমি তাঁহাকে দৃঢ়রূপে ধরিব।

যথা বসি—যে স্থানেই থাকি না কেন?

গঙ্গামহাতীর্থ—প্রধান পুণ্যক্ষেত্র। পুণ্যক্ষেত্র গুলির মধ্যে পতিতপাবনী গঙ্গাই সর্ব্বপ্রধান। যথা,—

গঙ্গা গঙ্গেতি যোব্রুয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

গঙ্গা…আনা চাই— ব্যাস মনে মনে স্থির করিলেন, শিবের মুক্তিদানসম্বল একমাত্র পতিতোদ্ধারিণী ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা, সুতরাং তাঁহার মুক্তিরূপ কপাটের অর্গল বা চাবি স্বরূপিণী গঙ্গাকে সর্ব্বাগ্রে আমার ব্যাস কাশীতে আনা চাই। অতএব অগ্রেই তাঁহার নিকট যাওয়া যাউক।

মোক্ষধাম—কৈবল্যধাম, নির্ব্বণাশ্রম। গঙ্গা যে মুক্তিদায়িনী, এ কথা আমি না প্রকাশ করিলে কে জানিতে পারিত?

——

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

(১৫২ পৃঃ)

অভ্যর্থনা—সাদর সম্ভাষণ।

পরে ব্যাঘ্র হস্তিছালা সদ্য হাতী মা'রতে সক্ষম এমন তেজস্বী বাঘের ছাল পরিধান করেন। অথবা হাতীবৎ প্রকাণ্ড বৃহৎ বাঘের চামড়া পরিধান করেন।

অবতার—অংশে আবির্ভাব হওয়া। অর্থাৎ হে দেবি, তুমি শিবের জটায় অবতীর্ণ হইয়া বাস করিতেছ বলিয়াই শিবকে সকলে মান্য করে।

যত অমঙ্গল…হেম—অমঙ্গল যতরূপ থাকিবার সম্ভব, সে সমস্তই মহাদেবে আছে, তবে মঙ্গলের মধ্যে তাঁর প্রতি তোমার প্রণয়। তুমি যে কৃপা করিয়া শিবের প্রণয়ানুরাগিনী হইয়াছ, তাঁহার জটজালে বিরাজ করিতেছ, ওই টুকুই তাহার মঙ্গল. বাকি সমস্তই অমঙ্গল। যেমন অশেষ

দোষের দোষী যে লোহা, সেও স্পর্শমণি সংযোগে অর্থাৎ পরশ পাথর ছুঁইয়া, সোণা হইয়া যায়। তদ্রূপ শিবের যদি কিছু মাহাত্ম্য থাকে, তোমারূপ স্পর্শমণির মহিমায়।

যে কারণ নীর…সংশয়—যে কারণবারি হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপন্ন হইয়া, তাহাতেই ভাসমান রহিয়াছে এবং যাহাতে কত কত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব স্থাবর জঙ্গমাত্মক জড় পদার্থাদি, উদয় ও বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, হে গঙ্গে! সেই সৃষ্টির নিদানভূত কারণামৃতই তোমার শরীর এবং তুমিই নিত্য স্বরূপব্রহ্ম। তুমিই সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী। এবং সেই নির্ম্মল, নিষ্কাম চৈতন্যস্বরূপ যে ব্যক্তি, লোকে যাঁহাকে দুষ্টদমন বলে, সেই চিন্ময়পরম পুরুষই দ্রব হইয়াই যে এই পতিত পাবনী গঙ্গারূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। যথা—

ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"স্রোতসামস্মি জাহ্নবী।"

প্রায়শ্চিত্ত…জল—তোমার জল এমই পবিত্র যে, যেখানে তাহা থাকে, সেখানে স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্র করিবার ভয় থাকে না।

—— ——

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি।

১৫৪—১৫৫পৃঃ

অন্ধক—শিবের বধ্য অসুর।যদুবংশীয় জনৈক রাজা।

গিরিবর ধনু শেষশিঞ্জিনী—অতি প্রকাণ্ড যাঁহার ধনু এবং অনন্ত নাগ যাঁহার ধনুর ছিলা।

ত্রিপুর—অসুর বিশেষ। শিব ইহাকে সংহার করেন।

ভব—মহাদেব ও সংসার।

না ছিল···তখন—যখন সৃষ্টির আদৌ কোন সত্তাই ছিল না, তখনই বিশ্বনাথ এই কাশীধাম সৃজন করিয়াছেন। আমরা কাশী, কৈলাস ও গোলক, বৃন্দাবন অর্থে সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহার অর্থ আধ্যাত্মিক মতে বাস্তবিক তাহা নহে। যেমন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইলে, সাধকের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে প্রতিমাদিতে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়, তদ্রূপ সৃষ্টির অতীত পরা প্রকৃতি ও চৈতন্যের সদানন্দময় বিহারধামের, অথবা শরীর মধ্যে সহস্রারে কিম্বা দ্বিদলে,সদাশিব ও ভগবতী কিম্বা হরপার্ব্বতীর নিত্য লীলাস্থল, পরম ধাম কৈলাস ও কাশীধামের বাহ্য প্রতিকৃতি স্বরূপ, এই দৃশ্যমান কৈলাস ও কাশীপুরী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।

শূলের আগে—ত্রিশূলের অগ্রভাগে। অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক পরা প্রকৃতির পুরুষ সান্নিধ্যে গুণক্ষোভ হইয়া, ত্রিগুণ হইতে যে মহত্তত্ব ও অহংতত্ত্ব অথবা মহামায়া ও অবিদ্যা উৎপন্ন হয়, তাহারই আধার ত্রিগুণ। এবং পূর্ব্বোক্ত কাশীই সেই মহামায়া ও অবিদ্যার লীলাভূমি। ত্রিগুণ দ্বারা সংরক্ষিত ও ত্রিগুণরূপী ত্রিশূলোপরি সংস্থাপিত বলিয়া উহা পৃথিবী হইতে অনেক উচ্চে আছে।

পদ্মপত্রে...বিলাসী—যেমন জলমধ্যস্থ পদ্মের পাতার উপর জল আপনার ভাবে আপনি খেলে, অথচ পত্র ব্যব-

ধান বশতঃ অন্য জলের সহিত তাহার কোন সংস্রব থাকে না, তদ্রূপ ত্রিগুণরূপী ত্রিশূলোপরি সংস্থাপিত বলিয়া, মহামায়া ও অবিদ্যাপ্রভাবে, পৃথিবীর সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চরের সহিত কাশীর কোন সম্পর্ক নাই।

তাঁর চলনি—শিবের গতিবিধি তুমি কি বুঝিবে!

এ সব...আমি—গঙ্গা শিবের রুদ্ররূপ ও দক্ষ যজ্ঞাদির কথা মনে করিয়া, একটু ভীতা হইয়া ব্যাসকে কহিলেন, ওহে বাপু, এ সব শিবহীন কথাবার্ত্তার ভিতর কিন্তু আমি নই।

ব্যাসকৃত গঙ্গার তিরস্কার।

১৫৫—১৫৭পৃঃ

অন্তরঙ্গ—আত্মীয়, আপনার লোক।

যুগলপাণি—যোড়হাত, কৃতাঞ্জলি।

দৈব—দেবতার ইচ্ছায়, অদৃষ্টে।

দরে—গহ্বরে, গর্ত্তে।

জহ্নুমুনি...করি—জহ্নুমুনি তোমায় গণ্ডূষ করিয়া পান করিয়াছিলেন, সনাতন বাসুদেব মূর্ত্তিধারী, অপ্রমেয়স্বরূপ মহাত্মা কপিল মুনির অভিশাপে সগরবংশ ধ্বংশ হওয়ায়, ভগীরথ, কঠোর তপস্যাদ্বারা স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করেন; ভাগিরথী পৃথিবীতে পতিত হইতে মহাবেগে ধাবিত হইলেন। ঐ সময় জহ্নু নামে এক জন মহাতেজোবলসম্পন্ন মুনি যজ্ঞ করিতেছিলেন, তাঁহার কার্য্যকলাপ অতি অদ্ভুত।

গঙ্গা গমনসময়ে তাঁহার যজ্ঞভূমি ভাসাইয়া দিলেন। জহ্নু মুনি গঙ্গার এই অহংকারে ক্রুদ্ধ হইয়া, গণ্ডূষ দ্বারা তাহা সমুদয় জল পান করিয়া ফেলিলেন।

তিনপুরে—ত্রিলোকে—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসায়।

শান্তনু···বেটা—ইক্ষাকুনন্দন মহাভীম রাজা পুণ্যবলে ব্রহ্ম লোকে গমন করেন। সেখানে একদিন তিনি ব্রহ্মার সভায় সমাগতা, বায়ু-বলে বিপর্য্যস্তবসনা, অলৌকিক রূপ-যৌবন-সম্পন্না গঙ্গাদেবীকে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হন। এবং গঙ্গাও তৎপ্রতি পুন পুনঃ প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা উভয়কেই নরনারীরূপে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ দিলেন। সেই শাপভ্রষ্ট মহাভীমই—শান্তনু রাজা—প্রতীপ রাজের পুত্র। শাপভ্রষ্টা গঙ্গার পৃথিবী আগমনকালীন, পথিমধ্যে বশিষ্টকর্তৃক শাপ-গ্রস্থ অষ্টবসুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। নরযোনীজন্মযন্ত্রণা ভয়ে, তাহারা গঙ্গাকেই তাহাদের গর্ভধারিণী জননী হইতে অনুরোধ করে। গঙ্গা তথাস্তু বলিয়া পৃথিবীতে আসিলেন। এবং প্রথমতঃ প্রতীপ রাজাকেই পতিত্বে বরণের অভিলাষী হইয়া তাহার দক্ষিণ উরুতে বসেন। প্রতীপ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, হে দেবি, দক্ষিণ উরু পুত্র বধূর এবং বাম উরু ভার্য্যার সমান। অতএব তুমি আমার বধূ স্থানীয় হইতেছ সেই প্রতিজ্ঞা ও ব্রহ্মার অভিশাপানুসারে, গঙ্গা শান্তনুকে পতিত্বে বরণ করেন এবং তাঁহার ঔরসে অষ্টম গর্ভে, অষ্টমবসুরূপী ভীষ্মকে প্রসব করেন।

পুণ্যবতী কেটা - হে গঙ্গে ! তোমার মায়া বোঝা ভার। তুমি মায়াময়ীরূপে, গৃহিণী স্বরূপে, শান্তনুকে সারা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুরহিত মহানির্ব্বাণ প্রদানপূর্ব্বক কৈবল্যধাম গোলোক-ধামে প্রেরণ করিয়া তাহার সাধনা সিদ্ধ করিয়াছ। আবার এইক্ষণ মত্তযোগী মহেশ্বরের মনোভিলাষ পূরণার্থ, তাহার সহস্রারে স্বাধিষ্ঠান করিয়াছ। নিন্দার্থে যথা,—তোমার সতীপণার পরিচয়, তোমার—ভীষ্মবেটা। আর স্বামীর ত সীমাই হয় না। এই সে দিন তোমার এক ভর্ত্তা শান্তনুকে জন্মের শোধ শেষ করিয়াছ, আবার এইক্ষণ অন্য ভর্ত্তা শিবেরও মাথা চাপিয়া বসিয়াছ।

রাগে -- অনুরাগে।

নীচগতি—নিম্নগামিনী। সগরবংশ উদ্ধারার্থ যিনি পৃথিবীতে আসিয়াছে। জলের বা তরল বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম নিম্না-ভিমুখে গমন, অন্যার্থে ইতরসহবাসিনী।

ভজিতে—সেবা করিতে, মন যোগাইতে।

সঙ্গম -মিলন, সংযোগ, বিহার।

বেশ্যাধর্ম্ম—ব্যভিচারিণী বা বারবিলাসিনীগণের আচার ব্যবহার।

মা বলিয়া...মাত্র পাও—গঙ্গামাহাত্ম্যে উক্ত আছে যে, জন অন্তিমে, পতিতপাবনী সুরধুনী গঙ্গা নাম স্মরণ করিয়া, পুণ্যতোয়া গঙ্গার পবিত্র সলিলে তনুত্যাগ করে, সেজন সদ্যমুক্ত হইয়া, শিবরূপ ধারণ করতঃ প্রকৃতিপুরুষের নিত্য বিহারভূমি কৈবল্যধাম শিবলোকে পরম সুখে গমন

করে। কারণ জীব মায়া-মুক্ত হইলেই তাহার শিবত্ব অর্থাৎ—ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। নিন্দার্থে পুত্রাভিগামিনী।

বিষ্ণু পাদোদক বিনা নহ—শিব সঙ্গীত শ্রবণে রাসমণ্ডলাস্থিতা আদ্যাপ্রকৃতি রাধা ও কৃষ্ণের অংশসম্ভূতা দ্রবময়ী গঙ্গা, একদিন স্বীয় অতুলনীয় রূপলাবণ্যে মোহিত ও কামপীড়িত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণে জীবন যৌবন মন সমর্পণার্থ তাঁহাকে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন, এমন সময় সখী সঙ্গিনী রাসমণ্ডলাভিসারিণী সিদ্ধযোগিনী রাসেশ্বরী রাধা সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। এবং গঙ্গাকে তদবস্থ দেখিয়া রোষকষায়িতলোচনে, বিশ্বব্যাপিনী গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করিতে ইচ্ছা করিলেন। জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী গঙ্গা যোগপ্রভাবে রাধিকার গূঢ়াভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রাণভয়ে অলক্ষিত ভাবে কৃষ্ণের চরণশরণ লইলেন। এ দিকে জগৎ জলশূন্য ও জীবের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণ পরাপ্রকৃতি শ্রীমতী রাধার শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া দয়াময় কৃষ্ণের চরণাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র হইতে গঙ্গা পতিতপাবনী বাহির হইলেন।

যথা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে,—

গঙ্গা ত্বদঙ্গসম্ভূতা প্রভোশ্চ রাসমণ্ডলে।
দ্রবরূপাচ সা জাতা মুগ্ধয়া শঙ্করস্বরাৎ ॥
পূরা বভূব গোলোকে সা গঙ্গা দ্রবরূপিণী।
রাধা কৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা তদংশা তৎস্বরূপিণী।

অতএব তুমিই সেই মহীয়সী দ্রবময়ী গঙ্গা। নিন্দার্থে,—
তুমি সেই বিষ্ণু ঠাকুরের পা ধোয়ানী জল বই ত নও।

অগস্ত্য...পান—মিত্রা বরুণের ঔরষে উর্ব্বশার গর্ভজাত মুনি। দধিচির অস্থি লইয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক বেত্রাসুরবধের পর, কালকেয় প্রভৃতি অন্যান্য দানবগণ, প্রাণভয়ে, সমুদ্রের আশ্রয় লইয়া লুকাইয়া থাকে এবং যামিনীযোগে মুনিদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অশেষবিধ অত্যাচার করে। উত্যক্ত মুনিগণ কেশবের শরাণাপন্ন হন এবং কেশব তাঁহাদিগকে অগস্ত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। অনন্তর অগস্ত্য সিন্ধু সমীপে সমাগত হইয়া সিন্ধু ব্যতীত দানবদলের অন্য গতি নাই দেখিয়া যোগ প্রভাবে সমুদ্রের সমস্ত জলরাশি গণ্ডুষে পান করিলেন। যথা,—

তবে ত অগস্ত্য এক গণ্ডুষে তখন,
ক্ষণমাত্রে সিন্ধু জল করিল শোষণ।

কাশিদাস।

মজিয়া ক্রোধের কূপে—ক্রোধরূপ কূপে নিমগ্ন বা অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া গুণাকর ভারতচন্দ্রের এই ব্যাসকৃত গঙ্গার তিরস্কার আদ্যোপান্ত স্তুতি ও নিন্দায় পরিপূর্ণ। এজন্য এটি ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার।

নর...যেবা— বেদব্যাস নারায়ণের অংশ সম্ভূত। কিন্তু ইনি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কখনও স্বয়ং নারায়ণ হইয়া মুক্তির উপায় বিধান এবং কখনও স্বয়ং শিব হইয়া দ্বিতীয় কাশী সংস্থা-

পন করিয়া জীবগণকে কাশিবাসের ফল প্রদান করিতে বাসনা করেন। গঙ্গা দেবী ব্যাসের অজ্ঞতার বিষয় এস্থলে ইঙ্গিতে কহিলেন।

প্রসঙ্গ—প্রস্তাব, ঘটনাবলী।

তেঁই সে প্রমাণ— অন্যান্য ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে আমার কার্য্যকলাপগুলিও তুমি পুরাণে প্রকাশ করিয়াছ, তাহা হইতেই বুঝি প্রমাণ করিতেছ- আমি তোমার প্রকাশিতা।

সংসারে.. যারা—বেদে "প্র" শব্দে আদি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ, "কৃ" শব্দে মধ্যম অর্থাৎ রজোগুণ আর "তি" শব্দে অন্ত অর্থাৎ তমোগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং যে শক্তি সত্ত্ব রজোতমো এই ত্রিগুণস্বরূপিণী, যে শক্তিতে কোন শক্তির অভাব নাই এবং সৃষ্টিকার্য্য বিষয়ে যিনি সর্ব্বপ্রধানা, তিনিই মূলপ্রকৃতি। সেই আত্মগত পরাপ্রকৃতি বিহার নিত্যচৈতন্য পরমাত্ম স্বরূপ ভগবানই পরমপুরুষ শিব। যেমন যেখানে জীব, সেইখানেই আত্মা, যেখানে আত্মা, সেইখানেই শক্তি, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের বামার্দ্ধাঙ্গ বলিয়াই যেখানে পুরুষ, সেইখানেই প্রকৃতি। সুতরাং সংসারের [illegible]মাত্রেই প্রকৃতি ও পুরুষ সম্ভূত বলিয়া নারীমাত্রেই শাক্তির ও নরমাত্রেই শিবের ব্রহ্মময় অবতার। যথা ;—

সাচ ব্রহ্মা স্বরূপাচ, মায়ানিত্যসনাতনী।
যথাত্মাচ যথাশক্তি, যথাগ্নৌ দাহিকাস্মৃতা॥

অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রী পুং ভেদং নমন্যতে;
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ॥
অংশরূপা কলারূপা, কলাংশাংশ সমুদ্ভবা।
প্রকৃতেঃ দেবীবিশ্বেষু, দেবীচ সর্ব্বযোষিতঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—পুরাণ।

প্রকৃতি...বুঝিবি—ওরে ব্যাস। বিশ্বসংসার ব্রহ্মময় প্রকৃতি-পুরুষে পরিপূর্ণ বলিয়া, আমরা যথেচ্ছবিহারী। তুই এ রহস্যমর্ম্ম কি বুঝিবি? পড়্ পড়্ 'আরও কিছুকাল পড়, শাস্ত্রালোচনা কর, তবেত বুঝ্‌তে পারবি!

দায়—ভাল ও মন্দের দাবী, ভার, বিপত্তি।

বেদের...পুরাণ—একার্থে,—পঞ্চত্ব বা বধসাধন অর্থাৎ স্ত্রী ও শূদ্র প্রভৃতির বেদে অধিকার ছিল না, বেদের এই মহিয়সী পবিত্রতার ব্যাঘাত ঘটাইয়া পঞ্চম বেদ নাম দিয়া, মহাভারত পুরাণ রচনা করিয়াছ। অন্যার্থে,—বেদ চিরকালই ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই বলিয়া জানি। কিন্তু তুমি আবার নিজের বিদ্যার বাহাদুরী দেখাইয়া, ইহার পঞ্চত্ব অর্থাৎ ৫ সংখ্যার পুরাণ, ভারতরচনা দ্বারা করিয়াছ।

অবগীত...সেই—তোমার নিজের সুজন্মের কথা তুমি নিজেই কহিয়াছ। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। পরন্তু তোমার পিতাও অতি অপবাদগ্রস্ত ও দূষিত ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর জনিত সন্তান। আর তুমিও অমন বাপের ঔরসে, জেলের মেয়ের গর্ভে জন্মিয়া কোন্ মুখে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দাও।

অপসর—সরিয়া পড়া, প্রস্থান করা,

বৈ-পিত্র দুভাই—বিভিন্ন পিতার জাত ভ্রাতা। সংবাপের ছেলে ।

বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ—শান্তনুর ঔরষে সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রদ্বয় ।

অম্বালিকা ও অম্বিকা—কাশিরাজের কন্যাদ্বয়। ভীষ্ম ইহাঁদের স্বয়ম্বর সভা হইতে, বলে হরণ করিয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দেন ।

বউ রৈল সারা—বউ দুটী জীবন্মৃতা হইয়া রহিল ।

যেমন আপনি—তুমি যেরূপে জন্মিয়াছ, তদ্রূপ। অথবা তিনি নিজে তোমায় যে ভাবে জন্ম দিয়াছেন, সেই নমুনা নিয়া, তোমাকে তোমার ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিতে আদেশ দিলেন ।

রম্ভা—অপুত্রক বিধবা, রাঁড় ।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু—ব্যাসের ঔরষে অম্বালিকা ও অম্বিকার গর্ভজাত বিচিত্রবীর্য্যের পুত্রদ্বয় ।

কুন্তী—যদুবংশীয় ভোজরাজনন্দিনী। ইনি দুর্ব্বাসার নিকট এক পুত্রোৎপাদক মন্ত্র লাভ করেন। মহাবীর কর্ণ ইহাঁর কুমারী কালের সূর্য্যের ঔরসজাত সন্তান। পরে পাণ্ডুকে সয়ম্বরা হন। যুধিষ্ঠিরাদি পুত্রত্রয়ের মাতা।

মাদ্রী—মদ্র দেশের রাজা শল্যের ভগ্নী। পাণ্ডুর পরিণীতা

স্ত্রী। নকুল সহদেবের মাতা। বিবাহের পর পাণ্ডু চৈত্ররথ নামক বনের নিকট মৃগয়ার্থ বাস করেন। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ এক দিন রতিরঙ্গরত মৃগমিথুনের মৃগরূপধারী এক মুনিপুত্রের প্রতি অভেদ্য শর নিক্ষেপ করেন। ভীষণ শরপ্রহারে অতৃপ্ত মুনিকুমার, পাণ্ডুকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া, মরণ কালে এই অভিসম্পাত করিল, "আমার ন্যায়, তোমারও সম্ভোগসময়ে মৃত্যু হইবে।" এই অভিশাপে অপুত্রক কুন্তী ও মাদ্রী ভাবিয়া আকুল হইল, কিন্তু নিজের জন্ম মতানুযায়ী তাহাদেয় পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতে পরামর্শ দিল।

পাঁচ বরে···বিয়া—দ্রৌপদী, পঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞজাত কন্যা এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী। দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত ও পঞ্চস্বামী প্রাপ্তির বিষয় অতীব অদ্ভুত কাহিনী। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহা বলিব। দক্ষসাবর্ণির বংশজাত বৃষধ্বজ পরম শৈব ছিলেন বলিয়া অন্যান্য দেবদেবীগণের বিস্তর অবমাননা করিতেন। এজন্য তাঁহাদের পরামর্শে সূর্য্যদেব তাহাকে "হতশ্রী হও" বলিয়া শাপ দেন। ভক্তের লক্ষ্মীছাড়া দশা দেখিয়া,শিব সূর্য্যের শাস্তিবিধানে প্রবৃত্ত হন। সূর্য্য ভয়ে হরির শরণাপন্ন হন। শিবও সেখানে যাইয়া উপস্থিত। হরি বিবাদ মিটাইয়া দিয়া শিবের অনুরোধে এই বর দিলেন,বৃষধ্বজের পৌত্র হংসধ্বজের কুশধ্বজ ও ধর্ম্মজর নামক যে দুই সন্তান এইক্ষণ তপস্যা করিতেছে, তাহাদের স্ত্রীদের অংশের মহালক্ষ্মী কমলাদেবী,অংশে অবতীর্ণ হইবেন. তাহাতেই উহাদের শাপ মোচন হইবে।

কুশধ্বজের পত্নী মালাবতীর গর্ভে কমলাদেবী অংশে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার নাম বেদবতী হইল। যৎকালে তিনি তপস্যার্থ বনে বাস করিতেছিলেন, তখন এক দিন রাক্ষসিরাজ রাবণ দুরাশাপ্রযুক্ত তাহার পবিত্র অঙ্গস্পর্শ করে। বেদবতী "আমার জন্যই তুই সবংশে মজিবি," তাহাকে এই অভিশাপ দিয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কালে জনকাত্মজা সীতাদেবীরূপে সমুদ্ভূতা হইলেন। পিতৃসত্য পালনার্থ রামের বনবাস কালীন অগ্নিদেব হরির আদেশে রামকে একটী ছায়াময়ী মায়াসীতা দিয়া আসল সীতাকে আপন আবাসে রাখিলেন। রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করে। তাহাতেই রাবণবংশ ধ্বংশ হয়। যুদ্ধাবসানে সীতার অগ্নি পরীক্ষাকালে, অগ্নিদেব রামকে আসল সীতা অর্পণ করিলেন এবং ছায়াসীতাকে, স্বর্গলক্ষ্মী হইবার বর দিয়া, শিবের আরাধনা করিতে কহিলেন। ছায়াসীতা তপস্যায় শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া পতিকামনায় বিশেষ বিহ্বল হইয়া; পাঁচ বার বর প্রার্থনা করেন, আশুতোষ শিবও পাঁচ বার তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন। কালক্রমে কমলার কলারূপিণী এই ছায়াময়ী রমণীই যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদীরূপে সমুৎপন্না হন এবং শিবের অখণ্ডনীয় বরপ্রভাবে পঞ্চস্বামী প্রাপ্ত হন। তাঁহারই দেবাংশসমদ্ভূত পঞ্চ পাণ্ডব। দ্রৌপদী সত্যযুগে বেদবতী নামে কুশধ্বজের, ত্রেতায় সীতা নামে জনকের এবং দ্বাপরে দ্রৌপদী নামে দ্রুপদের কন্যারূপে আবির্ভূতা হন।

ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ—গঙ্গা কহিলেন, আমি ব্রহ্মশাপকে

ভয় করি না, সে সব মহাপাতক আমার নামে তরিয়া যায়। মহাপাতক পঞ্চ বিধ,— ব্রাহ্মণ বধ ; ব্রাহ্মণের স্বর্ণচুরী বা চৌর্য্য ; সুরাপান ; গুরুপত্নীগমন বা হরণ ; এবং পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার পাপের সংসর্গ। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ বধ অতীব গুরুতর মহাপাতক। কিন্তু গঙ্গার পবিত্র নাম স্মরণে সে মহাপাতকও বিনষ্ট হয়। গঙ্গাই পাপরাশি দহনের প্রজ্বলিত অনল স্বরূপ।

"পাপি পাপেন্ধ দাহায় জ্বলদিন্ধনরূপিণী।
দর্শস্পর্শস্নানপানে নির্ব্বাণপদ দায়িন॥"

অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

মহাপাপী দুরাচারী, পরশে তোমার বারি,
সকায় বৈকুণ্ঠপুরী চলে,
শতেক যোজনে থাকে, গঙ্গাগঙ্গা বলি ডাকে,
পবিত্র তাহার কলেবর।

কবিকঙ্কন।

তুই...কহ— আমার মহিমা তুই কি জানিবি। তোর লোকপিতামহ ব্রহ্মা যৎকিঞ্চিৎ জানে বলিয়া ত আমার জল কমণ্ডুলে ধারণ করিয়াছিল। অতএব তাঁরে গিয়া আমার কথা জিজ্ঞাসা কর। যথা—

ব্রহ্ম কমণ্ডুলে বাস, আছিলা ব্রহ্মার পাশ,
পবিত্র করিলা তার পুরী।

নর্ম্মতার...ধীমান—যে জ্ঞানবান ব্যক্তি যোগ চিন্তাদি দ্বারা তোমার মহিমা অবধারণ করিতে সমর্থ, সমস্ত সংকর্ম্মই

তাহার করায়ত্ত; এই পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্যই তাহার এবং লক্ষ্মীরূপা ধান্যই তাহার অতুল সম্পত্তি। অর্থাৎ তোমার ভক্তজনেরাই ধাম্মিক, ধরণীশ্বর, এবং লক্ষ্মীমন্ত হয়।

নারসিংহী—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর বধার্থ নারায়ণের চতুর্থ অবতার, অর্দ্ধ নর ও অর্দ্ধ সিংহরূপী নৃসিংহদেবের ললাটজ্যোতি হইতে উদ্ভৃতা শক্তিকলা, নারায়ণী নরমুণ্ড-মালাধারিণী দুর্গা।

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

১৬০—১৬৩পৃঃ

উন্মন—অন্যমনস্ক, উৎকণ্ঠিতচিত্ত।

বিশ্বকর্ম্মা—ব্রহ্মার মানসপুত্র, দেবশিল্পী। ইহাঁর সবিস্তার বিবরণ শিবের কাশানির্ম্মাণে দেখ।

বিশ্ব প্রকাশ—পরিদৃশ্যমান এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ। তুমি গড়িয়াছ বলিয়াই চাক্ষুষ দর্শন ঘটিতেছে।

ব্রহ্মা অবতরি—তুমিই ব্রহ্মার অংশ। অথবা ব্রহ্মার অংশাবতার রূপেই তুমি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ।

সুসার—সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ, সুচারু, সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ত্রিদেবে...কব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রে তোমার মহিমা ব্যক্ত করিব।

বালাই—আপদ, শত্রু।

প্রমাদ—ভ্রম, ভুল।

নহ স্বতন্তর—স্বাধীন নও, আত্মবশ নও।

বেগার—আজূ অর্থাৎ বিনা বেতনে কর্ম্ম করা, পণ্ডশ্রম। হে বিশাই! তুমি স্বাধীনচেতা লোক নহ, এজন্য যার অনেক গুণ আছে বলিয়া জান, ভয়ে ভয়ে তাহারই বিনা বেতনে বেগার দাও।

নাহি জান...নিরঞ্জন—হে ব্যাস! মূলপ্রকৃতি বা নিত্য ব্রহ্মের স্বরূপ, তুমি কিছুই জান না এবং গুণত্রয় মধ্যে শুদ্ধ চৈতন্য ও পরমাত্মার আধার স্বরূপ প্রধান গুণ যে সত্ত্ব, তাহার ত তুমি কিছু বুঝই না। এই শিবই নিত্য চৈতন্য স্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম। ইনিই জন্ম, জরা, মরণ রহিত, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, আদীশ্বর।

কলহ—বিবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ।

ভারত—মহাভারত, পুরাণ।

কথা মথায়—শব্দরূপ সাগর মন্থন করিয়া। মথায়—মন্থনে বিলোড়নে। গুণাকর কহিতেছেন, এত আর তোমার মহাভারত নয় যে, কাব্যশাস্ত্র বিলোড়ন করিয়াই কতকগুলা শব্দ সাজাইয়া গেলেই হইল।

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন।

১৬৪—১৬৬পৃঃ

সংহর—বিনাশ কর বধ কর।

নাশয়—ধ্বংস কর, দূর কর।

তরঙ্গ...কলাপম্—তরঙ্গ-রঙ্গ-ময়ী-গঙ্গা-শোভিত-জটাজুট-ধারী হে মহাদেব! তোমার সর্পগণকে ছাড়িয়া দাও।

মহিষ...লুলাপম্—তোমার ভীষণ মহিষ শৃঙ্গের শিঙ্গার ঘোর গর্জ্জন দ্বারা আমার প্রধান শত্রু যমের তাড়না নিবারণ কর। অর্থাৎ কালেরও কালস্বরূপ কালকূটভরা তোমার সর্পগণের এবং তোমার শিঙ্গার ঘোর গর্জ্জনের ভয়ে ভীত হইয়া, কাল যেন আমায় পীড়ন করিতে না পারে।

নিগদতি...দুরবাপম্—হে উমাপতি মহাদেব! ভারতচন্দ্র এই নিবেদন করিতেছে যে, তোমার দেবের দুর্ল্লভ পদ তাঁহাকে দাও। অর্থাৎ যে লোভনীয় চিরাকাঙ্ক্ষিত মহা নির্ব্বাণ পদ দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য, আমায় তাহাই দাও। কিম্বা তোমার যুগল অভয়চরণে আমাকে স্থান দাও।

লুলাপ—বিলোড়ন, মর্দ্দন, পীড়ন।

নিগদ—ভাষণ, কথন, নিবেদন।

দুরবাপম্—দুর্ + অব + আপ = দুষ্প্রাপ্য বা দুর্ল্লভ।

অঞ্চল—বস্ত্রের প্রান্তভাগ, আঁচল।

পিরীতি—প্রীতি, হর্ষ, প্রণয়।

আমারও...বিধাতা—আমি সৃষ্টিকর্ত্তা বটি, কিন্তু শিব আবার আমারও সৃষ্টিকর্ত্তা।

সম যাঁর...জল—অমৃত ও হলাহল, অনল ও হিমজল ইহাঁর নিকট তুল্য।

অন্তরযামী—অন্তর্যামী, অন্তরাত্মা, অন্তরজ্ঞ।

বিশ্বমায়া.. যাঁর—যাঁহার মায়ায় এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্যাপিনী মায়া প্রপঞ্চ যে দেবীর।

পুরশ্চরণ—জপ তপের পূর্ব্বে মন্ত্রাদি চৈতন্য করণ।

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য।

১৬৬—১৬৮ পৃঃ

প্রপঞ্চ—ভ্রম, বৈপরিত্য। নেশার ঘোরে মুখে তুলে দিতে নাকে, কাণে, গুঁজিয়া দেওয়া।

লাগি—ঘুব, নেশা, মত্তত।।

বার...পুতে - কার্ত্তিকের ৬। গণেশের ১। শিবের ৫ = ১২, তিন বাপ বেটার ১২ মুখ।

অপ্রমেয়—অপরিমিত, প্রচুর।

পয়োনিধি—সমুদ্র, অসীম সাগর।

বাসী—অটাট্কা, বাষ্টে, পর্য্যুষিত।

নারীভাবে—মানবীর ন্যায়, স্ত্রীরূপে।

ব্যাসের...হয়ে—ব্যাসের তপস্যারূপ ফল, বাঞ্ছিত বরলাভ লালসায়, দেবী অন্নপূর্ণার অনুসরণ করিল। কিন্তু ব্যাসের

কপাল ও কর্ম্মদোষে উহা পরিবর্ত্তিত এবং বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া, বিষময় ফল ধারণ করিল। অর্থাৎ ব্যাস, ভাল ভাবিয়া অন্নদার আরাধনা করিতেছিলেন, কিন্তু সময় ও কর্ম্মের গুণে তাহা মন্দ হইয়া উঠিল। অর্থাৎ অন্নদা উহাতে তুষ্ট না হইয়া রুষ্ট হইলেন।

অনুবলে—প্রভাবে, পূর্ব্বলক্ষণে।

টনক—স্মৃতিস্থান, জ্ঞানের আসন।

উছট -ঠোকর, পায়ে হঠাৎ চোট লাগা।

দুর্দ্দৈব ..রোষ—অভাগ্য লক্ষ্মী যখন কাহাকেও আশ্রয় করেন, তখন তার ভাল কাজেও মন্দ ফল ফলে। সুতরাং ব্যাসের আরাধনায় অন্নপূর্ণার ক্রোধোদয় হইল।

অনুগ্রহ ..দোষ -ব্যাসের পালনগুণে তাঁহার প্রতি অন্নদার কৃপা ঘুচিয়া গেল, ব্যাস তাঁহার দণ্ডভাজন হইলেন। কপালগুণে ব্যাসের গুণগুলি দোষরূপে পরিণত হইল।

ভাবে...ভাবান্তর—অন্নদার ক্রোধোদয় হইয়াছে, তাহা অনুভবে বুঝিতে পারিয়া অথবা তাঁহার আকার ইঙ্গিত ও ভাবভঙ্গিতে অনুভব করিয়া মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবি! আজ তোমার এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটল কেন?

হাসিয়া . দিত -অন্নদার মুখে ব্যাসের দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ বার্ত্তা ও তজ্জন্য ব্যাসকে অন্নদার আরাধনা, ইত্যাদি শুনিয়া, শিব অন্নদাকে কৌতুক করিয়া কহিতেছেন, যখন দ্বিতীয় কাশী হইতে চলিল, তখন সম্ভবতঃ দ্বিতীয়

কাশীনাথও একজন হইবে, অতএব হে দেবি, নূতনে মজিয়া, যেন এ বুড়া কাশীনাথটাকে একেবারে জবাব না দাও, আমি তোমারই চিরকেলে সেবক, তায় বুড়া হইয়াছি, অতএব আমায় নিদান একমুঠা অন্নপ্রসাদ দিও এই অনুরোধ।

—হিংসা অর্থাৎ ব্যাস এতদূর হিংসুটে লোক যে তোমার ...স করিয়া দ্বিতীয় কাশী করিতে গেল। কোন কোন পুস্তকে "সাধ" আছে সেখানে ইচ্ছা অভিলাষ।

...রাজা.... যেমন—আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের পৌত্র এবং বিরোচনের পুত্র বলিরাজ, অত্যন্ত বলদৃপ্ত এবং দেবদ্বেষী ছিলেন। তিনি অদিতির পুত্র দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ পরাজয় ও রাজ্যচ্যুত করেন পরে পুষ্কর তীর্থে যাইয়া দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাহাতে ব্রহ্মা তাঁহাকে অমর বর প্রদান করেন। বলি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, এবার এমন কি, ইন্দ্রেরও রাজ্য পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া, সমস্ত স্বর্গে একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। স্বর্গ ও রাজ্যভ্রষ্ট দেবগণ হরির শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে দেবমাতা অদিতি দেবীও ইন্দ্রের অপমানে, অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া হরির আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। দয়াময় হরি ইহাঁদের মর্ম্মাব্যথা অবগত হইয়া, প্রসন্নতাপ্রযুক্ত তাঁহাদিগকে এই ...দিলেন যে, "ব্রহ্মার বরে বলি অবধ্য, সুতরাং আমি তাহাকে ছলেকৌশলে দমন করিবার জন্য, দেবমাতা অদিতির গর্ভে বামন অবতার হইয়া অবতীর্ণ হইব, অতএব

তোমরা নির্ভয়ে যথাস্থানে প্রস্থান কর।" এদিকে ৮
হরি অদিতির গর্ভে অংশে জন্ম গ্রহণ করিলেন।
সময় বলি ত্রিভুবন জয় করিয়া এক মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠ
নিযুক্ত ছিলেন। বামনাবতার হরি, বলির নিকট ত্রিপদ
দান প্রার্থনা করেন। এদিকে বলিও বামনদেবকে ত্রি
ভূমি দানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বামনরূপী হরি, এ
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, এক পদে স্বর্গ
পদে পৃথিবী ও পাতাল আবরণ করিয়া, নাভি দেশে
তৃতীয় পদের ভূমিকা প্রার্থনা করিলেন। বলি এবার
শঙ্কটে পড়িলেন এবং দানে পতিত হওয়াও অনন্ত নরক,
বিবেচনায় অনন্যগতি হইয়া পত্নীর পরামর্শে স্বীয় ম
পাতিয়া দিয়া, বামনদেবের তৃতীয় পদ ধারণ করিলেন। অ
হরি মায়া সংবরণ করতঃ, তদবস্থ বলিকে লইয়া পাতাল
আবদ্ধ করিবার জন্য গরুড়ের প্রতি অনুমতি করিলে
বলদর্পিত বলি বামনরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক ছলনায় বন্দী হ
সেই হইতে পাতালে রহিয়াছেন এবং দয়াময় হ
তাঁহার ভক্তিবদ্ধ হইয়া, সেই হইতে বলির দ্বারে
হইয়াছেন।

অধোগতি—অধো—পাতালে গমন বা স্বর্গভ্রষ্ট
নীচত্বপ্রাপ্তি।

জরতি—বৃদ্ধা, বুড়ী।

ছলিতে—ছদ্মবেশে ভুলাইতে বা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া প্র
রণা করিতে।

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনা।

১৬৮—১৭৩ পৃঃ

বেদে...নারে—হে মাতঃ, তুমি বেদাদির অতীত। অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই বেদচতুষ্টয়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াও তোমার স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায় না। যথা,

"কে জানে গো মা, তব অপার মহিমা।
মহেশ পাগল ভেবে বেদে নারে দিতে সীমা।
তুমি সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মাপরা, স্থূল হ'তে স্থূলতরা।
বায়ু বহ্নি আদি ধরা, তোমারি গুণগরিমা।"

মহিমনাথ হালদার।

বেদমতে ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না—কারণ বেদে আছে।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

আর ইহাকে কি রূপেই বা জানা যাইবে,—

"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তৎকেন বিজানীয়াৎ।"

এই জন্য বেদ বলিয়াছেন,

"যদ্বাচা নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম।"

কত মায়া ..হর হারে—হে দেবি, তোমার অনন্ত মায়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণও বুঝিতে অক্ষম। কারণ মায়ার ক্ষমতা অতীব দুর্জ্ঞেয়। সাংখ্যকার যাহাকে মূল প্রকৃতি বলিয়াছেন, সদাশিব যাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্রে পরম শক্তি বলিয়াছেন, ব্রহ্মা যাঁহাকে বেদব্রহ্ম-শক্তি কহিয়া-

ছেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে গীতাশাস্ত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যা কহিয়াছেন, বেদান্তে তাহাই মায়া বলিয়া উক্ত আছে। যথা,—

"সাবা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদাসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ।"

২৫।৫ অ। তৃ, স্ক, ভাগবৎ।

এই মায়া কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না, অথবা কেহই ইহার স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যথা,—

"অহো ভগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্ম বর্ত্মাত্মা, ন বেদ কিমুতাপরে।"

৩৫।৬ অ। তৃ, স্ক, ভাগবৎ।

জিতজরামর—জরা মৃত্যুকে জয়কারা। তুমি যাহাকে কৃপা কর, সে অজর অমর হয়।

যদি না ভাবিবে...কারে—ভারতচন্দ্র কহিতেছেন, হে দেবি, যদি আমার বিষয় তুমি না একটু চিন্তা কর, এবং করুণানয়নে আমার প্রতি তুমি না যদি চাও, তবে আমি আর কাহাকে ডাকিব।

ঝাঁকড় মাকড় চুল—মাথাভরা থুপিথুপি চুল।

আঁদি সাঁদি—অন্ধিসন্ধি, ছিদ্র, ফাঁক। অর্থাৎ মাথার চুল এত ঘন যে, একটু স্থান ফাঁকা নাই। ঘন নীল আকাশকেই কালীর চুল বলা হয়। শাস্ত্রমতে সে আকাশের আদি বা অন্ত আমাদের জ্ঞাতব্য নহে।

কেয়াকাঁদি—কেতকী বা কেয়াফুলের ছড়ার গায় হাত দিলে যেমন ফরফর করিয়া তাহার রেণু উড়ে, তেমনই বুড়ীর মাথায় হাত দিলেও ধলা উড়িতে থাকে। ইহাতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, কস্মিনকালেও ইহার চুলে তেল জলের আছড়া পড়ে নাই।

কোটরে—চক্ষুর গর্ত্তে। অর্থাৎ আত্মদৃষ্টি বা চৈতন্য কূটস্থ ভাবে সংসারে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান।

অস্থিচর্ম্ম সার—হাড় চামড়া মাত্র আছে। আর সবই না খেতে পেয়ে, শুকাইয়া গেছে।

শতগাটি ছেঁড়া টেনা—শত শত গ্রন্থি বা গিরা দেওয়া ছেঁড়া নেকড়া কানি। অথবা, মায়ামুক্ত গ্রন্থরূপ বসনে সমাচ্ছাদিত, এই জন্যই তিনি সকলের নিকট অপ্রকাশিত হন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন,—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমবৃতঃ।"

ভূমেঠেকে...ঢেকে যায় এমন বুড়া যে, বসিলে, তাহার চিবুক মাটিতে আসিয়া লাগে, এবং মাথাটি দুই হাটুর মাঝখান দিয়া সামনে ঝুলিয়া পড়ে বলিয়া, তাহার কাণ হাটুতে ঢাকিয়া যায়।

তিনকাল...আছে—বাল্য যৌবন প্রৌঢ় গত হইয়া বৃদ্ধকাল মাত্র বাকি আছে বা সত্য ত্রেতা দ্বাপর গত হইয়া কলিকাল মাত্র অবশিষ্ট আছে কিম্বা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিনকাল গত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তিনকালের অতীত প্রলয়কাল অবশিষ্ট আছে। অথবা আমার এই

বয়সে অনেক অনেক কাল অর্থাৎ যমকে গত হইতে দেখি-
য়াছি, এইক্ষণও এককাল বিদ্যমান আছে। অথবা
আমার বয়সের আর অন্ত নাই, আমি সর্ব্ব জীবের মূলাধি
ষ্ঠাত্রী আদ্যা প্রকৃতি। কাল্পকল্প সদাশিবে নিত্যবিহারী
আছি। অতএব এক এক কাল অর্থাৎ মহাপ্রলয়াদে,
আমি এক এককাল অর্থাৎ সদাশিবে সমাসক্ত থাকি,
এইরূপ আমার তিনটি কাল গত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে
আমার এককাল অর্থাৎ শিব বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা
ব্যাসের উক্তিতে ভগবতী কহিতেছেন,—

যে কারণ জীব ব্রহ্মাণ্ড না ছিল
যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড জন্ম
বিধি হরি হর আদি দেবগণ
কত হয় কত নাশে।
সে কারণ জীব, তোমার শরীর
তুমি ব্রহ্ম সনাতন
সৃজন পালন নাশের কারণ
তোমা বিনা কোন জন।

পতি পুত্র...কাছে—যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী, যিনি
স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ প্রসবিনী, যিনি চিন্ময়ী ব্রহ্মসনাতনী,
এই নিখিল সংসার যাঁহার মায়ার আগার, তাঁহার আবার
পতি পুত্র ভাই মা বাপ বন্ধু কে? তবে যে আমরা স্থূল
জ্ঞানে ঐ সকল বিষয় কল্পনা করি, সে কেবল সেই মহামায়ার
মহামায়া মাত্র। নতুবা তিনি এক "একমেবাদ্বিতীয়ং"।

বাস্তবিক শিব তাঁহার পতি কি গণেশ তাঁহার পুত্র এ সকল কল্পনামাত্র

রক্ষকো বিষ্ণুরিত্যেবং ব্রহ্মা সৃষ্টেস্তু কারণং ।
সংহারে রুদ্র ইত্যাদি সর্ব্বং মিথ্যেতি নিশ্চিতং ।

"ইতি মহাবাক্য"

কাশীতে.. পাছে—শিবের কাশীতে মরিলেও, পাপের হাত হইতে নিস্তার নাই এবং তাঁহার নিজের নির্ব্বাণমুক্তি দানের ক্ষমতা নাই বলিয়া, তিনি পতিতপাবন তারকব্রহ্ম রামনাম জীবের কর্ণকুহরে প্রদান করিয়া তাহাকে মুক্তি দেন। যথা

"যে মরে কাশীতে পায় মোক্ষ দিতে, রামনাম দেন শিব ;
আর কত দায় ভোগ হয় তায় তবে মোক্ষ পায় জীব"।

তারকব্রহ্ম—রাম নামযুক্ত ষড়াক্ষর মন্ত্র। যথা,

"রা শব্দো বিশ্ববচনো, মশ্চাপীশ্বর বাচকঃ ;
বিশ্বানামীশ্বরো যো হি, তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

মন্ত্র যথা

অনেন্মোক্ষদায়িনং সেন্দুর্দীর্ঘং রামায় নমস্তু।
ষড়াক্ষরোয়ং মন্ত্রাদিষ্টো ভক্তানাং কামদো মনুঃ ;
সর্ব্বেষাং রাম মন্ত্রাণাম মন্ত্ররাজ ষড়াক্ষরঃ।
তারকব্রহ্ম চেত্যুক্তং তেন পুজ্যা প্রশস্যতে ॥

রামায়ণ চন্দ্রিকা।

দড়—দৃঢ় হইতে শব্দের অপভ্রংশ, স্থিরনিশ্চয়।

রুষিয়া—কুপিত হইয়া।

টাঁকিলি—পূর্ব্ব সূচনা করিলি, আগ বাড়িয়া বলিলি।

অনাথা—পতিবিহীনা, বা পতি নিকটে নাই, কিম্বা আমার আমি ব্যতীত সংসারে আর কেহই নাই।

আমিই "সর্ব্বভূতেষু চিতিরূপেণ সংস্থিতা।"

আমিই "একমেবাদ্বিতীয়ং।"

তোরামনে.. দেখিব—তুই মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছিস আমি সত্য সত্যই বুড়ী হয়ত এখনই মরিয়া যাইব। অরে অজ্ঞান, আমি তোর জরা মরাগ্রস্ত যে সে বুড়ী নহি, যে তুই মরণ টাকিলি বলিয়া এখনই মরিব। স্বয়ং মৃত্যুর মৃত্যুও যখন আমার হস্তগত, তখন এই আমি অটলভাবে সকলের মরণ বসিয়া বসিয়া দেখিব। অন্যান্য বুড়া লোকদের মরণের কথা বলিলে তাহারা বড়ই মর্ম্মাহত হন।

ঊর্দ্ধগ বিকারে—ঊর্দ্ধগামী শ্বাসাদি জন্য শ্বাস অথবা, দেহীদিগকে নির্ব্বাণপ্রদানপূর্ব্বক পরম ধাম কৈবল্যধামে আনয়নার্থরূপ মহারোগগ্রস্ত হইয়া এত অনন্তকাল বসিয়া আছি যে, আমার দাঁত পড়িয়া বুড়ী হইয়াছি, তবুও নিরস্ত নহি। দেবতাগণের ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনা সৃষ্টির নাম ঊর্দ্ধগ। এই জন্য ইহাদের সাধারণ নাম "ঊর্দ্ধস্রোত।" (বিষ্ণুপুরাণ) অথবা ইনি সর্ব্বদা চিদভিমুখী বলিয়া ঊর্দ্ধগা।

বায়ুতে—বায়ুরোগে, বাতিক রোগগ্রস্ত হওয়ায়।

শণনুড়ী—শণ, পাটের গোছা।

বাতে—বাত ব্যাধিতে, শণবাসেন পীড়ায়।

শিরঃশূল—মাথা ধরার পীড়া।

কতটা বুঝে—যে যে রোগে আমায় এমন বুড়া করিয়াছে, একে একে তাহা কহিলাম। কারণ, যদি কেহ আমার কত বয়স, ইহা বুঝিতে চাহে, তবে রোগের কারণগুলি বাদ দিলে অতি সহজেই বুঝিতে পারিবে।

কালা—বধির, বাহড়া, যে কানে শুনে না। অথবা, আমি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াধিকার সংস্পৃষ্ট নহি। সুতরাং নিরীন্দ্রিয়তাপ্রযুক্ত, আমি শ্রবণশক্তিরহিত।

জগতে মন্ত্রের—অর্থাৎ দেবতার কৃপা হইলেই যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহাই সম্পাদিত হয়। আর সেই দেবতাকেই মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত করিতে হয়। বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মন্ত্রের এইরূপ অসীম ক্ষমতা বর্ণনা করা আছে। এই মন্ত্র সাধন দ্বারাই সিদ্ধি হয়। ভগবান্ পাতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

"মন্ত্রৌষধি তপঃ সমাধিজা সিদ্ধয়ঃ।"

সিদ্ধি হইলেই অনিম, লঘিমা, ঈষিত্ব, প্রভৃতি সমস্ত ঐশ্বর্য্যই লাভ হয়। তখন যাহা ইচ্ছা, তাহাই সম্পন্ন করা যায় এরূপ অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন দেবতা আরাধনার ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র আছে, অঙ্গহীন হইলে ইষ্ট লাভ হয় না। কলিকালে সমস্ত আবশ্যক মত দ্রব্যাদি মিলে না; মন্ত্রও রীতি মত পুরশ্চারণ করিয়া সাধনা করা সম্ভব নহে। তাই শাস্ত্রমতে কলিতে, একমাত্র মোক্ষের উপায় "হরের্নামৈব কেবলং" স্থির করা হইয়াছে।

প্রভাবে—তেজে, মহিমায়।

অনুকূল হও—স্বপক্ষ বা সহায় হও।

মৈলে—মরিলে। হরফ কমাইয়া শ্লোকের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য, পদ্যে. এবং সাধারণতঃ গ্রাম্য ভাষায়, পদমধ্যবর্ত্তী "র ও হ" "ঐ" কার হইয়া উচ্চারিত হয়। যথা—করিলে কৈলে, নহিলে—নৈলে ইত্যাদি।

বুড়া বয়সের ধর্ম্ম—বৃদ্ধাবস্থার স্বাভাবিক অবস্থা, বা রীতি এই যে অতি অল্পেই রাগিয়া উঠে এবং অতি খিটখিটে স্বভাব হয়।

সদ্য মোক্ষ—তখনি মুক্তি। অর্থাৎ ব্যাস কাশীতে মরিলে তাহাকে আর পাপ ভোগ করিতে হইবে না। যেমনই মৃত্যু, অমনই মুক্তি।

ধ্যান—অন্যান্য বিষয় চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, চিত্তসংযমন-পূর্ব্বক, অভিনিবেশ সহকারে, বাঞ্ছিত বিষয়ের চিন্তা। ধ্যান, পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত। যথা—

" প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারোঽথ ধারণা।
" স্মরণং চৈব যোগেঽস্মিন্ পঞ্চ ধর্ম্মা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

ধ্যানের...নারিলা—(পূর্ব্বে টীকা দেখ)

দৈবদোষে—ভাগ্য বিপর্য্যয়ে, দেবতার প্রতিকূলতায়, বিধির বিড়ম্বনায়। যথা,—

" যচ্চাপি কিঞ্চিৎ পুরুষো দিষ্টং নামো ভজেত্যুত।
দৈবেন বিধিনা পার্থ তদ্দৈব মিতিনিশ্চিতং ॥"

উপজিল—জন্মিল, উৎপন্ন হইল।

কাণের কুহরে—শ্রবণবিবরে, কর্ণরন্ধ্রে, অর্থাৎ কাণের ছিদ্রের নিকট মুখ দিয়া চীৎকার করিয়া কহিল।

তথাস্তু—তথা + অস্তু = তাহাই হউক। অন্নপূর্ণা দেবী ব্যাসকে ছলনা করিতে গিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও ত্রুটী না পাইয়া, কার্য্য সফল করিতে পারেন নাই। পরে ব্যাসকৃত কাশীতে মরিলে জীবের আত্মার গতি কি হয়, এই ছলনায় ব্যাসকে বারম্বার বিরক্ত করিতে লাগিলেন। ব্যাস বুড়ীরূপিণী মায়াময়ী অন্নপূর্ণাকে চিনিতে পারেন নাই। এ জন্য বারম্বার ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া, ধ্যানভঙ্গের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং বুড়ীকে তাড়াইয়া দিবার জন্য, "আমার এখানে মরিলে গর্দ্দভ হয়"—এই বাক্য বুড়ীর কাণের গোড়ায় চেঁচাইয়া কহিলেন। এদিকে বুড়ীও কার্য্যসিদ্ধির সুন্দর সুযোগ পাইয়া, ব্যাসের ঐ কথার উপরই, বর দান ছলে অভিশাপ দিয়া কহিলেন, "তাহাই হউক"। অর্থাৎ তোমার কাশীতে মরিলে, জীব মোক্ষ-প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে, যেন চতুষ্পদ গাধাত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই হইতে, "ব্যাস বারাণসী" —"গর্দ্দভ বারাণসী" হইল।

অন্তর্দ্ধান—তিরোধান, অদৃশ্য হওয়া।

ভবিতব্যং—অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা।

ভবত্যেব—ভবতি + এব = নিশ্চয়ই ঘটিবে।

ব্যাসের প্রতি দৈববাণী।

১৭৩—১৭৫পৃঃ

চূর হবে তাপ—সন্তাপ বা মনঃপীড়া খণ্ডন বা গুঁড়া হইবে।

শঙ্কর…গলে পর—শম+কর=মঙ্গল বা কল্যাণকারী, শঙ্কর সদা শুভকারী সদাশিবের নাম, এই অক্ষরত্রয়মালা স্বরূপে কণ্ঠে ধারণ কর। অর্থাৎ, সদা সর্ব্বদা শিব নাম কণ্ঠে উচ্চারণ কর।

ভারতের মত…ভব তর- গুণাকর ভারতচন্দ্র কহিতেছেন, হে ভক্ত মানব, আমার অভিপ্রায় ও পরামর্শ তোমরা শ্রবণ কর। যদি ভব অর্থাৎ সংসাররূপ দুস্তার পারাবার পার হইতে চাহ, তবে ভব অর্থাৎ নিত্য শুভঙ্কর সদাশিবের পরম মঙ্গলময় নাম ভজনা বা আরাধনা কর। ইনি মৃত্যুঞ্জয়, তোমরা ইহাঁর অমৃতময় নাম একমাত্র সারজ্ঞানে আশ্রয় কর, তাহা হইলে মৃত্যুকে আর ভয় করিতে হইবে না। যথা,—

সুরট ঝাঁপতাল।

শিব শিব বল জীব, অশিব ঘুচিবে সব।
শিব নাম সার করি, বিশ্ব পালেন কেশব॥
বিরিঞ্চি করেন সৃষ্টি, শিব পদে রাখি দৃষ্টি,
কাল, চক্র, গ্রহ, রিষ্টি, শিব নামে পরাভব॥ ১।
শিব এ বিশ্বের সার, জ্ঞান গুরু বিশ্বাধার,
শিব বিনা নাহি আর, নিস্তার কারণ,—(খাদ)

অতএব শিব নাম, গাও জীব অবিরাম,
পাইবে পরমধাম, নামের ফল কি কব।

মহিমনাথ হালদার।

আকাশ বচনে—দৈববাণী, আকাশবাণী।

কেন ভাব তাপ—মনঃপীড়া চিন্তা কেন কর? কিসের জন্য মনে দুঃখ চিন্তা কর?

এক পাপে…দিলা শাপ—দেবী অন্নপূর্ণা কহিলেন, হে ব্যাস, প্রথমতঃ শিবনিন্দাপ্রযুক্ত নন্দীর কোপে তোমার বাক্‌রোধ ও বাহু অসাড় হয়। পরে হরির পরামর্শে শিবের আরাধনায়, সে দায় হইতে মুক্তি পাও। কিন্তু সেই হইতে হরির প্রতি প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া, এক জন গোঁড়া শৈব হও। ইহাতে শিবের ক্রোধে তোমার কাশীর ভিক্ষা করা বন্ধ হইল। ভিক্ষা বন্ধ হওয়ার দোষী তুমি নিজেই। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া, তুমি নিরপরাধী কাশীবাসিগণকে বিনা দোষে অনর্থক অভিশাপ দিয়াছ। অতএব ভাবিয়া দেখ, এক পাপের দুঃখ ভোগ করিতে করিতে তুমি পুনর্ব্বার পাপ করিয়াছ।

উপরোধে—অনুরোধে, প্রতিবন্ধকতায়, খাতিরে।

চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে - অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবশ্যা ও সংক্রান্তি এই পাঁচ পর্ব্ব। ইহার মধ্যে চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী শিবপূজার পক্ষে বিশেষ প্রসিদ্ধ। দেবাদিদেব মহাদেব তোমায় নষ্ট না করিয়া, যে দিন কাশী হইতে ভৈরব দিয়া তাড়াইয়া দেন, সে দিন আমি তোমার প্রতি সদয়া

হইয়া, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে, তোমায় মণিকার্ণকার ঘাটে স্নান করিবার বর দিই। কারণ, ভবিষ্যপুরাণে উক্ত আছে,—

চতুর্দ্দশ্যাং তথাষ্টম্যাং পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ।
যোহব্দমেকং নভুঞ্জীত শিবার্চ্চনপরো নরঃ॥
যৎপুণ্যমক্ষয়ংপ্রোক্তং সততং সত্রযাজিনাং।
তৎপুণ্যং সকলং তস্য, শিবলোকঞ্চ গচ্ছতি॥

মণিকর্ণিকা—মণিকর্ণিকা নামক কাশীস্থ তীর্থ। এই স্থানে মণিকর্ণীশ্বর শিব সংস্থাপিত আছেন। শিবের কর্ণ-ভূষণের নাম মণিকার্ণিকা। বিষ্ণুর তপস্যা-দর্শনে বিস্মিত হওয়াতে, শিবের কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা মহাতীর্থ হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে বিষ্ণুর প্রতি মহাদেব কহিয়াছেন যে, —

"মম কর্ণাৎ পপাতেয়ৎ যদাচ মণিকর্ণিকা।
"তদা প্রভৃতি লোকেহত্র খ্যাতাস্ত মণিকর্ণিকা॥"

চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে এই মণিকর্ণিকায় স্নান করিলে তাহার মহাপুণ্য লাভ হয়।

এ বড় দুর্ব্বোধ—ইহা অতি দুজ্ঞের্য়, অথবা শিবের সহিত বিবাদ করিয়া তুমি দ্বিতীয় কাশী সংস্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছ, ইহা তোমার বড়ই দুর্ব্বুদ্ধিতার কাজ।

আমার দ্বিতীয়…কাশীর—হে ব্যাস, এই বিশ্ব সংসারে যদি আর একটী অন্নপূর্ণা ও আর এক জন শিব থাকেন, তবে ত তাঁহারা তোমার স্থাপিত দ্বিতীয়-কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেব

দেবী হইবেন। অর্থাৎ তুমি ভালরূপ জান যে, পরাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি ও পরম পুরুষ সদাশিবের নিত্যবিহারভূমি বলিয়া, এই কাশীর সহিত পৃথিবীর কোনই সংস্রব নাই। ইহা শিবের ত্রিগুণময় ত্রিশূলোপরি সংস্থাপিত। হে ব্যাস! যদি ঈদৃশ পুণ্যধাম দ্বিতীয় কাশী সৃজনে তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে অন্য একটী অন্নপূর্ণা ও শিবের যোগাড় দেখ, নচেৎ অন্নপূর্ণা ও কাশীপতি শিব ব্যতীত তোমার কাশীর গৌরব রক্ষা হইবে না।

উদ্দেশে প্রণাম—লক্ষ্যে বা অনুভবে নমস্কার অথাৎ আকাশবাণী শ্রবণে মনে করিল, দেবী বুঝি তবে শূন্যপথেই আছেন। অথচ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, সেই বাণী-নির্গতস্থল লক্ষ্যকরিয়া প্রণাম করিল।

প্রকাশে কেমনে—কি উপায়ে প্রচার হয়

কুবের—অলকাপুরীর অধীশ্বর ধনাধিপতি যক্ষরাজ কুবের। ইনি হরপার্ব্বতীর কোষাধ্যক্ষ ভাণ্ডারী ছিলেন। তিন পা আটটা দাঁত এই হেতু ইহার শরীর কুৎসিৎ বলিয়াই কু-বের=কদাকার দেহ নাম হইল. বায়ু মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার অর্থ এইরূপ আছে। যথা,—

"কুৎসায়াং কিতিশব্দোঽয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে।
কুবেরঃ কুশরীরত্বান্নাম্না তেনৈব সোঽঙ্কিতঃ ঃ

জয়া ও বিজয়া ভবিষ্যৎ গণনা দ্বারা দেবীকে বলিল, হে দেবি আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানি যে. কুবের হইতেই তোমার পূজা নরলোকে প্রচারিত হইবে।

বসুন্ধর...সহচর—বসু—ধন, রত্ন—তাহা ধারণকারী কুবেরের অনুচর। জয়া বিজয়া ভবিষ্যৎ বাণী দ্বারা দেবীকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া কহিল, কুবের তোমার পূজার অনুষ্ঠান করিয়া তাহার অনুচর বসুন্ধরকে, ফুলচয়ন ও আনয়নের ভার দিবে। বসুন্ধর সস্ত্রীক ফুল তুলিতে যাইয়া প্রলয়করী স্ত্রীবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, দেবীর ফুলে আপনারাই সুসজ্জিত হইয়া, বিহার সুখসম্ভোগ রত হইবে। হে দেবি, তুমি তাহার এই অপরাধে অভিশাপ দিবে। তাহাতে বসুন্ধর হরিহোড় নাম ধারণ করিয়া, মানব হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহা হইতেই তোমার পূজা পৃথিবীতে সম্যক রূপে প্রচারিত হইবে। অতএব অন্যবিধ উপায় অবলম্বনের আর আবশ্যকতা নাই।

সঞ্চার—বিস্তার, প্রচার, বহুলব্যাপ্তি।

সুতে—পুত্রে, সন্তানে। জয়া বিজয়া আরও বলিলেন, সেই সময় কুবেরের পুত্রের প্রতিও তোমার অভিশাপ হইবে। সে ভবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া মজুমদার উপাধিধারী ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিবে। তুমি তাহাকে অতুল ধন ঐশ্বর্য্য ও রাজ্যাধিকারী করিবে এবং তাহা হইতেও তোমার পূজার বহুল বিস্তার হইবে। কিন্তু সেই বংশে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নামক যে এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিবেন, তোমার বরে তিনিই তোমার পূজা সর্ব্বত্র ব্যাপিনী করিবেন। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইহাঁর সবিস্তার বিবরণ অন্নদামঙ্গলের ১৭৬ পৃষ্ঠার প্রথমে দেখ।

প্রসঙ্গ—প্রস্তাব, ঘটনাবলী, বৃত্তান্ত

ইতঃপর—ইহার পর, অতঃপর।

বসুন্ধরে অন্নদার অভিশাপ।

১৭৬—১৭৯ পৃঃ

জয়া—উৎপন্ন করণে সমর্থা, যাহাতে মনুষ্য অপত্যরূপে জন্মে। অর্থাৎ পত্নী, স্ত্রী। যথা ;—

"পতি ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভোভূত্বেহজায়তে।
জায়ায়া স্তদ্ধি জায়াত্বং সদস্যাং জায়তে পুনঃ॥"

কুঞ্জবনে লতাগৃহে, বা উপবন কিম্বা অরণ্যে লতা পুষ্পাদি-দ্বারা সমাচ্ছন্ন স্থানে। এস্থান, কোকিলকুল কূজনে, ভ্রমরবর গুঞ্জনে, মলয়ানিল বহনে সর্ব্বদা আমোদিত থাকে। যথা ;—

"ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন,
কোমল মলয়া সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত,
কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।"

গীতগোবিন্দ।

রস—সহৃদয় জনগণের চিত্তে রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে তাহাকেই রস বলে। এই রস বহুবিধ। পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এস্থলে বিলাস বিহারাদি জন্য কেলীকলা কৌতুকাদি বুঝিতে হইবে।

মায়া—ইন্দ্রজাল, কুহক। বিসদৃশ প্রতীতি মায়া, অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া।

নানা জাতি তুলে ফুল—বিবিধ প্রকার ফুল চয়ন করে। ঐ সকল ফুলের সৌরভ এবং মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মধুকরগণ মধুপান আশায় মাতিয়া রহিয়াছে।

"মল্লিকা মুকুলে ভাতি গঞ্জন্মত্ত মধুব্রত।"

মোহিত—প্রকৃতির আজ্ঞায় ব্রহ্মা সন্ধ্যা নাম্নী এক কন্যা, আর, কামদেব নামে এক মনোভব সন্তান উৎপাদন করিয়া উহাকে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং রসাতলবাসী যাবদীয় স্ত্রী পুরুষের বিমোহন করিতে নিযুক্ত করিলেন অন্যার্থে মহালক্ষ্মীর কলাংশে অবতীর্ণা রুক্মিণীর গর্ভজাত সন্তান। ইহার সবিস্তার বিবরণ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। বসুন্ধর যে সকল ফুল তুলিতে ছিলেন, তাহাতে ত্রিভুবন বিমোহনকারী স্বয়ং মনসিজ মদনেরও মন মাতিয়া উঠে।

রতিলোভা—ফুল সকলের সৌরভ এতই প্রীতিপ্রদ যে, স্বয়ং কামপত্নী রতিদেবীরও তাহাতে লোভ পড়ে। রতিকে প্রলুব্ধ করণে সমর্থ ফুল সকল।

ফুল গুণে...বিন্ধন—ব্রহ্মার মন হইতে উদ্ভব হইয়া এবং ত্রিভুবনের নরনারীগণের বিমোহন ভার প্রাপ্ত হইয়া, মদন ব্রহ্মার নিকট তদুপযোগী সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন ব্রহ্মা তাহাকে পুষ্পময় পাঁচটি বাণ, আর এক খানি অপূর্ব্ব ধনু নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে সমর্পণ করিলেন। ঐ পঞ্চ বাণ যথা ;—

" সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণ স্তাপনস্তথা।
স্তম্ভন শ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ "

বসুন্ধরের পত্নী বসুন্ধরা, স্বামী সহ ফুল তুলিতে যাইয়া ফুলের গন্ধে বিমোহিত এবং কামপীড়িত হইয়া, বসুন্ধরকে কহিতেছেন, হে নাথ, এই সকল সুরভি সমাকুল প্রফুল্ল ফুলকুল আমায় ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, স্বয়ং ফুলবাণ কামদেব তাঁহার ফুল ধনুতে ফুলের গুণ অর্থাৎ ফুলময় ছিলা! চড়াইয়া সম্মোহনাদি ফুলময় বাণ দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করিল।

কান্ত—প্রিয়, স্বামী।

কোকিল হুঙ্কার কাল - কোকিলের কুহু কুহু তান আমার শমন স্বরূপ হইয়াছে।

ভ্রমর ঝঙ্কার শাল—ভ্রমরের গুণ গুণ গান আমার নিকট শূলাস্ত্র রূপ বলিয়া বোধ হইতেছে।

ফের—বাধা, বিঘ্ন।

অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়—শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ পর্ব্বের মধ্যে অষ্টমী তিথি একটী প্রধান পর্ব্ব। বিশেষতঃ এই তিথিতে অন্নপূর্ণার পূজা হয় বলিয়া ইহা তাঁহার ব্রততিথি. সুতরাং ইহাতে বিহারাদি কার্য্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

রতি পরিহর—সঙ্গলাভ লালসা পরিত্যাগ কর।

ফের ফার—উল্টা পাল্টা, ছল কৌশল।

দেবাসুরে পেও মুখে—যে সুধা লাভ করিবার জন্য,

দেবতা অসুরগণ সিন্ধু মন্থন রূপ মহা দুঃখ ভোগ করিয়াছি-লেন; সেই সুধা হে নাথ আমার অধরে, তুমি সেই সুধা আনিয়া পান কর। এ সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র স্থানান্তরে কহিয়াছেন। যথা,—

"দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুনা লুকাইয়া।"

মূল—মূল্য, দাম। অর্থাৎ এই সকল সুন্দর ফুল গৃহাদি কার্য্যে জলে ভাসাইলে বৃথা হইবে, তাহাতে কিছুই ফললাভ হইবে না। সুতরাং ইহার মূল্যও তখন উপলব্ধি হইবে না। কিন্তু ইহার হার গাঁথিয়া, তোমায় আমায় মালা বদল করিয়া, বিহারকালীন গলায় পরিলে তাহাতে কত সার্থকতা আছে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! তখন এই ফুলেরই আবার অমূল্যতা উপলব্ধি হইবে।

কটাক্ষ শর—অপাঙ্গ দর্শন, আড়দৃষ্টি, সেই কুটিল দৃষ্টি ঠিক প্রক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মভেদী।

"দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর।
"কাল হোই কিয়ে উপজল মোর।"

বিদ্যাপতি।

ভারতচন্দ্রের এই স্থানের বর্ণনাটা, আধুনিক মতে, অশ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু একটু অভি-নিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে, দেখিতে পাই, এ দোষ বা গুণ শুধু ভারতের একা নহে। কালীদাস, জয়দেব প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণেরও এই দোষ নিদর্শন রূপ বলবৎ ছিল

রসাত্মক বাক্য কাব্য গ্রন্থাদির নায়ক নায়িকার সর্ব্বাঙ্গীন রূপ গুণাদি বর্ণন কালীন, তাঁহারা ব্যষ্টিভাবে তাহা গ্রহণ করিতেন, আজ কালকার ন্যায় সমষ্টি ভাবে বর্ণনা করা তাঁহাদের রীতি ছিল না। এজন্য যখন যে কোন বিষয় তাঁহারা বর্ণনা করিতেন, তাহার হদ্দমদ্দ গদাযুদ্ধ করিয়া ছাড়িতেন। রুচির খাতিরে, অশ্লীলতার শঙ্কায়, বা সমাজের ভ্রুকুটী ভঙ্গিমায়, তাঁহারা দৃক্‌পাতও করিতেন না। তীরের গতির ন্যায়, স্রোতস্বিনীর স্রোতের ন্যায়, বায়ুর বেগের ন্যায়, তাঁহাদেরও খোলা প্রাণের, সরল মনের তরল ভাবরাশি আপনার মনে হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে উছলিতে উছলিতে অপ্রতিহত প্রভাবে গন্তব্য পথে প্রবাহিত হইত। কাহারও বাধা বিপত্তি মানিত না। বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে, নবরসের শ্রেষ্ঠ বলিয়া, আদি রসের আদর সর্ব্বত্রই সমান ছিল। সকল কবিরাই স্ব স্ব গ্রন্থমধ্যে ইহার বহুল ছড়াছড়ি করিয়া, তাৎকালীক সমাজের ও লোকচরিত্রের বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় তখন এ সব বিষয় তত একটা দোষের বলিয়া গণ্য হইত না বলিয়াই, সেকালে দাড়া কবি, ফুলআখড়াই, পাঁচালি, ঝুমুর, তরজা প্রভৃতির আসরে আমরা, বাপ বেটায়, খুড়া ভাইপোয়, গুরু শিষ্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। তখন ইহা তত দোষের বিষয় ছিল না বলিয়াই, আমরা বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের মুখেও শুনিতে পাই।

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে ?
সব রস সার শৃঙ্গার এ ॥

শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে,
মরম বুঝিয়া শৃঙ্গার যজে।
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা,
সকল রসের শৃঙ্গার সারা।"

সুতরাং সেকালের কবিগণের মনের ভাব এইরূপ থাকায়, তাঁহারা এ সকল বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করিতে তৎ দোষের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না।

সংহতি—সংযোগ, সঙ্গত।

অধিষ্ঠান—আবির্ভাব, উপস্থিতি।

ব্যাজ—বিলম্ব, দেরি।

দুরাচার—নিন্দিত আচরণ, কুব্যবহার।

মরতভুবন—মর্ত্ত্যভুবন, পৃথিবী। যে ভুবন বা লোকের জীবগণ জরা মরণাদির নিত্য অধীন, তোমরা, তোমাদের এই দুষ্কার্য্য জন্য পাপ ভোগার্থ, আমার অভিশাপে সেই পৃথিবীতে যাইয়া, নরযোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ কর।

বসুন্ধরের বিনয়।

১৭৯—১৮০ পৃঃ

বসুন্ধর—ধনাধ্যক্ষ যক্ষপতির একজন পরিচারক—যক্ষ।

চরণের···ছায়া—চরণাশ্রয়, অর্থাৎ আমি তোমার শরণাগত ব্যক্তি, আমাকে পদতলে স্থান দান করিয়া অভয় কর।

অভিরোষ—বিশিষ্টরূপ ক্রোধ, কোপ।

ভস্ম...ধরণী—বসুন্ধর বসুন্ধরা দেবীর দারুণ অভিশাপ শুনিয়া কাঁদিয়া দুঃখ করিয়া কহিতে লাগিল, হে দেবি, অতি অল্প অপরাধে আশ্রিতদিগের প্রতি এরূপ কঠোর কোপ কেন প্রকাশ করিলেন? ইহা অপেক্ষা ক্রোধানলে এককালে কেন আমাদের দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন না? আমাদের পক্ষে পৃথিবী গমন অপেক্ষা সেও যে ছিল ভাল। কি সুখভোগের জন্য আমরা পৃথিবীতে যাইব?

গর্ভবাস...থাকিব—জীবের জন্ম রহস্য অতি গূঢ় কথা। আমরা মহাভাগবত পুরাণান্তর্গত ভগবতী গীতা হইতে ইহার কতকটা পরিচয় পাঠকগণকে এস্থলে উপহার দিতেছি। যথা—"ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ," এই পঞ্চভূতময় দেহ। ইহার মধ্যে পৃথিবীই প্রধান, আর জল, তেজ আদি ইহার সহকারী কারণ। দেহ জন্ম চারিপ্রকার, যথা,—অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজ। শুক্র শোণিতসম্ভূত এই জরায়ুজ দেহই আবার স্ত্রী, পুং, ও ক্লীব ভেদে তিন প্রকার। শুক্রাধিক্যে পুরুষ, রক্তাধিক্যে স্ত্রী, আর উভয়ের সমভাগ হইলে ক্লীব হয়। সূক্ষ্ম শরীর-ধারী জীবগণ মৃত্যুর পর কর্ম্মবশতঃ নীহারকণার সহিত প্রথমে ধরণীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়; পরে ধরণীগর্ভ হইতে শস্য মধ্যে আইসে। সেই শস্যাদি ভোজন দ্বারা শুক্ররূপে পরিণত হয়। তদনন্তর পিতা কর্তৃক ঋতুকালীয় ষোড়শ দিনের মধ্যে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। ঋতুকালের যুগ্ম অর্থাৎ যোড়া দিনে মাতৃগর্ভে ঐ শুক্র প্রবেশ করিলে পুরুষ, এবং অযুগ্ম অর্থাৎ বিযোড় দিনে হইলে, নারীরূপ

হইয়া জীবের জন্মগ্রহণ হয়। ঋতুস্নাতা নারী কামপীড়িতা হইয়া যাহার মুখ দর্শন করে, তাহার গর্ভস্থ সন্তান তদাকৃতি হয়। এই নিমিত্তই ঋতুস্নানের পর স্বামীর মুখ দর্শন করিবে। শুক্র মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, এক রাত্রে জরায়ু বেষ্টন দ্বারা সঙ্কলিত, বা একত্র সংযোজিত হয়। পঞ্চ রাত্রে বুদ্বুদাকার এবং সূক্ষ্ম চর্ম্মে আবৃত হয়। সপ্ত রাত্রে মাংসপিণ্ডাকার হয়। একপক্ষ মধ্যে সেই মাংসপিণ্ডে রক্তের সঞ্চার হয়। পঞ্চবিংশতি রাত্রে সেই রক্তাকার মাংসপিণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্কুরাকার উদ্ভব হয়। ইহাই স্কন্ধ, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, উদর এই অবয়ব পঞ্চের পূর্ব্বপরিচায়ক। অনন্তর একমাস কালে ঐ পাঁচ প্রকার অঙ্গের প্রকাশ হয়। দ্বিতীয় মাসে কর চরণের আকার হয়; তৃতীয় মাসে উহার সন্ধিস্থল সঙ্কলিত হয়; চতুর্থ মাসে অঙ্গুলি সকল জন্মে এবং চৈতন্যেরও সঞ্চার হয়। সেই চেতনা সঞ্চার দ্বারা অত্যল্প সঞ্চালনও হয়। তদনন্তর পঞ্চমাসে নেত্র, নাশিকা, ষষ্ঠমাসে নখ, পায়ু, মেঢ্র, উপস্থ, কর্ণছিদ্র এবং নাভিস্থান প্রকাশ হয়। সপ্তম মাসে কেশ, রোম; এবং অষ্টম মাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুপ্রকাশ হয়। অনন্তর নবম মাসে লব্ধ-চৈতন্য হইয়া, গর্ভপিঞ্জর মধ্যে ঊর্দ্ধপাদ, অধোমুখভাবে অবস্থান করতঃ ঘোরতর যাতনা অনুভব করিতে থাকে। সেই ঘোরতর অন্ধকারময় মলমূত্রে পরিপূর্ণ গর্ভধাম মধ্যে জীবের যেরূপ যাতনা উপস্থিত হয়, তাহাতে ক্ষণকাল মধ্যেই মরিতে হয়, কিন্তু কর্ম্মফলের অনুবন্ধ হেতু মৃত্যুর প্রতিবন্ধ উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই কেবল কালগ্রাসের বশী

ভূত হয় না। অনন্তর প্রবল প্রসূতিবায়ুর দ্বারা যন্ত্রিত হইয়া, পাতকী যেমন নরক যন্ত্রণা হইতে বিনিঃসৃত হয়, সেই প্রকার, রক্ত, মাংস, লালা প্রভৃতিতে সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লুত, জরায়ু নাড়ীতে পরিবেষ্টিত জীবগণও গর্ভাশয় হইতে বিনির্গত হয়। গর্ভমধ্যে জীবের যে প্রকার চৈতন্যযোগ, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যে দুষ্কর্ম্ম সকল ও গর্ভ যন্ত্রণার অনুভূতি ছিল, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, মায়া প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া সে সকলই ভুলিয়া যায়। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে কাম ক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূত হইয়া, বিষয় সুখেই সর্ব্বদা অনুরক্ত, এবং মায়া মগ্ন হইয়া, কেবল আপনার ও পুত্র কলত্রাদির উপভোগার্থই নিরন্তর চেষ্টান্বিত থাকে। এই প্রকারে মায়ামুগ্ধ ব্যক্তির জন্মই নিষ্ফলে অতিবাহিত হয়।”

১৭ অ। ভগবতী গীতা।

আমাদিগের মতে, বিলাতী ধাত্রী বিদ্যাবিশারদ বড় বড় পণ্ডিতগণও গর্ভাবস্থান বিষয়ে, ইহা অপেক্ষা কিছুই বেশি জানেন না। বরং জীবের-জন্ম রহস্য সম্বন্ধে তাঁহারা যে আদৌ কিছুই জানেন না, ইহা বলিলে বোধ হয়, বড় একটা অত্যুক্তি হইবে না।

ভুঞ্জিব...সুবিদিত—“আত্মা নিরতিশয় নির্ম্মল। সেই আত্মার নিকটবর্ত্তী বিকারী মন, যখন যেরূপে বিকৃত হয়, আত্মাতে সেই বিকৃত মনের প্রতিভা পতিত হইয়া আত্মাকেও তখন তাদৃশ বলিয়া বোধ হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই সকল সূক্ষ্মভূতবর্গ জীবের সহকারী অর্থাৎ

ইহাদের উপরে সমুদ্ভূত যে সুখ দুঃখ ভাব, সেই ভাবগুলি আত্মার উপর আরোপ করাইয়া, মন প্রভৃতি সূক্ষ্মভূতবর্গ, আত্মাকে জীবভাবগ্রস্ত করে। অতএব আত্মার জীবত্ব ভ্রমমাত্র। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, এই চতুষ্টয়েরই বাস্তবিক জীবত্ব। স্বকীয় কর্ম্মবশতঃ ঐ জীব, সমুদয় বিষয়েরও সুখ দুঃখাদি উপভোগ করেন। ফলতঃ আত্মা নির্লেপ, নিত্য বিভু; তিনি কিছুই ভোগ করেন না। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে, ঐ জীবের যে স্থূল অন্নময়াদি দেহ, তাহারই কেবল বিনাশ হয়। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মফল জন্য যে শুভাশুভ অদৃষ্ট, তাহাকে লইয়া, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু; মনবুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার, এই সকলের সংঘাতরূপী জীব, তাহারই জন্ম মৃত্যু বারম্বার হইয়া থাকে। তবে কোন কর্ম্মসূত্রবশতঃ যদি সৎগুরু সংঘটন হয়, অথবা নিজ বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, তবে তদ্দ্বারা বহুকাল আত্মবিচার করিয়া, স্থূল দেহাদিতে আত্ম-বোধরূপ যে মোহ, তাহা দূর হয়। তখন আত্মা স্বরূপ ভাব অবগত হইয়া, জগতে আত্মার যে ইষ্ট অনিষ্ট কিছুই নাই, ইহা নিঃসংশয়ে অবগত হইয়া সুখী হওয়া যায়। অন্নময় স্থূল দেহে আত্মজ্ঞানপ্রযুক্তই যাবতীয় মনস্তাপ। সেই দেহ কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন। কর্ম্ম দ্বিবিধ,—পাপ এবং পুণ্য। পাপ কর্ম্মানুসারে দেহীদিগের দুঃখানুভব ও পুণ্য কর্ম্মানুসারে সুখানুভব হয়। দিনরাত্রির ন্যায়, সুখ দুঃখও অলঙ্ঘ্য কর্ম্মানুযায়ী। আবার এই সুখ কিম্বা দুঃখ চিরস্থায়ী নহে। পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যফল দ্বারা দীর্ঘকাল স্বর্গ ভোগ করিয়াও,

কর্ম্মফল দ্বারা নরক ভোগ করিতে হয়। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ধর্ম্ম জন্য খণ্ডসুখে আসক্ত না হইয়া, সৎসঙ্গলাভে সদ্বিচার দ্বারা যাহাতে পরম সুখ হয়, তাহারই অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা অনুরক্তচেতা হন। এস্থলে বসুন্ধর, আগম নিগমাদিতে সুব্যক্ত, কর্ম্ম জন্য এই মহাপাপ ভোগ যে অতীব ক্লেশকর এবং গর্ভবাস যন্ত্রণা যে যারপর নাই দুঃসহ, ইহা নিবেদন করিয়া, শাপ বিমোচনার্থ দেবীর চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। এবং অতি দুঃখে বলিলেন, ইহা অপেক্ষা আমাদের ভস্ম করিলে না কেন? অথবা কুম্ভীপাক নরকে ফেলাইলে না কেন?

গর্ব্ভবাস···ভজে—পাছে জননী জঠররূপ, মলমূত্র পরিপূরিত ভীষণ কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণও সর্ব্বদা আরাধনা করেন।

কেবা পারে—এই দুস্তর সংসারসাগরে, তোমা ব্যতীত আর কে পার করিতে সমর্থ? পারে+পার করে।

সেই মজে—সেই মগ্ন হয় বা ডুবিয়া যায়।

অপরাধ···প্রভৃতি—বসুন্ধর বড়ই দুঃখে কহিলেন, হে দেবি, যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার শাস্তিবিধানার্থ কুম্ভীপাক, রৌরব প্রভৃতি নরককুণ্ড সকল রহিয়াছে। মানব হইয়া, মানবযোনি সম্ভব জন্য জননী জঠরের দুঃসহ দুঃখরাশি ভোগ করিয়া, মর্ত্ত্যভূমি পৃথিবীতে যাইয়া জন্ম গ্রহণ করা অপেক্ষা, চিরনরকে বাসও বরং প্রার্থনীয়। অতএব আপনি আমায় অনন্ত কোটি নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা

করেন করুন, আমার তাহাও শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু আপনার চরণে ধরিয়া বিনয় করিয়াই বলি, আমাকে মর্ত্ত্যভূমে মানব করিয়া পাঠাইবেন না। মানবেরা বড়ই খলপ্রকৃতির বা নষ্টচরিত্রের লোক।

কুম্ভীপাক—কুম্ভী পাত্র বিশেষ, পাক রন্ধন করা। যাহাতে পাপীদিগকে পাক করা যায়। অতীব উতপ্ত তৈলরাশি ইহাতে অনবরত টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। যমদূতেরা অতি বিগর্হিত কার্য্যকারী পাপীদিগকে জীবন্ত ধরিয়া, অতি নিষ্ঠুর ভাবে, ইহাতে ডুবায় অর্থাৎ সিদ্ধ করে। ভীষণ দাহ যন্ত্রণায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে, ইহার উপরে আবার যমদূতের ভীষণ তাড়না। যথা,—

কুম্ভীপাক কুণ্ড অতি বিস্তার গভীর।
ঘোর অন্ধকার স্থান ক্লেশিত পাপীর॥
তার মধ্যে তপ্ত তৈল তপ্ত লৌহ কুত্র।
পাপীর তাড়ন হেতু কুম্ভীপাক সূত্র॥
পরস্পর কেহ কারে দেখিতে না পায়।
যমদূত মুষলেতে তপ্ত তাড়ে তায়॥
কুম্ভকার চক্র সম হয় ঘূর্ণমান।
মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যায় নাহি থাকে জ্ঞান॥
ক্ষণে ক্ষণে উর্দ্ধে তুলে ক্ষণে দেয় ফেলি।
মহা কোলাহল করে পাপীগণ মেলি॥
সর্ব্ব কুণ্ড হইতে প্রধান কুণ্ড এই।
দুষ্কর জানিয়া কুম্ভীপাক নাম দেই॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

রৌরব—রুরু নামক মহাদৈত্যের প্রাণ লইয়া, এই অতি ভয়ঙ্কর নরককুণ্ড সৃষ্ট হয়। এস্থানে পাপীগণ, অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া, অনবরত ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া রোদন করিতে থাকে। যথা,—

প্রতিগ্রহ পাপে হয় নরকেতে গতি।
কর্ম্মফলে পাপ ভোগ শুনহ নৃপতি॥
শত বংশ সহ সেই নরকে পড়য়।
তদন্তরে গিয়া পুনঃ রৌরবে ভ্রময়॥
পরিত্রাহি রবে পাপী কাঁদে উভরায়।
জ্বলন্ত মুষলে দূত প্রহারয় তায়॥

মহাভারত।

চল সুখে…যাতনা- বসুন্ধরবসুন্ধরার ঈদৃশ বিলাপে অন্নপূর্ণার তাহাদের প্রতি করুণার সঞ্চার হইল এবং অভয় দিয়া বলিলেন, ভয় নাই, তোমরা পৃথিবীতে যাও, সেখানে আমার বরে তোমাদের গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, অথবা মানবজন্ম সুলভ রোগ শোক প্রভৃতিও তোমাদের ভোগ করিতে হইবে না।

ব্রতদাস—আমার ব্রত, অর্থাৎ পৃথিবীতে আমার পূজা প্রচারপ্রণালীর নিয়মাদি সকল প্রতিপালনকারী ভৃত্যস্বরূপ হইয়া তোমরা থাকিবে। স্বর্গ গমন জন্য, পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কারী কথাদির নিয়মিত অনুষ্ঠানের নাম ব্রত।

লোকব্রত—লোক অর্থাৎ ভূলোকবাসী মানবদিগের হিত সাধনার্থ আমার পূজাপ্রচার ব্রত। কিম্বা লোক অর্থাৎ

পৃথিবীস্থ লোকদিগের মধ্যে আমার পূজা পদ্ধতি প্রচলনরূপ ব্রত।

কৈলাস কৌশল—পরমধাম কৈলাসপুরের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল অর্থাৎ সর্ব্ববিধ মঙ্গলাদি। হে দেবি, যে স্থলে তোমার অনুগ্রহ বিস্তার হইবে, সে স্থলে, কৈলাসসম্ভূত সমস্ত সুখই সম্ভোগ হইবে, এমন কি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের ফল সে স্থানেই লাভ হইবে।

গোবিন্দেরে পাইয়া—দুর্দ্দান্ত দৈত্য বলিকে, বামনাবতার নারায়ণ, ত্রিপাদভূমিদান ছলনায় দমন করেন এবং তাহার মস্তকে তাঁহার তৃতীয় পদ প্রদান করেন ও তদবস্থায় তাঁহার পাতাল বাস স্বীকৃত হইলে, ভক্তবৎসল নারায়ণ বলির প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা একান্ত বাধ্য হইয়া, তাহার দ্বারের দ্বারী হইয়া পাতালেই রহিলেন এবং বলিও তাঁহাকে পাইয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। এমত অবস্থায়, হরির কৃপায় তাহার পাতালবাসও স্বর্গবাস অপেক্ষা সুখজনক হইয়া উঠিল। অতএব দেবি, তুমি যদি আমাদিগের প্রতি তদ্রূপ কৃপাবর্ত্তী হও, তবে মর্ত্ত্যবাসও আমাদের স্বর্গস্বরূপ হইয়া উঠিবে।

যোগাসনে করি ভর—যোগসাধনার্থ, শরীর না কাঁপে, না নড়ে, না বেদনা প্রাপ্ত হয়, চিত্তের কোনরূপ উদ্বেগ বা বিমনতা না জন্মে,—এরূপ ভাবে উপবেশন করার নাম—"আসন।" যথা,—"স্থিরসুখাসনম্" ইতি পাতঞ্জল। এই আসন প্রধানতঃ ৩২ প্রকার। কিন্তু এতদ্ব্যতীত প্রায়

তিন শত প্রকার সামান্য আসন আছে। তন্মধ্যে পদ্মাসন ও সিদ্ধাসনই প্রসিদ্ধ; সহজ ও যোগের বিশেষ উপযোগী। অন্যান্য আসন কেবল শক্তিচালনা ও কায়স্থৈর্য্যের উদ্দেশেই সাধিত হইত; পরন্তু সমাহিত হওয়ার জন্য, পদ্মাসন, অর্দ্ধচন্দ্রাসন, ও সিদ্ধাসন,—এই ত্রিবিধ আসনই গ্রাহ্য। ইহার যে কোন আসন অবলম্বন করিয়া, যোগীরা সমাধিবলে স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিত। এ স্থলে কবি "নরলীলা বর্ণনা" করিয়াছেন বলিয়া, বসুন্ধরকে শরীরীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক যক্ষগণ আতিবাহিক দেহধারী জীব বিশেষ। ইহাদের স্থূল অন্নময় শরীর নাই।

বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম।

১৮১—১৮৪ পৃঃ

সমাধি—ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ দ্বারা, কোন এক বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে, তাহাকে একাগ্রতা বলে। একাগ্রতা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে, তাহাকে ধারণা, এবং ধারণা বদ্ধমূল হইলে, তাহাকে ধ্যান, এবং ঐ ধ্যান বদ্ধমূল হইলে তাহাকে "সমাধি" বলে। সমাধিতে "অহং জ্ঞান" লোপ হয়। কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্‌ভাসিত করে। যথা—

"তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ।"

সাধারণতঃ ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা উৎকৃষ্ট সমাধি লাভ হয়। যথা— "সমাধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ।"

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য হইলেই সমাধি হয়। ইহার লক্ষণ যথা—

"সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ।
নিস্তরঙ্গ পদপ্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিণী ॥
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস মুক্তোবা নিস্পন্দোচল লোচনঃ।
শিবধ্যায়ী সুলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥
ন শৃণোতি যদা কিঞ্চিৎ ন পশ্যতি ন জীঘ্রতি।
নচ স্পর্শং বিজানাতি সঃ সমাধিস্থ উচ্যতে ॥"

তাপে—এ স্থলে বসুন্ধর, অত্যন্ত মনস্তাপপ্রযুক্ত ঈদৃশ সমাধি অবলম্বন করিয়া স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

বসুন্ধরা—বসু—ধন, তাহা যিনি ধারণ করেন। অর্থাৎ ধন রত্নাদি পরিপূরিত পৃথিবী।

কর্ম্মভূমি—শাস্ত্রমতে এই ভূমণ্ডলে কর্ম্ম করিবার জন্যই জীবের জন্ম। স্বয়ং ব্রহ্মাই রজোগুণ বা ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন। প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা আবদ্ধ থাকায় জীব কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥

২ অ, ৫। ভগবদ্গীতা।

আরও নানা ভোগবাসনা রূপ সংস্কারসকল দ্বারা আবদ্ধ থাকাতে, মনুষ্যলোকে পুনরায় কর্ম্মকরণে প্রবৃত্তি জন্মে। এই জন্য ইহাকে কর্ম্মভূমি বলে। যথা ;—

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতা যস্য শাখাগুণপ্রবৃদ্ধাবিষয় প্রবালাঃ।
অধশ্চমূলান্যনুসন্ততানি। কর্ম্মানু বন্ধানা মনুষ্য লোকে ॥

১৫ অ, ২। ভগবদ্গীতা।

ভূমণ্ডল—জগৎ, পৃথিবী।

ত্রিভুবনে সার—ইহা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ভুবনত্রয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কর্ম্মহেতু আশা দেবতার—গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনার্থ, দেবতারা স্বেচ্ছানুসারে সময়ে সময়ে কর্ম্মভূমি অর্থাৎ এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। এসম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান কহিয়াছেন,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মাস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
জন্ম কর্ম্মচমেদিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্তাদেহং পুনর্জ্জন্ম নেতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

৪ অ, ৬-৯। ভগবদ্গীতা।

সপ্তদ্বীপ মাঝে—এই সাগরাম্বরা ধরিত্রীকে, প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা সাত মহাবিভাগে বিভক্ত করেন। উহারাই দ্বীপ নামে অভিহিত হয়। এবং সর্ব্ব মধ্যস্থ প্রধান দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া, উহারা একাদিক্রমে পরিগণিত হয়। সপ্তদ্বীপ যথা,—জম্বু, কুশ, প্লাক্ষা, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক, এবং পুস্কর। এই দ্বীপ সপ্তকের মধ্যে আবার জম্বুদ্বীপই সর্ব্বপ্রধান এবং বিশেষ ধন্য ও প্রশংসনীয়।

জম্বুদ্বীপ—পূর্ব্বে যে সাতটি দ্বীপের নাম বলা হইয়াছে,

তাহার মধ্যে জম্বুদ্বীপই সর্ব্ব প্রধান। এই জম্বুদ্বীপ নাম হইবার কারণ এই যে, নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর সুদর্শন নামে এক সনাতন জম্বুবৃক্ষ—জামগাছ আছে, ঐ জামগাছের নামানুসারেই ইহা জম্বুদ্বীপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা,—

"দক্ষিণেনতু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেনতু।
সুদর্শনো নাম মহান্ জম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ॥
তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপঃ সনাতনঃ"

তাহাতে ভারতবর্ষ...প্রদীপ—পূর্ব্ব কথিত জম্বুদ্বীপ আবার ৯ ভাগে বিভক্ত, ঐ ভাগ সকল বর্ষ নামে কথিত হয়। যথা,—কুরু, (উত্তর কুরু-বর্ষ) হিরণ্ময়, রুমন্বক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমান, ভদ্রাশ্ব, চিনার, ও ভারতবর্ষ। এই ভারত বর্ষই ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থ এই ভারতবর্ষেই ধর্ম্ম জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

তাহে ধন্য গৌড়—এই ভারতবর্ষের মধ্যে গৌড় নামক স্থান আরও প্রশংসনীয় ও ধন্য। এই গোড় রাজ্য বঙ্গ দেশের অন্তর্গত। ইহা বঙ্গ হইতে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গৌড় ইহার রাজধানী ছিল। প্রায় ৪০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই গৌড় আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল, এবং তাহার এক এক ভাগকে এক এক গৌড় বলিত। যথা...

"সারস্বতাঃকান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"

রাঢ় দেশ ইহারই অন্তর্গত যথা,—

"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তথাপি রাঢ়া পুরী।"

যাহে ধর্ম্মের বিধান—এই গৌড় দেশ হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয়। এবং তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্মও এই স্থান হইতেই প্রথম ব্যাখ্যাত হয়। যে সময়ে গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ণ করেন, সে সময় মুসলমান রাজাদিগের অন্যায় অত্যাচারে ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ম্মকর্ম্ম একরূপ লোপ পাইয়াছিল, বলিতে হইবে। তবে নির্ব্বাণোন্মুখী প্রদীপের ন্যায়, যে যৎকিঞ্চিৎ হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা ছিল, তাহা এই গৌড় দেশেই ছিল। এবং এই স্থান হইতেই, কাল-সহাকারে, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মাদির বিধি ব্যবস্থাদি, পুনরায় চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গৌড়, কবির এবং কবির আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্রের বাসস্থান বলিয়া, ইহাকে এত বাহুল্য রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এবং কবিও নিজে এই গৌড়ে থাকিয়াই, অন্নদামঙ্গল পূজা পদ্ধতি দেশ মধ্যে প্রচার করিয়াছেন।

সাদ করি…অধিষ্ঠান—গৌড়ের তাৎকালীক শোভা সৌন্দর্য্য, বিষয় বৈভব, আমোদ প্রমোদ এবং ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব এতই প্রবল ও অধিক ছিল যে, কবি তাহাকে স্বর্গ তুল্য স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এবং গঙ্গাদেবীও যেন এই গৌড়ের হিংসা পরবশ হইয়া, স্বর্গ ছাড়িয়া এখানে আসিয়া চিরদিনের মত অধিষ্ঠান করিয়াছেন। সাদ—হিংসা।

গাঙ্গিনী—গঙ্গার শাখা নদী বিশেষ। মুরসীদাবাদের কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে গঙ্গা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া, এক শাখা

পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহারই নামান্তর গাঙ্গিনী। অন্য শাখা ভাগিরথী নাম ধারণ করিয়া, বরাবর দক্ষিণাভিমুখী হইয়া বঙ্গ অখাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

রামা—বামা, রমণী, স্ত্রী।

খড়ি উড়ে গায়—গায় খড়ির গুঁড়ার ন্যায়, শাদা শাদা ধূলা উড়ে। অর্থাৎ তেল না মাখিলে সর্ব্ব শরীর কেমন খস্‌খসে হয়, গা দিয়া ধূলা উড়িতে থাকে।

লতা বান্দা…আচ্ছাদন—ঐ স্ত্রীলোকটীর আথিক অবস্থা এতই শোচনীয়, অর্থাৎ তাহার পয়সা কড়ির আদৌ কোন-রূপ সংস্থান ছিল না বলিয়া, কাপড় কিনিয়া পরিবার ক্ষমতাও ছিল না; এজন্য, একটী লতায় কতকগুলা পদ্ম পাতা বাঁধিয়া, তাহাই কোমর জড়াইয়া বস্ত্রের কার্য্য সমাধা করিয়া অঙ্গ আচ্ছাদন করিতেন।

গেঁয়ে লোকে…নাম তার—পদ্ম পত্রে আবৃত থাকিত বলিয়া, গ্রামবাসী লোকেরা, তাহার নাম পদ্মিনী রাখিয়া ছিল।

আয়তের চিহ্ন…একগাছি—তিনি যে সধবা অর্থাৎ আয়তী স্ত্রীলোক ছিলেন তাহার চিহ্ন স্বরূপ, বাম হাতে একগাছি মাত্র লোহার কড়া ছিল। পদ্মিনী অত্যন্ত দুঃখিনী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার মূল্যবান অলঙ্কারপত্র কিছুই ছিল না। তাই সধবাত্বের পরিচয় স্বরূপ একগাছি লোহা হাতে ধারণ করিতেন মাত্র। লোহা ধারণ, সিন্দুরের টিপ পরা,

পান খাওয়া, চুল বাঁধা, শাড়ী পরা, এইগুলি সধবা স্ত্রীলোকদিগের প্রধান লক্ষণ।

পান বিনা...মাছি—পান অর্থাৎ তাম্বুল না খাওয়ায়, পদ্মিনীর মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইয়াছিল, এজন্য তাহার মুখে সর্ব্বদা মাছি উড়িয়া বসিত। পূতিগন্ধময় ও পচা গলা স্থানে থাকাই মাছিদিগের স্বধর্ম্ম।

হের আস—হেথায় আইস, দেখ, এসো।

অভিমানে—লজ্জায় ও দুঃখে।

কারেহ না চায়—কাহারও দিকে তাকায় না।

পদ্মগন্ধ...পদ্মিনী—যে রমণীর দেহ হইতে পদ্ম ফুলের গন্ধের ন্যায় অতি মনোহর সুগন্ধ বাহির হয়, তাহার নামই পদ্মিনী। কিন্তু আমি এমনই হতভাগিনী যে, আমার পরিবার জন্য একটু কাপড় যুটে না, পদ্মের পাতা পরিয়া থাকি, তাহাতেই আমার নাম পদ্মিনী হইয়াছে। স্ত্রী চার জাতীয়। যথা ;—হস্তিনী, শঙ্খিনী, চিত্রানী, পদ্মিনী। ১ম, পদ্মগন্ধা। ২য়, পদ্মপত্র পরিহিতা।

না আঁটে—কুলায় না, অনাটন হয়, টানাটানি পড়ে।

এটে—কলার গাছের মূল, বা গোড়া। কলার গেড়।

থোড়—ফলবতী কলা গাছের মাইজ, বা মধ্যের সারাংশ মজ্জা। পদ্মিনীর স্বামী এতই দুঃখী লোক ছিলেন যে, তিনি ঘুঁটে কুড়াইয়া বেচিয়া, যাহা পাইতেন, তাহা দ্বারা বাজার করিয়া সংসার চালাইতেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য-

বশতঃ সব দিন তাহাতে থোড় কেনা জুটিত না, প্রায়ই এটে কিনিয়া আনিতে হইত।

বাতাসে—হাওয়ায়, সংস্রবে। আমি অত্যন্ত হতভাগিনী দুঃখিনা বলিয়া, সুখী লোকেরা আমার সংস্পর্শে থাকেন না। অথবা, দুঃখী লোকের গায়ের বাতাস লাগিলে পাছে, দুঃখী হইতে হয়, এজন্য সুখী লোকেরা তাহাদের কাছে বড় একটা ঘেসেন না।

যাচিয়া—উপযাচক হইয়া, যাচ্ঞা বা প্রার্থনা করিয়া, সাধিয়া।

আশিষে—আশীর্ব্বাদে, কল্যাণে।

কন্যা বর—পাত্রী পাত্র। অবিবাহিত ছেলে মেয়ে। অন্নদা কহিলেন, বাছা তোমরা অকুলীন মৌলিক কায়স্থ বলিয়া এখন তোমাদের ঘরে কুলীন কায়স্থেরা বিবাহার্থ ছেলে মেয়ে দেয় না। কিন্তু আমার বরে, এখন হইতে কুলীন কায়স্থেরা তোমার ঘরে পুত্র, কন্যা বিবাহার্থ অর্পণ করিবে।

রাজায় প্রজায়—অর্থাৎ ছোট বড় সকলেরই মধ্যে তোমার সুনাম প্রচার হইবে।

মায়াময়...হাতে—দেবী অন্নপূর্ণা, মায়া প্রভাবে, সেই স্থলেই একটী শ্রীফলের ফুল সৃজন করিয়া তন্মধ্যে বসুন্ধরকে বীজ রূপে রক্ষা করিয়া পদ্মাবতীর হাতে দিলেন। এই স্থানটীর অন্যরূপ পাঠ,—

"মায়াময়ী শ্রীফলের ফল দিলা হাতে।
বীজরূপে বসুন্ধরে আরোপিলা তাতে॥"

এইরূপ আছে।

বীজরূপে···তাহাতে—সন্তানোৎপাদক শুক্র বা তেজঃ রূপে, বসুন্ধরকে সেই শ্রীফলের ফুলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, ভক্ষণার্থ পদ্মাবতার হাতে দিলেন।

সম্বিত—চৈতন্য, সংজ্ঞা, জ্ঞান।

হরিষ বিষাদে—আনন্দ এবং নিরানন্দে। অর্থাৎ অন্নদার নিকট পুত্র ও ধন ধান্যাদির বর পাইয়া, হর্ষ এবং তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মনস্তাপ জন্য, বিষাদ। এই রূপে সুখে দুঃখে জড়িত হইয়া পদ্মাবতী ঘরে গেলেন।

দত হয়ে···বসুন্ধরা—পদ্মিনী প্রসব বেদনায় অত্যন্ত কাতরা হইলেন, এমন সময় বসুন্ধর ত্বরান্বিত হইয়া বসুন্ধরা ধরিলেন অর্থাৎ ভূমিষ্ট হইলেন।

তাপ—উত্তাপ, সেক। পদ্মিনী দুঃখিনী ছিলেন, বলিয়া তাঁহার আঁতুড়ে ছেলে ধরিবার ও তাঁহাদের তাপ দিবার জন্য, অন্য লোক কেহই ছিল না।

হুলু—নিজেই নাড়ী কাটিলেন এবং নিজেই হুলু ধ্বনি, মঙ্গল ধ্বনি, বা জয় জয়কার শব্দ করিলেন।

দুঃখেতে স্মরিয়া হরি—লোকে বিপদে পড়িলে বিপত্তিহারী দয়াময় হরির নাম স্মরণ করে। এস্থলে পদ্মাবতীও দারুণ দুঃখে পতিত হইয়া, হরির নাম স্মরণ করিয়া ছিলেন, এজন্য হরির নামানুসারে তাঁহার পুত্রের নাম "হরি" রাখিয়া ছিলেন।

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত।

১৮৪—১৮৭ পৃঃ

ষষ্ঠী পূজা—আদ্যা প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন স্থতিকাধিষ্ঠাত্রী দেবী। যথা ;—

প্রধানা যোষিৎ কহি দেব সেনা দেবী,
ষোড়শ মাতৃকা সহ সর্ব্বলোকে সেবি।
সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডেতে শিশু পালন কারিণী,
তেঁই ষষ্ঠীরূপ ষড়াননের গৃহিনী॥
স্থতিকা গৃহেতে ষষ্ঠ দিনে পূজা করে,
একবিংশ দিনে পূজে সর্ব্বনরে।
পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হয় যাঁর কৃপাবলে,
শিশু রক্ষে অন্তরিক্ষে স্বপ্নে জলে স্থলে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

অন্ন খায়—হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে জন্ম দিন হইতে ৬ মাস গণনা করিয়া তৎপরে শুভদিনে শুভক্ষণে সন্তানের প্রথম অন্ন ভোজন কার্য্য সম্পন্ন হয়। এস্থলে হরি হোড়েরও অন্নাশন কার্য্য, যথাশাস্ত্র ৬ মাসে সম্পন্ন হইয়াছিল।

পোষয়ে—প্রতিপালন করে।

সিংহরথে—সিংহ বাহনে। সমস্ত দেব দেবীগণের একটী একটী পৃথক বাহন আছে, যথা লক্ষ্মীর পেঁচা, শীতলার গাধা, শিবের ষাঁড়, ব্রহ্মার হাঁস, তদ্রূপ মহাদেবী অন্নপূর্ণার বাহন সিংহ।

আটদিক আঁধার দেখিল—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ,

অগ্নি, বায়ু, ঈশান, নৈঋত, এই আট দিকের যে দিকেই চাহেন, কাঠ ও ঘুঁটে না পাওয়ায় সবদিকেই অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বুড়ি মজাইল দহে—কাঠ ঘুঁটে না পাইয়া, হরিহোড় কাঁদিতে লাগিলেন. এবং সেই সময় হঠাৎ এক বুড়ীর নিকট সমস্ত কাঠ ঘুঁটে জমা রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া, অতীব দুঃখের সহিত কহিতে লাগিলেন, হায়! হায়! এই বুড়ীই আজ আমায় অগাধ জলে ডুবাইল। অর্থাৎ বুড়ীই আজ সমস্ত কাঠকুটা কুড়াইয়া নিয়া আমাকে বিষম বিপদে ফেলিল।

সম্বল—সংস্থান, পুঁজি, জীবনোপায়।

মজাইনু—কাটাইলাম, বৃথা নষ্ট করিলাম।

নিকটে⋯যেতে—যে স্থান হইতে হরিহোড় ও বুড়ী গৃহ যাত্রা করিয়াছেন, সে স্থান হইতে হরির বাড়ী অতি নিকটে হইলেও, অন্নপূর্ণা অতিবৃদ্ধা বুড়ী রূপ ধরিয়া পায় পায় গুটী গুটী করিয়া, সকাল হইতে চলিয়া ঠিক সন্ধ্যাবেলা সেখানে যাইয়া উপনীত হইলেন।

চলিতে নারি রেতে—বেশি বুড়া হইয়াছি বলিয়া আমার চক্ষুর দোষ ঘটিয়াছে, এজন্য রাত্রিকালে চলাফেরা করিতে পারি না।

ছাওয়া পাতে—পাতা অর্থাৎ খড়, কুটা, তাল, শাল ইত্যাদি তৃণ ও পত্র দ্বারা ঘর আচ্ছাদিত। মোট কথা, এ পাতার

কুঁড়ে আমাদের থাকিতেই কুলায় না, তা আবার তুমি থাকিবে!

উপোসী—অনাহারী— অভুক্ত।

সংযোগ...সম্পর্ক—হরিহোড় কহিলেন, হে দেবি! একে আমার ঘরে অন্নের সম্পর্ক নাই তাহাতে তুমি অতিথি হইলে নিশ্চয়ই অভুক্ত থাকিতে হইবে। এদিকে হিন্দুর বাড়ীতে অতিথি অভুক্ত থাকাও অতি মহাপাপের কথা, সুতরাং বাছা, এখানে তোমার থাকা হইবে না, তুমি এই বেলা তোমার পথ দেখ।

চারি পর দিন– ৪ প্রহর বিশিষ্ট দিবস। অর্থাৎ সমস্ত দিনটা বহিয়া গেল, ইহার মধ্যে এক মুটা অন্ন পেটে দিতে জুড়িল না। একারণ আমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

যম যোগ্য অতিথি এ ঘরে–হরিহোড় বড়ই দুঃখের সহিত বুড়ীকে কহিলেন, বাছা গো! এমন পোড়াকপালে হাভাতের কুঁড়ের অতিথি, মানুষে কখন হইতে পারে না। তবে কালান্তক যমরাজই এ বাটীর উপযুক্ত অতিথি। অর্থাৎ যম যদি অতিথি স্বরূপে আসিয়া আমার প্রাণ গ্রহণে আতিথ্য স্বীকার করেন ত, এ যন্ত্রনার চাহিতে মরণ হইলেই, বাঁচি।

হরিহোড়ে অন্নদার দয়া।

১৮৭—১৮৯পৃঃ

ভবানী বাণী বল—ভবানী এই বাক্য উচ্চারণ কর।

ভবানী ভবের সার—এই অসার সংসারে ভবানীর নামই একমাত্র সার। অথবা ভবানীই মহাদেবের একমাত্র সারাৎসারা শক্তি।

ভবানী ভাবিয়া—ভবানীর ধ্যান বা আরাধনা করিয়া।

ভবতরে ভবভার—মহাদেব ভবানীকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার ভৌতিক সৃষ্টি ও সংহারাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যথা,—

"শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শব রূপকঃ।
শক্তি যুক্তো যদা দেবী শিবোহহং সর্ব্বকামদঃ।

ভবনে ভবানী তার—তাহার গৃহেই ভবানী বিরাজিত থাকেন।

ভবানী নন্দন—ভবানীর বর পুত্র ভারতচন্দ্র।

বাছনি—অল্পার্থে বাছা, বৎস।

ঘর থাকে মজে—কথায় বলে, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট আর গিন্নীর পাপে ঘর নষ্ট।

দণ্ডবৎ প্রণাম—দণ্ডের অর্থাৎ লাঠির ন্যায় ভূমিতে সটা পতিত হইয়া প্রণাম করা।

আহা মরি...যাহে—হরিহোড়ের দুঃখ দূরীকরণ মানসে অন্নদা তাহার হাতে এক খানি ঘুঁটে দিয়া কহিলেন, আহা

মরি মরি, বাছা হরি, এই ঘুঁটে বেচিয়াই যখন তোমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে, তখন আমার এই ঘুঁটে খানি লইয়া একবার বাজারে যাও।

হেম ঘুঁটে—সোণার ঘুঁটে।

লোহা...পরশপরশে—স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা যেমন সোণা হয়, তদ্রূপ অন্নদার স্পর্শে গোবরের ঘুঁটেও সোণা হইল।

জাগিতে স্বপন—জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন।

বাজি অনুমানি—কিম্বা অনুমান করি, এ সকল ভেল্কি বা কুহক হইবে।

অনিমিষ নয়নে—নিমেষশূন্য চক্ষে, পলকহীন লোচনে। ভয়ে, বিস্ময়ে মানুষের নয়ন স্তম্ভিত ভাব প্রাপ্ত হয়।

হরিহোড়ে বরদান।

১৮৯—১৯২পৃঃ

মাটি মুটা...হবে—আমার পূজার প্রত্যক্ষ ফলে, মাটিতে সোণা ফলিবে। অর্থাৎ আমার যথাবিতি পূজা করিয়া, লোকে অতি দুর্দ্দশা হইতে অতি সুখের দশায় উন্নত হইবে।

বিধিবিষ্ণু...শিবে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার স্বরূপ দর্শনে সক্ষম না হইয়া, নিরন্তর ধ্যানাদির দ্বারা যাঁহার উপাসনা করিতেছেন, সেই সর্ব্বারাধ্যা

দেবীকে যে আমি এই পাপচক্ষে দেখিব আমার এমন কি সৌভাগ্য ?

প্রমাণ—নিশ্চয়, যথার্থ জ্ঞান, প্রত্যয়োপযোগী দর্শন।

ভেল্কিতে...সোণা হয়—আমার শূন্যহাড়ীতে যে, চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয়, প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ রসযুক্ত অন্নব্যঞ্জনাদি প্রচুরপরিমাণে বোঝাই ছিল, অথবা গোবরের ঘুঁঠে যে সোণা হইয়া ছিল তা ও সব ভেল্‌কি বা ভোজবাজি দ্বারাও হইতে পারে।

পদ্মাসন—সিদ্ধ যোগী বা যোগসিদ্ধার্থে আসনবন্ধ বিশেষ। যথা,—

"সব্যংপাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি ন্যসেৎ ততঃ।
দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টাদ্বিধানবিৎ।
পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং সর্ব্বকর্ম্মসু শাস্যতে।"

অর্দ্ধ শশী ভালে—কপালে চন্দ্রকলা শোভিত।

শিরে রত্ন মুকুট—মস্তকে মণিময় কিরীট।

কবরী কেশজালে—চুলসমূহ সুন্দর বিন্যস্ত রহিয়াছে।

পঞ্চমুখ···খেয়ে—শিবের অন্নভিক্ষার স্থানে ইহার অর্থ দেখ।

সম্বরিয়া—সম্বরণ বা সংগোপন করিয়া।

পাদপদ্মে ঠাঁই—অন্নদা হরিকে বর দিতে চাহিলেন। হরি অন্য কোন বর না চাহিয়া কহিল, হে দেবি! আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই। তবে এই বর চাই, যেন তোমার চরণকমলে স্থান প্রাপ্ত হই।

চঞ্চলা...চঞ্চলা সমান—তোমার কৃপা বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়িনী।

অনুগ্রহ—কৃপা, প্রসন্নতা।

নিগ্রহ—অকৃপা, অপ্রসন্নতা।

পদ্মিনী...পদ্মিনী হইল—হবির মাতা, পদ্মপত্র পরিধান-কারিণী পদ্মিনী, এইক্ষণ দেবীর বরে পদ্মিনী জাতীয়া স্ত্রীরূপে পরিণত হইলেন।

দিব্য...বস্ত্র—দেবতাদিগের ধারণ যোগ্যবসন, বা দেবদত্ত বসন।

মহাযশ—মহাকীর্ত্তিশালী।

দিব্যকায়—দেবতার ন্যায় দেহ কান্তিবিশিষ্ট।

অন্তরীক্ষে—আকাশে, শূন্যে।

বসুন্ধরার জন্ম।

১৯২—১৯৫পৃঃ

সোঁসর—সদৃশ, সমান, তুল্য।

ঘটক—বিবাহ কার্য্যের যোজককর্ত্তা। যথা,—

> "ধাবকো ভাবকো শ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।
> দূষক স্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাস্মৃতঃ।"

অচলা—স্থিরা, অটলা।

মুখ্য—প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

অব্যাহত— অবাধ, অবারিত, এস্থলে মুক্তকণ্ঠে।

মজি পতি শোক কূপে--স্বামীর বিরহ জন্য দুঃখসাগরে ডুবিয়া। বা স্বামীর বিয়োগবশতঃ শোকসিন্ধুসলিলে ডুবিলাম।

আমার···তিন নারী দিয়া— আমার যক্ষ স্বামীকে, অভিশাপে মানবদেহে পরিবর্ত্তিত করিয়া, তিনটী স্ত্রী তাহাকে দিয়া, রঙ্গরসে রাখিয়াছ। যথা,—

" ঘোষ, বসু, মিত্র, মুখ্য কুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন, রূপে, গুণে ধন্যা॥"

প্রহার—নিগ্রহ, কষ্ট, যন্ত্রণা। চলতি কথায়— পেড়ার বলে।

বরঞ্চ···নাহি যায়—স্বামীকে শমনে লইলে, অর্থাৎ তাহার মরণ হইলেও বরঞ্চ " যমে নিয়েছে " বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা যায়। কিন্তু সতিনী লইলে, তাহা রক্ত মাংসের শরীর ধরিয়া, কখন সহ্য করা যায় না।

পতিবিয়োগবিধুরা বসুন্ধরার মুখ দিয়া, কবি সপত্নী শত্রুতা সম্বন্ধে, অসহ্য অসীম যন্ত্রণার বিষয়, এই একমাত্র শ্লোক দ্বারা এত স্পষ্ট করিয়া মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন, যে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর আর কিছুই আশা করা যায় না।

অন্তরযামী—অন্তর্যামী, যিনি মনের কথা জানেন।

সুঝে— সমঝ্ করে, বা তলাইয়া বুঝে।

ব্রহ্মরূপ···পাপ পুণ্য— কর্ম্মানুসারে মনের মধ্যে অপূর্ব্ব

বা অদৃষ্ট নামক যে অবস্থা হয়, তাহাই পাপ বা পুণ্য। কর্ম্ম হইতেই পাপ ও পুণ্য সঞ্চয় হয়। পাপকর্ম্মানুসারে দুঃখভোগ, আর পুণ্যকর্ম্মানুসারে সুখভোগ হয়। কিন্তু দেবি, তুমি ব্রহ্মরূপা, স্বয়ং নির্লেপ, অর্থাৎ কিছুরই সহিত তোমার সংস্পর্শ নাই বলিয়া, পাপ ও পুণ্য তোমাতে অর্শে না। ভগবান স্বয়ং এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"নমাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি যোঽভি জানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥"

৪অ। ১৪ ভগবদ্গীতা।

গর্ব্বিত ভর্ৎসনে—অভিমান ভরে তিরস্কার করিয়া।

যুক্তি···বটে—ইহাই সৎপরামর্শ বটে।

ঠক মহামত্ত—প্রতারক ও দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য।

আবেশ—আসক্তি, অনুরাগ।

একবোলে...দেশ—ভাড়ুদত্তের স্ত্রী ধূর্ত্তা, এমন কুচুঁলে ছিল যে, এক কথায় দশ কথা শুনাইয়া দিত, দেশ শুদ্ধ লোক তাহাকে আঁটিতে পারে না।

ভবিতব্যং ভবত্যেব—যাহা অবশ্য ঘটিবার, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে।

আজ্ঞাবহ···করিয়া—"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" হইলে, সেই দিকেই তাঁহার আদরের ভাগটা বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং নবীনার নিত্য নূতন নূতন ফাইফরমাস্ যুগাইতে, তিনি

তাহার হুকুমবরদার গোলাম হইয়া পড়েন। এ স্থলে হার-হোড়েরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

ঠকামী—পরগ্লানি, পরনিন্দা।

দ্বন্দ্ব—কন্দল, ঝকড়া।

সেখানে…যেখানে—যে স্থানে বা যে বাটীতে পরস্পর সকলের মধ্যে বিশেষ প্রণয় বা প্রীতি আছে, দেবী সেই খানেই অবস্থান করেন।

নলকূবরে শাপ।

১৯৫—১৯৯ পৃঃ

দুঁহে—উভয়ে, দুজনে।

অতিতর—অত্যন্ত, অতি অধিক।

পূজা লইবার মনে—পূজা গ্রহণ মানসে।

মন হইল লোভা—মন লুব্ধ বা লোভাক্রান্ত হইল, অর্থাৎ সুন্দর বনশোভা দেখিবার জন্য মন বড়ই ইচ্ছুক ও উৎসুক হইল।

নির্ম্মলচন্দ্রিকা—পরিষ্কার জোছনা।

মন্দপবন—মৃদু মৃদু বাতাস।

ও মা, এ সে নহে—মা গো, এ তোমার পূজা নহে। অথবা এ ব্যক্তি তোমার উপাশক নহে।

ধনমত্ত…দেই—ধনগর্ব্বিত ব্যক্তিরা কি কখনো দেবার্চ্চনা করে।

মত্ত মধু পানে---মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছে।

শুম্ভ···লাজ দিলে---জয়া দেবীকে কহিলেন,এ ব্যক্তি তোমার উপাশক নহে। যদি ইহাতে তোমার কোনও সন্দেহ থাকে, তবে না হয়, উহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কিন্তু রমণী বেশে যাইও না। যেহেতু শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করিবার জন্য যখন মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়াছিলে, তখন তাহারা তোমাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করিতে আসায়, আমাদের বড়ই লজ্জা দিয়াছিল। পাছে কুবেরের বেটা মদের ঝোঁকে তদ্রূপ করে, তাই নিষেধ করিলাম।

পর্ব্ব—পূজা উৎসব, এখানে অন্নপূর্ণার পূজার শুক্লা অষ্টমী তিথি।

পুণ্যদা তুমী—অদ্য পুণ্যদায়িনী বাসন্তী শুক্লাষ্টমী।

অবশ্য বরদা—নিশ্চয়ই বরদায়িকা, বা অভীষ্ট ফলপ্রদায়িনী হন।

দিব্য—সুন্দর, মনোহর।

প্রেত ভোগ্য—পিশাচের ভোগ যোগ্য। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণবেশী অন্নদা কহিলেন, এই সকল সুন্দর মনোহর দ্রব্যাদি দ্বারা অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা না করিয়া, ইহা বৃথা নষ্ট করিতেছ কেন? কারণ তুমি কি জান না;—"তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে"।

জড়িম যুক্ত বচনে—জড়তাযুক্ত কথায়। মাতালদের আড়ান কথায়।

এ রসে—এই রঙ্গ রহস্য, ভোগ বিলাস, আমোদ প্রমোদে।

ধ্যানে রব যেন বক-বক পাখী যেমন সব কাজ কৰ্ম্ম ফেলিয়া, মাচ ধরিবার জন্য, জলের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তোমার কথায়, আমিও কি তেমনি, এখন সব রঙ্গ রহস্য, বিলাস বিহারাদি ছাড়িয়া দিয়া, বকাধার্ম্মি-কের ন্যায় ঈশ্বরের ধ্যান ধরিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিব?

অন্নদা...ভাণ্ডারে-মদমত্ত নলকূবর কহিল, তুমি যে অন্নদার পূজার কথা কহিতেছ, আমি তারে বিলক্ষণ রূপ চিনি ও জানি। তারে পূজা করিলে কি হইবে? তার মত ঢের ঢের অন্নদা আমাদের ভাঁড়ার ঘরের দোরে পড়ে আছে। অর্থাৎ তার নাম বটে অন্নদা, কিন্তু সে খায় ভিক্ষা করিয়া! অতএব এমন ভিখারিনীকে ভজিলে কি ইষ্টলাভ হইবে?

শঙ্কর...তার—তোমার সে অন্নদা ত ভিখারী ভোলানাথের স্ত্রী, তা তাঁর যত গুণাগুণ বিদ্যাব্রহ্মণ্য, আমি সে সব বেশ জানি। পেটের জ্বালায় দিনের ভিতর তিন বার, খাবার ভাঁড়ারে ভিক মাগ্‌তে আসে।

হুঙ্কার ছাড়িয়া—গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া।

বিজয়ারে দিলা পান—কোন কার্য্য সাধনার্থ হাতে পান গুয়া দিয়া বরণ করা; বা তেজস্কর বাক্যাদি দ্বারা উৎ-সাহিত করিয়া দেওয়া। যথা,—

"মন্ত্রণা করিয়া, মদনে ডাকিয়া,
সুরপতি দিলা পান।"

অথবা, অন্নদামঙ্গল।

"সশস্ত্রে সাজিয়া বীর হৈল আগুয়ান,
যেলানি দিলেন তার হাতে গুয়া পান।"

রামায়ণ।

আগুয়ান—অগ্রবর্ত্তী বা সাম্‌নে উপস্থিত হওয়া।

গোচরে—সাক্ষাৎকারে, সমক্ষে।

নলকূবরের প্রাণত্যাগ।

১৯৯—২০০পৃঃ

ভূমে—ভূমণ্ডলে, পৃথিবীতে।

সুঁপে দেহ—সমর্পণ করিয়া, বা হাতে তুলিয়া দেওয়া।

অধম নরের ঘরে যাব—নলকূবর যক্ষ জাতীয় ছিলেন, যক্ষরা দেবযোনি সম্ভব আতিবাহিক জীবী, সুতরাং স্থূল অন্নময় দেহধারী। মানব ইহাঁদের নিকট অতি অধম-নীচ প্রাণী বলিয়া পরিগণিত। অতএব সেস্থানে যাইয়া, কোন্ পুণ্যফলে অন্নদার কৃপা লাভ করিব।

সন্তান...দয়া রবে—বিজয়ার অভয় বাক্য শুনিয়া, নলকূবর কহিল, বংশে কিরূপ সন্তান জন্মিবে, আর তাহার প্রতি অন্নদার দয়া থাকিবে কি না, ইত্যাদি বহুবিধ ভাবনা তখন আসিয়া যুটিবে। সুতরাং আমি এই সব কারণে দেবীর ভজন পূজন সমস্তই ভুলিয়া যাইব। অথবা,—নলকূবর নিজের কথা পাড়িয়া কহিল,—নরজন্ম গ্রহণ

করিয়া অন্নদার এ বরপুত্র কি প্রকার চরিত্রের লোক হইবে, আর তখন ইহার প্রতি তাঁহার দয়া থাকিবে কি না, ইত্যাদি চিন্তা আসিয়া জুটিবে, সুতরাং আসল কার্য্য যে পূজা, আমি তাহা ভুলিয়া যাইব।

তোমার সন্তানে রাজা হবে—কবি এস্থলে স্বার্থ ঘটাইয়া গুণের গুণ গাহিয়া বিশেষ চতুরতার সহিত মান বজায় রাখিয়াছেন। তৎকালে নদীয়ার রাজারাই সুবে বাঙ্গালার মধ্যে, ধনে মানে কুলে, শীলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন। সুতরাং ধনাধ্যক্ষ যক্ষরাজ কুবেরের বংশ হইতে, তাঁহাদিগকে পাকেপ্রকারে ভূতলে আনা, বিশেষ সঙ্গত, সাময়িক, ও অবস্থানুযায়ী হইয়াছে। আবার অন্যার্থে দেবী মাহাত্ম্যেরও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইযাছে।

ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত।

২০০ ২০৩পৃঃ

শমন-শমনী—কালের কালরূপিণী।

ভবসংসারে—পৃথিবী রূপ সংসারে বা মর্ত্ত্যলোক। কিম্বা শিবের সংসারে।

জঠোরযন্ত্রণা—গর্ভবাসক্লেশ।

যমের মন্ত্রণা—জীবনাশার্থ যমের চক্রান্ত, গুপ্ত পরামর্শের অধীন হইয়া, আর কতবার ঘুরিয়া মরিব।

ভবানন্দ...আনন্দে—ইহার জন্মগ্রহণে পৃথিবী আনন্দিতা হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম ভবানন্দ হইয়াছিল।

লালন—অতিশয় যত্ন ও স্নেহ সহকারে কোলে কাঁধে করিয়া পালন করা। এই লালন পাঁচ বৎসর পর্য্যন্তই প্রশস্ত। যথা,—"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি।"

পদ্মমুখী...অইমত—ইহাঁর সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া, ইনি স্থিরযৌবনা ছিলেন, সুতরাং ভবানন্দও ইহাঁতে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন।

সুয়া—সুখিয়া বা সোহাগিয়া কথার অপভ্রংশ। সৌভাগ্যবতী।

গৃহচ্ছেদ—গৃহছিদ্র, ঘরভাঙ্গানী, গৃহবিচ্ছেদ, ঘরাও বিবাদ।

উন্মনা—অন্য মনস্ক, চঞ্চল চিত্ত, উৎকণ্ঠিত।

অন্নপূর্ণা...ছলে—ঘরাও বিচ্ছেদে, হরিহোড় সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকেন। এমত অবস্থায় একদিন পূজা করিতে ধ্যানে বসিয়াছেন, এরূপ সময় অন্নপূর্ণা তাঁহার মেয়ের মত রূপ ধরিয়া, শ্বশুরবাড়ী যাইবার ছলনায়, হরির নিকট হইতে চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন। এদিকে হরিও জানিতেন তাঁহার মেয়েকে নিবার জন্য তৎপূর্ব্বদিন বাড়ীতে জামাই আসিয়াছে। মেয়ে অনুমতি চাহিয়া পূজার ব্যাঘাৎ করায়, হরি, ক্রোধভরে "যাও যাও" কহিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। অন্নপূর্ণা এই ছলনায় তাঁহার ঝাঁপিটী কাঁধে করিয়া ঘর হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইলেন। আর ফিরিলে না।

অন্নদা...ছাড়িল—এদিকে হরি ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায়, চিত্তের অস্থিরতা বশতঃ বাহিরে আসিলেন, এবং ঝি জামাই ঘরেই রহিয়াছে দেখিলেন। তখন অন্নপূর্ণা তাহাকে ছলনা করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিযাছেন, বুঝিতে পারিয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

সোহাগা...পুড়ি—এদিগে শাপভ্রষ্ঠা সোহাগী বসুন্ধরাও হরির সহিত সহমৃতা হইল।

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা।

২০৩—২০৭ পৃঃ

তারা—দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা, অপার সংসাব দুঃখভার নিস্তার-কারিণী।

ভীম---মহারুদ্র রূপী মহাদেব শিব।

ভীমা—বিশ্বব্যাপিনী বিরাটরূপিণী দুর্গা। যথা,—

"ভজ মন ভজ শ্যামা মা'রে।
জগৎ জননী যিনি ব্যাপিনী বিরাটাকারে॥
পিতামহ মহেশ্বর, রুদ্র কেশব ঈশ্বর
পাদ পীঠ নিরন্তর, বহে যাঁর শিরে"

মহিমনাথ হালদার।

শিব...সীমা গো - মা গো, আগম নিগম, পুরাণ প্রভৃতিতে যখন স্বয়ং পঞ্চানন শিবও, তোমার অপার মহিমার অবধি

করিতে পারেন নাই, তখন হে দেবি, তোমার তারা-নামের অসীম মাহাত্ম্য অন্যে কি জানিবে। যথা,—

ভৈরবী মধ্যমান।

"কে তোমায় জানে গো মা—কে তুমি তারা।
তুমি নিরাকারা কি সাকারা ভবদারা।
বিষ্ণুবলে বৈষ্ণবেতে, শক্তি হও মা শাক্তমতে,
ব্রহ্ম বলে ভজে তোমায়, ব্রহ্মবাদী যারা॥
যীশু বলে বাইবেলে আল্লা বোলে মোল্লা বলে।
নাস্তিকে স্বভাব বলে, ভাবে তারা! তারা।"

মহিমনাথ হালদার।

অণিমা—অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের প্রধান ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য যথা,—
অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রকাশ্য, মহিমা, তথা।
ঈশিত্বঞ্চ, বশিত্বঞ্চ, তথা কামাবসায়িতা॥"

পুরাকালে, স্বয়ং ভগবান কর্তৃক এই অষ্টবিধ গুণৈশ্বর্য্য শিব প্রাপ্ত হন যথা,—

"মমাষ্ট গুণমৈশ্বর্য্যং দত্তং ভগবতাপুরা।"

এস্থলে, তারা নামই শিবের চতুর্ব্বর্গ-ধাম এবং তারা নামই শিবের অষ্ট-গুণৈশ্বর্য্য।

তরে পরিণাম—চরম, শেষ, অন্তিম। পরাৎপর তারা নাম জপ করিলে, জীবের অন্তিমে পরিত্রাণ ও মহানির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়।

নাশে কলির কালিমা—কলির পাপরূপ কলঙ্ক বিনাশ হয়।

কৃপাবক্রিমা—কৃপাকুটিলা, দয়াবিমুখী।

পাটুনী—পাটনী, পারকর্ত্তা, ঘাট-মাঝী। যাহারা পাটন অর্থাৎ সহর বন্দরের নিকট থাকিয়া নদী পারাপার করে।

বামাস্বর—কামিনীর কোমল কণ্ঠধ্বনি। স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ।

ঈশ্বরীরে—অন্নপূর্ণা দেবীকে।

ঈশ্বরী পাটনী—ঘাটমাঝীর নাম।

কুলবধূ—কুলস্ত্রী, ভদ্রঘরের বৌ। ইহারা একাকিনী কখনও পথে ঘাটে বাহির হয় না, এই জন্যই ঈশ্বরী পাটনী, ঈশ্বরী অন্নদার পরিচয় লইতেছে।

পরিচয়...ফেরফার—আমাকে পরিচয় না দিলে আমি তোমাকে পার করিতে পারিব না, কি জানি, যদি তুমি পলাইয়া আসিয়া থাক, কিম্বা অন্য কোন অভিপ্রায়ে ঘরের বাহির হইয়া থাক, তবে তোমায় পার করিয়া, শেষে আমি শুদ্ধ কি গোলযোগে পড়িয়া মারা যাইব। তোমার মনে কি আছে, তাহা তুমিই জান, আমার ইহাই ভয় হইতেছে, পাছে তোমায় পার করিয়া, আমি বিপদগ্রস্ত হই।

পরিচয়—আলাপ, কুলশীল নাম ধাম বিজ্ঞাপন।

বিশেষণে...নারী—সম্যক রূপ গুণ ব্যাখ্যাদ্বারা অতি সবিস্তর পরিচয় দিতে পারি। কারণ তুমি জান যে, স্ত্রীলোক-দের স্বামীর নাম ধরিতে নাই। এই জন্যই প্রকারান্তরে

পরিচয় দিব। গুরুত্বের লাঘব হয়, এই কারণবশতঃ মনুষ্য-দের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা স্বামী, ভাশুর, শ্বশুরদিগের নাম ধরে না, এস্থলে, নারীরূপিণী অন্নদা তাহাই মান্য করিয়াছেন মাত্র।

গোত্রের প্রধান পিতা—(১) আমার পিতা, গোত্র—কুল, অর্থাৎ সমস্ত কুলীনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গোষ্ঠিপতি। (২) গোত্র—পর্ব্বত, আমার পিতা পর্ব্বতগণের প্রধান, শৈলাধিপতি হিমালয়। গো—পৃথিবী, তাহাকে ত্রাণ করেন, ধারণ করেন বলিয়া, পর্ব্বতের নাম গোত্র। যথা, কালিদাস কহিয়াছেন,—

"যজ্ঞাঙ্গ যোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য,
সারং ধরিত্রী ধরণক্ষমঞ্চ।
প্রজাপতিঃ কল্পিত যজ্ঞভাগং,
শৈলাধিপত্যং স্বয়মন্ব তিষ্টত ॥"

মুখবংশ খ্যাত—(১) মুখ—মুখটি—মুখোপাধ্যায় বংশ বলিয়া কথিত। (২) মুখ—মুখজাত বংশ—শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ। পর্ব্বতগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র, শাপভ্রষ্ট হইয়া জড় পাষাণ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পরম কুলীন স্বামী—(১) আমার পতি ১ আচার, ২ বিনয়, ৩ বিদ্যা, ৪ প্রতিষ্ঠা, ৫ তীর্থদর্শন, ৬ নিষ্ঠা, ৭ বৃত্তি, ৮ তপঃ, ৯ দান, এই নব গুণযুক্ত সমস্ত কুলীনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (২) কু—পৃথিবী, জগৎ। লীন—মিশিয়া যাওয়া।

আমার স্বামী ভূতনাথ, পঞ্চভূতাত্মক জগতের ভাবনায় সর্ব্বদা লিপ্ত আছেন।

বন্দ্য বংশ খ্যাত—(১) বন্দ্য—বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ (২) বন্দ্য পূজনীয়, নমস্য, স্তবনীয় বংশ। অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তাঁহাকে বা যে বংশকে পূজা করে।

পিতামহ—(১) পিতার পিতা—ঠাকুরদাদা। (২) লোক-পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা।

অন্নপূর্ণা—(১) স্ত্রীলোকের সাধারণ নাম মন্ত্র। (২) ব্রহ্মের যে শক্তি দ্বারা পঞ্চভূতের সার—ব্রহ্মরূপা অন্ন ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে,—সেই শক্তিরূপা মূল প্রকৃতীর নামই অন্ন। সেই অন্ন দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবন যিনি পরিপূর্ণ করেন, তিনিই অন্নপূর্ণা।

অনেকের পতি তেঁই—(১) যিনি আমার স্বামী, তিনি গঙ্গা, কালী, দুর্গা, প্রভৃতি অনেক স্ত্রীর পতি, অর্থাৎ আমার অনেক সতিনী আছে। (২) অনেক—সর্ব্ব বিশ্বসংসারের অধীশ্বর জগৎপতি।

তেঁই পতি মোর বাম—(১) আমার পতি অনেক স্ত্রীর স্বামী, সেই কারণে তিনি আমার প্রতি বাম—বিমুখ। অর্থাৎ আমাতে তাঁহার তত প্রীতি নাই। (২) আমার সেই স্বামীর নামই- বামদেব, মহাদেব।

অতিবড় বৃদ্ধ পতি—(১) আমার পতি অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম, ইনি অজর অমর ভাবে নিত্য বিরাজমান। কত কোটি কোটি সৃষ্টি, ইহাঁর নিকট উৎপন্ন বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে

তাহার অবধি নাই, সুতরাং ইহাঁর বয়সের সংখ্যা নির্ণয় কে করিতে পারে? (২) আমার স্বামী অত্যন্ত প্রাচীন, বুড়া। ইহার বয়সের গাছপাথর নাই। "বয়সে বাপের বড়।"

সিদ্ধিতে নিপুণ—(১) আমার স্বামী যোগসাধন বিষয়ে বিশেষ তৎপর। যোগসাধনে ইহাঁর ন্যায় কেহই সিদ্ধি—অভিষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এই জন্যই ইহাঁর অন্য নাম যোগীশ্বর। (২) ভাঙ্গ খাইতে খুব মজবুত। ভাঙ্গড়।

কোন গুণ নাই তাঁর—(১) তিনি স্বয়ং নির্গুণ ব্রহ্ম। এই জন্যই তিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অতীত, এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। (২) ইহাঁর কোন ক্ষমতা যোগ্যতা নাই। অকর্ম্মা লোক।

তাঁর কপালে আগুণ—(১) তিনি ত্রিনেত্রবিশিষ্ট। তাঁহার ললাটস্থ নেত্র হইতে জ্ঞানাগ্নি নির্গত হয় বলিয়াই, তাহার নাম. ললাট-বহ্নি। যথা,—

> "তথাপি ভিক্ষাং কুরুতে মহেশ্বরঃ।
> ললাটবহ্নেরিয়মিব রীতিঃ।"

(২) যাঁর কোন যোগ্যতা নাই, অমন নির্গুণে ভর্ত্তার কপালে মুড়োর আগুণ লাগুক। এইরূপ স্ত্রীজনসুলভ নিন্দা, তিরস্কার।

কুকথায় পঞ্চমুখ—(১) কু,—আগম নিগম প্রভৃতি বেদাঙ্গ ব্যাখ্যায় তাঁহার পাঁচখানি মুখ সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত। এ সম্বন্ধে স্বয়ং শিব কহিয়াছেন, যে,—

"শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার,
এক মুখ দুই হাত আছিল আমার।
ঊর্দ্ধমুখে আগমে তোমার গুণ গাই,
দুই ভুজ ঊর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই।
চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে,
চারি মুখ দিলা তুমি অ ঌক আমারে।"

(২) তিনি কন্দলের বা ঝকড়ার সময়, যখন কটু কথা বা মন্দ কথা কহিতে আরম্ভ করেন, তখন বোধ হয় যেন তিনি পাঁচখানা মুখে কহিতেছেন। এতদ্দারা বাচালতা বা বাক্যবহুলতা বুঝাইতেছে মাত্র। যথা, হরের সহিত কন্দলের সময় পার্ব্বতী বলিয়াছেন,—

"রসনা কেবল কথা সিন্ধুকের কুঁজী।"

কণ্ঠভরা বিষ—(১) বিষতুল্য কটু ও তীব্র কথা সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। (২) সমুদ্র অতি মন্থনের পর কালকূট বিষ উঠিয়া সৃষ্টি নাশ করিতে উদ্যত হইল, মহাদেব তাহা পান করেন। এই জন্যই কণ্ঠভরা বিষ—নীলকণ্ঠ বা বিষকণ্ঠ মহাদেব।

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ—(১) আমার সহিত তিনি নিত্যকাল অভেদাত্মা হইয়া মিলিত আছেন। যথা,

"এ ভব সংসারে, ভব ভবানী বিহরে।
অভেদ হইয়া, ভেদ প্রকাশিয়া,
এ কি করে চরাচরে॥"

অথবা,

"যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।
মানয়োরন্তরং বিদ্যা চন্দ্র চন্দ্রিকয়োর্যথা॥"

(২) আমার সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই ঝকড়া বিরোধ হয়।

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি—(১) পতিতপাবনী গঙ্গা নাম্নী আমার নিত্য অংশসম্ভূতা এক কল্লোলিনী দেবী আছেন। তিনি সতত আপনার রঙ্গ ভঙ্গিতে মাতিয়া আপনি নাচিয়া বেড়ান। (২) গঙ্গা এই নামধারিণী আমার এক সতিন আছে, সে রাত দিন কলহ করিয়া আমায় জ্বালাতন করে।

জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি—(১) ঐ অংশ-ভূতা দেবীই দ্রবময়ী জলরূপাণা গঙ্গা। তিনি পূত পুণ্য-সলিলা ত্রিভুবন-তারিণী ব্রহ্মসনাতনী বলিয়া, স্বামী তাহাকে অতি পবিত্র জ্ঞানে মস্তকে ধারণ করিয়া জটাজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। (২) আমার সেই গঙ্গা নামধারিণী সতিনী, স্বামীর অত্যন্ত সোহাগিনী এবং প্রাণসমা প্রিয়তমা বলিয়া, একবারে তাঁহার মাথার মণি অর্থাৎ শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ স্বামী তাহাকে প্রাণের মত ভালবাসিয়া, আদর দিয়া, প্রশ্রয় দিয়া, তাহাকে একবারে মাথার উপর তুলিয়াছেন।

ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে—(১) আমার পতি, ঘরে ঘরে অর্থাৎ চরাচরে, পঞ্চ ভূতাত্মক দেহীদিগকে লইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র লীলা খেলা করিতেছেন। অথবা, অতিবাহিক দেহধারী দেবযোনী ভূতপ্রেতদিগকে লইয়া

সর্ব্ব স্থানে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেন। (২) আমার পতি অসভ্য কোঁচ প্রভৃতি কতকগুলা ইতর বর্ব্বর ও ছোট লোকের সহিত মিশিয়া, রাত দিন বাড়ী বাড়ী নাচিয়া বেড়াইতেন।

না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে—(১) আমার অমর পিতা হিমালয় পর্ব্বত, এমন সুন্দর সুপাত্রে আমায় অর্পণ করিয়াছেন। (২) আমার কঠিন হৃদয় পিতার মরণ নাই, তাই আমায় এমন অন্যায় অপাত্রে অর্পণ করিয়াছেন। মনে দুঃখাদি অভিমান উপস্থিত হইলে, স্ত্রীলোকেরা স্বভাব-সুলভ চাপল্যবশতঃ, "ড্যাকরা, আটকুড়ো, মরেও না, মরণ নাই, মরিলে হাড় জুড়োয়, মরণ হ'লে বাঁচি ইত্যাদি আক্ষেপ জনক উক্তি করিয়া থাকে। ইহার ভাব এইরূপ যদি মরিত, তবে আমার এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। এস্থলে যদি বাপ না বাচিয়া থাকিতেন, তা হইলে ভেয়ের হাতে আমার বিবাহ দেওয়ার ভার থাকিত, সে অবশ্যই আমার অনুরূপ বরে আমাকে অর্পণ করিত।

অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই—(১) আমার ভাই, নিষ্ঠুর বাপের ঈদৃশ অন্যায় অনুষ্ঠান দেখিয়া, অর্থাৎ তিনি আমায় অঘরে, অবরে অর্পণ করিলেন দেখিয়া, মনের অভিমানে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন। (২) যে সময় দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদ করেন, সে সময় আমার ভাই মৈনাক ভয়ে, লজ্জায় ও অভিমানে সমুদ্রে লুকাইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং দু দিন যে ভাইয়ের নিকট থাকিয়া প্রাণ জুড়াইব, একটু সুস্থ হইব, সে যো নাই।

কাজেই আমি লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াই। কবি কালিদাস বলেন,—

"অসূত সা নাগ বধূপভোগ্যং।
মৈনাকমম্ভোনিধি বদ্ধসখ্যম্।
ক্রুদ্ধেঽপিপক্ষচ্ছিদিবৃত্রশত্রা।
ববেদ নাজ্ঞং কুলিশ ক্ষতানাম্।"

যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই—(১) যে আমায় আপন ভাবিয়া যত্ন করে আমি তারই বাড়ী যাই। কারণ আমার দাঁড়াইবার আর স্থল নাই। (২) যে আমায় ভক্তি করিয়া পূজা করে, আমি তাহারই গৃহে অধিষ্ঠান করি। কারণ আমি ভক্তির বাধ্য ও ভক্তাধীন।

পাটুনী বলিল, মা এখন আমি সব কথা বুঝিতে পারিয়াছি।

যেখানে…কুলীন—কুলীন জাতি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের কুলীন জাতির মধ্যে, বহুবিবাহ রূপ কু-প্রথা প্রচলিত থাকায়, এই প্রকার ঝকড়া কচকচী সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই হয়। তোমার ঘরেও ঐরূপ হওয়ায়, তুমি জ্বালাতন পোড়াতন হইয়া, ঘর ছেড়ে কোন কুটুম্বের বাড়ী যাইতেছ। এখন আমার সন্দেহ ঘুচিল, এস তোমায় পার করি।

নায়ে—নৌকায়, তরীতে।

যার নায়ে…পারাবার—যে ব্রহ্মসনাতনীর নাম, জীবের কর্ণ কুহরে দিয়া শিব জীবগণকে মুক্ত করেন। অথবা যে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তির অন্নপূর্ণা দুর্গা নাম জপ করিয়া,

জীব অপার সংসার সাগর, হেলায় পার হইয়া নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হয়।

বাড়ে—পাশে, কিনারায়, ধারে। চলতি কথায় ইহাকে নৌকার "ডালী" বলে।

কিবা শোভা…কোকনদ—কোকনদ,—রক্তকমল। দেবীর পায়ে আলতা পরা ছিল। নৌকার ডালীতে বসিয়া, জলের উপর দু-খানি পা ঝুলাইয়া দিয়াছেন, সেই রাঙ্গা-পায়ের রাঙ্গা প্রতিমা জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হইল যেন গাঙ্গিনীগর্ভে অতি সুন্দর রক্ত কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

আলতা ধুইবে…বল—পাটুনীর নৌকার খোলে এক ভরা জল বোঝাই ছিল, যদি খোলের দিকে পা ঝুলাইয়া বসেন, তা হইলে জলের ভিতর পা ডুবিয়া যায়; তাহাতে আলতা ধুইয়া যাইবার ভয়ে, অন্নদা নদীর দিকে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছেন। তাই বলিলেন, বাছা তোমার নৌকায় জল বোঝাই রহিয়াছে, খোলে পা নামাইয়া, আমি পা কোথায় রাখিব।

সেঁউতি—সেচনী, কেত্তো, সিউনি। নৌকার জল ফেলিবার জন্য কাঠের বাঁশের, বেতের বা লৌহাদি নির্ম্মিত পাত্র।

বিধি বিষ্ণু…সঞ্চরে—বিধাতা, বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, যে চরণ পাইবার জন্য সর্ব্বদা আরাধনা করেন এবং দেবাদিদেব মহাদেব যে চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভূতলে গড়াগড়ি দেন, সেই পদ দেবী একটী সামান্য সেঁউতীর

উপর রাখিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই ভক্তের মুক্তির কারণ, তপ জপ প্রভৃতি কিছুতেই কিছুই হয় না।

এতমেয়ে...দেবতা—দেবীর পদ কাঠের সেঁউতিতে রাখিবামাত্র, উহা সোণা হইল, এ ব্যাপার দেখিয়া, পাটনী মনে মনে বলিতে লাগিল, এ মেয়ে কখনও মানবী নহেন, ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবী হইবেন।

তারা উত্তরিলা—অন্নপূর্ণা নৌকা হইতে তীরে নামিলেন।

সে বুঝিনু ছল—তুমি অমায় যে পরিচয় দিয়াছ, এইক্ষণ বুঝিলাম, উহা তোমার মায়াময়ী ছলনা মাত্র, প্রকৃত পরিচয় নহে।

অষ্টাপদ—স্বর্ণ। আজকাল বিজ্ঞান মতে স্বর্ণ মূল ধাতু। কিন্তু হিন্দুরা বুঝিতেন, ইহা মৌলিক পদার্থ নহে—ইহা যৌগিক। তাঁহাদের মতে, ক্ষিতির সহিত অগ্নিভূতের সংমিশ্রণ বিশেষে ধাতু গুলির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা,—

"ভূমিং পৃষ্টাস্বজদ্ধাতুগ্ন পৃথক পৃথগতিবহ্নি।"

তাঁহারা আরও বলেন, স্বর্ণ আট প্রকার লৌহ হইতে অগ্নি বিকারে উৎপন্ন হয়। এজন্য ইহার নাম অষ্টাপদ হইয়াছে।

তপ জপ—তপস্যা ও মন্ত্রাদির সাধনা কাহাকে বলে, আমি তাহা জানি না।

যে দয়া...পরিচয়—হে দেবি, যে দয়া বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া, আমার সেঁউতিকে অষ্টাপদ করিয়া, আমার এই

সৌভাগ্যের উদয় করিয়াছ, সেই দয়া দ্বারা আমাকে তোমার স্বরূপ পরিচয় দাও।

নিবাসে—ভবনে, বাটীতে।

আমার···দুধেভাতে—পূর্ব্বকালে ঐশ্বর্য্য বলিলে, ধান গোধন প্রভৃতি প্রধানতঃ বুঝাইত এবং উহাই রাজলক্ষ্মী বলিয়া বিখ্যাত। যথা,—

ছিল ধেনু নবলক্ষী, (লক্ষ)—
ছেড়ে গেছে সে রাজলক্ষ্মী।"

এবং "লক্ষ্মীত্বং ধান্যরূপাসি।" ইত্যাদিতেও উহা প্রমাণ হইতেছে। এজন্য ঈশ্বরা পাটুনী অন্য বর না চাহিয়া, গো-ধন ও ধান্য বর চাহিয়া বলিল, আমায় এই বর দাও, যেন আমার সন্তানগণ দুধে ভাতে সর্ব্বদা সুখে থাকে। অর্থাৎ ইহাদের দুধ ভাত যেন সর্ব্বদা জুটে। অন্যার্থে, অশিক্ষিত পাটনীর সরল হৃদয় হইতে উহার দুধ ভাতের বাড়া বর আর কিছুই হইতে পারে না। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে উহার তুল্য বরও আর নাই। এ সম্বন্ধে কবি নেহালচাঁদ কহিয়াছেন,—

"যাগ যজ্ঞ নিমন্ত্রণে, এ সো-লক্ষ্মী বসো-জনে,
ধন, দৌলাত, দুধে, ভাতে, ব্যাটার ব্যাটা পুতীর পুতে
ধান, মান দে বজায় রাখ, কোলের সোণার চাঁদ।"

প্রেমেতে পূরিল—ভক্তিরূপ প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইল।

প্রেমে ভয়ে কাঁপি—ভয় ভক্তিতে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া।

মনোহর ঝাঁপি—পূর্ব্বে ঝিউড়িরা শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময়, একটী ঝাঁপি বা পেটারার মধ্যে, আপনাপন আবশ্যকীয় বস্তুগুলি গুছাইয়া লইতেন। অন্নদা হরিহোড়ের ঝিয়ের রূপ ধরিয়া বিদায় লইবার কালে, সেইরূপ একটী সুন্দর ঝাঁপি লইয়া আসিয়াছিলেন। উহাই সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের আধার স্বরূপে ভবানন্দের গৃহের মেঝাতে রাখিয়াছিলেন।

সঙ্গে আমোদিত…পান—দেবীর আগমনে ভবানন্দের গৃহ স্বর্গীয় সুসৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিল এবং অলক্ষ্যে স্বর্গীয় গীত, বাদ্য নৃত্য প্রভৃতি সর্ব্বদা হইতে লাগিল। অথচ, কোথা হইতে এ সৌরভ আসিল, কে বাজায়, কে গায়, কে নাচে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না। যথা,—

"মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারী।"

কহিতে অপার—বলিয়া শেষ করা যায় না।

করুণা…উত্তর—ভবানন্দের প্রতি দেবীর কৃপা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

টীকা।

বিদ্যাসুন্দর।

বিদ্যাসুন্দর।

বিদ্যাসুন্দরের কথা কবিকল্পনামূলক, না, প্রকৃত-ঘটনা-মূলক তাহা লইয়া অনেকে বাক্‌বিতণ্ডা করেন। ঠিক এরূপ কোন বৃত্তান্ত, বর্দ্ধমান রাজবংশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের কথা এত প্রচলিত,—যাত্রায়, থিয়েটারে, গানে, লোক মধ্যে এ বিষয় এত প্রচারিত, যে বিদ্যাসুন্দর এখন নিতান্ত নিজস্ব সম্পত্তি · ঘটনার সত্য মিথ্যা কথা এখন কেহ ভাবে না। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় ভাগের নাম মানসিংহ। বিদ্যাসুন্দর ইহারই অন্তর্গত বৃহৎ উপাখ্যান—সুতরাং উহাকেই দ্বিতীয়ভাগ-রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জাহাঙ্গীর বাদসাহের সেনাপতি রাজা মানসিংহ, যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপা-দিত্যকে পরাজিত করিবার বাসনায় সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যশোহর যাত্রাকালে প্রথমে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত ভবানন্দ মজুন্দার কানানগোই পদাধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি মানসিংহের বর্দ্ধমানগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অভ্যর্থনার্থ নানা উপহার সমেত উক্ত নগরে গমন করেন। মানসিংহ তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যা-সুন্দরের কথা শুনিতে পাইলেন এবং ভবানন্দ মজুন্দারকে

সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক সুড়ঙ্গদর্শন করিতে যাইয়া তথায় মজুন্দারের আদ্যোপান্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন। ফলতঃ গুণাকর ভবানন্দ মজুন্দারকেই উক্ত উপাখ্যানের বক্তা করিয়াছেন।

এস্থলে বোধ হয় অনেকেরই জানিবার ইচ্ছা হয় যে, বিদ্যা-সুন্দরের কাণ্ড বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল কি না? যে সুড়ঙ্গের কথা শোনা যায়, তাহা কিরূপ?—ইহার প্রথম প্রশ্নের উত্তর লেখা আবশ্যক। কারণ বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় অলৌকিক কাণ্ড কোথাও কখনও বাস্তবিক কি ঘটে? কি কেবল কবিদিগের কল্পনাবলেই সঙ্ঘটিত হয়? তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই—বিজ্ঞ পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু যেরূপ শোনা যায়, তাহাতে বোধ হয়, বিদ্যাসুন্দরের কাণ্ড উজ্জয়িনীনগরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বররুচিকর্ত্তৃক বর্ণিত আছে। রামপ্রসাদ সেনের জীবনবৃত্তে উল্লিখিত সংস্কৃত 'সুন্দরকাব্য' রচয়িতা যে কেহই হউন, না কেন বোধ হয় প্রথমে উঁহাকে দূরদেশ হইতে আপনদেশ বর্দ্ধমানে আনিয়া স্থাপিত করেন; তৎপরে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রও দেশের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহার অন্যথা করিতে পারেন নাই। যাহা হউক উক্ত কয়েকখানি গ্রন্থরচনার পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও সুড়ঙ্গের কথা প্রচারিত ছিল, তাহা আমাদের বোধ হয় না। এমন কি বোধ হয়, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার পর হইতেই লোকে ঐ কল্পিত কাণ্ডের ক্রমে ক্রমে স্থানসমাবেশ করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক তত্রত্য সুড়ঙ্গের অবস্থা—যাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা—নিম্নভাগে লিখিত হইল।

আমরা যৎকালে বৰ্দ্ধমানে ছিলাম, তখন একদিন—১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি—কয়েকজন বন্ধুসহ সুড়ঙ্গাদর্শনার্থ কৌতূকাকুলিতচিত্তে বাসা হইতে নির্গত হইলাম এবং ইহাকে উহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর নগরের প্রান্তবর্ত্তী পীরবর্হাম্ নামক একটি স্থানে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানে বাকা নদীর নিজ উত্তর তীরেই একটী ইষ্টকময় বাটীর ভগ্নাবশেষ স্তূপাকার রহিয়াছে ও তদুপরি বন জঙ্গল অনেক হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া গেল। ঐ স্থানেই সুড়ঙ্গ আছে, এই কথা তত্রত্য কয়েকজন লোক বলিয়া দিলে আমরা বহুকষ্টে তথায় উঠিলাম, কিন্তু দেখিলাম কোন ভগ্নাবশিষ্ট গৃহের মধ্যভাগে একটী পীরের আস্তানা আছে। একজন ফকীরের মত লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সির্ণির জন্য পয়সা চাহিল। তাহাকেই সুড়ঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে ঐ আস্তানারই পার্শ্ববর্ত্তী ভগ্ন প্রাচীরস্থ কুলঙ্গির মত একটী গর্ত্ত দেখাইয়া দিল—কিন্তু তাহা দেখিয়া আমাদের পরিশ্রম পোষাইল না। পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিল যে, "এই স্থানকেই বিদ্যাপোতা কহে; ইহার একক্রোশ পূর্ব্বে 'বীরহাটা' নামক যে স্থানে আছে, ঐ খানেই রাজা বীরসিংহের রাজভবন ছিল—এবং ইহার একক্রোশ দক্ষিণে দামোদরের সমীপে মালিপোতা আছে, ঐ স্থানে হীরামালিনীর বাটী ছিল; সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তের চিহ্নও তথায় আছে" ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বে এ কথাও কাহার কাহার মুখে শুনিয়াছি যে, মালিনী সুন্দরের নিকট হইতে হাটে যাইবার সময়ে——

"নাগর হে চলিলাম নাগরীর হাটে।"

এই যে, নাগরীহাট বা নাগরীহট্টের উল্লেখ করিয়াছে, উহা এক্ষণকার নাকুড়াড; এবং ঐ নাকুড়াডর উত্তরমাঠের মধ্যে যে স্থানে 'দুর্লভা' নামে কালী আছেন, ঐ স্থানই উত্তরমশান— অর্থাৎ যেখানে সুন্দরকে কাটিতে লইয়া গিয়াছিল; সেই স্থান—বলিয়া প্রথিত। যাহা হউক আমরা বিদ্যাপোতাদর্শনের পর মালিনী-পোতাদর্শনার্থ বাকানদী উত্তরণপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলাম কিন্তু অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্ধান পাইলাম না। পরে একজন ইতরজাতীয় প্রাচীন লোক একটী উচ্চ মৃণ্ময় ঢিবি দেখাইয়া তাহাকেই মালিনীপোতা কহিল। সুড়ঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে একটী পুষ্করিণী দেখাইয়া কহিল যে, "ইহারই ভিতরে সুড়ঙ্গ আছে; গ্রীষ্মকালে পুকুরের জল শুখাইলেও তাহা বাহির হয় না—ঢাকা থাকে। একবার একজন ঐ স্থান খুঁড়িতে গিয়া মুখে রক্ত উঠিয়া মারা পড়িয়াছিল; তদবধি আর কেহ উহা খুঁড়িতে সাহসী হয় নাই"—ইত্যাদি—

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ—উহা অবলম্বন করিয়া অনেকানেক যাত্রা হইয়াছে, সুতরাং আপামরসাধারণ কেহই প্রায় উহার বিষয়ে অনবগত নহে। বিশেষতঃ গুণাকর উহাকে এমনই মধুর করিয়া গিয়াছেন যে, একবার পড়িলে কেহই আর ভুলিতে পারে না। ভারতচন্দ্রের ভিন্ন অন্যের রচিত যে, বিদ্যাসুন্দর আছে, তাহা অনেকে অবগতই নহেন। সুতরাং ঐ উপাখ্যানের এতাদৃশ সর্ব্বজনীনতা হওয়া বিষয়ে ভারতের শিল্পনৈপুণ্য ভিন্ন আর কিছুই কারণ নহে। আমরাও

পূর্ব্বে রামপ্রসাদাদির বিদ্যাসুন্দরের কথা জানিতাম না—ভারতের বিদ্যাসুন্দরই প্রথমে পড়িয়াছিলাম এবং সেই রচনা আমাদের হৃদয়ে পাষাণ রেখার ন্যায় একেবারে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বৰ্দ্ধমান নগরের বর্ণনা পাঠ করিয়া উহার একখানি মানচিত্র আমাদের চিত্তপটে আবির্ভূত হইয়াছিল, এবং যত দিন আমরা বৰ্দ্ধমান না দেখিয়াছিলাম, তত দিন উহা অবিকৃত ছিল। ঐ মানচিত্রে বৰ্দ্ধমানকে কি সুখের, কি ঐশ্বর্য্যের, কি বিলাসের ও কি রমণীয়তার আধারই দেখিতে পাইতাম, বলিতে পারি না। রাজপুরীর সৌন্দর্য্য, পরিখার অলঙ্ঘ্যতা, সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে জটাভস্মধারী অবধূত সন্ন্যাসীদের আখ্‌ড়া, সরোবরের রমণীয়তা, বকুলতলার বাধাঘাট, তথায় বিদ্যাধরীসদৃশী বৰ্দ্ধমানাঙ্গনাদিগের জলানয়নার্থ সবিলাসভাবে আগমন, এ সকল কাণ্ড বৰ্দ্ধমানে যাইলেই দেখিতে পাওয়া যায়, বলিয়া মনোমধ্যে এক প্রকার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বৰ্দ্ধমানদর্শন করিবার পর তথাকার রাজপথের ধূলা লাগিয়া আমাদের সে মানচিত্রখানি মলিন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন তাহাতে সকল বস্তুর তাদৃশ সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, বৰ্দ্ধমানাধিপের প্রতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঈর্ষাভাব ছিল। এই জন্য তিনি উক্ত রাজকুলে কলঙ্কারোপ করিবার অভিপ্রায়ে আপন সভাসদ ভারতচন্দ্রের দ্বারা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান মনোমতরূপে বর্ণনা করান, এবং বৰ্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবংশীয়েরাও ঐ উপাখ্যানকে আপনাদের বংশের কলঙ্ককর বোধ করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধমান নগরের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করিতে দেন নাই। কিন্তু এ

কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বীরসিংহ নামে বর্দ্ধমানে কোন রাজা ছিলেন কি না, তাহাই সন্দেহস্থল; থাকিলেও তাঁহার সহিত বর্ত্তমান রাজপরিবারের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল, এমত বোধ হয় না। সুতরাং বীরসিংহের পরিবারে কলঙ্কারোপ হইলে তাহা বর্ত্তমান রাজপরিবারে সংলগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই। তদ্ভিন্ন কলঙ্কেরই বা কথা কি? যেরূপ বর্ণনা আছে, যদি তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে কালীর কিঙ্করী ও কিঙ্কর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যাসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; মানবাবস্থাতেও ভগবতী সর্ব্বদা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, এবং তাঁহারই উপদেশ মতে সুন্দর অলৌকিক সন্ধি খনন করিয়া বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন; সুন্দরের বিপৎপাত হইলে কালী স্বয়ং বিদ্যাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক শ্মশানস্থলে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং শাপাবসানে দুইজনকে সঙ্গে করিয়া স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে, এরূপ কন্যা যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং এরূপ বর যে কুলে বিবাহ করেন, সে কুল কলঙ্কিত হয়? না পবিত্র, মহোজ্জ্বল, পরম গৌরবান্বিত ও চিরস্মরণীয় হয়?—ফলকথা, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান প্রচারের দ্বারা বর্দ্ধমানের বর্দ্ধমানরাজপরিবারের প্রতি কলঙ্কারোপচেষ্টার কথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান রাজভবনে কর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে পড়িয়া বহুলক্লেশভোগ করিয়াছিলেন—সেই ক্রোধে, সুন্দরকে দিয়া নাগরীগণের স্বস্বপতিনিন্দাকরণাবসরে মুন্সী, বক্সী, পোদ্দার, দপ্তরীপর্য্যন্ত

কোন রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রীকে গুণাকর ছেড়ে কথা কন নাই। ঐ লেখা তাৎকালিক রাজকর্ম্মচারীদিগের স্ত্রীগণের চরিত্রের প্রতি কটুকটাক্ষ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না।

বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ।

২—৩ পৃঃ

সাবধানে—অবধানের সহিত। নিবিষ্টচিত্তে।

রূপে লক্ষ্মী...সরস্বতী—বিদ্যা, লক্ষ্মীরূপিণী, অতীব সুন্দরী। যাহার লক্ষ্মীশ্রী থাকে, তিনি সহজেই সুন্দর দেখান। কবিরত্ন ঘনরাম বলেন ;—

সদাসুখ সম্পদ সভায় সুসম্মান।
রথাদি গো গজ বাজী নরলোক যান॥
ভাগ্যবান ভারত ভুবনে সেই ধন্য।
লক্ষ্মীর চরণে যার ভকতি অনন্য॥
সেই ধনী ধার্ম্মিক ধরণী মধ্যে বীর।
যবে যার মন্দিরে কমলা হন স্থির॥
সমর-সুধীর বীর স্থির মতিমন্ত।
গণনায় গায়ক গভীর গুণবন্ত॥
সেই হয় সুকৃতাসৎ সজনী সংসারে।
কৃপাবতী শ্রীমতী লক্ষ্মীর কৃপা যারে॥

সংসারী, বিষয়ী ব্যক্তির কেবল পণ্ডিত হইলে চলে না। লক্ষ্মীর কৃপা সঙ্গে সঙ্গে না থাকিলে, তিনি সংসার সুখ প্রাপ্ত হন না। তাই রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বলিতেছেন,

বিদ্যা গুণে সরস্বতী তুল্যা হইলেও, লক্ষ্মীরূপিণী। আরও কথা এই, লক্ষ্মী সরস্বতীতে চিরবিরোধ। ধনবান ব্যক্তির গৃহে সরস্বতী যান না, আর যে ব্যক্তি প্রকৃত পণ্ডিত তিনি কখন লক্ষ্মীর সেবা করেন না;—অর্থাৎ তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী যান না। কিন্তু নায়িকা বিদ্যাতে একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ই বর্ত্তমান।

কি হবে ইহার—ইহার অর্থ এ বিষয়ে 'কি হবে ইহার'—অর্থাৎ, এখন উপায় কি?

সেই সে—সেইরূপ গুণালঙ্কৃত যে ব্যক্তি, কেবল সেই ব্যক্তিই বিদ্যার পতি হইবার উপযুক্ত। যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিচারে বিদ্যাকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবেন, কেবল তাঁহাকেই বিদ্যা পতিত্বে বরণ করিবেন।

কাঞ্চী—কর্ণাট প্রদেশস্থ কাঞ্চীভরম নগর।

বিদ্যায়—সেই গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দর আপন বিদ্যাবলে, বীরসিংহ-কন্যা বিদ্যাকে শাস্ত্র-বিচারে পরাজিত করিবে।

পাট—স্থানে।

মগন হয়ে—বাক্যার্থ, ডুবিয়া। ভাবার্থ, মজিয়া।

বাণী যদি শেষ হয়—কথা যদি ফুরায়। অথবা—সরস্বতী যদি বাসুকী (সহস্রমুখ) হয়।

সুন্দরের বর্দ্ধমানযাত্রা।

৪—৫ পৃঃ

উথলিল—সুন্দরের সুখরূপ মহাসাগর উথলিয়া উঠিল।

বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ—বিদ্যালাপের মধ্যে কেবল বিদ্যার প্রসঙ্গ।

বিদ্যালাভ তপ—বিদ্যাকে সহধর্ম্মিণীরূপে লাভ করিবার জন্য যেন তপস্যায় রত হইলেন।

খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট—চিত্ত বেগ আর সম্বরণ করা যায় না। কালিদাস বলিয়াছেন,

"ক ইপ্সিতার্থে স্থির নিশ্চয়ং মনঃ।
নিম্নাভিমুখং পয়ঃ প্রতীপয়েৎ॥"

প্রাণধন···সাগরে—বিদ্যা আমার প্রাণের সর্ব্বস্বধন। সেই সর্ব্বস্বধন লাভের জন্য বাণিজ্য-ব্যাপার আবশ্যক। অতএব তদ্রূপ তরী চালাইয়া বিদেশ যাইব; ইহার জন্য যদি সাগরে প্রবাস করিতে হয়, তাহাও করিব।

যদি কালী—যদি কালিকাদেবী আমার প্রতি সদয় হইয়া সমুদ্র তরঙ্গে ভাসমান আমাকে কূলে পাঠাইয়া দেন,—অর্থাৎ যদি আমি বিদ্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলেই গৃহে আসিব, নচেৎ শরীর পাত করিব।

মহাবিদ্যা আরাধনা—বিদ্যাকে পাইবার জন্য সুন্দর কালিকাদেবীর আরাধনা করিলেন।

হাতে পাইল আকাশ—হাতে হাতে স্বর্গ পাইল। সুন্দর যেন বিদ্যাকে লাভ করিয়াই ফেলিলেন।

সোয়ারির অশ্ব আনে—চড়িবার।

আপনি সাজায় ঘোড়া—সুন্দর রাজপুত্র হইয়া স্বহস্তে অশ্বসজ্জা করিলেন বলিয়া তাঁহার মর্য্যাদার যে কিছু লাঘব হইল, এমন নহে। যাহারা অশ্ববিদ্যাবিশারদ, স্বীয় ঘোটকের প্রতি তাহাদের এই রূপ মমতাই থাকে। আর সুন্দর —"অশ্বের শিক্ষায় নল।"

হানায়—গলায়।

জনকজননীভয়ে ভাটে না জানায়—পিতা মাতা শুনিলে পাছে সুন্দরের বৰ্দ্ধমান গমনে তাঁহারা বাধা দেন, এই আশঙ্কায় ভাটকেও কিছু বলিলেন না।

অশ্বের শিক্ষায় নল—মহাভারতের নলদময়ন্তী উপাখ্যানের নল রাজা সকলেই জানেন, সুতরাং পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

বিপক্ষে অনল—শত্রু দমনে অগ্নিতুল্য তেজোবলসম্পন্ন।

চলিল কুমার যেন কুমার অটল—প্রথম 'কুমার'—অর্থাৎ, রাজকুমার। দ্বিতীয় 'কুমার'—অর্থাৎ, কাৰ্ত্তিকেয়।

আসর—অবলম্বন।

দোসর—সঙ্গী।

অশ্ব মনোরথ—বাসনার ন্যায় দ্রুতগামী।

কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশানুসারে।

৬—৮ পৃঃ।

মুরুচা বুরুজ শিলাময়—প্রস্তর নির্ম্মিত বারুদ ও গোলা খানা।

গজঘণ্টা—হস্তীর গলার ঘণ্টা।

ফুটি হেন মাটি ফাটে—প্রসিদ্ধ ফল বিশেষ।

আমি বিদ্যা ব্যবসায়ী—দ্ব্যর্থ। বিদ্যালাভ বা জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য ছাত্র রূপে আসিয়া অথবা বিদ্যার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আসিয়াছি।

পড় য়া—ছাত্র।

আমি হব নট—নষ্ট। আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি মারা যাইব।

ঠকভরা দরবার ইত্যাদি—বৰ্দ্ধমানের রাজসভা, রাজার কাছারি, ঠক্‌লোকে পরিপূর্ণ। তাহারা একটু ছল পাইলেই প্রজার সব দ্বার লুঠিয়া লয়। তাঁহারা ঠিক্ যেন ধারাল খুরের মত বসিয়া আছে, স্পর্শমাত্র মাছিটী পর্য্যন্ত কাটা পড়ে। অর্থাৎ রাজকর্ম্মচারিগণ এরূপ দুর্দ্দান্ত যে, তাঁহাদের হাতে একবার পড়িলে উদ্ধারের আর উপায় নাই।

বিষকৃমি—কৃমিবৎ সদাই বিষে জর্জ্জরীভূত; অর্থাৎ আমরা বড় কষ্টে কালযাপন করিতেছি।

বৰ্দ্ধমানের গড় বর্ণন।

৮—১০ পৃঃ

পরিয়া যুগ্ম বস্ত্র—পরিধেয় ও উত্তরীয়।

ওলন্দাজ—হলণ্ডবাসী।

ফিরিঙ্গী (Frank) প্রকৃত পক্ষে ফরাশী। এখানে বোধ হয়, পোরতুগালবাসী। এটা ভারতচন্দ্রের ভুল।

ফরাস—ফরাশী।

দিনেমার—ডেন্‌মার্কবাসী।

এলেমান—(Allemagne) জর্ম্মনীর লোক।

সফরিয়া—ব্যবসায়ী। সওদাগর।

মালে—মালায়।

বোঁদেলার—বুন্দলখন্দ-বাসী।

ছিনার—কুচরিত্রা। ব্যাভিচারিণী।

চর্ম্ম উড়ে—চামড়া উঠিয়া যায়।

পুর বর্ণন।

১০—১৩পৃঃ

শক্রধনু—ইন্দ্রধনু। রামধনু।

আগরী—উগ্রক্ষত্রীয়।

নাগরী—নগরবাসী।

বায়—বায়ু।

চ্ছদ—দল।

কহ্লার—সেলা ফুল। শালুক।

কোকনদ—পদ্ম।

ফুলধনু—মদন।

কড়সী—কোমরের কাপড়ের বন্ধন।

সুন্দর দর্শনে নাগরীগণের খেদ।

১৩-১৪পৃঃ

স্মরে—কামে, মদনে।

কবরী—খোঁপা।

হলদী—হরিদ্রা, হলুদ।

জরা—বৃদ্ধা।

সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ।

১৫—১৭পৃঃ

বরণ কালিমছাঁদে ইত্যাদি বর্ণের শ্যামশোভা দেখিয়া মেঘ বৃষ্টিধারা ছলে রোদন করে এবং পীতধড়ার অঞ্চল বিদ্যুতের ন্যায় পাদমূলে লুটায়।

আন—অন্য।

পিঞ্জরের…ঘুরিয়া—স্বভাবোক্তি।

"———পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী,

সতত চঞ্চল।"

ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

শুক সঙ্গে ইত্যাদি—প্রসিদ্ধি এই যে, শুক পক্ষী মনুষ্যের ন্যায় কথোপকথনে সক্ষম।

দাঁত ছালা—ঘষা।

মাজা দোলা—কোমর দুলিতেছে।

পাকিমালা—কাঠের মালা।

কড়ের রাঁড়ী—বাল্যকাল হইতে বিধবা।

চুপড়া কাঁখে—কাঁকালে ফুল রাখিবার ছোট ঝুড়ি।

আছিলা বিস্তর ইত্যাদি—মালিনীর প্রথম যৌবনে নানা রকম রঙ্গ ভঙ্গ হাবভাব ছিল এখন যদিও বৃদ্ধা বটে, তথাচ স্বভাবগুণে সেই হাবভাবের আজও অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে।

চেঙ্গড়া—অপরিণতবুদ্ধি।

বাতাসে পাতিয়া ইত্যাদি—অতি সামান্য কারণে বা বিনা কারণে, অথবা অতি অল্প ছল ধরিয়া মালিনী লোকের সহিত ঝগড়া বাঁধায়।

মন্দ মন্দ গতি—ধীরে ধীরে চলন।

হেরিয়া ইত্যাদি—সুন্দরের রূপ দেখিয়া মালিনীর মন মোহিত হইল।

কামের শরীর নাই ইত্যাদি—এরূপ প্রসিদ্ধি, কামদেবের শরীর নাই, অর্থাৎ অনঙ্গ। ভারতচন্দ্র এই প্রসিদ্ধি অনুসারে অন্য এক স্থানে লিখিয়াছেন, —"কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায় ?" ইহাও প্রসিদ্ধি, কাম রতি ছাড়া থাকেন না। ভারতচন্দ্র রতি বিলাপে লিখিয়াছেন,—

"তুমি কাম আমি রতি আমি নারী তুমি পতি
দুই অঙ্গ একই পরাণ।"

কিন্তু সুন্দরকে কামদেব বলিয়া ভ্রম হইল। তবে এক সন্দেহ কামদেব শরীরী নহে,—আর তাঁহার রতিই বা কৈ ?

সবিশেষ—বিশেষ সংবাদ।

বাসার সুসার ইত্যাদি—বাসার সুবিধায় উদ্দেশ্যসিদ্ধির, বিদ্যালাভের সুবিধাও হইবে।

সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ।

১৮—২০ পৃঃ

রহিলা দক্ষিণাদ্বারি ঘরে—ঘরের মধ্যে দক্ষিণদ্বারি ঘরই সর্ব্বাপেক্ষা সুখসেব্য।

ভাপ—দুর্ভাবনা, কেন চিন্তিত হইতেছ।

যাহে যবে যাবে মন—যখন যাহা ইচ্ছা হইবে।

আজবোজ—হাবা বোকা।

মেকী মেলে—পাঁচটার সঙ্গে।

ফেরে—বিপদে।

জুখে—মাপিয়া।

নাট—রঙ্গ, ছলনা।

চোখা—তীক্ষ্ণ।

মালিনীর বেসাতীর হিসাব।

২১—২২ পৃঃ

পসরা—ব্যবসায় দ্রব্য।

পাকা—খাঁটি।

সাটে—সর্ব্ব শুদ্ধ, সবগুলি।

মাসী ভাল···বাছনী—স্বর।

কেবল জুয়ায়—জুয়াখেলায়।

বেণে ভাঙ্গি—সিদ্ধিখোর, নেশাখোর।

নাহি যায় ফল—যাহাতে কোন ফল বা প্রয়োজন নাই। অনাবশ্যক দ্রব্য।

উত্তর উত্তর—ক্রমে।

মালিনীর সহ কথোপকথন।

২৩—২৪ পৃঃ

যুবজানি—যুবতী পত্নীর স্বামী। অথবা যুবা বলিয়া জানি—শ্লেষ অলঙ্কার।

দেবরাজ দেখে ইত্যাদি—সহস্র চক্ষে দেখিয়া শত মুখে ব্যক্ত করিলে, বিদ্যার রূপগুণের ইয়ত্তা হয় না।

বিদ্যার রূপ বর্ণন।

২৪ ২৮

বিনানিয়া বিনোদিয়া ইত্যাদি—বিদ্যার কুণ্ডলীকৃত বেণীর শোভায় সাপ লজ্জায় গর্ত্তে লুকাইতেছে। বিদ্যার চুলের বিননী, সাপের কুণ্ডল অপেক্ষা দেখিতে ভাল।

কে বলে শরদশশী ইত্যাদি—শরতচন্দ্র অতীব নির্ম্মল—সাধারণতঃ লোকে মুখের সহিত চাঁদের তুলনা দিয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যার মুখ এত সুন্দর যে, চাঁদের সহিত তাহার তুলনাই হয় না। বিদ্যার পদনখে কত চন্দ্র গড়াগড়ি যাইতেছে—তা আবার চাঁদের মুখের সঙ্গে তুলনা কি?

কাড়ি নিল মৃগমদ ইত্যাদি—বিদ্যার নয়নভঙ্গি বড়ই সুন্দর। হরিনয়নের যে গর্ব্ব, বিদ্যার নয়ন ভঙ্গিতে তাহা খর্ব্ব হইয়াছে। হরিণ চক্ষুর সৌন্দর্য্য হৃত হইয়া চাঁদের নিকট গেলেন। চাঁদও দেখিলেন, মহা মুস্কিল,—বিদ্যার নয়নকে পরাস্ত করিতে লাগিলেন, তাই মৃগকে কোলে করিয়া চাঁদ সমবেদনায় কাঁদিতে লাগিলেন।

কেবা করে ইত্যাদি—বিদ্যার কটাক্ষের সঙ্গে কামশরের তুলনা হয় না। কারণ বিদ্যার কটাক্ষে, কামশরাপেক্ষা কোটী কোটী গুণ বিষ অধিক আছে।

কি কাজ সিন্দুরে ইত্যাদি—মুক্তাহার সিঁদুর দিয়া মাজিবার দরকার নাই। বিদ্যার দন্তশ্রেণী এরূপ মনোহর যে তাহাতে ভ্রম হয়, মুক্তার মালায় কে যেন লাল রং মিশাইয়াছে।

দেবাসুরে ইত্যাদি—সমুদ্র মন্থন সময়ে ধন্বন্তরী সুধার কলস মাথায় লইয়া সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হন। দেবতারা বলিলেন, এ সুধা অসুরগণকে খাইতে দেওয়া হইবে না,—কারণ সুধা খাইলে অসুরগণ অজেয় অমর হইবে, স্বর্গরাজ্য রক্ষা করা ভার হইবে। অসুরগণ সুধা না পাইয়া দেবতার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বিধাতা বিবাদ ভঞ্জনের জন্য বিদ্যার মুখে ঐ সুধা লুকাইলেন। অর্থাৎ বিদ্যা সুধামুখী, সুধাময়ী, অমৃতভাষিণী।

পদ্মযোনি ইত্যাদি—ব্রহ্মা অতি যত্নপূর্ব্বক পদ্মের মৃণাল গড়েন। কিন্তু বিদ্যার হাত দুখানি মৃণাল অপেক্ষা কোমল। বিদ্যার হাতের বাহার দেখিয়া, মৃণাল লোক লাজ ভয়ে জলে ডুব দিল। মৃণালে কাঁটা আছে।

মাল্যরচনা।

২৮—৩১ পৃঃ

গিরিশ গিরীশবালা—শিব ও শিবানী। 'গিরীশ বালা, অর্থাৎ পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা।

রসের শালিকা—রসের আধার। রসাগার।

দশন—দন্ত।

তূণ—শরাধার। যাহাতে বাণ থাকে।

বসু—ধন। ঐশ্বর্য্য।

বেলা হইল প্রচুর—অধিক।

মালিনীকে তিরস্কার।

৩১—৩৩ পৃঃ

বাপারে কহিয়া শিখাব কালি—জব্দ করিব। ইংরেজীতে বলে—Teach a lesson.

ভ্রম বাড়িবারে—সম্ভ্রম বা মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য।

শর হেন ফুলশর কুটিল—সেই ফুলের বাণ প্রকৃত বাণের মতন কুটিল।

—:০:—

মালিনীকে বিনয়।

৩৩—৩৬ পৃঃ

বিশেষ কহনা ছলে—ছলনা না করিয়া। অকপটে।

হান সোহাগের শূল—বাস্তবিকই সোহাগও অনেক সময় যন্ত্রণাদায়ক হয়। আগে অপমান করিয়া পরে আত্মপ্রয়োজনানুসারে সমাদর করিলে, আগা কাটিয়া গোড়ায় জল দিলে, সেটা বড়ই কষ্টকর। দুঃখের সময় দুঃখদাতার স্বার্থকর সোহাগ হলাহলের সদৃশ। এস্থলে ভারতচন্দ্র ন্যায় একটি কথায় একটা গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। পৃথিবীতে ভালবাসার অত্যাচার, বা অত্যাচারের ভালবাসা বলিয়া একটা জিনিষ আছে।

মণি ধরে যেন ফণী—বিদ্যার কাছে হীরা তখন এমনই আদরের বস্তুই বটে। গরজ এমনই জিনিষ।

বিকচ—প্রস্ফুটিত।

শ্রুতিমূল—কর্ণমূলে।

কপাট হৃদয়—প্রশস্ত বক্ষ।

বিদ্যাসুন্দর দর্শন।

৩৬—৪০ পৃঃ

হাতে পাইলা আকাশ—আহ্লাদের সীমা রহিল না।

ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা—পরস্পর পরস্পরের।

সুন্দরসমাগমের পরামর্শ।

৪০—৪৩ পৃঃ

পাট—স্থানে।

শব্দ হৈত—রব উঠিত। সোর পড়িত।

নট—নষ্ট।

পরের বাছায়—সুন্দরে।

হরি হয়ে লউন হরি—প্রথম 'হরি' শব্দের অর্থ, কৃষ্ণ দ্বিতীয় 'হরি' শব্দের অর্থ, হরণ করিয়া।

সন্ধি খনন।

৪৩—৪৫ পৃঃ

সুররিপু—অসুর।

তুণ্ডে—মুখে।

ক্ষীণেরে—দুর্ব্বলে। নিরাশ্রয়ে।

ক্ষীণাঙ্গী—কৃশাঙ্গী। বিদ্যা।

ভেজায়—লাগায়।

বিশাই—বিশ্বকর্ম্মা।

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি।

৪৫—৪৮ পৃঃ

মোহিত—মোহপ্রাপ্ত। ম্রিয়মাণ।

হিয়া—বুক। হৃদয়।

আবেশ—আবেগ। ভাবাধিক্য।

কি ছার বিছার জ্বালা—বৃশ্চিক দংশনের যাতনা ইহার সহিত তুলনায় কোন ছার!

—:০:—

সুন্দরের পরিচয়।

৪৮—৫১ পৃঃ

নাগরভূপ—নাগররাজ। নাগরপ্রধান। নাগরচূড়ামণি।

অনুপ—অনুপম। তুলনারহিত।

ঠাকুরঝির পাশে— প্রভুকন্যার নিকটে।

পুরস্কার—অভ্যর্থনা।

তড়িত ধরিয়া…পূর্ণচাঁদে—তড়িৎ, অর্থাৎ বিদ্যার হাসি। সুন্দরের বহু অভিলষিত অথচ অতর্কিত সমাগমে বিদ্যার এতই আহ্লাদ যে তিনি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। সে সুখাতিশয্যের হাসি থাকিয়া থাকিয়া আপনিই উছলিয়া উঠিতেছে। অথচ লজ্জার শাসন এতই কঠোর যে, বিদ্যাকে সে হাসি লুকাইবার চেষ্টা করিতে হইতেছে। সেই জন্য যখনই সে প্রাণের হাসি বারণ না মানিয়া উছলিয়া উঠিতেছে, তখনই বিদ্যা মুখে কাপড় দিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া হাসি আসিতেছে বলিয়া 'তড়িৎ' শব্দের এখানে সার্থকতা হইয়াছে। তারাগণ, অর্থাৎ বিদ্যার চক্ষু। পূর্ণচাঁদে, অর্থাৎ বিদ্যার মুখমণ্ডলে। চাহে, অর্থাৎ ইচ্ছা ও চেষ্টা বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। নূতন মানুষ সুন্দরের সহিত কুলবালা বিদ্যার এই প্রথম নিকট সন্দর্শন, তাই লজ্জার দায়ে চক্ষু ঢাকিয়া পড়িতেছে; অথচ সে মুখ দেখায় এত সুখ যে, তাহা না দেখিয়াও বিদ্যা থাকিতে পারিতেছেন না। তাই একবার ইতস্ততঃ করিয়া প্রাণের দায়ে চক্ষু তুলিয়া চাহিতে হইতেছে, আবার পরক্ষণেই লজ্জার দায়ে চক্ষু অবনত করিতে হইতেছে। এই দুই ছত্র অতি সুন্দর।

উলটিয়া চোর গৃহী—যে গৃহস্থের ঘরে চুরী, সেই উল্টে চোর।

মাটি কাটি তপাসিতে—মাটি কাটিয়া খুঁজিতে, মন-চোরের সন্ধানে সুড়ঙ্গ কাটিয়াছি বলিয়া চিত্তচোরই আবার আমায় চোর বলে।

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার।

৫১—৫৪ পৃঃ

এ কথা না নড়ে—এ কথার অন্যথা নাই, ইহা নিশ্চয়।

মধ্যস্থ মুদ্দাই ভুলাইয়া—মজাইয়া, মধ্যস্থ, অর্থাৎ অনুরাগ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—"মধ্যবর্ত্তী হইলা মদন পঞ্চানন।" বিদ্যার মনে অনুরাগের চাঞ্চল্য ও অধৈর্য্য এতই অধিক যে, দুই একটা কথা ভাবিয়া আনিতে পারিলেই হৃদয়ের ঝটিকায় তাহা কোথায় উড়িয়া যায়।

কাঁটা বন—অকম্মণ্য। কোন কার্য্যের নহে।

সুন্দরের সন্ন্যাসী বেশে রাজদর্শন।

৭১—৭৫ পৃঃ

দণ্ডধারী—দণ্ডী।

দ্বারে কুঁজি দিয়া—কুলপ। তালা। চাবি।

আসন—আগমন। আসা।

আসন কোন ঠাঞি—আস্তান কোন্ স্থানে?

কৌতুক—রহস্য।

তাহে—তাহাকে লইয়া। বিদ্যাকে লইয়া।

কাম—কামনা।

বিদ্যা ও সুন্দরের রহস্য।

৭৬—৮০ পৃঃ

পরিহার—পরাজয়।

গুমানে —মানে। অভিমানে।

ঘাটে নাই—কমে নাই।

সারী শুক বিবাহ ও পুনর্বিবাহ।

৮৩—৮৭ পৃষ্ঠা

বিদ্যা বলে.. হয় রাস—পূর্ব্বে সুন্দর কর্তৃক দিবা বিহারে অপমানিতা বিদ্যা তাহার প্রতিফল দিবার আশায়, সুড়ঙ্গ পথ দিয়া গমন করিয়া নিদ্রিত সুন্দরের কপালে সিন্দূর চন্দন ও চক্ষুতে পানের পিক প্রদান করিয়া আপন গৃহে আসিয়া দর্পণে মুখ দর্শন করিতেছেন, এখানে সুন্দর স্ত্রী স্পর্শে উন্মনা হইয়া বিদ্যার নিকটে আগমন করিবাতে বিদ্যা অগ্রে অনেক তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন। "মালিনীর বাড়ী ইত্যাদি" এখানে ব্যঙ্গার্থ এই যে, হে প্রাণনাথ! তোমার এই রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ রাসলীলা হইতেও আশ্চর্য্য, কেননা দেখ শ্রীকৃষ্ণ লোকলজ্জা ভয়ে গভীর রাত্রিকালে নিবিড় বন মধ্যে গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, তুমি কোলাহলময় নিয়ত জনপূরিত মালিনীমন্দিরে দিবসে বহু নায়িকার সহিত রাস করিয়া থাক, অতএব সাবাস সাবাস, তোমার লম্পটতা ভাবে আমি বলিহারি যাই।

অনুকূল ইত্যাদি প্রথমতঃ পতি সর্ব্বদা অনুকূল থাকিয়া পশ্চাৎ যদি প্রতিকূল হয়েন, তবে তাঁহাকে ধৃষ্ট, শঠ ও দক্ষিণ, এই ত্রিবিধ নিকৃষ্ট নায়কের সহিত তুল্যরূপে নির্দ্দেশ করা যায়।

ধৃষ্ট। যথা।

কৃতাগা অপি নিঃশঙ্কস্তর্জিতোঽপি ন লজ্জিতঃ।
দৃষ্টদোষোঽপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্ট নায়কঃ॥

অর্থাৎ অপরাধী হইয়াও শঙ্কারহিত, তিরস্কৃত হইলেও লজ্জাহীন, এবং দোষ দর্শন করাইলেও মিথ্যা কথন, অর্থাৎ যে বলে এ কার্য্য আমি করি নাই, তাহারি নাম ধৃষ্ট নায়ক। এস্থলে অন্য নারীসম্ভোগ জন্য অপরাধী হইয়াছ, তথাপি কিঞ্চিৎ শঙ্কা দেখিতে পাই না, এই কারণে তুমি ধৃষ্ট-লক্ষণাক্রান্ত হইলে ইতি ব্যঙ্গোক্তি।

শঠ। যথা।

একস্যামপি নায়িকায়াং বদ্ধভাবোঽপ্যন্যাস্যাং গূঢ়ং বিপ্রিয়মাচরতি স শঠঃ।

অর্থাৎ এক নারীতে যাহার অতিশয় বদ্ধপ্রেম, আর অন্য নারীতে গোপনে প্রতিকূলাচরণ, তাহার নাম শঠ নায়ক। এস্থলে তোমার এ প্রকার শাঠ্যব্যবহার দ্বারাই জানা গিয়াছে তুমি শঠ।

দক্ষিণ। যথা।

বহূনাং নায়িকানান্তু নায়কো দাক্ষিণো মতঃ।

অর্থাৎ বহু নায়িকার এক জন যে নায়ক, তাহার নাম

দক্ষিণ। এ নায়কের এক স্থানে প্রেমের স্থিরতা থাকে না, এই হেতু তুমিও প্রতিকূলনায়ক। মালিনীর বাটীতে রাস-ক্রীড়া করণ দ্বারাই তুমি যে দক্ষিণনায়ক হইয়াছ, তাহার সন্দেহ নাই, যেহেতু বহু নায়িকা ব্যতিরেকে কদাচ রাস-ক্রীড়া সম্পন্ন হয় না।

আপন চিহ্নেতে ইত্যাদি—

পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্য সম্ভোগ চিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষ্যা কষায়িতা॥

অন্য নারীর সম্ভোগ চিহ্নযুক্ত হইয়া পতি নিকটে আগমন করিলে যে নারী তদ্দৃষ্টে ঈর্ষাবশতঃ ক্রোধযুক্ত হয় সেই নারীই খণ্ডিতা, পণ্ডিতেরা এইরূপ কহেন। এই লক্ষণে অন্য সম্ভোগ চিহ্নিত এই শব্দ ব্যক্ত আছে, তথাপি তুমি পণ্ডিতা হইয়া এবং তাহার লক্ষণ জানিয়াও আপনার দন্তচিহ্ন দর্শন করিয়া কেন খণ্ডিতা হইতেছ? তোমার এরূপ অনুচিত অবস্থা কেবল আমার দুরবস্থার কারণ, শুদ্ধ দুর্ভাগ্য হেতু ঘটিয়াছে।

ইতি ধ্বনিঃ। কেবল আমার দুরবস্থার কারণ, তোমারো এরূপ হইবে, এ কথা কহিতেছেন।

লাভে হইতে ইত্যাদি—বোধ হয় তোমাকে ইহার পর কলহান্তরিতা অবস্থার যে যাতনা তাহাও ভোগ করিতে হইবে।

তথাহি।

চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপ মবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা॥

ক্রোধ শান্তির কারণ যে পতি নানাবিধ প্রিয়, অথচ ছল বচন রচনা করিতেছেন, তাঁহাকে আরোপিত দোষ দ্বারা দূরীকরণ করিয়া পশ্চাৎ তাপযুক্ত অর্থাৎ কেন তাহাকে তিরস্কার করিলাম, কেনই বা স্থানান্তর গমন করিতে বলিলাম, যে নারী এই প্রকার আপনার দোষকীর্ত্তনপূর্ব্বক পশ্চাৎ তাপসক্তা হয়, সেই নারীর নাম কলহান্তরিতা ॥ ১ ॥

অপর প্রত্যহ তুমি বাসসজ্জা হইয়া থাক, কিন্তু তাহার পর আমার অনাগমন কারণ উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা এই দুই কষ্ট নায়িকা অবস্থা ভোগ তোমাকে করিতে হয় না, যেহেতু আমি তৎকালীন নিকটবর্ত্তী হই।

"বাসসজ্জা"

ভবেদ্বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গরতালয়া।
নিশ্চিত্যাগমনং ভর্ত্তু র্দ্বারেক্ষণ পরায়ণা॥

স্বামীর আগমন নিশ্চয় করিয়া যে নারী আপনার অঙ্গ ও রতিগৃহ সুসজ্জ করিয়া দ্বার অবলোকন করিয়া থাকে তাহার নাম বাসসজ্জা

"উৎকণ্ঠিতা"

সাস্থাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা বাসং নৈতি দ্রুতং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ন্তী শুচাভৃশং॥

শীঘ্র যাহার বাসস্থানে স্বামী আগমন না করেন, ফলতঃ যে সময়ে প্রত্যহ আগমন হয় তাহার অতিক্রম যদি হয়, পরে তাহার আগমন কেন হইল না, ইহার কারণ চিন্তা করত যে নারী অতিশয় শোকযুক্তা হয় তাহার নাম উৎকণ্ঠিতা।

"বিপ্রলব্ধা"

যস্যা দূতীং স্বয়ং প্রেষ্য সময়ে নাগতঃ প্রিয়ঃ।
শোচন্তী তং বিনা দুঃস্থা বিপ্রলব্ধাতু সা স্মৃতা॥

দূতী প্রেরণ করিলেও সময়ে যদি প্রিয় আগমন না করেন, তবে বিরহেতে যে নারী শোক করত দুঃখযুক্তা হয় তাহার নাম বিপ্রলব্ধা।২॥

অপরঞ্চ, তোমাকে কখনো অভিসার করিতে হয় নাই।

"অভিসারিকা"

কান্তার্থিনীতু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা।

কান্তার্থিনী হইয়া যে নারী গৃহ হইতে সঙ্কেত স্থানে গমন করে তাহার নাম অভিসারিকা, ঐ অভিসারিকার যে কার্য্য, অর্থাৎ বেশভূষা করিয়া গৃহ হইতে স্বামীর নিকট গমন করা, তাহা তোমাকে কোন দিন করিতে হয় নাই, যেহেতু আমিই প্রত্যহ আগমন করি, অতএব তোমার তুল্যা স্বাধীনভর্তৃকা নারী আর কে আছে?

"স্বাধীনভর্ত্তৃকা"

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং নমুঞ্চতি।
বিচিত্র বিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥

যাহার প্রেমগুণেতে আকর্ষিত হইয়া স্বামী নিকট ত্যাগ করে না, এবং বিচিত্র শৃঙ্গার চেষ্টাতে আসক্তা যে নারী তাহার নাম স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥৩॥

কিন্তু ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে এক রস সর্ব্বদা ভাল লাগে না, এই হেতু নিরবধি মধুররস

পানানন্তর কাঞ্জিক রসাস্বাদনের ন্যায় প্রোষিতভর্ত্তৃকা রসাস্বাদন করিতে বুঝি অভিলাষ হইয়া থাকিবে, নতুবা বিনা দোষে আমাকে দূর করিবার আর কোন প্রয়োজন দেখি না। ইতি ভাবঃ।

"প্রোষিতভর্ত্তৃকা"

কুতশ্চিৎ করণাদ্‌যস্যা বিদূরস্থো ভবেৎ পতিঃ।
তদসঙ্গম দুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥

কোন কারণবশতঃ যাহার স্বামী দূরদেশস্থ হয়, তাহার অসঙ্গম জন্য দুঃখেতে কাতরা যে নারী তাহার নাম প্রোষিত ভর্ত্তৃকা।

ঈশ্বর গুপ্তের লিখিত ভারতচন্দ্র জীবনী হইতে উদ্ধৃত।

মানভঙ্গ।

৮০—৮৩পৃঃ

না সহে ব্যাজ—বিলম্ব

আতিবিতি—তাড়াতাড়ি।

ক্রোধ কৈলে হয়—বিদ্যা কোন রূপে কথা কহেন, এই সুন্দরের প্রয়োজন। তা, সে কথা গালিই হউক, আর আদরই হউক, তাহাতে আসে যায় কি? জল শীতলই হউক, আর উষ্ণই হউক, অগ্নি নির্ব্বাণে উভয়েই তুল্য।

ক্রিয়া বিদগ্ধায়—কার্য্য চাতুর্য্য। কার্য্য চতুরাকে।

গর্ভ সংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার।

৯০—৯৩ পৃঃ

আকুল কুন্তলে—মুক্তকেশে।

ভালে কর হানি—কপালে করাঘাত করিয়া।

না মিলিল কতি—তুই গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মরিলি না কেন?

খাইয়া মোরে—আমার সর্ব্বনাশ করিয়া।

নাহি কোন ভোগ—উপভোগ।

তপাসি—খুঁজি।

পুরুষ সহিত ভেট—সঙ্গ, মিলন।

রাজার বিদ্যার গর্ভশ্রবণ।

৯৫—৯৭পৃঃ

ধায় রড়ে—বেগে।

দেখিয়া হাল—অবস্থা

তারে শুঝে—সে দেখিতে পায়। বুঝিতে পারে।

কালান্ত কালের—প্রলয় কালান।

সম্বিত—চেতনা।

যেমন নিমক ভাল—যেমন নুন (লবণ) খাইয়াছিলি, তাহার গুণ মানিলি ভাল। নিমকহালাল অর্থাৎ কৃতজ্ঞ।

কোটালের শাসন।

৯৭—৯৯ পৃঃ

ধনেশ—কুবের।

সরম ভরম—লজ্জা সম্ভ্রম।

নেবাজ—প্রতিপালক। অনুগ্রাহক।

হাবালে—জিম্মায়।

মহল—বিদ্যার পুরী।

সায়—সম্মতি।

বাহির হৈল—বাহির।

সুরাখ—পথ।

খেজমত—চাকরি। দাসত্ব।

কোটালের চোর অনুসন্ধান।

৯৯—১০২ পৃঃ

হরিষ বিষাদে—হর্ষ বিষাদ। হর্ষ-চোর ধরিবার সূত্র পাইয়াছে বলিয়া, বিষাদ—ধরে কে বলিয়া।

দুর্য্যোধনের মরণ—হর্ষ বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু হইয়াছিল।

মারীচ কুরঙ্গ—কুরঙ্গরূপী মারীচ রাক্ষস। রামায়ণের পঞ্চবটী বনে সীতাহরণের কথা। তখন মারীচের কথা—রাম মারিলেও মরিব, রাবণ মারিলেও মরিব; এই দ্বিবিধ মৃত্যুর একটা নিশ্চয়।

মেনে—কিন্তু। তবু।

ভেকো—বোকা। নির্ব্বোধ।

মোরে নাহি ভায়—প্রতীতি হয়, আমার মনে লয় না।

বরঞ্চ—বরং ভাল। মৃত্যু হয় সেও ভাল, তবু আসল কথা জানিতে হইবে।

বেলাবেলি—সময় থাকিতে।

কোটালগণের স্ত্রীবেশ।

১০২—১০৫ পৃঃ

আয়োজন—উপকরণ। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

শরীর পাঁচিয়া—বেষ্টিয়া।

হুসিয়ার খবরদার—চতুর ও সতর্ক।

চোর চেয়ে—দেখিয়া। অনুসন্ধান করিয়া।

জরাসন্ধ কারাগার—জরাসন্ধ কারাগারের ন্যায় কয়েদী; কয়েদীর ইয়ত্তা নাই।

চোর ধরা।

১০৫—১০৭ পৃঃ

চাতরে—চতুরতায়। কৌশলে।

কুমারীর ঘর—রাজকুমারীর।

জুন—স্পদ্ধা।

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ।

১০৭—১০৮ পৃঃ

ভয়ে মূক—নীরব। নিঃশব্দ।

লাগে হুক আঁতে অন্ত্রে খিল লাগে।

খর—তীক্ষ্ণ।

জীয়া—বাচিয়া। জীবিত থাকিয়া

কিবা সেই···শালে—মাথাই নেবে, কি, শালেই দিবে।

সুড়ঙ্গ দর্শন।

১০৯—১১০ পৃঃ

কোটালের সায়—সম্মতি। পরামর্শ স্থির।

তম—অন্ধকার।

খানা—গর্ত্ত। কুকর।

পায় পায়—পা পা করিয়া ধীরে ধীরে। অতি সাবধানে

আগুসরে অগ্রসর হইয়া।

মালিনী নিগ্রহ।

১১০—১১২ পৃঃ

কিয়া—প্রতিজ্ঞা।

দাগী—পাকা।

ধর্ম্ম—প্রকৃত তত্ত্ব।

পড়ি—মন্ত্র পড়িয়া।

বিদ্যার আক্ষেপ।

১১৩—১১৪ পৃঃ

বিভাবরী—রাত্রি।

রুধির বানে—রক্তের বন্যায়।

হইলি বিগুণ—বিমুখ। প্রতিকূল।

বাড়ালি বিগুণ—গুণাতীত। অত্যন্ত।

ধূমকেতু ধূমকেতু—ধূমকেতু নামক কোটাল, ধূমকেতু অপ গ্রহের ন্যায় অমঙ্গলের নিদান।

বাখানে—ব্যাখ্যা করে। প্রশংসা করে।

জরা—বৃদ্ধ।

গবাক্ষেতে—জানেলাতে।

নারীগণের পতিনিন্দা।

১১৫—১২২ পৃঃ

গোরা ছিনু—সুন্দর। গৌরাঙ্গী।

উদাসে বসি—ঔদাস্যে মনে ভাবি।

রদন—দন্ত।

অদনে—আহারে।

চতুর্ম্মুখ খাইতে—বৈদ্যমতের ঔষধ বিশেষ।

চতুর্ম্মুখের—বিধাতার। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ।

কিছু ঘাটি ষাটি—ন্যূন। প্রায় ষাইট বৎসর।

দেবীর সুন্দরে অভয় দান।

১৪১—১৪৩ পৃঃ

সৃক্কেতে—ওষ্ঠপ্রান্তে।

শিবা—শৃগাল।

—:•:—

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি।

১৪৩—১৪৪ পৃঃ

সমুঝায়—বুঝাইয়া।

লিয়ে—জন্য।

দাগ—কলঙ্ক

বড়াই—মহিমা। মর্য্যাদা।

———

সুন্দর প্রসাদন।

১৪৫—১৪৭ পৃঃ

অনুভবে—আবির্ভাবে।

———

সুন্দরের স্বদেশ গমন প্রার্থনা।

১৪৭—১৪৯ পৃঃ

তন্ত্র—তার।

বলে ভাই—যাই যাই করে।

মুরখে শিখায়ো না—আমার প্রাণকে। তুমি বারে বারে যাই যাই করিলে আমার প্রাণ যাবে।

প্রকট—খ্যাতনামা।

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসী বেশ।

১৫০—১৫২ পৃঃ

বাড়াইয়া রাগ—অনুরাগ।

দক্ষিণে আমারে দেহ দক্ষিণে বিদায়—দক্ষিণা। দক্ষিণ দিকে—কাঞ্চিপুরাভিমুখে।

বার মাস বর্ণনা।

১৫২—১৫৫পৃঃ

গন্ধবহ—বায়ু।

নিদাঘে—গ্রীষ্মে।

শিখির—ময়ূর

টীকা।

মানসিংহ।

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন।

১—২ পৃঃ (বিদ্যাসুন্দর।)

প্রতাপ আদিত্য—যশোরের রাজার নাম। আদিত্য শব্দের অর্থ সূর্য্য। প্রতাপ আদিত্য, অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী।

বঙ্গজ কায়স্থ—বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ, বঙ্গে এই চারি শ্রেণীর কায়স্থ আছেন। ইহাঁদের পরস্পর আদান প্রদানাদি প্রচলিত নাই। তবে শেষ দুই শ্রেণী একবংশসম্ভূত; ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বঙ্গজগণ পূর্ব্ব বাঙ্গালায়, ও দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ দক্ষিণ রাঢ়ে অর্থাৎ, হুগলি বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা ইত্যাদি প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। পৃথক পৃথক স্থানে বসতি করার জন্য ইহাঁরা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। বঙ্গজ কায়স্থ কয়েক ঘর এখন এই রাঢ় অঞ্চলেও বাস করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কয়েক ঘর সদ্বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের সহিত দক্ষিণরাঢ়ীয়দের আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি প্রচলিত আছে। মহারাজা প্রতাপ আদিত্য বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থ।

পাতসা—(পারস্য শব্দ) সম্রাট।

আঁটে—আঁটিতে; শাসন করিতে।

দ্বারস্থ—দ্বারে অর্থাৎ দরজায় স্থিত; অর্থাৎ বশীভূত; বাধ্য।

বরপুত্র—দেবতার মায়াপ্রভাবে শাপভ্রষ্ট হইয়া যে ভূতলে

জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে বরপুত্র বলে। রাজা প্রতাপ আদিত্য দেবী দুর্গার বরপুত্র ছিলেন।

ঢালী—ঢাল অস্ত্র যে ধারণ করে। এ স্থলে ঢালী শব্দে ঢাল তরবারধারী পদাতি সৈন্য বুঝাইতেছে। প্রতাপ আদিত্যের বাহান্ন হাজার পদাতি সৈন্য ছিল।

হলকা—(পারস্য কথা) হাতীর দল। রাজার ষোল দল হস্তীসৈন্য ছিল।

অযুত তুরঙ্গ সাতি—দশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা যাহা সঙ্গে থাকে।

তুরঙ্গ—অশ্ব। এ স্থলে অশ্বারোহী সেনা বুঝাইতেছে। ইংরেজীতে এরূপ স্থলে হর্স অর্থাৎ অশ্ব বলিলেও তা বুঝায়।

যুদ্ধস্থলে…কালী—যুদ্ধ বাধিলে স্বয়ং ভবানী রণময়ী কালীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রণক্ষেত্রে রাজার সহায়তা করেন।

মহাকায়—বিশালদেহ; অর্থাৎ বলিষ্ঠ।

কচু রায়—বসন্ত রায়ের পুত্র। প্রতাপ আদিত্য ইহাঁর বাল্যকালে ইহাঁকে একবার কাটিবার বাসনা করিলে, কচুবনে লুক্কায়িত হইয়া ইহাঁকে সেবার আত্ম রক্ষা করিতে হইয়াছিল বলিয়া ইহাঁর নাম কচু রায় হয়।

জাহাঙ্গীর—দিল্লীর সম্রাট আকবরপুত্র সেলিম সা। জাহাঙ্গীর উপাধির অর্থ পৃথিবীপতি।

লস্কর—(পারস্য কথা) সেনার দল।

বাইশী লস্কর—২২ নং সৈন্যদল। এখনকার ইংরেজেরও এই রূপ নম্বরওয়ারি রেজিমেণ্ট আছে।

এড়াইয়া—অতিক্রম করিয়া।

কানগোই—(পারস্য কথা) কানগোই বা কানুনগো মুসলমান রাজত্বকালে ভূসম্পত্তির এক প্রকার রেজিষ্টার ছিলেন। কোন্ স্থানে কত ভূমি, কোন্ ভূমির কিরূপ উর্ব্বরতা, কাহার কত ন্যায্য কর, ইত্যাদি হিসাব এই কর্ম্মচারী রাখিতেন; এবং আবশ্যকমত তাহা নবাব, দেওয়ান ও দারোগাকে জানাইতেন। এখনকার কানুনগো পদের কাজ ঠিক এইরূপ না হইলেও, অনেকটা এই মত বটে। ভবানন্দ মজুন্দার "দেবী দয়া অনুসারে" অর্থাৎ অন্নদার কৃপায়, এই রাজকার্য্য পাইয়াছিলেন।

ডালী—উপহার; ভেট।

দেখা হেতু...মজুন্দার—সম্রাটের একজন প্রধান সেনাপতি বাঙ্গালায় আসিতেছেন শুনিয়া ভবানন্দ মজুন্দার নানা দ্রব্যে সজ্জিত উপহার সঙ্গে গৃহ হইতে অগ্রসর হইয়া মানসিংহকে লইয়া আসিতে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন।

প্রসঙ্গতঃ—প্রসঙ্গক্রমে; অর্থাৎ কথায় কথায়।

বিবরিয়া—বিবরণ করিয়া; সবিস্তারে।

বর্দ্ধমানে ভবানন্দ মজুন্দার কথায় কথায় বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের কথা উত্থাপন করিলে, মানসিংহের কৌতুহল

উদ্দীপ্ত হইল। তিনি হস্তী আরোহণ করিয়া সুড়ঙ্গ দেখিয়া আসিলেন, এবং বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান আদ্যোপান্ত সবিস্তারে ভবানন্দের মুখে শ্রবণ করিলেন। এই সূত্রে কবি বিদ্যাসুন্দরের কথা কেবল প্রসঙ্গতঃ বিবৃত করিয়াছেন। উহা মূল কাব্যের অঙ্গ নহে।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান।

১—২ পৃঃ

হরিপদকমল—বিষ্ণুর পাদপদ্ম।

কমলকলদঙ্গে—এস্থলে **কমল** শব্দের অর্থ জল; কলং অর্থাৎ কল কল ধ্বনি করিতেছে। কমল+কলং+অঙ্গ।— কমলকলদঙ্গা। তৎসম্বোধনে **কমলকলদঙ্গে**।

হরিপদকমল-কমলকলদঙ্গে—হরিপাদপদ্মে যাঁর উৎপত্তি, অতএব হরি-পাদপদ্মসম্ভূত **জলরাশি** যাঁর অঙ্গে কল কল শব্দ করিতেছে।

টলটল...তরঙ্গে—যার টলটলায়মান চল চল তরল তরঙ্গ চল চল ছল ছল কল কল শব্দে নৃত্য করিতেছে।

পুটকিত—আবদ্ধ।

বিঘটিত—বিচ্ছিন্ন।

সুবিকট—ভয়ঙ্কর।

কমঠ—কচ্ছপ।

পুটকিত..কমঠভুজঙ্গে—ভয়ঙ্কর জটায় আবদ্ধ থাকিয়া

অবশেষে সেই জটা ভেদ করিয়া যিনি বহির্গত হইয়াছেন ; সর্প কচ্ছপাদি জলজন্তু যাঁহার জলে লটপট শব্দে বিহার করিতেছে।

তরুণ—যুবা ; এস্থলে নবোদিত।

অরুণ—নবোদিত সূর্য্যের লোহিত মূর্ত্তি।

বর—শ্রেষ্ঠ ; সুন্দর।

বিধি—ব্রহ্মা।

নিকর—সমূহ।

করঙ্গ—জলপাত্র ; কমণ্ডলু।

তরুণ অরুণ....করঙ্গে—যিনি নবোদিত সুন্দর অরুণের ন্যায় লোহিতবর্ণময় ব্রহ্মার করচতুষ্টয়ধৃত করঙ্গে পতিত হইতেছেন।

"বিন্দু বিন্দু বারি, পড়ে সারি সারি,
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী ;
দাঁড়ায়ে অম্বরে, কমণ্ডলু করে,
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।"

(শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ভুবন—পৃথিবী ; বিশ্ব।

ভবন—উৎপত্তি।

লয়—সংহার ; প্রলয়।

ভবিকময়—মঙ্গলময়।

ভুবন...ভবিকময়—বিশ্ব যাহা হইতে উৎপন্ন ও যাঁহাতে লয় হইতেছে। ভাগীরথী বিষ্ণুপাদোত্থিতা বৈষ্ণবী শক্তি, সুতরাং বিশ্বের সৃজন সংহার তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে (গঙ্গার উৎপত্তির কথা অন্নদামঙ্গলের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।)

ভারতভবভয়ভঙ্গে—ভারতের ভবভয় যিনি ভঙ্গ করেন। অর্থাৎ মুক্তি দান করিবেন। ভারত শব্দে এখানে দ্ব্যর্থ করিলে কবি ও মর্ত্ত্যধাম উভয়ই বুঝায়।

উত্তরিলা—উপনীত হইলেন।

উত্তরিলা...সন্নিধান—নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বস্থলী গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কনক—সোণা।

অঞ্জলি—দুই করতল; আঁজলা।

কনক অঞ্জলি দিয়া—অঞ্জলি পূর্ণ সুবর্ণে গঙ্গার পূজা দিয়া, অর্থাৎ গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া।

ভারতীর রাজধানী—সরস্বতীর রাজ্যের প্রধান নগর; সরস্বতীর আবাস ভূমি। Metropolis of the literary world.

ক্ষিতির প্রদীপ—পৃথিবীর আলোক স্বরূপ। নবদ্বীপ বিদ্যার আলোকে আলোকিত, ভারতে সংস্কৃত চর্চ্চার একটি প্রধান স্থান।

বাগোয়ান—স্বনামখ্যাত পরগণা। মানসিংহ প্রতাপ আদি-

তাকে দমন করিতে যখন বাঙ্গালায় আসেন, তৎকালে ভবানন্দ মজুমদার বাগোয়ান পরগণার অন্তর্গত বল্লভপুর গ্রামে বাস করিতেন। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে উল্লিখিত হইল।

দূর বাগোয়ান—মজুন্দারের ঘর কোথায় মানসিংহ দেখিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন আমার গৃহ এখান হইতে দূরে, বাগোয়ান পরগণায় অবস্থিত।

খড়ে—নদী বিশেষ। ইহার নামান্তর জলঙ্গী।

সঙ্কটে—বিপদে।

প্রীতি—প্রেম; ভক্তি।

বিনা ভয় প্রীতি নাই—ভয় না থাকিলে ভক্তি হয় না। পাত্রবিশেষে দেবতাভক্তি ভয়জনিত বটে। যেমন—"রোগাচ দেবতাভক্তঃ"।

অন্ন হারি হও—অন্ন হরণকারী হও, অর্থাৎ অন্ন হরণ করিয়া লও। ("অন্ন হরি লও" ইতি পাঠান্তর। বোধ হয় এই পাঠই অধিকতর সঙ্গত।)

ভবাইয়া—ভবানন্দের স্নেহসম্বোধন।

মিটাইয়া—থামাইয়া।

ভবাইর···বৃষ্টি—বিজয়া অন্নপূর্ণাকে বলিতেছেন, প্রথমে মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি করিয়া অন্ন হরণ কর। তারপর ভবানন্দের ভাণ্ডারেতে তোমার শুভদৃষ্টি পড়িলে ভাণ্ডার অক্ষয় হইবে। তখন ঝড় বৃষ্টি থামাইয়া সেই ভাণ্ডার

হইতে ভবানন্দের দ্বারা অন্ন যোগাইলে মানসিংহ সসৈন্যে রক্ষা পাইবে। দেবী এই কৌশলে ভবানন্দকে দিল্লীর সম্রাটের প্রিয় সেনাপতির প্রিয়পাত্র করিয়া দিয়া, ভবানন্দের ভবিষ্যৎ রাজ্যলাভের পথ করিয়া দিলেন।

মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি।

৩—৬পৃঃ

ঘন ঘন ঘন—মুহুর্মুহু।

ঘন—মেঘ।

গাজে—গর্জ্জন করিতেছে।

শিলা…তড়তড়—তড়তড় শব্দে শিলা বৃষ্টি হইতেছে।

ঝড় বহে ঝড় ঝড়—ঝড় ঝড় শব্দে ঝড় বহিছে।

হড় মড়…বাজে—হড় মড় কড় মড় শব্দে বাজ পড়িতেছে।

দুণ—দ্বিগুণ।

ঊনপঞ্চাশ পবন—পুরাণে বায়ুর সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ বলিয়া বর্ণিত আছে।

ঝঞ্জনা—বজ্র।

ঝঞ্জনী—বজ্রের শব্দ।

হড়মড়ী—মেঘের হড় মড় শব্দ।

মকমকী—ভেকের শব্দ।

ঝরঝরী—বৃষ্টিপতন শব্দ।

থরথরা...কড়মড়া—বজ্রপতনের ভীষণ শব্দে স্থাবর অর্থাৎ অচল বস্তু ঘর দ্বার পর্য্যন্ত থর থর কাঁপিতে লাগিল।

কানাৎ—তাম্বু; সৈন্যের পটগৃহ।

কুড়ে—কুটীর।

ঠাট—কাঠাম।

গাড়া গেল—ডুবিয়া অথবা পুঁতিয়া গেল।

তার সাতি—তার সঙ্গে, অর্থাৎ গাড়ার সঙ্গে উভয় পাকে ডুবিল।

পাগ্—মাথার পাগড়ী।

তল গেল—ডুবে গেল, নষ্ট হইল।

উরুক্ত বাজার—পলটনের সঙ্গে যে বাজার থাকে।

বক্‌রী—পারস্য কথা; মাদী ছাগল।

বক্‌রা—পাঁটা।

কুজ্‌ড়া—ফলমূলবিক্রেতা। এইরূপ সামান্য সামগ্রী বিক্রেতার সহিত দরদস্তুর লইয়া খরিদদারের প্রায়ই ঝগড়া হইত, এখনও হয়। ক্রমে কুজ্‌ড়া কথাটা এখন কুন্দুলে এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই কথাটিতে একটি প্রবাদ আছে—"শুঁড়ি সং কুঁজ্‌ড়া, তিন লয়ে চুঁচুড়া।" চুঁচুড়ায় আগে চৈত্র মাসে সংএর বড় ধূম ছিল, এখন নাই। বাকী আর দুটা জিনিস আছে কিনা জানি না।

কুঁজড়ানি—ফলমূল বিক্রয়কারিণী। স্ত্রীলিঙ্গেই এই শব্দটি অধিকতর খাটে। ফলমূল বিক্রয় প্রায় স্ত্রীলোকেই অধি-

কাংশ করিয়া থাকে, আর ছোট লোকের ঘরে স্ত্রী জাতিই কোন্দলে অধিকতর মজবুৎ।

ঘেসেড়া—যে ঘোড়ার ঘাস কাটে।

ভাসে—ডুবিয়া যায়।

ভাষে—কথা কয়।

হা ভাষে—হাহাকার শব্দ করে।

ঘাসের বোঝায়…হা ভাষে—ঘেসেড়া ডুবিয়া মরিয়াছে, তাহার স্ত্রী ঘাসের বোঝায় বসিয়া ভাসিতে ভাসিতে স্বামীর জন্য হাহাকার করিতে লাগিল।

বিপাক—বিপদ।

বদলিনু—বদল করিনু।

অনেকে…ডুবাইয়া—আমাকে ডুবাইয়া অনেক পুরুষকে স্ত্রীশূন্য করিলে; অর্থাৎ আমি একা অনেককেই প্রতিপালন করিতাম।

মৃদঙ্গী—যে মৃদঙ্গ অর্থাৎ পাকোয়াজ বাজায়। মৃৎ+অঙ্গ= মৃদঙ্গ। মৃদঙ্গ যন্ত্র আর্য্যজাতিই প্রথম সৃষ্টি করেন; তখন উহা মাটির ছিল, এই জন্য উহার নাম মৃদঙ্গ। মুসলমানেরা উহা কাষ্ঠময় করিয়া মৃদঙ্গ নামকরণ করিয়াছেন।

কালোয়াৎ—ওস্তাদী গায়ক। (সংস্কৃত কলাবৎ শব্দ।)

উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে। উভ শব্দে উচ্চ, রা অর্থে শব্দ।

শির বেচে—মাথা বিক্রয় করিয়া। অর্থাৎ প্রাণের ভয়

পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়া যে টাকা উপার্জ্জন করিলাম, এত কষ্টের টাকাও ভাসিয়া গেল।

দুষ্কর—দুঃখদায়ক।

মজাইলা—ডুবাইলা।

তাহে করি ভর—তাহাতে উঠিয়া।

নায়—নৌকায়।

ব্যয়ে না ফুরায়—খরচ করিয়াও ফুরায় না।

দ্রব্যজাত—দ্রব্যসমূহ।

দড়—দক্ষ।

ভোগে—সেবায়।

অবশ্য…সেবায়—অবশ্য তোমার কিছু কাজে আসিতে, অর্থাৎ উপকার করিতে পারিবে। I may certainly be o some service to you.

সপ্তাহ যাবৎ—সাতদিন ব্যাপিয়া।

তাবৎ—তত।

ক্রম—পদ্ধতি।

আসরফী—মুসলমান রাজত্বকালে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ।

বিতরিয়া—বিতরণ করিয়া; বিলাইয়া।

মানসিংহের যশোহর যাত্রা।

৬—৭ পৃঃ

নাগরা—রণবাদ্য।

রবাব—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

দোতারা ?—দুইতারবিশিষ্ট যন্ত্র ? একতারা যন্ত্র আছে, দুইতার বিশিষ্ট কোন যন্ত্র এখন দেখা যায় না। এখানে "দোতারা" শব্দ "সেতারা"র পরিবর্ত্তে ভুল হইয়াছে হইতে পারে।

পয়দল—পদাতি সৈন্য।

কলবল—শব্দকারী।

অটল—যে টলে না।

সোয়ারা—অশ্বারোহী।

দামিনী—বিদ্যুৎ

জামকী—পোষাকের চুমকির জলুস।

দামিনী...খরতরধারা—সৈন্যবৃন্দের পোষাকের উজ্জ্বল কাজে, আর শাণিত তরবারে, চকমক করিয়া যেন বিদ্যুতের আভা খেলিতে লাগিল।

রাহুৎ—স্বনামখ্যাত জাতি বিশেষ।

মাহুৎ—হস্তীচালক।

রণ অনিবারা—রণে অবিরত।

ভাঁড়—যে ভাঁড়ামি অর্থাৎ কৌতুক রহস্য করে।

সুধারা—মধুর।

ডঙ্কা—জানান দিবার জন্য যে বাদ্য হয়। ইংরেজের এমন স্থলে বীগল বাজে।

চন্দ্রবাণ—চন্দ্রাকৃতি শর বিশেষ।

আম্মারী—হাতীর উপর বসিবার আসন বিশেষ। হাওদা হইতে ইহা পৃথক। হাওদার উপরে আবরণ থাকে, আম্মারীর আবরণ নাই।

আমীর—বড়লোক, Noble man. এই গ্রন্থেরই পর পরিচ্ছেদে এইরূপ প্রয়োগ আছে—

"বসি আম্মারি ঘর পর, আমীর বহুতর,
চলায় গজবরবাজে।".

লালপোশ—লালপোশাক পরা।

খাসবরদার—আশা সোঁটাধারী।

কাতার কাতার—সারি সারি।

তবকী—তবক অর্থাৎ তোমর বা অস্ত্র বিশেষ যে ধারণ করে।

ধানুকী—ধনুর্দ্ধারী।

রায়বাঁশ—লম্বা লাঠী।

রায়বেঁশে—লাঠিয়াল।

মাল—মল্লযোদ্ধা। এদেশের সৈন্যদলে তখন পালোয়ান ও লাঠীয়ালেরাও যুদ্ধ করিত। এই বাঙ্গালায় একদিন, লাঠি-

য়ালের বড় আদর, লাঠির বর জোর ছিল। "দেবীচৌধুরাণী" গ্রন্থে বঙ্কিম বাবু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, হায় লাঠি তোমার সে দিন আর নাই। উত্তর পশ্চিমে মথুরা অঞ্চলে এখনও উৎকৃষ্ট চোবে পালোয়ান আছে, পঞ্জাব মুসলমান পালোয়ানের আড্ডা। কিন্তু সর্ব্বত্রই এ সব কমিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালায় চোয়াড়দিগকে এখনও যত্নপূর্ব্বক সন্ধবিদ্যা শিখাইলে, তাহারা সমরে দুর্দ্ধর্ষ হইতে পারে।

জমাদার দশ-পনর বা বিশ ত্রিশ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য যার অধীনে থাকে।

দফাদার—চারি পাঁচ বা তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জমাদার যার অধীন, সেই দফাদার।

সর্দীয়াল—একশত সৈন্য যার অধীনে থাকে।

হাজারী- যে এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক।

আগে পাছে…হাজার—হাজারীর আগে পাছে হাজার হাজার সৈন্য ও জমাদার, দফাদার সর্দীয়াল প্রভৃতি চলিল।

নট—নর্ত্তক।

হরকরা—পেয়াদা; সংবাদ চিঠি পত্র যাহারা বহন করে।

কর্ণাল—বংশীযন্ত্র বিশেষ। আজ কালকার ইংরেজী কন্সার্টে এইরূপ নামের একটা বাঁশী আছে।

আলাপিয়া—আলাপচারী করিয়া।

ভাট —স্তুতিপাঠক।

রায়বার—যশোবার্ত্তা।

ধাড়ী—বড়দরের গায়ক।

কড়্খা—সঙ্গীতবিশেষ।

ভাড়াই—ভাঁড়ামো; কৌতুক।

মালাম—মল্লখেলা; কুস্তী।

চোয়াড়—ছোটলোক।

[illegible]—তীর বিশেষ।

অশেষ বিশেষ—নানাবিধ আবশ্যকীয় কথা বার্ত্তা।

থানা দিয়া—আড্ডা গাড়িয়া, নগর ঘেরিয়া বসিল। রাম সৈন্য লঙ্কায় গিয়া চারিদিকে লঙ্কার দ্বার ঘেরিয়া বসিয়াছিল। মেঘনাদবধে আছে—"থানা দিয়া পূর্ব্বদ্বারে বসিয়াছে বীর নীল" ইত্যাদি।

মুরুচা—যুদ্ধের সময় যেখানে সৈন্য অবস্থান করে, তাহার সম্মুখে চারিধারে আত্মরক্ষার্থ মাটির বা পাকা গাঁথিয়া একটা বেড়ার মত যে নির্ম্মাণ করে তাহার নাম মুরুচা। ইংরেজীতে ইহাকে Bastion বলে।

শিষ্টাচার—প্রচলিত ভদ্ররীতি। Etiquette.

ফরমান—পাতশার হুকুম।

শিষ্টাচার…তলবার—রাজা মানসিংহ প্রচলিত ভদ্ররীতি অনুসারে প্রতাপআদিত্যকে আগে সম্রাটের আদেশ জানাইয়া পাঠাইলেন। সেই আদেশের মর্ম্ম এই যে, 'তুমি যুদ্ধ

করিবে কি বশ্যতা স্বীকার করিবে? বেড়ী ও তলবার দুইটী কথার চিহ্নস্বরূপ। অর্থাৎ যে বশীভূত হইতে চাহে সে বেড়ী অর্থাৎ শৃঙ্খল লইবে, আর যার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইবে, সে তরবারি গ্রহণ করিবে। গ্রীস রোম প্রভৃতি ইউরোপের প্রাচীনরাজ্যে ও পুরাকালিক বৃটনরাজ্যেও এইরূপ শিষ্টাচার প্রচলিত ছিল। এস্থলে দাম্ভিক প্রতাপ আদিত্য বেড়ী ফিরাইয়া দিয়া তরবারি গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালী রাজা মোগল সম্রাটের রাজপুত সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন।

" কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তরবার বল গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥ "

মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ।

৮—১১পৃঃ

ভোরঙ্গ. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, তুরী।

দামামা—বৃহৎ ঢক্কা, রণবাদ্য, Drum।

ঝনন্ন...ঝাঁজে—ঝাঁজরা বাদ্য ঝম ঝম রবে বাজিতেছে

নিনাদ ধর ধর—ধর ধর এই শব্দ।

যুবান—যুবক, জোয়ান।

কামান শরযুৎ সাজে—কামান ও শর অর্থাৎ তীর এ সকল অস্ত্রযুক্ত হইয়া সাজিতে লাগিল।

প্রহরণ—অস্ত্র।

পহিরণ—পরিধান বস্ত্র।

সুশোভি…তাজে—মাথার উপর তাজ পরিয়া শোভিত হইল।

হুলায়—ডাঙ্গস মারে ; তাড়না করে।

নকীব—রাজা রাজড়ার আগমনবার্ত্তা যাহারা অগ্রে অগ্রে আসিয়া বিজ্ঞাপন (Announce) করে, আর্থাৎ ফুকরায়, চেচাইয়া বলে।

হুঁশার—সাবধান।

হয়—ঘোড়া।

পয়োধি—মেঘ।

ভরছন—ভৎর্সনা।

পয়োধি ভরছন লাজে—হস্তী অশ্বের গর্জ্জন ও সৈনিকের তর্জ্জনে মেঘের শব্দও লজ্জায় ভৎর্সিত অর্থাৎ তিরস্কৃত বা পরাজিত হইতেছে।

বনায়—রচনা করে।

ভাবিয়া…অনিত্য—সংসার অসার ও অনিত্য এইরূপ ভাবিয়া মার মার শব্দে ডাকিতে লাগিল। এরূপ না হইলে, ইহসংসার অনিত্য বোধে পরলোকের আশায় বুক না বাঁধিলে, যুদ্ধ করা যায় না। উন্মত্ত যবনসেনা

তাই ধর্ম্মের নামে স্বর্গভোগের আশায় প্রাণপণে সমরে মাতিত। হয় ইহলোকে জয়, নয় পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি, এই উৎসাহেই সকল দেশে সকল সেনাকেই সেনাপতিরা উত্তেজিত করিতেন।

পাপেতে···করি—রাজার গৃহে অধিষ্ঠিতা সেই দেবী, তাঁহার পাপে রুষ্টা হইয়া ফিরিয়া বসিলেন, প্রতিকূল হইলেন। প্রবাদ আছে দেবী শিলাময়ী সত্য সত্যই মুখ ফিরাইয়া, অর্থাৎ মন্দিরের দ্বারের দিকে পিছন করিয়া বসিয়াছিলেন। খুলনা জেলায় একটা জঙ্গল মধ্যে প্রতাপাদিত্যের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশিষ্ট এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় শিলাময়ীর ভগ্ন মন্দিরও আছে। শুনা যায় দেবীর পাষাণমূর্ত্তি এখনও নাকি সেইরূপ দ্বারদেশে পশ্চাৎ ফিরিয়া আছেন। আগে "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী" রাজার সহায় ছিলেন; রাজার চরিত্রে পাপস্পৃষ্ট হওয়ায় তিনি বিমুখ হইলেন। রাজা পিতৃব্য হত্যার পাপে পাতকী।

মিলে মানসিংহরাজে—মানসিংহ রাজার দলে মিশিল।

সিন্দুর...মুদ্গর—সিন্দুর মাখান মুদ্গরাস্ত্র; অস্ত্রের শোণিত বর্ণই ভয়ঙ্কর; আর অস্ত্রের ভীষণতাই সৌন্দর্য্য। তাই এস্থলে "সুন্দর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সমরে পশিয়া—যুদ্ধে প্রবেশ করিয়া।

পায় পায়—পদাতির সহিত পদাতির যুদ্ধ হইতে লাগিল।

পাইক—লাঠিয়াল, খ্যালোয়ার, যাহারা লাঠি তলোয়ার

খেলিতে পারে; তাহাদের খেলাকেই উড়া পাক বলে।

কামানের ধূমে...নাহি সুঝে—কামানের ধোঁয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ধকার হইল, আত্মপক্ষ ও পর অর্থাৎ শত্রুপক্ষ চেনা যায় না।

মুচ্‌ড়িয়া গোঁফে· গোফ্ মুচ্‌ড়াইয়া, অর্থাৎ পুরুষত্ব ফলাইয়া; দম্ভ করিয়া।

ভালায় ফুটিয়া—শড়্‌কীর ফলায় বিদ্ধ হইয়া।

ঠাট—সৈন্য, কটক

মানসিংহের ভবানন্দ বাটী আগমন।

১১—১২ পৃঃ

ভেরী—দুন্দুভি।

রণজয় ভেরী বাজে রে—রণজয়ে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল।

শ্বেত—শুভ্র

অলি—ভ্রমর।

রাজীব—পদ্ম।

রাজী—শ্রেণী।

রাজে—শোভা পায়।

"রণজয় করি...রাজেরে।"—শক্তিরূপিণী মহাকালী প্রতাপাদিত্যে প্রতিকূল হইয়া মানসিংহে সদয় 'হইয়া-

ছিলেন। না হইলে মানসিংহের রণজয় হইবে কেন? তাই কবিবর রণজয়ে কালীমূর্ত্তির শোভা বর্ণন করিতেছেন। নীলবর্ণা যেন নীলোৎপল স্বরূপিণী, আর শুভ্রকায় মহাদেব সেই নীলপদ্মে শ্বেত ভ্রমররূপী। মহাকাল চিরকালই শক্তির অধীন, শক্তির সহিত সম্বন্ধ ; ইহাই সৃষ্টি রহস্য।

"কেরে নবনীলকমল-কলিকাবলি,
অঙ্গুলী দংশন করিছে অলি।
মুখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অপণ করত,
পূর্ণ শশধর বলি॥"

রামপ্রসাদ।

দানা—ভূত, দৈত্য।

জয়ডঙ্কা—জয় ঘোষণা সূচক বাদ্য ধ্বনি।

যশোরজিৎ—যিনি যশোর জয় করিয়াছেন।

ফরমানী—হুকুমনামা ; সনন্দ।

"রাজ্যদিয়া…করাইব"—বাদ্‌সার সনন্দ দেওয়াইয়া তোমাকে রাজ্য দিব ও রাজা করিব।

সংহতি—সঙ্গে।

দরবার—বাদসার কাছারী।

ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা।

১২—১৬ পৃঃ

দেবতার পূজা করিয়া জনক জননীকে অন্নদার পদে সমর্পণ করিয়া ভবানন্দ দিল্লী যাত্রা করিলেন।

উপচার—উপকরণ।

চীরা—শিরোভূষণ।

হীরা তায়—শিরোভূষণে হীরক বসান।

বিলাতী খেলাত—দেশীয় পোষাক। পারস্য বিলাৎ বা বিলায়ৎ শব্দের অর্থ স্বদেশ। ইংরেজগণ এদেশে আসিয়া ইংলণ্ডকে Home বা "হামারা বিলায়ৎ" বলিতেন। ক্রমে এখন বিলায়ৎ শব্দ ইংলণ্ডকেই বুঝাইয়া গিয়াছে।

নানাবন্ধে···বান্ধিল।—অনেক পাক দিয়া কোমরবন্ধ কোমরে জড়াইলেন।

সম্ভাষিয়া—সম্ভাষণ করিয়া, কথা বার্ত্তা কহিয়া।

মঙ্গল—দেখেন বহুতর—যাত্রা করিয়া পথে অনেক প্রকার মঙ্গলের চিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন।

ধেনু—গাভী।

বৎস—বাছুর। গাই বাছুর একস্থানে থাকিতে দেখা যাত্রীর পক্ষে একটী শুভ চিহ্ন। এমনি বহুতর শুভ চিহ্ন ভবানন্দ রায় পথে দেখিতে পাইলেন।

রামাগণ—স্ত্রীলোকেরা।

যায়···বাসে—বাটী যাইতেছে, অর্থাৎ জলাশয় হইতে ঘট পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিতেছে।

গণিকা—বারাঙ্গনা; বেশ্যা।

মাস—মাংস।

রজত—রূপা।

শুক্লধানে—জননী সীতা শ্বেত ধান্যে হার গাঁথিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

কাঞ্চন···সুমেরু তার—ঐ হার সোণার তারে গাঁথা। সুমেরু পর্ব্বত পৃথিবীর কীলক স্বরূপ, তাই এ স্থলে সুমেরু শব্দ খীল কাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নকুল—নেউল।

বামদিকে···বনিতা—শিবের বনিতা অর্থাৎ হরপ্রিয়া অন্নদা, শিবা অর্থাৎ শৃগালরূপে বামদিকে ফিরে চান। বামদিকে শৃগাল দেখা মঙ্গল চিহ্ন। "বামে শবাশনা-কুম্ভ দক্ষিণে গোমৃগদ্বিজাঃ।"

নীলকণ্ঠ—নীলরঙের একরকম পাখী। উহার দর্শন মঙ্গল-সূচক। বণিক জাতি বিজয়া দশমীর দিন অদ্যাপি কোন কোন স্থানে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে নীলকণ্ঠ ও শঙ্খচীল খুঁজিয়া প্রণাম করিয়া আসেন।

মণ্ডলী দিছেন শিরে—মাথার উপর মণ্ডলী অর্থাৎ পাক দিয়া বেড়াইতেছে।

ক্ষেমঙ্করী—শঙ্করী।

পটুকায়—বলিষ্ঠদেহ।

অগ্রদ্বীপ—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমায় এলাকায় স্থিত গ্রাম বিশেষ।

মণ্ডলি···মাথে মাথার উপর যোড়হাত করিয়া।

বিষ্ণুপাদ প্রসূতাসি।—বিষ্ণুচরণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ
প্রসূত—জাত; অসি (সংস্কৃত ক্রিয়া) হও।

বরং + ইহ—বরমিহ।

শরট—জন্তুবিশেষ; কৃকলাস; কাঁকলাস।

করট—জন্তুবিশেষ; অথবা কাক।

বরমিহ···তব দূরে—বরং তোমার এই তীরে শরট করটাদি জন্তু হইয়া বেড়ান ভাল তথাপি তোমা হইতে দূরে বাস করিয়া রাজা হওয়াও ভাল নয়।

"বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ো।
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ।"

অন্যত্র—

"ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তর্গতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধ সিন্দূর-ঘটা-সংঘট্ট-ঘণ্টা-
ঝনৎকার-ত্রস্ত-সমস্ত বৈরিবনিতা লব্ধ-স্তুতির্ভূপতিঃ।"

ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসি···অবতার—তুমি বিষ্ণুচরণে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে অধিষ্ঠান ও শিবের জটাজূটে অবস্থান করিয়াছ।

"গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতং।
ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাং সততং॥"

অন্যত্র—

"অভিনব বিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা।"

রাজ্যলোভে···যেন পূরে—রাজ্য পাইবার লোভে কোথায় দূরদেশে সেই দিল্লী যাইতেছি ; কিন্তু মা তোমার তীরে যেন রাজ্য পাই, আমার এই মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়। ভবানন্দের এ মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল। গঙ্গাতীরেই তিনি রাজ্য পাইয়াছিলেন। মানসিংহ তাঁহাকে নদীয়া, মহৎপুর, মারুপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাশিমপুর, মশুণ্ডা প্রভৃতি ১৪টি পরগণার জমীদারী দেওয়াইব বলিয়া, দিল্লী লইয়া গেলেন। তথায় গিয়া সম্রাটের নিকট, ঐ ১৪টি পরগণার ফরমান ভবানন্দকে দেওয়াইলেন। ঐ ১৪ পরগণার মধ্যে অধিকাংশ ভূখণ্ডই গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

কহেন সরসে—মিষ্টবাক্যে কহিলেন।

আমি···পরশে—ত্রিলোকপাবনী জাহ্নবী ভবানন্দকে বলিতেছেন—তুমি ধন্য, তুমি অন্নদার রতদাস অর্থাৎ দেবীর অনুগৃহীত কিঙ্কর, এবং অন্নদাপূজা তোমার পরম ব্রত. অতএব তুমি আমায় স্পর্শ করিলে বলিয়া আমিও আজ ধন্য হইলাম।

মনোমত রাজ্য পাবে—অর্থাৎ তুমি যেমন মানস করিয়াছ তাহা সফল হইবে—"মোর তীরে পাবে অধিকার।"

সন্তান···অনুগত—ভবানন্দের তিন পুত্র জন্মিয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ও গোবিন্দ। এ তিন জনই সুসন্তান।

জনেক হইবে রাজা তার—তাহার মধ্যে একজন রাজা হইবে। গোপাল সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ বলিয়া ভবানন্দ তাঁহাকেই রাজ্য দিয়া যান। অপর পুত্রদ্বয়কে সমুচিত পরিমাণে বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়া যান।

অন্তর্দ্ধান—তিরোধান; অদৃশ্য হওন। দেবতা কখন কখন কৃপা করিয়া মানবনয়নের দর্শনোপযোগী স্থূলশরীর পরিগ্রহ করিয়া ভক্তজনসমক্ষে আবির্ভূত হন। ফিরিয়া যাইবার সময় মানুষের মত পায়ে চলিয়া যান না; স্থূল শরীর বা জ্যোতির্ম্ময় দেহ প্রতিসংহার করিয়া একবারে অদৃশ্য হন। তাহারই নাম অন্তর্দ্ধান।

দেশ বিদেশ বর্ণনা।

১৫—১৭ পৃঃ

নীলাচল—শ্রীক্ষেত্র; জগন্নাথপুরী। নীলগিরি নামক পার্ব্বত্য ভূমির প্রান্ত প্রদেশে জগন্নাথ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নামান্তর নীলাচল। এবং এই জন্যই বোধ হয় জগন্নাথ দেবকে স্থানে স্থানে নীলমাধব বলা হইয়াছে।

"সেই ওড়্‌দেশেতে দক্ষিণ সিন্ধুতীরে।
পুরুষোত্তম নাম ক্ষেত্র হয় মনোহরে॥
সেই ক্ষেত্রবর হয় নীলগিরি নাম।
চারিদিক কাননে আবৃত অনুপম॥"

(বাঙ্গালা উৎকলখণ্ড, জগন্নাথমঙ্গল)

ঘটাইল...ভাগ্যবলে—যদি শুভাদৃষ্টবশে বিধাতা ঘটাইলেন, তবে চল ভাই নীলাচলে যাই।

সুভদ্রা বলাই সাথ—সুভদ্রা ও বলরাম সহিত।

অক্ষয় বট—শ্রীক্ষেত্রে এক অতি পুরাতন বট বৃক্ষ আছে, তাহা পাপনাশন অক্ষয় বট বা কল্পবট নামে অভিহিত।

"কল্পবট আছে এক সেই গিরিমাঝে ।
চারিদিকে এক এক ক্রোশ সেই সাজে ॥
তাহার পত্রের ছায়া লাগে যার গায় ।
ব্রহ্ম হত্যা পাপ তার দূরেতে পলায় ॥"

খাইয়া…মুছিব হাত—অন্ন প্রসাদ খাইয়া মাথায় হাত মুছিব। জগন্নাথের প্রসাদ খাইলে হাত না ধুইয়া মাথায় মুছিতে হয়। প্রসাদ সকড়ি নয়, প্রসাদস্পৃষ্ট হাত ধুইতে গেলে প্রসাদের অপমান হয়, তাই সন্মান পূর্ব্বক উহা মাথায় মুছিতে হয়।

ভবসিন্ধু—ভব সমুদ্র।

বিন্দু—জলকণা।

ভবসিন্ধু ..সিন্ধুজলে—জগন্নাথপুরী সমুদ্রকূলে প্রতিষ্ঠিত। ভক্তগণ এস্থলে পরমানন্দে বলিতেছেন,—জগন্নাথ দর্শনান্তর দুস্তর ভবসিন্ধু জলকণার ন্যায় পার হইলাম মনে করিয়া সেই সমুদ্রজলে সাঁতার খেলিব।

কৈবল্য—মুক্তি। এ জগৎ চরাচরই ব্রহ্ম, জগতে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, কেবল একমাত্র পরব্রহ্মই আছেন, এইভাবে তাঁহার সহিত লীন হওয়ার নামই কৈবল্য ?

দক্ষিণের পথ - দক্ষিণদিকে যাইবার রাস্তা।

ইন্দ্র সঙ্গে...অবতার—এস্থলে মানসিংহ ইন্দ্রের সহিত ও ভবানন্দ মজুন্দার কুবের অবতারের সহিত উপমিত হইয়াছেন।

এড়ায়—অতিক্রম করিল।

মঙ্গলকোট—বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গ্রামবিশেষ।

উজানি—বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত স্বনাম প্রসিদ্ধ নগর। এই নগরে ধনপতি সদাগরের ঔরসে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত সদাগর জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবতীর কৃপায় ধনৈশ্বর্য্য ও সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডী গ্রন্থে এই সকল কথার সবিস্তার বর্ণনা আছে।

খুল্লনা—রত্নমালা নাম্নী ইন্দ্রের অপ্সরী একদিন দেবী পার্ব্বতীর সমক্ষে নৃত্য করিতেছিলেন। নৃত্য করিতে করিতে অনঙ্গের সম্মোহন বাণে তাঁহার অঙ্গ অবশ হইলে হঠাৎ নৃত্যের তাল ভঙ্গ হইয়া গেল;—

"তালভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী।
যৌবন গরবে নাচ হয়ে অভিমানী॥
সুধর্ম্ম সভায় নাচ হয়ে খলমতি।
মানব হইয়া জন্মে চল বসুমতী॥"

অভিশপ্তা হইয়া রত্নমালা সাশ্রুনয়নে দেবীর চরণে শরণাপন্না হইলেন।

তখন—

"আশ্বাস করিয়া তারে বলেন পার্ব্বতী।
মোর আশীর্ব্বাদে তুমি হবে পুত্রবতী॥
হবেক তোমার মাতা নাম রম্ভাবতী।
ইছানি নগরে ঘর পিতা লক্ষপতি॥
উজানি নগরে বর নাম ধনপতি।
শিব পদ অরবিন্দে দৃঢ় তার মতি॥

প্রথম বনিতা তার আছয়ে লহনা।
দোয়জ বনিতা তার হবে সুলক্ষণা ॥
এতেক বলিল তারে সরব মঙ্গলা।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হল রত্নমালা ॥"

কবিকঙ্কণের চণ্ডী।

এই শাপভ্রষ্টা খুল্লনার গর্ভেই শ্রীমন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্তের পিতা ধনপতি সদাগর সিংহলে বাণিজ্য করিতে গিয়া সমুদ্রপথে কালীদহে "কমলেকামিনী" দর্শন করিয়াছিলেন। সে কথা সকলেরই সুবিদিত। সুতরাং বাহুল্য বর্ণনের প্রয়োজন নাই। সিংহলেশ্বর ধনপতির কমলেকামিনী দর্শনের কথায় অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক বোধে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীমন্ত তখন মাতৃগর্ভে। জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীমন্ত বালক বয়সেই সিংহলে গিয়া দেবীর কৃপায় পিতাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। সিংহলেশ্বরের সহিত শ্রীমন্তের যুদ্ধকালে স্বয়ং ভগবতী সহায় হইয়াছিলেন। বালকের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাহাকে অভয়দান করিয়াছিলেন। এই সদাগরবংশ বণিক জাতীয়। অদ্যাপি বাঙ্গালার গন্ধবণিকেরা দুর্গোৎসব সময়ে দেবানুগৃহীত এই পূর্ব্ব পুরুষের পূজা করিয়া থাকেন। গন্ধবণিকের গৃহে প্রায়ই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় না। তৎপরিবর্ত্তে, দ্বিভুজধারিণী দেবী অভয়ারূপে বাম হস্তে বালক শ্রীমন্তের হস্ত ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে অভয় দান করিতেছেন, এইরূপ প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়া দুর্গোৎসব সময়ে বণিক গৃহে

পূজিতা হন। শ্রীমন্ত দেবীর পরম ভক্ত ও দেবানুগৃহীত, এজন্য তাঁহাকে এস্থলে 'সাধু শ্রীমন্ত' বলা হইয়াছে।

সরাই—আড্ডা। পান্থশালা। পথে যাত্রীদের বিশ্রাম করিবার স্থান।

সরাই···বর্দ্ধমান—এক সরাই হইতে অন্য সরাইয়ে ক্রমশঃ উপনীত ও অবস্থিত হইয়া, বর্দ্ধমান নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

চম্পানগর—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ইহাকে চম্পকনগর বা চাপাইনগরও বলে। চাঁদসদাগর নামে এক ধনশালী বণিক এই থানে বাস করিত। মনসা দেবীর সহিত তাহার বাদ ছিল। মনসা একে একে তাহার ছয় পুত্রকে সর্পাঘাতে বিনষ্ট করিয়াছিলেন; এবং সময়ে সময়ে তাহার বাণিজ্যের ধন নষ্ট করিয়া অনেক কষ্ট দিতেন। একবার সাতডিঙ্গা ধন ঝড় বাদল সৃষ্টি করিয়া ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। তথাপি চাঁদবেণে তাঁহাকে মানিল না; "চেঙ্গমুড়ী কাণী" বলিয়া মনসাকে উপহাস ও তাচ্ছিল্য করিত। পরিশেষে চাঁদের ভার্য্যা সনকার গর্ভে নখিন্দর নামে সপ্তম পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। নিছাইনগরের সায় অধিকারীর কন্যা বেহুলার সহিত নখিন্দরের বিবাহ হইল। বেহুলা মনসার ব্রতদাসী, শাপভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নখিন্দরের জন্মকালে তাঁহার ললাটে বিধিলিপি এই ছিল যে বিবাহের রাত্রে বাসরে সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে। ছয়মাস পরে স্ত্রীর সহায়তায় পুনর্জীবন লাভ করিবে। নখিন্দরের পিতা • বিশ্বকর্ম্মার

দ্বারা লোহার বাসরঘর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। দ্বার ও গবাক্ষের কবাট সমস্ত লৌহনির্ম্মিত। তাহাতে বায়ু প্রবেশের পর্য্যন্ত পথ ছিল না। কিন্তু মনসার অনুরোধে বিশ্বকর্ম্মা সেই লৌহপ্রাচীরে সূত্রসঞ্চারোপযোগী এক অতি সূক্ষ্মপথ রাখিয়াছিলেন। সেই পথে কালসর্প প্রবেশ করিয়া বিবাহবাসরে নখিন্দরকে দংশন করিয়া মারিল। বেহুলা মৃত পতিকে কলার মান্দাসে আরোহণ করাইয়া ছয়মাস কাল জলপথে পরিভ্রমণান্তর পরিশেষে অনেক কষ্টে মনসার কৃপালাভ করিলেন। মনসার আশীর্ব্বাদে তাঁহার পতি নখিন্দর ও তদীয় আর ছয় ভ্রাতা পুনর্জীবন লাভ করিল। জলনিমজ্জিত চাঁদ সদাগরের সাত ডিঙ্গা ধনও পুনর্ব্বার পাওয়া গেল। চাঁদ বেণে মনসার কৃপায় সাত পুত্র ও ধনরত্ন লাভ করিয়া পরমানন্দে মনসার পূজা দিলেন। তদবধি তিনি একজন মনসার পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন। বেহুলা ও নখিন্দর, তৎপরে শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিল। এই সকল কথা শ্লোকচ্ছন্দে কথিত হইয়া থাকে, এবং মনসার ভাসান নামক গ্রন্থে ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আছে। বেহুলা গ্রাম্য দেবতা বলিয়া অনেক স্থলে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

জানুমানু—চম্পানগরে এই নামে আর দুইজন মনসার ভক্ত ছিল।

মনসা—অপরা প্রকৃতির অংশসম্ভূতা মায়া কন্যা। ইনি নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী, আস্তিক মুনির মাতা ও জরৎকারু মুনির পত্নী। ইঁহারও নামান্তর জরৎকারু।

"আস্তিকস্য মুনের্ম্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারু মনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তুতে॥"

আমিলা…মোগলমারী উচালন—জাহানাবাদ হইতে মেদিনীপুরের দিকে অর্থাৎ ঠিক দক্ষিণাভিমুখে যাইতে এই তিনটী স্থান পার হইতে হয়। আগে আমিলা, (এই স্থানে আমিলা সায়ের নামে একটী বড় পুকুর আছে) তারপর মোগলমারী; তারপর উচালন। উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে আসিতে সুতরাং আগে উচালন, তারপর মোগলমারী, তারপর আমিলা পাওয়া যায়। ময়নাগড়ের রাজপুত্র লাউসেন ও কর্পূর দুজনে মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে দক্ষিণাভিমুখে গৌড় আসিতেছিলেন। ঘনরামে পথবর্ণনা আছে—

"অবিলম্বে মোকামে মোকামে যুবরাজ।
লঘুগতি প্রবেশ করিল জানাবাজ॥
দ্বারিকেশ্বর পার হয়ে পীরের চরণে।
সেলাম করিয়া প্রবেশিল উচালনে॥
রাখিয়া মোগলমারি পশ্চাতে অমিলা।
সৈয়াদ মোকামে আসিলেন উত্তরিলা॥"

এস্থলে ভারতচন্দ্রের নায়ক উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে, অর্থাৎ মেদিনীপুর হইয়া উড়িষ্যা যাইতেছিলেন, সুতরাং আগে আমিলা, তারপর মোগলমারি, তারপর উচালন যাইতে হইয়াছিল। ভারতের বর্ণনাও ঠিক তাই।

মল্লভূমি…কর্ণগড়—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কর্ণগড় নামক গ্রামে মল্লবিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। উহা মল্লগণের একটী প্রধান আড্ডা।

নেড়া দেউল—বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে মেদিনীপুর যাইবার পথে একটা মন্দির আছে তাহার নাম নেড়া দেউল। উহা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই নেড়া দেউল পার হইয়া মেদিনীপুরের সীমানায় পড়িতে হয়। যে কালের কথা হইতেছে তখন, মেদিনীপুর বাঙ্গালা প্রদেশভুক্ত, উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল না। তাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে—

"বাঙ্গালার সীমা নেড়া দেউল দেখিয়া।"

এড়ায়···মোকাম—নারায়ণগড়ে মেদিনীপুরের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক দাতন, জলেশ্বর, রাজঘাটাবস্তা এ সকল স্থান একে একে অবস্থিতি করিয়া মহানদী পার হইয়া তারপর কটকে মোকাম অর্থাৎ আড্ডা হইল।

ডাহিনে···সত্বর—কটক হইতে জগন্নাথপুরী যাইবার পথে দক্ষিণদিকে ভুবনেশ্বর ও বামদিকে বালেশ্বর পড়িয়া থাকে। তারপর বালিহন্ত্য পার হইতে হয়। ভুবনেশ্বরে প্রসিদ্ধ দেবতা ও তাঁহার অপূর্ব্ব মন্দির আছে।

আঠারনালা—শ্রীক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে আগে আঠারটি জল-প্রণালী ছিল। এখনও ৪।৫টি আছে। সেভোরা যাত্রীগণকে ঐ কয়েকটী দেখাইয়া বলে, আঠরনালা পার করিলাম।

বিমলা—শ্রীক্ষেত্রে বিমলা নামে কেবল এই একমাত্র দেবী মূর্ত্তি আছেন। জগন্নাথ দেবের ভোগের পর সেই প্রসাদে ইহাঁর সেবা হয়।

বিমললোচন হইলা—চক্ষু নির্ম্মল অর্থাৎ পবিত্র করিলেন।

ক্ষেত্রের মহিমা—শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কথা।

বিশেষ করিয়া—বিস্তারিত রূপে।

অপার—অনেক; যাহা বলিয়া ফুরায় না। তাই ভারতচন্দ্র পর অধ্যায়ে সংক্ষেপে "জগন্নাথপুরীর বিবরণ" লিখিয়াছেন।

ভবানন্দের ভবন হইতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র যে পথে যাইতে হয়, "দেশ বিদেশ বর্ণন" পরিচ্ছেদে ভারতচন্দ্র তাহার সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। কাটোয়া, বর্দ্ধমান, জাহানাবাদ, মেদিনীপুর, কটক প্রভৃতি যে যে অঞ্চল পর পর পার হইয়া যাইতে হয়, ও যে যে স্থান কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত আছে। ইতিহাস ও ভূগোলতত্ত্বের সহিত এই বিবরণের কোথাও অনৈক্য নাই। পথে যেখানে যে প্রসিদ্ধ নদী পার হইতে হয়, কবি তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। অগ্রদ্বীপে গঙ্গা, বর্দ্ধমানের দক্ষিণে দামোদর, ও কটকের নিকট মহানদী, এ তিনটির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। আবার ইহারই মধ্যে, তাৎকালিক প্রদেশবিভাগের স্পষ্ট পরিচয়ও আছে। বাঙ্গালার সীমানা কোন পর্য্যন্ত, কোথায় মেদিনীপুরের সীমা অতিক্রম করিতে হয়, কোন্ খানে গিয়া কটকের সীমায় পড়িতে হয়, এ সমস্ত পরিচয় এই বিবরণ পাঠে স্পষ্টই পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র বৃথা হুজুগে বা Humbug ছিলেন না।

জগন্নাথপুরীর বিবরণ।

১৭—১৯ পৃঃ

সুদর্শন। বিষ্ণুর চক্রাস্ত্র।

জয় জয় জগন্নাথ…ধন্য নীলাচল তপোবন—

"নীলাদ্রেঃ শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্নসিংহাসনস্থং।
নানালঙ্কারযুক্তং নবঘনরুচিরং সংযুতং সাগ্রজেন॥
ভদ্রায়া বামপার্শ্বে রথচরণযুগং ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দ্যং।
বেদানাং সারমীশং নিজজনসহিতং দারুব্রহ্মং স্মরামি॥"

"জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
শ্রীরাম সুভদ্রা আর সুদর্শন সাথ॥"

উৎকল খণ্ড

খেদ—দুঃখ।

কৃষ্ণ দেখিবার খেদ—কৃষ্ণের অদর্শন জনিত দুঃখ।

ভেদ—ভিতরের রহস্য; সন্ধান।

স্বপনে…এই স্থান—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে জানিলেন যে নীলাচল তপোবনে নীলমাধব অক্ষয়বট মূলে অবস্থিতি করিতেছেন।

রোহিণী কুণ্ড—শ্রীক্ষেত্রে এই নামে একটি কুণ্ড আছে। কল্পবটের পশ্চিম দিকে উহা অবস্থিত।

"তাহার পশ্চিমে কুণ্ড রোহিনী নামেতে।
সেই কুণ্ড পূর্ণ আছে কারণ বারিতে॥
পরশিলে তার জল মুক্তি পদ পায়।
কুণ্ডের মহিমা কত কহনে না যায়॥

তার পূর্ব্বতটে আছে প্রভু ভগবান।
ইন্দ্রনীলমণি নীলমাধব আখ্যান॥
কুণ্ডে স্নান করি যেই দরশন করে।
ততক্ষণে মুক্তি পায় নাহিক বিচারে॥"

জগন্নাথ মঙ্গল।

কাক…নারায়ণ—সেই রোহিনী কুণ্ডের এমনি মহিমা যে একটা কাক একবার তাহাতে পড়িয়া গিয়া বিষ্ণুর স্বারূপ্য রূপ মুক্তি পাইয়াছিল।

"সেইত সময় এক কাক আচম্বিতে।
উড়িয়া পড়িল আসি রোহিনী কুণ্ডেতে॥
কারণাম্বু স্পর্শে সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈল।
বিষ্ণুর স্বারূপ্য দেহ ধারণ করিল॥"

বৈতরণী জলতরি—বৈতরণী নদীর জল পার হইয়া।

দেখে…আরম্ভিল—ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরোহিত যেখানে জগন্নাথ দেবকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবগণও তথায় গিয়া দেখিয়া ছিলেন স্বয়ং বিষ্ণু কমলার সহিত কল্প-বটমূলে বসতি করিতেছেন। কিন্তু দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, বন জঙ্গল কাটিয়া, নদী পার হইয়া বহুকষ্টে গিয়া ইন্দ্র-দ্যুম্ন দেখিলেন, সে সব কিছুই নাই, সে পুরী সমুদ্রসৈকতে ডুবিয়া গিয়াছে। তখন রাজা নারায়ণের দর্শনাশায় শত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

স্বপ্ন…পাথরের এই—গোবিন্দ শাপ দিলেন পূর্ব্বে যে পুরী ছিল, তাহা আর দেখিতে পাইবে না, নূতন পুরী নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহাতে আমি দারুরূপে আবির্ভূত হইব।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহা শুনিয়া স্বর্ণময় পুরী নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা রহিল না, ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে নষ্ট হইয়া গেল। ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসরে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত হয়। তাহার পর রাজা রৌপ্যময় পুরী নির্ম্মাণ করিলেন, তাহাও গেল, তাম্রময় করিলেন—সেও গেল, অবশেষে প্রস্তরময় পুরী প্রস্তুত হইল, তাহাই রহিল। অদ্যাপি ঐ পাথরের মন্দির আছে, শিল্প কৌশলে উহা অদ্বিতীয়।

গোদানে···হ্রদ—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বমেধ যজ্ঞকালে এত গরু দান করিয়াছিলেন যে সেই সব গাভীর খুরাগ্রে মাটি উঠিয়া যজ্ঞস্থলে এক মহা গর্ত্ত হইয়া গেল, আর গো-দান করিবার সময় ঐ গর্ত্ত দানজলে পরিপূর্ণ হইয়া উহা ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ নামে অভিহিত ও পুণ্য সরোবর বলিয়া প্রথিত হইল।

"অশ্বমেধ পূর্ণ হেতু রবির তনয়।
কোটি গাভী দান দিলা আনন্দ হৃদয়॥
সুবর্ণ মুকুতা ভূষা করি গাভিগণ।
বহু দক্ষিণায় দান দিলেন রাজন॥
সেই গাভী ক্ষুরাগ্রেতে যে গর্ত্ত করিল।
দানজলে পূরি মহাতীর্থ সে হইল॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হইল তার নাম॥
সাড়ে তিন কোটি তীর্থ যাতে অধিষ্ঠান॥
সেই সরোবরে স্নান করয়ে যে জন।
বিধিমতে পিতৃদেবে করয়ে তর্পণ॥
হয়মেধ সহস্রেক ফল সেই পায়।
পিতৃগণে পিণ্ডদান যে করে তাহায়॥

সেই ভাগ্যবান কোটি কুল উদ্ধারিয়া।
ব্রহ্মলোকে করে বাস আনন্দ পাইয়া॥
গঙ্গার সমান হয় এই তীর্থবর।
ত্রিভুবনে তীর্থ নাই ইহা সম সর॥”

শ্বেতগঙ্গা···না হয় আপদ—জগন্নাথপুরে শ্বেতগঙ্গা বা মার্কণ্ডেয় সরোবর নামে আর এক মহাতীর্থ আছে। মহামুনি মার্কণ্ডেয় এক দিন প্রলয়জলে ভাসিতে ভাসিতে নীলাচলে আসিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। নারায়ণ তাঁহাকে অভয় দিয়া, সদ্গতি প্রদান করিলেন, এবং সেই স্থানে চক্রাঘাতে একটি তীর্থ সরোবর প্রস্তুত করিলেন; তাহার নাম মার্কণ্ডেয় সরোবর। তাহাতে স্নান করিলে জীব মুক্তিপদ পায়, আর পুনর্জ্জন্মের আপদ ভোগ করিতে হয় না।

“মার্কণ্ডেয় মহামুনি প্রলয়ের জলে।
ভাসিয়া ভাসিয়া এল এই নীলাচলে॥
প্রলয়ে সকল নষ্ট, আছে এই স্থান।
দেখিয়া হইল তার অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান॥
মনে মনে চিন্তা তবে লাগিলা করিতে।
হেনকালে ভগবানে দেখে আচম্বিতে॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী নারায়ণ।
প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ প্রসন্ন বদন॥
নিবেদন কৈলা মুনি করিয়া মিনতি।
এই ক্ষেত্রে বাস মোরে দেহ জগপতি।

শুনিয়া করুণা করি কহে ভগবান।
প্রলয়ের অন্তে নিরমিব তব স্থান॥
মৃত্যুঞ্জয় আরাধিয়া মৃত্যুজয়ী হবে।
আমার করুণা মুনি তবে সে জানিবে।
এইরূপে বর দিয়া প্রভু ভগবান।
প্রলয়ের অন্তে তীর্থ করিলা নির্ম্মাণ
অক্ষয় বটের বায় পেলে চক্রাঘাতে।
মার্কণ্ডেয় সরোবর কৈল জগন্নাথে॥
তার তীরে মুনি মহাদেব আরাধিল।
জগন্নাথ প্রসাদেতে মরণে জিনিল॥

হরি…দেখা দিল—স্বয়ং শ্রীহরি চারিশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রের জলে ভাসিয়া দেখা দিলেন। সেই চারি শাখায় বিশ্বকর্ম্মা, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন এই চারি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন।

দারুব্রহ্ম—কাষ্ঠনির্ম্মিত ঈশ্বর মূর্ত্তি।

সর্ব্বাদৃত—সর্ব্বাংশে আদৃত।

বিষ্ণুপঞ্জর—বিষ্ণুর পঞ্জরাস্থি। রামাবতারে নারায়ণ অঙ্গদকে বর দিয়াছিলেন, তোমার পিতা নিরপরাধে যেমন আমার হস্তে হত হইয়াছেন তেমনি আমিও কৃষ্ণাবতারে ব্যাধহস্তে প্রাণত্যাগ করিব। দ্বাপরে কৃষ্ণরূপী ভগবান লীলা সাঙ্গ করিয়া একদিন বনমধ্যে পদদ্বয় বিলম্বিত করিয়া বসিয়াছিলেন। ব্যাধরূপী অঙ্গদ সেই লোহিত চরণপদ্মযুগলকে প্রফুল্ল স্থলকমলদ্বয় জ্ঞান করিয়া তাহাতে

শরাঘাত করিবা মাত্র দেহত্যাগ করিলেন। ভগবানের সেই দেহাস্থি নষ্ট হয় নাই, রক্ষিত হইয়াছিল। উহা-রই নাম বিষ্ণুপঞ্জর। কথিত আছে, ঐ বিষ্ণুপঞ্জরই শ্রীক্ষেত্রে বৃক্ষরূপে সাগরজলে ভাসিয়া আসিয়াছিল। সেই উপ-করণেই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, ও সুদর্শনচক্র, বিশ্বকর্ম্মা এই চারি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন

ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত সম্পান্ন—অর্থাৎ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরী ও দেবমূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মাণ করাইয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালে উৎসব হইয়াছিল। এখনকার কোন সৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠা কার্য্যে হইলে যেমন অনেক স্থলেই রাজপ্রতিনিধি বা গবর্ণর ও অন্য কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী আসিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তেমনি এই দেবপ্রতিষ্ঠার সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ ও নারদাদি মুনিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা জগৎপ্রতিষ্ঠাতা জগন্নাথ দেবকে প্রতিষ্ঠা করিবার সময় বলিলেন—

"অশেষ জগদাধার সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত।
সুপ্রতিষ্ঠাখিলব্যাপি প্রাসাদে স্থাস্থিরোভব॥
ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতে নাথ বয়ং সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তবাজ্ঞয়া প্রতিষ্ঠেয়ং পূর্ণাচ তৎ প্রসাদতঃ॥"

লক্ষ্মী রাঁধি…তাহা—কমলা রন্ধন করেন, জগন্নাথ সেই অন্ন খান।

"আপনি করয়ে লক্ষ্মী পাকের বিধান।
সাক্ষাৎ ভোজন করে তাথ ভগবান॥

পরামৃত সে প্রসাদ নাহি সম যার।
মস্তকে ধরিলে সর্ব পাপের সংহার॥"

ব্রহ্মরূপ সেই এই অন্ন—অন্নই ব্রহ্ম, উপনিষদে একথার যথেষ্ট প্রমাণ আছে,—

"অন্নং ব্রহ্মেতি—অন্নাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
অন্নেন বা জাতানি জীবন্তি,
অন্নং প্রয়ান্ত্যভিসম্বিশন্তি।
তৈত্তিরীয় উপনিষৎ

অন্যত্র— অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতঃ তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে"।

আচার···তায়—শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের প্রসাদ খাইয়া মাথায় হাত বুলাও, তাহাতে আচারের ত্রুটি হয় না। আচারের নিয়ম সেখানে মানিতে হয় না।

শমন···দায়—যমের কাছে তাহার দায়িত্ব নাই।

শুষ্ক—শুক্‌নো।

পর্য্যুষিত—বাসি।

দূরদেশে···মুক্তি হয়—জগন্নাথদেবের প্রসাদীকৃত এই অন্ন অমৃতময়। বাসি হউক বা শুকাইয়া যাক্, কিম্বা কুক্কুরের মু— হইতে পড়ুক অর্থাৎ কুক্কুরের ভুক্ত উচ্ছিষ্ট হইলেও, যতদূরে যেখানে লইয়া যাও, ইহাতে ভক্তি করিলেই মুক্তি হয়

"বিড়াল কুক্কুর কিম্বা কাকমুখ হৈতে
পড়ে যদি প্রসাদ পাইবে এ লোকেতে॥

স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করি দেবগণ।
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে করয়ে ভ্রমণ॥"

উৎকলখণ্ডেতে সুবিদিত—উৎকলখণ্ড গ্রন্থে শ্রীক্ষেত্রের এই সকল মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি।

১৯—২০ পৃঃ

নীলাচলে···দণ্ডবৎ—নীলাচলকে প্রণাম করিয়া।

চড়য়া পর্ব্বত—ঘাটগিরি; ইহা Eastern Ghat হইবে।

মানসিংহ ও ভবানন্দ এইবার শ্রীক্ষেত্র হইতে দক্ষিণাভিমুখে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অন্তরীপ কুমারিকা সেতুবন্ধ তীর্থ দর্শন করিতে যাইতেছেন। তথা হইতে এদিক্ দিয়া কাঞ্চী, দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া তার পর দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। কবিবর এই উপলক্ষে নায়ক দ্বয়কে দ্বিভুজ-বিশিষ্ট ভারতের প্রায় সমগ্র দুই ভুজে ঘুরাইয়া লইয়াছেন। আপনিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া, সংক্ষেপে প্রধান প্রধান নদ নদী, পর্ব্বত, ও স্থান বিশেষের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আভাসে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণা—দাক্ষিণাত্যবাহিনী স্বনামখ্যাতা নদী।

কাঞ্চী— কাঞ্চীদেশ বা কাঞ্চিপুরম, ইংরেজীতে কাঞ্জিভারাম বলে।

মারহট্টা—মহারাষ্ট্র দেশ।

বরগী—মহারাষ্ট্র বা মারহাট্টা জাতি।

কালকেতু—ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর মহাদেবের শাপে ধর্ম্মকেতু নামক এক ব্যাধের পুত্র হইয়া মনুষ্যরূপে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কালকেতু। কালকেতু, যৌবনবয়সে ধনুঃশর লইয়া গুজরাটের বনে বনে পশু বধ করিয়া বেড়াইতেন। ভগবতী দুর্গা পশুগণের, বিশেষতঃ তাঁহার বাহন পশুরাজের বংশধরগণের ক্রন্দনে কৃপাবতী হইয়া একদিন মায়ামৃগীরূপে কালকেতুকে ছলনা করিলেন। অবশেষে গোধিকারূপে তাহার হাতে ধরা পড়িয়া তাহার বাটীতে গেলেন। সেখানে গোধিকারূপ পরিত্যাগ করিয়া ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর রূপ ধারণ করিলেন। কালকেতু সেই ষোড়শীকে স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে বার বার অনুরোধ করিলেন। রমণী শুনিলেন না দেখিয়া, কালকেতু তাঁহার প্রতি শরসন্ধান করিলেন। কিন্তু ধনুকের বাণ ধনুকেই রহিয়া গেল, কিছুতেই কোদণ্ডচ্যুত হইল না। তখন—

" সমন্বিত ধনুঃশর দেখি মহাবীরে।
করুণা করিয়া মাতা বলে ধীরে ধীরে॥
আইলাম পার্ব্বতী তোমারে দিতে বর।
লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃশর॥
মাণিক অঙ্গুরী লহ সাত রাজার ধন।
ভাঙ্গিয়া বসাহ পুত্র গুজরাট বন॥
বসা সবে দিয়া কড়ি গরু আর ধান।
পালিহ সকল প্রজা পুত্রের সমান॥

পূজিহ মঙ্গলবারে দিয়া প্রব্যজাত ।
গুজরাট নগরে কাল্ তুমি হবে নাথ ॥”

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

প্রতাপআদিত্য…তাহারে—রাজা প্রতাপআদিত্য পিঞ্জরের ভিতর খাইতে না পাইয়া মরিলেন। মানসিংহ তাঁহার মৃতদেহ সম্রাটকে দেখাইবার জন্য ঘিয়ে ভাজিয়া লইলেন।

প্রতিষ্ঠা—সম্মান।

প্রতাপআদিত্যে…যমুনা—সম্রাটের আজ্ঞামত প্রতাপআদিত্যের মৃতদেহ যমুনার জলে বিসর্জ্জিত হইল।

ইনাম—(পারস্য শব্দ) পুরস্কার।

মানসিংহ…হিন্দুস্থানী—মানসিংহ ও সম্রাটে যে কথোপকথন হইল, তাহা উচিত অর্থাৎ দস্তুর মত আরবী, পার্সী ও হিন্দুস্থানী ভাষাতেই হইয়াছিল।

পড়িয়াছি…পারি—গ্রন্থকার ভারতচন্দ্র আরবী আদি ভাষা পড়িয়াছিলেন, এখানে নিজে স্বীকার করিতেছেন, এবং সে পরিচয় তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। কবিবর বলিতেছেন সে ভাষা পড়িয়াছি, সেই ভাষাতেই উভয়ের কথোপকথন বর্ণন করিতে পারি।

কিন্তু…বুঝিবারে ভারি—কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সে সকল কথা বুঝা ভারী অর্থাৎ কঠিন।

না রবে…রসাল—আরবী ভাষায় বলিতে গেলে লোকেও বুঝিবে না, অথচ বর্ণনাও প্রসাদগুণবিশিষ্ট হইবে না, ভাষা

সরস অথচ সরল হইবে, এ বিষয়ে কবিবরের আগাগোড়া লক্ষ্য আছে। তাই এ স্থলে আরবী ভাষায় বর্ণনা করিলেন না।

প্রসাদগুণ—যে স্থলে পাঠমাত্রই অর্থ বোধ হয়, অথচ বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে চিত্তে স্থায়ী ভাব অঙ্কিত হয়, সেই স্থলের ভাষাকেই প্রসাদগুণবিশিষ্ট বলে। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে এই প্রসাদগুণ প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়।

অতএব…মিশাল—অতএব, ছাঁকা আরবী বা উর্দ্দু না বলিয়া, বাঙ্গালার সহিত কিছু কিছু যাবনিক ভাষা মিশ্রিত করিয়া বলি। এই "যাবনী মিশাল" বাঙ্গালা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের অনেক স্থানেই আছে। তাহার কারণ, ভারতচন্দ্র যাবনিক ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন, আর যাবনিক ভাষা তখনকার রাজভাষা। যাবনিক মিশ্রিত হউক, কিন্তু তথাপি তাঁহার ভাষার প্রসাদ গুণ কোথাও নষ্ট হয় নাই, সে দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

প্রাচীন…কাব্য—প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন যে ভাষা যাই হউক, রস লইয়াই কাব্য, অর্থাৎ কাব্যের প্রধান অঙ্গ রস। "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং"—ইতি সাহিত্য দর্পণ।

ভারতচন্দ্রের এ নজীর দিবার প্রয়োজন নাই। কাব্যের ভাষা ও রস এ দুয়েই তাঁহার সমান দৃষ্টি। ভাষায় তিনি রাজা। যে সময়ে তিনি বাঙ্গালায় কাব্য লিখিয়াছিলেন, তখনকার বাঙ্গালা যে এত আগাগোড়া মধুময়

হইয়াছে, ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভাশক্তি তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

শুন সভাজন—সভাস্থ সকলে শুন। এই কাব্য তখন গীত হইত। মুদ্রাযন্ত্র তখন ছিল না—গ্রন্থ ছাপা হইত না, হাতে লিখিয়া রাজসভায় বা বিশিষ্ট সভায় মুখে প্রচার হইত, সুতরাং শ্রোতৃবৃন্দকে শুন বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এখনকার গ্রন্থ পাঠার্থ রচিত হয়, তাই গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, বা আবশ্যক হইলে, মধ্যে মধ্যে "পাঠক" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

পাতশাহের নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন।

২১—২২ পৃঃ

জাঁহাপনা—রাজাধিরাজ। জাঁহা এই পারস্য শব্দের অর্থ পৃথিবী। জাঁহাপনা—যিনি পৃথিবী পালন করেন, বা পৃথিবীপতি। জাহাঙ্গীর শব্দের অর্থও তাই। যে সম্রাটের সহিত মানসিংহের কথোপকথন হইতেছে তাঁহার উপাধি জাহাঙ্গীর। আকবর পুত্র সেলিম সা ঐ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর নামেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত।

সেলামত—সেলাম করি। সেলাম শব্দের অর্থ জয় হউক প্রায় সকল দেশেরই রাজসম্ভাষণ এইরূপ জয়সূচক বাক্য। হিন্দু নরপতিকে সেলাম করিবার বিধি—"জয়তি মহারাজঃ"—ইউরোপীয়দেরও প্রায় তাই।

কুদরতে—মাহাত্ম্য। (পারস্ত কথা)

রামজীর কুদরতে—শ্রীরামচন্দ্রের মহিমায়। সূর্য্যবংশীয় রজঃপূত জাতি প্রায় সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক।

কেরামৎ—বল বিক্রম, প্রভাব।

মহিম—যুদ্ধ।

ফতে—জয়।

শাহান সাহা—রাজার রাজা; রাজরাজেশ্বর।

হুকুম শাহন সাহী—বাদশাহী হুকুম।

আর কিছু নাহি চাহি—মহারাজের হুকুম হইলেই হইল, তা ছাড়া আর কিছু চাই না। কেবল হুকুম পাইলেই অধীন সব করিতে পারে।

জের—গত; বিনষ্ট। এই পারস্য জের শব্দ বাঙ্গালা হিসাবের খাতায় চলিত। জের খরচ অর্থে যে খরচ হইয়া গিয়াছে, অতীত খরচ।

নিমকহারাম—অকৃতজ্ঞ; যে অধীনে থাকিয়া প্রভুর মন্দ বা বিদ্রোহাচরণ করে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরেও এই কথাটির প্রয়োগ আছে। মহারাজা বীরসিংহ, বিদ্যার গর্ভ সঞ্চারবার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া, কন্যার পুরুষ সঙ্গ বিষয়ে সহররক্ষক কোটাল বিদিত বা লিপ্ত আছে, এই সন্দেহে তাহাকে শাসন করিতেছেন—

"নিমক হারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা.
দেখিবে করিব যেই হাল।"

গোলাম—অধীন, কিঙ্কর, চাকর।

গোলামী কৈল—ভৃত্যের কর্ত্তব্য পালন করিল।

গালিম—শত্রু।

সাহেব—মহাশয়। সাহেব ও বিবি এই দুইটি সম্মানবাচক পদই মুসলমান ভাষায় প্রচলিত। এখন বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। যবন রাজত্বকাল হইতে আমরা মুসলমান ভদ্র-লোককে সাহেব ও ভদ্র রমণীকে বিবি এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি। এখন উহা ইংরেজের প্রতিও ব্যব-হার করি।

তুষি—তুষ্ট করিয়া।

ইনাম—পুরস্কার ; বখ্‌শিস্‌।

গোলাম…নাম—অধীন এমন পুরস্কার চায়, যাহাতে অধী-নের নাম থাকিবে, অর্থাৎ চিরস্মরণীয় হইবে।

ঠেকেছিনু বড় দায়—বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম।

অবশেষে যাহা রৈল—বাদল বন্যায় ভাসিয়া মরিয়া অব-শিষ্ট যাহারা বাঁচিয়া রহিল।

কামাল—মঙ্গল।

অন্নপূর্ণা নামে…ইহার—অন্নপূর্ণা নামে যে দেবী ইহাঁর গৃহে অধিষ্ঠিত, তাঁহার চরণ সেবা করিয়াই এই ব্যক্তির যত বল বিক্রম এবং শুভ কাজ সিদ্ধ হয়।

কবুল—অঙ্গীকার।

গোলাম...পায়—অকাল প্রতিশ্রুতির দায় হইতে রক্ষা পায়।

রাজাই—রাজত্ব।

দোয়া দিয়া—আশীর্ব্বাদ করিয়া।

ফরমান—রাজ্যের সনন্দ; হুকুমনামা।

ফরমাহ—হুকুম দিন।

হজরতে—প্রভুর সহিত।

বজা আনে খেদমতে—(এই বাক্যের সমস্ত পদগুলিই পারস্য শব্দ। বজা অর্থে ঠিক; আনে বা ইয়ানে অর্থে সহিত with; খেদমৎ শব্দের অর্থ প্রভুর কর্ম্ম service) অর্থাৎ ঠিক কাজ করিয়া, গোলাম হজরতের সহিত আসিয়া দেখা করিল, গোলামের এ বড় খোসনাম।

ক্রোধ হইল পাতশায়—হিন্দুর দেবতার মহিমার কথা শুনিয়া মুসলমান সম্রাটের ক্রোধ হইল।

পাতশাহের দেবতানিন্দা।

২২—২৫ পৃঃ

ফের—রহস্য।

সুঝে—সম্‌ঝিয়া।

এ ফের...যেবা—তাঁহাকে, অর্থাৎ সেই পরম পুরুষকে যে তা স্বরূপ না বুঝিয়াছে, সে ভিন্ন এ রহস্য আর কে বুঝিবে?

নিরঞ্জন—অঞ্জন রহিত ; নির্ম্মল।

নিত্য—অনন্তকাল বর্ত্তমান ; আবলম্বয়।

সনাতন—নিত্য ; চিরস্থায়ী।

মিথ্যা…দেবা—দেব দেবী সব মিথ্যা। পাঠকের যেন মনে থাকে যে, এটুকু যাবনিক মত। এই পরিচ্ছেদে পাতশা হিন্দুর দেবতাকে নিন্দা করিতেছেন, এটুকু তাহারই ধূয়া। যবনধর্ম্মে সাকারোপাসনা প্রণালী নাই। হিন্দুর সাকারোপাসনা, অতি উচ্চ অঙ্গের সামগ্রী। ভারতচন্দ্র মজুন্দারের মুখে পর পরিচ্ছেদে সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

" তাঁহার মুরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার।"

নিরূপ—নিরাকার।

নিরূপ…সেবা—যে ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া চিন্তা করে, বোধ হয়, সেই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কিছু কিছু বুঝে।

তরি পরিণামে—অন্তিমকালে ত্রাণ পাই।

কেবা গয়া…গয়া গঙ্গা রেবা—গয়া গঙ্গা নর্ম্মদাদি তীর্থ কিছুই নয়। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের এই ধরণে কয়েকটী গান আছে। কেহ কেহ তাঁহার সেই গান কয়টির উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আধুনিক ব্রাহ্ম বা অহিন্দু বানাইতে চান। রামপ্রসাদের গানে এমন কথা বুঝায় না যে, তিনি তীর্থ

মানিতেন না। রামপ্রসাদ হিন্দুসাধকের চূড়ামণি। তিনি কাশী মানিতেন, গঙ্গা মানিতেন,—"কাশী মোক্ষধাম", "যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে।" এ সকল কথা তাঁহার গানে আছে; তিনি স্বয়ং কাশীদর্শনে গিয়াছিলেন। সকল তীর্থই তিনি মানিতেন। তবে তিনি শক্তির সাধক, হিন্দুশাস্ত্রে যার যেরূপ প্রকৃতি, তদনুসারে তাঁহার প্রতি বিশ্বরূপের যে কোন রূপের সাধনার বিধি আছে, রামপ্রসাদ শক্তিরূপিণীর উপাসক, জগদীশ্বরীর কাছে মায়ের মত জোর আব্দার করিতেন। মাকে তাঁহার হৃদপদ্মে বসাইয়া ভক্তির আবেগে সময়ে সময়ে বলিতেন—"আর কাজ কি আমার কাশী"। কেন কাশী চাই না? কাশীতে প্রয়োজন নাই, তা বলিয়া নয়। তবে কি? কাশীদর্শনের কাজ আমার যে হইয়া গিয়াছে। কেন?—"মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া, গঙ্গা, বারাণসী।" সর্ব্বত্র ঐরূপ—"আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে পদে গয়া, গঙ্গা, কাশী।" মুসলমান গয়া, গঙ্গাকে উড়াইয়া দিতেছেন "কেবা গয়া গঙ্গা রেবা"। রামপ্রসাদের গানের অর্থ অতি গভীর, অতি গূঢ়, অতি উচ্চ, ভক্তিরসের চরম নিদর্শন। যাবনিক ধর্ম্মভাবের সহিত কেহ যেন হিন্দুকুলচূড়ামণি সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের গানের সাদৃশ্য আছে মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন, সেই জন্য এই কথাগুলি এস্থলে সংক্ষেপে বলিলাম।

ভারত…সেবা—কবি বলিতেছেন; এই বিশ্বমধ্যে, যে যাহা করুক; অর্থাৎ যে ভাবে যে ভাবুক, সে সকলই তাঁহারই

চরণে পৌঁছিবে। ইহাই আর্য্যধর্ম্ম। এমন বিশ্বোদর ধর্ম্মভাব আর কোন ধর্ম্মে নাই। হিন্দু ভিন্ন আর কেহ ঈশ্বরকে বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপী বলিয়া বুঝে নাই, দেখে নাই।

গজব—বাজে কথা; গল্প। এই পারস্য শব্দটী বাঙ্গালাভাষায় এক প্রকার চলিত হইয়া গিয়াছে। "গল্প গুজব" এইরূপ কথা আমরা প্রায়ই প্রয়োগ করিয়া থাকি।

আজব—অসঙ্গত, অন্যায্য; অসম্ভব।

সয়তান—মুসলমান ধর্ম্মমতে Evil power ইউরোপে Satan; মুসলমান প্রভৃতির বিশ্বাস এই, সয়তানই জগতের অনিষ্ট সাধন করে।

সয়তান···খায়—সয়তানে অনিষ্ট করিল আর মিছামিছি প্রতিমাপূজা করাইয়া বামুন আলোচাল ঠোটেকলা ভুলাইয়া খাইল।

দিল দাগা—অনিষ্ট করিল।

ভুত—এ স্থলে এই শব্দ পারস্য বুতো শব্দের অনুরূপ। বুতো অর্থে প্রতিমা।

আমারে মালুম খুব—আমি বেশ বুঝি।

শরম—লজ্জা।

বাজী—ভেল্কী; ফাঁকি।

ঝুটমুট—মিথ্যা; অসার।

আগম—তন্ত্রশাস্ত্র।

"আগতং পঞ্চবক্ত্রাত্তু গতঞ্চগিরিজাননে।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥"

সয়তানে…পুরাণ—অর্থাৎ সয়তান হিন্দুকে আসল শাস্ত্র কোরাণ না দিয়া তন্ত্র পুরাণাদি কতকগুলা বাজে শাস্ত্র দিয়া ফাঁকি দেখাইল। হিন্দু সেই সকল ঝুঁটমুট পড়িয়া মরে।

গোঁসাই—দেবতা।

নূর—জ্যোতি। দাড়ি গোঁফাদি মুখের কেশগুলিকে ঈশ্বরের জ্যোতিস্বরূপ পুংচিহ্ন বলিয়া মুসলমানেরা বিশ্বাস করে।

সাঁই—প্রভু।

হাসল—(পারস্য শব্দ) কর্ত্তব্য সম্পাদন।

নাহক— (ঐ) হক্ নয়; মিথ্যা; বৃথা।

হালাক— (ঐ) গোলোযোগ।

নাপাক— (ঐ) অপবিত্র; পাপ।

আয়েব—বিচার।

ভাতের…আয়েব—ভাতের ত কথাই নাই, পান এবং পানায় হিন্দু এ সকল দ্রব্যের ও বিচার করে।

কাজী—মুসলমানের বিচারক।

পেগম্বর—পীর; ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি। মহম্মদ যবনদিগের একজন পেগম্বর।

নায়েব—প্রতিনিধি; উচ্চ কর্ম্মচারী।

কাজী…নায়েব—পেগম্বরের প্রতিনিধি যে কাজী, হিন্দুরা তাহাও মানেনা।

খসম—স্বামী।

নিকা—বিধবা বিবাহ।

ফল…ফুটে—ফললাভ হেতু স্ত্রী বৃক্ষে মাসে মাসে ফুল ফুটে, অর্থাৎ রমণী রজস্বলা হয়। হিন্দুমতেও প্রথম রাজদর্শনকে পুষ্পোৎসব বলে।

বীজবিনা…ছুটে—বীজ সঞ্চারের অভাবে সে ফুল নষ্ট হয়, অর্থাৎ ফল ধরিতে পায় না, সে পাপ কি যায়?

মুরুৎ—মুক্তি।

জীউ—জীবন।

তরাবারে—পরিত্রাণ করিতে।

দাগাদার—দুষ্ট; অনিষ্ট করা।

আপনারা…আর—আপনারা এক মন্ত্র জপ করে, অর্থাৎ গায়ত্রী আদি বেদমন্ত্র জপ করে, কিন্তু অন্য জাতিকে অন্যরূপ উপদেশ দেয় অর্থাৎ আপনাদের আসল শাস্ত্র দেখিতে দেয় না।

পরদার—পরস্ত্রীহরণ।

বাঁদী—বেশ্যা। হিন্দুরা বেশ্যা রাখে না বলিয়া যবন সম্রাটের চক্ষে তাহারা বড়ই নিন্দনীয়। মুসলমান এই পাপে এমনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, তদন্যথায় মনুষ্যজন্ম বৃথা

বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইত। পাপের অভ্যাস এম্‌নি ভয়াবহ ?

বন্দেগী—সেলাম।

বন্দা—গোলাম।

জমীন—ভূমি।

করম—ঈশ্বর।

মকর—শ্রেষ্ঠ।

বন্দগী…মাথা দিয়া—ঈশ্বর মানুষের মাথাকে সকল অঙ্গের শ্রেষ্ঠ উত্তমাঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু গোলাম তাহা না বুঝিয়া, সেই মাথা ভূমে ঠুঁকিয়া, যাকে তাকে সেলাম প্রণাম করিয়া বেড়ায়।

বনাইয়া—প্রস্তুত করিয়া।

কাফর—অবিশ্বাসী; বিধর্ম্মী।

আখেরে—পরিণামে।

বাঙ্গালিরে…খায়— বাঙ্গালী হিন্দু অপেক্ষা পশ্চিমবাসীরা বরং অনেক ভাল, তাহারা খাদ্য পানীয়ের বিচার করে না, দাড়ী ও বেশ্যা রাখে, জবাই করিয়া জন্তু খায়, তবে এক দোষ কর্ণবেধ করে আর টিকি রাখে।

সুন্নত—মুসলমানের ত্বকচ্ছেদসংস্কার।

কল্‌মা—কোরাণের যে মন্ত্র পড়াইয়া যবন ধর্ম্মে দীক্ষিত করে।

বেদীন— অধার্ম্মিক। পারস্য "দীন" শব্দের অর্থ ধর্ম্ম।

রাজাই—রাজত্ব।

পাতসাহের প্রতি মজুন্দারের উক্তি ।

২৬—২৮ পৃঃ

নর নিন্দে নারায়ণে—যিনি নরসমূহের অয়ণ অর্থাৎ আশ্রয় স্থান, সেই নারায়ণকেই নর নিন্দা করে।

যেই...ত্রিভুবনে—ঈশ্বর বিশ্বরূপ। তিনি সাকার—তিনি নিরাকার। সর্ব্বভূতে তিনি। চেতনে অচেতনে, জড়ে উদ্ভিদে, বায়ুতে আকাশে কোথায় কিসের ভিতর তিনি নাই, কোন্‌টা তাঁর রূপ নয়? এ বিশ্ব যে কেবল তাঁহারই রূপ। বিশ্ব তন্ময়। তাঁহা ছাড়া আবার বিশ্ব কি? "তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে।" ভারতের এই এক কথায় সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের মল তত্ত্ব নিহিত আছে। বিশ্বপতির অস্তিত্ববিহীন বিশ্ব কি, হিন্দু ত, তাহা বুঝেন না। হিন্দু—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

তেজঃ...ভক্তজনে—যে যে ভাবে চিন্তা করুক, সকলেই সেই তাঁহারই আরাধনা করে। যোগী তেজোময় ভাবেন, বিষয়ী প্রতিমা পূজা করেন, ভক্ত কৃষ্ণরূপের আরাধনা করেন; সকল উপাসনাই সেই তাঁহারই উদ্দেশে।

ভারতের...বৃন্দাবনে—ভারতের এই সার কথা যে, গোবিন্দ সত্য সত্যই মূর্ত্তিমান হইয়া সেই নিত্যানন্দময় পরম ধাম বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন। বৃন্দাবনের আধ্যাত্মিক অর্থ অন্নদামঙ্গলের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। যিনি সাধক, যিনি ভক্ত, তিনি সেই পরমধামে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার

পান। সাধকের চক্ষে তিনি স্বতঃপ্রকাশ; তিনি সাকারই বটে। ভারতচন্দ্র পরম সাধক। তাই—

"ভারতের সার, গোবিন্দ সাকার,
নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে ॥"

আগে...পাছে—হিন্দুর বহুপরে মুসলমান জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ঈশ্বরের...কেমন—ঈশ্বরের জ্যোতি বলিয়াই যদি কেশগুলিকে মানিতে হয়, তবে মুসলমান কোন্ যুক্তিবলে মাথা নেড়া করিয়া কেবল দাড়ীকেই যত্ন করে?

গুণাগার—পাপী।

গুণা—(পারশ্য শব্দ) পাপ।

কর্ণবেধে...তার—হিন্দুর কর্ণবেধ সংস্কার যদি পাপ বলিয়া গণ্য হয়, তবে মুসলমানের ত্বক্‌চ্ছেদ সংস্কার তদপেক্ষা কত গুণ বেশী পাপ।

মাটী...ঈশ্বর—পুরাণেই ভজ আর কোরাণেই ভজ, মাটীর গড় আর কাঠ পাথরেরই গড়, এ চরাচর বিশ্ব সকলই ঈশ্বরময়। "সকলি ঈশ্বর" একথা কেবল হিন্দুই বুঝে, হিন্দুই বলিতে জানে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" স্বয়ং তিনি গীতায় বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥"

তাঁহার...সার—ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এ কথার মর্ম্ম যে বুঝে, সে সাকারোপাসনা করে, নিরাকারকে সাকার

ভাবে [illegible] দোকানে যায়, [illegible] বুঝে [illegible] সেই সর্ব্বভূতকে কেবল মাত্র নিরাকার ভাবিয়া, সোণা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দিয়া বসে।

রোজা—মুসলমানের উপবাস ব্রত।

দেবদেবী...খোজায়—নপুংসকের বিবাহ যেমন নিষ্ফল, তেমনি দেবদেবীর পূজা না করিয়া কেবল ব্রতোপবাস করিলে তাহার কোন ফল নাই।

পেটের লাগিয়া—উদর পূরণের জন্য

খশম...ষাঁড়—পতিবিয়োগে যে বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করে, সে, গাভী যেমন একটা ষাঁড়কে ছাড়িয়া আর একটাকে অবলম্বন করে, সেইরূপ পশুভাবাপন্না। হিন্দুপ্রবর ভারতচন্দ্র বিধবা বিবাহকে এইরূপ পশুবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঈশ্বরের কি ভয়—আমাদের আগম নিগমাদিকে আমরা ঈশ্বরের কথা বলিয়া জানি। সেই শাস্ত্রকে তোমরা যদি সয়তানের ভেল্কি বল, তবে তোমরা যে কোরাণকে ঈশ্বরের কার্য্য বল, তাহাকেও আমরা সয়তানের বাজী বলিব, তাহাতে ভয় কি?

হিন্দুরে...প্রমাণ—হিন্দুর ত্বকচ্ছেদ করিয়া মুসলমান করিবে, কিন্তু তাহার হিন্দু সংস্কার কর্ণবেধের চিহ্ন কাণের ছিদ্র বুজাইতে পার কি?

বেদমন্ত্র...ভুলায় বেদমন্ত্রের পরিবর্ত্তে কল্‌মা পড়াইয়া যদি

বেদমন্ত্র ভুলাইতে পারে, তবেই বুঝি তোমার কলমা কেমন ?

প্রণাম...নাই—বিশ্বসংসারে যখন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন যাকে তাকে প্রণাম করিব না কেন। মস্তক নত করাই গৌরব। প্রণাম করিবার জন্যই ঈশ্বর উত্তমাঙ্গ দিয়াছেন। ইহা উচ্চতম ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা। পরমজ্ঞানী পুরুষ সংসারে কোন বস্তুকেই হেয়জ্ঞান করেন না, সকলি তন্ময় ভাবেন।

ভেদজ্ঞানী—অমুক বড় অমুক ছোট, এরূপ ভেদজ্ঞান হিন্দুর নাই।

সূর্য্যরূপে...অকাজ—পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যরূপী ঈশ্বর উদিত হন, হিন্দু জ্ঞানোদয় হইবে বলিয়া সেই মুখে বসিয়া পূজা আহ্নিক করে। মুসলমান তদ্বিপরীত অর্থাৎ পশ্চিমমুখে বসিয়া নমাজ করে, মুসলমানের সকলই অকাজ।

ব্রহ্মজ্ঞানী...আয়েব—প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান যে ব্রাহ্মণের হইয়াছে, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি বটে, তিনি আর খাদ্যাখাদ্যের বিচার করেন না। যাঁর সেরূপ প্রকৃতজ্ঞান হয় নাই, তাঁহার পক্ষে বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। এ কথার যুক্তি এখানে দেখান অসম্ভব। ভারতচন্দ্রের কথায় ইহার স্পষ্ট আভাস আছে।

নাবপাক—অপবিত্র।

তসবী—মালা।

যবনেরে...এই দায়—এস্থলে বিদ্রূপ করিয়া বলা হইতেছে,

ফিরাঙ্গ অর্থাৎ ইউরোপীয়গণের মত, তবে তা সকল অপেক্ষা অনেক ভাল, কেননা, কি কর্ণবেধ, কি সুন্নত কোনরূপ সংস্কারই তাহাদের নাই, যা ইচ্ছা তাই খায়, আঁচায় না, জলশৌচ করে না; কেবল এক দোষ আছে, ঈশ্বর আছে এ কথা বলে। সেই টুকু না মানিলে তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইত। যথেচ্ছাচার ও পশুবৃত্তি যে একই কথা, বিদ্রূপচ্ছলে এখানে ইহাই কথিত হইয়াছে।

নাজির—পেয়াদার কর্ত্তা।

দাস্থ বাস্থর খেদ।

২৯ ৩১ পৃঃ

হাবশিখানা—হাবাশ নামক এক প্রকার কাফ্রি জাতি আছে, তাহারা ঘোরদর্শন, কারাগারে প্রায়ই সেকালে তাহারা প্রহরী থাকিত, হাবশিখানা অর্থে জেলখানা বুঝায়।

কাহার—বেহারা।

পরবাসে—প্রবাসে; বিদেশে।

কাদাখেঁড়ু—পুনর্ব্বিবাহের সময় কাদা মাখিয়া যে খেউড় পাঁচালী প্রভৃতি গান হয় তাহার নাম কাদাখেঁড়ু। এখনও স্ত্রীলোকেরা পুনর্ব্বিবাহ সংস্কারকে "কাদা" বলে।

পুনর্ব্বিয়া—এস্থলে পুনর্ব্বিবাহ সংস্কার বুঝাইতেছে।

দেওয়ান—দরবার।

কজলবাস—এক প্রকার পাহারাদার জাতি, অথবা পরদাও হয়।

রোহেলা জল্লাদ—রোহিলখণ্ডবাসী হত্যাকারী।

অরে…দোটুক্—অরে হিন্দুর পো, তোর ভূক কোথা দেখা, তাহা না হইলে তোকে কাটিয়া দুটুকরা করিয়া ফেলিব।

জাতিলেঁউ—জাতি লইব

খেলায়কে থুক—থুঁথু খাওয়াইয়া।

নীলমণি প্রথম গায়ন—মূল গায়কের নাম নীলমণি

মজুন্দারে অন্নদাস্তব।

৩১—৩২ পৃঃ

প্রসীদ—প্রসন্না হও।

পিনাকী—পিনাকধারী মহাদেব।

পদ্মপাণি—বিষ্ণু

পদ্মযোনি—ব্রহ্মা।

সদ্ম—ভবন।

সম্মদে—আনন্দদায়িনি।

পিনাকি…সম্মদে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের আরাধ্যে তুমি আনন্দদায়িনি।

দর্ব্বিকা—হাতা।

করস্থ...শর্ম্মদে. রত্ন হাতা, পান পাত্র হাতে ধরিয়া তুমি আনন্দ দান করিতেছ। অন্নপূর্ণা বন্দনার অন্যত্র ভারত বলিয়াছেন—

"বাম করতলে ধরি কাঞ্চন অমৃত ভরি
পান পাত্র রতন নির্ম্মিত।
রত্ন হাতা ডানি হাতে গদ গদ পলায় তাতে
কিবা দুই ভঙ্গ সুললিত॥"

পুরস্থ—সম্মুখস্থিত।

ভুক্ত—যিনি ভোজন করিয়াছেন।

শম্ভু—শিব।

নর্ত্তনে—নৃত্যের প্রতি।

কটাক্ষদে—কটাক্ষ দৃষ্টিকারিণি।

পুরস্থ...কটাক্ষদে সম্মুখে ভুক্ত শম্ভু অন্নভোজন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, আর মা তুমি কটাক্ষে শঙ্করের সেই নৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ।

"চর্ব্ব্য চষ্য লেহ্য পেয় নানা রস অপ্রমেয়
বিবিধ প্রকারে পরশিয়া।
ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস মধুর মধুর হাস
মহেশের নাচন দেখিয়া॥"

অন্নদামঙ্গল।

অন্নপানে পরিতৃপ্ত ত্রিলোচনের সেই আনন্দ নৃত্যের মোহন ঘটা, কবিবর অপূর্ব্ব ছন্দে অতুলা ভাষায় অন্নদামঙ্গলে বর্ণন করিয়াছেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যরাশি একত্র

কারণেও বুঝি তাহার সহিত সেই কাব্যাংশের তুলনা হয় না।

"জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া। নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে। নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥
লট-পট জটা লপটে পায়। ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক্ ধক ধক জলে অনল। তর তর তর চাঁদমণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল। দলমল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল। তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
ববম ববম বাজয়ে গাল। ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥
ভভম ভভম বাজয়ে শঙ্গ মৃদঙ্গ বাজয়ে তাথিঙ্গা থিঙ্গা॥
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তানে। নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে।
নাটক দেখিয়া শিবশঙ্কর। হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর
অন্নদে অন্নদেহ এই নাচে। ভুবন ভরিল ভবের মাঝে॥

স্থধান্বিত—সুধাযুক্ত।

প্রভাত ভানু—প্রভাত সূর্য্য, অরুণ।

ভানু—সুন্দর।

দন্তকচ্ছদ—দন্তাবরণ; ওষ্ঠাধর।

সুধান্বিত...চ্ছদে—সুধান্বিত প্রভাত ভানুর ন্যায় শোভা বিশিষ্ট ওষ্ঠাধর শোভিনি।

স্মিত—হাস্য।

ক্ষণপ্রভাংশু—বিদ্যুতের আভা।

মুক্তিকা—মুক্তাফল।

রদ দন্ত

স্মিত...রদে—চপলা চমকের ন্যায় মধুর হাস্যকালে যাঁহার মুক্তাফল সদৃশ দশন শ্রেণী প্রকাশিত হয়।

বিলোল—চঞ্চল।

লোচনাঞ্চল—নয়নপ্রান্ত।

শান্ত—তিরস্কৃত।

বিলোল...পারদে—যাঁহার চঞ্চল নয়নপ্রান্তে রক্ত ও পারদ তিরস্কৃত হইতেছে। নয়নপ্রান্তে লোহিত ও শুভ্র এই দুই বর্ণই আছে।

প্রসীদ...সম্পাদে-মা তুমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভক্তির সম্পদ স্বরূপিণী, ভারতের প্রতি তুমি প্রসন্না হও

—

অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান।

৩২--৩৩ পৃঃ

আকাশভারতী—আকাশবাণী।

ভয় কিরে...ভবানন্দ—আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি তার ভয় কি, কার সাধ্য তাহাকে বন্ধ করিতে পারে। বিদ্যা-সুন্দর কাব্যেও অভয়া কর্ত্তৃক সুন্দরকে এইরূপ অভয়দানের কথা বর্ণিত আছে। সুন্দর মশানে কালিকার স্তুতি করিলেন—

এইরূপে বদ্ধমানে, রহিলা আকাশ পানে,
সুন্দরেরে করিয়া অভয়।

মা ভৈষীঃ মা ভৈষীঃ বেটা, তোরে যে বধিবে কেটা
তবে আজি করিব প্রলয়॥
তোরে রাজা বধে যদি, রুধিরে বহাব নদী,
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া।
তোরে পুনঃ বাঁচাইয়া, বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া,
ভয় কিরে বিদ্যাবিনোদিয়া॥"

করি হঠ—হঠকারিতা করিয়া।

জয়ারে রাখিলা জয়া নাম্নী সখীকে ভবানন্দের রক্ষার্থ রাখিয়া আপনি ডাকিনী যোগিনী ভূত প্রেতাদি লইয়া, সম্রাটের শাসনার্থ নগরে চলিলেন।

ঢেকা মারে তাড়না করে।

অন্নপূর্ণা সৈন্য বর্ণন।

৬৩—৬৪ পঃ

বাঁক—বাঁকান বাদ্যযন্ত্র, তূরী বিশেষ

কটার—বাদ্যযন্ত্র।

হাজী—মোল্লা।

গোঁপ…শিরতাজে—গোপ পাকাইয়া উপর দিকে তোলা আছে, উহা মাথার তাজে গিয়া ঠেকিয়াছে।

বরিখত—বর্ষণ করিতেছে।

বাজ—শিকারী পক্ষী বিশেষ।

খগ...বাজে—বাজপক্ষী যেমন অন্যান্য পক্ষীগণকে হনন করে।

মুরহর—মুরারি; শ্রীহরি।

অব্যাজে—অবিলম্বে।

দিল্লীতে উৎপাত।

৩৪—৩৯ পৃঃ

পাঁতারে—পাথারে; সাগরে।

কটমট ভাষে—বিকট ধ্বনি করে।

ফুঁকে...উড়া—ফুঁ দিয়া যেন আবির উড়াইতে লাগিল।

উত্তম...মেষেরে—ভূতাবেশে নগরে সব বিপরীত ভাবাপন্ন হইতে লাগিল। যে চোর সে সাধু, যে ব্রাহ্মণ সে যবন, যে দাতা সে ভিক্ষুক এইরূপ বিপরীত হইতে লাগিল।

হৃষীকেশ—শ্রীবিষ্ণু।

মিয়া—মুসলমানের মহাশয় সম্বোধন।

বাঁদী—এখানে বাঁদী অর্থে দাসী।

পেশরাজ...দিল—ভূতের ধমকে বিবিধ সাজ পোষাক ইজের ছিঁড়িয়া গেল।

হারাম—মুসলমানের অস্পৃশ্য জন্তু, শূকর।

তাবিজ কবচ।

উজীর—মন্ত্রী।

ভূচালা—ভূমিকম্প।

রৌশন—রোশনাই। আলো।

খবিশ—ভূত।

পাতশাহের নিকট উজীরের নিবেদন।

৩৯ ৪১ পৃঃ

আলম্পনা—পারস্য আলম শব্দের অর্থ পৃথিবী আলাম্পনা অর্থে পৃথিবীপাতা ; আলামগীর অর্থেও তাই।

আরজী—নিবেদন ; নালিশ। এখনও আদালতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

কহর—গোলযোগ ; বিপদ

তক্ত—সিংহাসন।

বক্ত—সৌভাগ্য ; অদৃষ্ট।

লহর—স্রোত।

লহু—রক্ত।

দিলগির—খোস মেজাজী।

দেখা...প্রকাশিয়া—মায়ারূপ ধারণ করিয়া দেবী জাহাঙ্গীরকে দেখা দিলেন।

অন্নপূর্ণার মায়া প্রপঞ্চ।

৪২---৪৫ পৃঃ

রক্ত শতদল তক্ত—রক্তপদ্মের সিংহাসন।

বিশ্ব বাড়ী—সমগ্র বিশ্বমণ্ডল সম্রাট রূপিণী মহামায়ার রাজ-প্রাসাদ হইল।

বার রাশি—রাশিচক্র দরবার হইল।

গোলন্দাজ...সাতাশী—নবগ্রহ মণ্ডল ও সাতাশ নক্ষত্র গোলন্দাজ হইল।

সক্কা—ভিস্তি

ঝাড়ু কশ—ঝাড়ুদার, যে ঝাঁট দেয়।

মশালচী—যে মশাল ধরে।

ওজস্—তেজোময়।

দেবরাজ—ইন্দ্র।

সুরথ—এই সুরথ রাজা বাসন্তী পূজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পড়াশুর—গ্রাম্যদেবতা বিশেষ।

মায়া জলনিধি—মায়া সাগর। দেবী মহামায়া বিশ্বভবনে আপনি রক্ত শতদলাসনে সম্রাজ্ঞী রূপে অধিষ্ঠিতা, চারিদিকে দেবদেবী ডাকিনী যোগিনী পরিবেষ্টিতা হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কীর্ত্তি মসলমান সম্রাটকে দেখাইলেন। দেখাইলেন যে, তাহার মাঝে ভবানন্দ মজুন্দার রাজবেশে রাজছত্র মাণ্ডিত হইয়া বসিয়া আছেন. জাহাঙ্গীরের মত কত

সম্রাট তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই মহান্ দৃশ্য মধ্যেই দেবী কমলেকামিনীর অচিন্ত্য রহস্য জাহাঙ্গীরের নয়নগোচর করাইলেন। এই কমলেকামিনীর আধ্যাত্মিক অর্থ ষট্‌চক্রভেদের গূঢ় রহস্যের সহিত সম্বদ্ধ। এস্থলে সে গভীর তত্ত্বের আলোচনা অসম্ভব, আর প্রকৃত সাধক নাহলে সহজে সে কথা বুঝা বা বুঝান যায় না।

কমলদহ--শূন্যে মায়াসমুদ্র মধ্যে কমলদহে জাহাঙ্গীর কমলেকামিনী দেখিয়াছিলেন, আর ধনপতি সদাগর, দক্ষিণ সমুদ্রে কালীদহেও ঠিক তাহা দেখিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের এই কমলেকামিনীর সহিত, কবিকঙ্কণের বর্ণিত কমলেকামিনীর সাদৃশ্য আছে। দুয়েরই একই আধ্যাত্মিক অর্থ।

ছয়ঋতু...রাগিনী--কবিকঙ্কণে ধনপতিও এই দৃশ্য দেখিয়া বলিতেছেন।—

"নাহি জানি কিবা হেতু একেকালে ছয় ঋতু
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।"

এই ছয় ঋতু ছয় রাগাদি দেহের মধ্যস্থিত নাড়ীচক্র বিশেষ। ইহাকেই ষটচক্র বলে।

এইষট্‌চক্রে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা নামক ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক দলবিশিষ্ট ছয়টী পদ্ম আছে। এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া শিরোমধ্যস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে, সহস্রার নাম যে সহস্রদল পদ্মে পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন তথায় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয়। চলিত কথায় ইহারই নাম ষট্‌চক্রভেদ। গুহ্যদেশে চতুর্দল

বিশিষ্ট মূলাধার পদ্ম, লিঙ্গমূলে ষড়দল বিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, নাভিদেশে দশদল বিশিষ্ট মণিপুর পদ্ম, হৃদয়ে ষোড়শ-দল বিশিষ্ট অনাহত বিশুদ্ধ পদ্ম, কণ্ঠে আজ্ঞা নামক দ্বিদল পদ্ম এবং সর্ব্বোপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার পদ্ম অবস্থিত। এই সকল পদ্ম মধ্যে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ, সদাশিব, শিব ও পরব্রহ্ম আছেন।

একদল…সহস্র লক্ষ দল—ইহার দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ উপরিউক্ত মূলাধার ও সহস্রার পদ্মাদি ধ্বনিত হইতেছে।

মধুস্বর…শিখণ্ডিনী—কবিকঙ্কণের গ্রন্থে এইরূপ আছে—

রাজহংস করে কেলী, কৌতুকে মৃণাল তুলি
প্রেমে মুখে করে আরোপন।
চক্রবাকী পাখী নাচে, সারস সারসী নাচে
উঠে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন॥
চাতকী চাতকী ডাকে, চক্রবাকী চক্রবাকে
বদনে বদনে আলিঙ্গন।

অজপা—মন্ত্রবিশেষ, যাহা অবলম্বন করিয়া জীব মুক্ত ও ব্রহ্মপদ পায়। হংসঃ ইতি মন্ত্র।

তার পাশে…গজেন্দ্র গামিনী—ধনপতি সদাগরও এই মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত চিত্তে বলিয়াছিলেন—

"অপরূপ দেখ আর, ওহে ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করায় সংহার॥"

এই কমলদলবাসিনী দেবী আর কেহই নহেন, সেই সহস্রার মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মশক্তি। ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া যেরূপে জীবের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইঃ-

"প্রথমে শরীরস্থ বায়ুর সহযোগে অগ্নির গতি দ্বারা মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্তেজিত করিবে। পরে ধ্যানবলে তাহাকে চেতনা করিয়া চিত্রিণী নাড়ীর অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম পথ দিয়া ক্রমান্বয়ে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা প্রভৃতি ছয়টি পদ্ম ও মূলাধার, অনাহত এবং আজ্ঞা পদ্মাস্থিত তিনটি শিবকে ভেদ করিয়া সহস্র দল স্থিত পরমাত্মার সহিত সংযোগ সাধন করিবে। পরে উভয়ের সংযোগ দ্বারা যে পরমামৃত গলিত হইবে তাহা পান করিয়া পুনরায় উক্ত পথ দিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করিবেন।"

এই কমলেকামিনীর বর্ণনায় ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিনটী প্রধান ও চিত্রীণী, শঙ্খিনী নাম্নী অন্যান্য সূক্ষ্ম নাড়ী বারুণী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি শক্তি ও ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডলাদি ষট্‌চক্র ব্যাপারের অনেক গুলি কথাই ভারতচন্দ্র রূপকচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন। তন্ন তন্ন করিয়া সেই রূপক ভেদ করিয়া এস্থলে উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তবে, শাস্ত্রে যেরূপ ষট্‌চক্র নির্ণয় আছে, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। আর ভারতচন্দ্র যেরূপ রূপকে ষট্‌চক্র বর্ণন করিয়াছেন, তাহারও একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল।

ভবানন্দের পাতশার বিনয়।

৪৬—৪৯ পৃঃ

তার মূল পদছায়া—এখন বুঝিলাম আমি যে মহামায়ার দেখা পাইলাম তাহার একমাত্র কারণ তোমার পদছায়া।

সুরমাথে—দেবতার মস্তকে।

তবে.. পুণ্য দিতে—তোমার সহবাসে আমার পুণ্যলাভ হইল, তবে তোমার কিছু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহাতে [illegible] নয়। দেখ, চন্দ্র, সূর্য্য, লোককে [illegible] জন্য আপনারা কষ্ট করিয়া রাহু-মুখে [illegible]।

পরশ করিবারে—[illegible] লোহাকে স্বর্ণ করিবার জন্য সেই সামান্য ধাতুকেও স্পর্শ করে।

চাজ—দ্রব্য সামগ্রী।

সাঁচা—আসল, সত্য।

সদস্য—সভাসদ।

মজুন্দার ফরমান—ভবানন্দ মজুন্দার সম্রাটের নিকট রাজ্যের সনন্দ পাইলেন। মানসিংহ তাঁহাকে, যে চৌদ্দটী পরগণা দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সম্রাট সেই কয়টী পরগণার ফরমান দিলেন। ১৬০৬ খ্রীঃ এই ফরমান প্রদত্ত হয়। সেই সঙ্গে মজুন্দার ঘড়া, নাগরা, নিশান ইত্যাদি সম্মান চিহ্ন ও খেলাতাদি সম্রাটের নিকট পাইয়াছিলেন। এই সঙ্গে মজুন্দার নামক উপাধি পান। সনন্দ-

পত্রে রাজোপাধি লিখিত আছে। সংস্কৃত ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে লিখিত আছে—

"অনন্তরম যবনাধিপো মানসিংহেন মন্ত্রেত্বা মজুমন্দারায অভিলষিতং রাজ্যং দাতুমঙ্গাচকার, তৎপ্রেষিতঃ পত্রার্থম রাজেতি প্রসিদ্ধ খ্যাতিং চ স্বাক্ষরেণানুমোদয়ামাস।"

গঙ্গা বর্ণন।

৪৯ - ৫১ পৃঃ

চিৎস্বরূপী—চৈতন্যস্বরূপ।

ত্রিবিক্রম—ত্রিপাদধারা।

মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা।

এই পরিচ্ছেদে প্রয়াগ হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গার গতি বর্ণিত হইয়াছে। ভবানন্দ বলিতেছেন, ভাগীরথী শিবজটা হইতে মুক্ত হইয়া, প্রয়াগে আসিয়া ত্রিধারা যুক্ত হইলেন। মধ্যস্থলে আপনি ও দুই পার্শ্বে যমুনা ও সরস্বতী রহিলেন। গঙ্গা তথা হইতে বারাণসী আসিয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণবাহিনী হইলেন। পদ্মা নামে তাঁর এক শাখা পূর্ব্বাঞ্চলে চলিয়া গেল, তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িলেন। অগ্রদ্বীপ হইতে নবদ্বীপ গিয়া আবার পশ্চিমবাহিনী হইয়া ত্রিবেণীতে আবার ত্রিধারাযুক্ত হইলেন। তথা হইতে পুনর্ব্বার দক্ষিণাভিমুখে বহিয়া শতমুখী হইয়া সাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়াছেন।

অযোধ্যা বর্ণনা।

৫১—৫৩ পৃঃ

বনফুলদাম—বনফুলের মালা।

পথের···ভেদ—পথের তত্ত্ব।

সরযূ—স্বনাম প্রসিদ্ধ নদী। Sutlez

রামায়ণ কথন।

৫৩—৫৬ পৃঃ

মহারথ—দশ সহস্র ধনুৰ্দ্ধারীর সহিত যে যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে পারে।

অভিধান—নাম

চরু—যজ্ঞীয় পায়স।

এস্থলে ভারতচন্দ্র ঠিক্ বাল্মীকির মতেই সমস্ত রামায়ণের আদ্যোপান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন।

—:•:—

ভবানন্দের কাশীগমন।

৫৬—৫৮পৃঃ

গিরিশ—মহাদেব।

নর্ম্মদা—নদী। এস্থলে তীর্থ।

তরুণ···চরণ—বালারুণ কিরণময় কমল কোষমধ্যে যাহার চরণ স্থাপিত।

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি

৫৮ - ৬০ পৃঃ

পঞ্চকূট—স্বনামখ্যাত প্রদেশ।

নাগপুর—ছোট নাগপুর

অজয়—অজয় নদ

গোপীনাথ—অগ্রদ্বীপে গোপীনাথজীর এক বিগ্রহ। চৈতন্য শিষ্য ঘোষ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শিরোপা—পুরস্কার

ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি।

৬০ — ৬১ পৃঃ

যামে—প্রহরে।

শ্রুতিসামে—সামবেদ গানে। অর্থাৎ সামবেদে জয়ধ্বনি কর।

নিছনি—আশীর্ব্বাদ; মঙ্গলাচরণ।

দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর—এটা কি উপহাস না সত্য কথা?

ভবানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ।

৬৫—৬৭ পৃঃ

অমৃর্তী—গলা সরু এক প্রকার জলপাত্র।

দেখিবারে···বিকল—ছেলেরা তোমায় দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছে।

উন্মনা—ব্যাকুল।

কট—নিয়ম।

কুজী—কুবজা দাসী।

দুসতীনা···ঘর—যে ঘরে দুই সতীন, সেই সংসারে দাসীরাই যত অনর্থের মূল।

সাধীকৃত মাধীর নিন্দা।

৬৭—৬৮ পৃঃ

তোমায়···লয়ে· তোমার নাম করিয়া প্রভুকে আনিতে গেলাম।

মোরে সে শেল রৈল—আমাকে সেই কথা শেল সম বিন্ধিল।

দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি—খুব ঝাড়িয়া অর্থাৎ খুব চোট্‌পাট বলিয়াছি।

করিনু···মাড়ামাড়ি—তন্ত্র মন্ত্র তুক্ তাক যত পড়িয়াছিনু কোন্দলে সব মাড়ান গেল।

গাছ সাঁড়াশী—গাছগাছড়া আনিয়া, তাহাদের মন্ত্রবলে তোমার হাতে প্রভুকে আনিয়া দিব

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি।

৬৮ ৭১ পৃঃ

রাধা···সাজার—রাধা ও চন্দ্রাবলী দুজনেই বলিতেছে, গোবিন্দ সাজার অর্থাৎ ভাগের ধন। সাজা শব্দটি চলিত কথায় খুব চলিত আছে। কথায় বলে, সাজার মা গঙ্গা পায় না।

রাধা···করে—রাধিকা কোমরের পীতধড়া আর চন্দ্রাবলী হাতে ধরিয়া কৃষ্ণকে টানাটানি করিতেছেন।

আঁখিঠারে—চক্ষুর ইঙ্গিতে।

ধীরা—শান্তস্বভাবা। ধীরা, অধীরা, প্রভৃতি নায়িকা ভেদের লক্ষণ রসমঞ্জরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে পাঠক দেখিতে পারেন, এস্থলে আর উদ্ধৃত হইল না।

দড়বের···কলি—যখন সমর্থ ছিলাম, আমার বয়স কাল ছিল, তখন কত ঠাট করিয়া বেড়াইতাম, তখন আমি প্রভুকে ধরিয়া আনিতাম না, প্রভুই আমাকে ধরিয়া আনিতেন।

চন্দ্রমুখী···কি করে—মজুমদার বড়রাণী চন্দ্রমুখীকে বলিতেছেন, চন্দ্রের উদয়ে পদ্ম কি প্রকাশ হয়? তুমি কাপড় মুখ ঢাক, ছোট রাণী পদ্মমুখী কি বলে শুনা যাক্‌।

চন্দ্রমুখী···মলিন—চন্দ্রমুখী বলিলেন, প্রভু এখন আর সে দিন নাই, সব বিপরীত। এখন পদ্মকে দেখিয়াই চন্দ্র মলিন হয়।

মজুন্দার···মিথ্যা নয়—মজুন্দার বলিলেন, চন্দ্রপদ্মের সম্বন্ধের নিয়ম কি কখনও অন্যথা হয়।

হাসি···অম্বর—স্বামীর মিষ্ট রহস্যে চন্দ্রমুখী হাসিয়া মুখে বসন ঢাকা দিলেন, অর্থাৎ সলজ্জ হাসি হাসিয়া ঘোমটা দিলেন।

পদ্মমুখী...মধুকর—মজুন্দার পদ্মমুখীর মুখপদ্মে মধুকর হইলেন, অর্থাৎ চুম্বন করিলেন।

ভারত···জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার—ভারত বলিতেছেন, মজুন্দার বড় ধূর্ত্ত, মিষ্ট কথায় উভয়কে তুষ্ট করিয়া, দুজনেরই সমান মান রাখিলেন।

ভবানন্দের উভরাণী সম্ভোগ।

৭১—৭৩ পৃঃ

প্রোষিতভর্তৃকা—যাঁহার স্বামী প্রবাসে থাকেন।

বাসসজ্জা—স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় যিনি আসর সাজাইয়া বসিয়া থাকেন।

উৎকণ্ঠিতা—স্বামীর আগমন আশে যিনি বড় ব্যাকুলা।

অভিসার—স্বামী সঙ্গলাভে অগ্রসর হইয়া যাওয়া।

বিপ্রলব্ধা—স্বামীর আগমনের আশা করিয়া যিনি বঞ্চিত হন।

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা—যার স্বামী কাছে বসিয়া আজ্ঞাধীন আছে।

খণ্ডিতা—যাঁর স্বামী পরগৃহে রাত্রি যাপন করিয়া আসে।

কলহান্তরিতা—কলহ করিয়া যে পতিকে তাড়াইয়া দিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করে।

উপরি উক্ত সকল প্রকার নায়িকার লক্ষণ পাঠক রসমঞ্জরীতে দেখিয়া লইবেন। প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে এখানে উদ্ধৃত হইল না।

ফুলবাণ—পুষ্প যার শর, মদন।

বাণফলে—তীরের ফলায়।

মন...খরধার—ফুলবাণের ধার দেখিয়া মনটা দেহ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল, অর্থাৎ স্বামীর অনুসন্ধানে মন ছুটিল।

হেনকালে...শিখিবারে—এমন সময় মজুন্দার দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মনটাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তেম্‌নি ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল। "যেন বেগ শিখিবারে"—অর্থাৎ মন সহজেই খুব দ্রুতগতি; কিন্তু মজুন্দার তদপেক্ষাও দ্রুত গমনে আসিয়াছেন, এম্‌নি ব্যাকুলতা। কাজেই পদ্মমুখীর মন, ভবানন্দের কাছে বেগ শিখিতে যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

মদম...একবারে—মদন পাহারা দিয়াছিলেন, দুজনকে একত্র পাইয়া এক অস্ত্রেই বিন্ধিয়া ফেলিলেন।

কথায় না সহে ভর—আর কথার অবসর রহিল না।

বর্ণিয়াছি বিদ্যার আসর—ভারতচন্দ্র এখানে বিদ্যাসুন্দরে বরাৎ দিয়াছেন।

মজুন্দারের রাজ্য।

৭৩—৭৫ পৃঃ

বাগুয়ান মাঝে—বাগুয়ান পরগণা মধ্যে।

গজঘণ্টা—হাতীর গলায় শোভিত ঘণ্টা।

ভাঁড়াই…কাঁড়—ঠিক এইরূপ প্রয়োগ পূর্ব্বে আর একস্থলে আছে—

> "ভাঁড়ী গায় কড়ুখা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
> মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়॥"

ভবানী…নকীব ডাকে—স্বয়ং ভবানী ভবানন্দের সহায়, এই কথা বলিয়া নকীব রাজার জয় গাইয়া ফুকারিতে লাগিল। নকীবের কথা অন্যত্রে আছে—

> "পুন যশোর চলকত, নকীব শত শত,
> হুঁশার ফুকরত কাজে॥"

চাঁদের…লাজে—রাজা ভবানন্দের যশোজ্যোতি দেখিয়া চন্দ্র কলঙ্কিত হইলেন।

দেহ…রাজেরে—মা অন্নপূর্ণা, তুমি ভারতের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে রাঙ্গা পদের ছায়া দাও।

দিলা বার—কাছারী করিয়া বসিলেন ; বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে আছে।

"বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।"

হইল আমল—খবর হইল।

হায়ন—বৎসর।

অন্নদার এয়োজাত।

৭৫—৭৮ পৃঃ

ভেটি সাক্ষাৎ করি।

কি করে···নারি—কুটিল কুলনিয়ম মানিয়া আর কি হইবে, শ্যাম দরশনে যাইতেই হইবে, আর অপেক্ষা করিতে পারি না।

ত্বরাপর—ত্বরাবান হইয়া।

পড়া পঞ্জর সুয়া—পিঞ্জরস্থ শুকপাখী যে পড়িতে জানে।

এয়োজাত - সধবা স্ত্রীলোকদিগকে একত্র মিলাইয়া ভোজন করান ;

কবি আগাগোড়া অনুপ্রাসে এস্থলে এয়োগণের নাম বর্ণন করিয়াছেন। ইহার ভিতর অধিকাংশই দেবতার নাম আছে, আবার মধ্যে "টিকা, টুনী, টেবী"ও আছে।

নবোঢ়া—নব বিবাহিতা।

মিতিনী—মিতা শব্দে বন্ধু ; তাহারই স্ত্রীলিঙ্গে এখানে মিতিনী ব্যবহার করিয়াছে।

বেণী—চুলের বিন্যাস।

কুমারী—অবিবাহিতা স্ত্রী।

রন্ধন।

৭৯—৮২পৃঃ

তোমার...অমৃত হইয়া—তুমি শিবকে অন্নদান করিয়া বলিয়া, তোমার সেই অন্নের জোরে, মহাদেবের ক কালরূপী কালকূট বিষ এখনও অমৃত হইয়া আছে।

চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

নিরামিশ তেইশ—তেইশ রকম নিরামিষ ব্যঞ্জন।

ভেকুট—ভেট্‌কী।

সীক্‌পোড়া—লোহার শিকে লাগান ঝুরীভাজা, লোহ শিকে আঁটিয়া মাংসের কাবাবও হয়।

দলকচু...সরুচালু—এই একুশ ছত্রে ক্রমাগত ভিন্ন প্রক চালের নাম আছে।

অন্নদা পূজা।

৮২—৮৪ পৃঃ

অন্নদা...শুনে আর—অন্নদা, ভবানন্দ ও তাঁহার দুই স্ত্রীে ডাকিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভিন্ন, সেথায় আর যে যে ছিল, কেহই সে কথা শুনিতে পাইল না।

আছিলা...শ্যাম।—তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে শাপগ্র

হইয়া ভূতলে জন্মিয়াছ, এখন সে সব কথা ভুলিয়া আম
চিনিতে পারিতেছ না। কুবেরপুত্র নলকুবর চন্দ্রিনী
পদ্মিনী নাম্নী দুই ভার্য্যা লইয়া চৈত্র মধুমাসে শুক্লাষ্ট
তিথিতে কুঞ্জবনে বিহার করিতেছিলেন। অন্নদা c
দিন পৃথিবীতলে নরলোকের পূজা লইবার জন্য যাই
ছিলেন, পথিমধ্যে নলকূবরকে ব্রাহ্মণবেশে ছলনা কি
বলিলেন, এমন শুভদিনে তুমি ভগবতী পূজা না কি
স্ত্রী লইয়া বিহার করিতেছ। নলকুবর হাসিয়া এই ব
উড়াইয়া দিলে, দেবী নিজমূর্ত্তি ধরিয়া শাপ দিে
সস্ত্রীক ভূতলে জন্মগ্রহণ কর। তখন তিন জনে কাঁি
দেবীর চরণে শরণাপন্ন হইলে ভগবতী প্রসন্না হইয়া ব
লেন, পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ কি
তোমরা আমার ব্রতদাস হইবে। অন্নদা পূজার
তোমরা ভূতলে প্রচার করিবে; আমি স্বয়ং সদয় হ
তোমাদের গৃহে অধিষ্ঠিত হইব। পরম সুখে রাজ্যে
ও অভয়ার পূজা প্রচার করিয়া, সৎপুত্র রাি
তোমরা আবার স্বর্গারোহণ করিবে। ভবানন্দ মজু
সেই নলকূবর, আর চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী তাহার
ভার্য্যা চন্দ্রিনী ও পদ্মিনী। অন্নদামঙ্গলে এই সকল ক
সবিস্তার বর্ণন আছে।

অষ্টাহ...তথা—দেবী আট দিন ধরিয়া সেইখানে অষ্টমঙ্গ
গীত কথা কহিলেন। সেই অষ্টমঙ্গলার কথা পর পরি
ভারতচন্দ্র বিবৃত করিয়াছেন।

—

অষ্টমঙ্গলা।

৮৪—৮৮ পৃঃ

মোর...হানিলে—আমার অষ্টমঙ্গলার কথা শুনিলে অমঙ্গল নষ্ট হয়।

তিনগুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।

ভুজস্তম্ভ—হাতবন্ধ।

বিদ্যা পদ্মিনীর রবি—বিদ্যারূপ পদ্মিনীর সূর্য্যস্বরূপ।

এই অষ্টমঙ্গলা গাতে, আর কিছুই নয় আদ্যোপান্ত অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (summary) আছে।

রাজার অন্নদার সহিত কথা।

৮৮—৯২ পৃঃ

চিত্তচারিণি—চিত্তবিহারিণী; অন্তরে যিনি বাস করেন।

জাতিস্মর—পূর্ব্ব জন্মের কথা যাহার স্মরণ হয়। শাপভ্রষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে ও পরে দিব্য জ্ঞান পাইলে এইরূপ স্মৃতি জন্মে।

রাঘব সোসর—রামচন্দ্র সদৃশ।

এই পরিচ্ছেদে ভবানন্দ হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত নবদ্বীপের রাজবংশের বর্ণনা আছে।

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা।

৯২—৯৩ পৃঃ

সুতে—পুত্রকে।

অপত্য—সন্তান।

অজ—জন্ম রহিত।

অজার্চ্চিতা—ঈশ্বরপূজিতা।

অনির্বাচ্যা—যাহার মহিমার ইয়ত্তা নাই।

ক্ষুধা হরা...ক্ষমতা--উপসংহারে ভারতচন্দ্র শেষাক্ষরে ক্ষেমঙ্করী স্তুতি করিয়াছেন।

———

মানসিংহ।

কবিবর ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নদামঙ্গল প্রণয়ন করেন। অন্নদামঙ্গলের মূল উদ্দেশ্য, কাব্যচ্ছলে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করা। ধর্ম্মকে লক্ষ্য না করিয়া কোন গ্রন্থই এদেশে রচিত হইত না। ইউরোপের মত সাংসারিক প্রণয়মাত্রমূলক কাব্য নাটক লিখিবার বিধি কখনও এদেশে ছিল না। ইংরেজী বিদ্যার প্রভাবে আজ সে প্রথা নূতন হইয়াছে।

অন্নদামঙ্গলই ভারতচন্দ্রের মূল গ্রন্থ। তাহার দুইটি শাখা আছে; বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ। তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দরকে অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থাংশ না বলিলেও চলে। উহা গ্রন্থনায়ক ভবানন্দ মজুন্দারের মুখে বর্ণিত পথঘটিত একটি অপ্রাসঙ্গিক উপাখ্যান মাত্র। সে উপাখ্যান ছাড়িয়া দিলেও মূল গ্রন্থের কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। অথচ দুঃখের কথা, বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রণেতা বলিয়াই আজ ভারতচন্দ্র বাঙ্গালায় পরিচিত। আর, বিদ্যাসুন্দরের দোষগুণ ধরিয়াই আজিকার বাঙ্গালী বাবু ভারতচন্দ্রের নিন্দা প্রশংসা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বধর্ম্মচ্যুতিই এ রহস্যের একমাত্র কারণ। অন্নদামঙ্গলে অপূর্ব্ব কাব্যত্বের সহিত যে অমূল্য ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত আছে, বাঙ্গালীর কাছে আজ তাহার সমাদর নাই।

মানসিংহ অন্নদামঙ্গলের উত্তরাংশ বলিলেও হয়। অন্নদামঙ্গলের নায়ক ভবানন্দের শেষ কীর্ত্তি ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশের কতকটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই খণ্ডে বর্ণিত আছে। মানসিংহ ইতিহাস-মূলক। তৎকালীন ইতিবৃত্ত-ঘটিত অনেক কথার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। আবার ভূগোলের বৃত্তান্তও কতকটা আছে। প্রদেশ, পরগণা, জেলা, নদ নদী পর্ব্বত ও কতকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রাম নগরাদির প্রাসঙ্গিক বিবরণ ইহাতে আছে। আমরা টীকাস্থলে সে সকলের অল্পবিস্তর পরিচয় দিযাছি।

মানসিংহে তখনকার তিন জন প্রধান ঐতিহাসিক ব্যক্তির কীর্ত্তি বর্ণনা আছে; মানসিংহ, ভবানন্দ ও প্রতাপ আদিত্য। প্রথম ব্যক্তি রজঃপূত, শেষ দুইজন বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর গৌরব যাহাতে বর্ণিত, সে গ্রন্থ আর কিছু না হউক, ইতিহাস বলিয়া বাঙ্গালীর কাছে সমাদৃত হইবে না কেন? আমাদের ইচ্ছা ছিল, এই তিনজনকার একটু বিস্তারিত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া এই উপলক্ষে পাঠককে উপহার দিই। কিন্তু সময় ও স্থানাভাবে এ যাত্রা সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র অতি সংক্ষেপে ইহাঁদের সম্বন্ধে দু এক কথা বলিয়া এবার ক্ষান্ত হইতে হইল।

ভবানন্দ মজুন্দারই সমগ্র অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের নায়ক। তাঁহার কথাই অগ্রে বলা উচিত। বঙ্গেশ্বর আদিশূর ১০৭৭ খ্রীঃ অব্দে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে, বেদবিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনিয়াছিলেন। তাহাদের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ। এই পাঁচজনের

মধ্যে ভট্টনারায়ণই কুলে শীলে সর্ব্বপ্রধান। তিনি রাজপুত্র, কান্যকুব্জের প্রদেশবিশেষের ক্ষিতীশ নামক রাজার সন্তান। আদিশূরের যজ্ঞ সমাপন হইলে এই পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গে বাস স্থাপন করিলেন। ভট্টনারায়ণের সঙ্গে প্রভূত অর্থ ছিল, তিনি সেই অর্থে জমীদারী ক্রয় করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরের সন্নিহিত প্রদেশে বাস করিলেন। মহারাজা আদিশূর তাঁহাকে বিনামূল্যে কতিপয় গ্রাম দান করিবার প্রস্তাব করিলে, তেজস্বী ব্রাহ্মণ দান গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই।

ভট্টনারায়ণের বংশপরম্পরা ক্রমাগত পরমসুখে পৈতৃক বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের সম্পত্তি আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। ভট্টনারায়ণ হইতে কাশীদাস পর্য্যন্ত ১৯ পুরুষ, ১৯৮ বৎসর ধরিয়া, ১৫৯৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে বিষয় ভোগ করিয়া আসিলেন। তাহার পর কাশীনাথের অদৃষ্টে বিপদ ঘটিল। তিনি ত্রিপুরারাজের একটি হাতী ধরিয়া বধ করায়, বাঙ্গালার নবাবের বিরাগভাজন হইলেন। নবাব পূর্ব্বাবধিই তাঁহার প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই সুযোগে সম্রাট আক্‌বরকে উত্তেজিত করিয়া, কাশীনাথের সর্ব্বনাশ করিলেন। যবন হস্তে তাঁহার ধনপ্রাণ সকলই বিনষ্ট হইল।

কাশীনাথের বিধবাপত্নী, কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়া, আন্দুলিয়া নিবাসী হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের গৃহে আশ্রয় লইলেন। হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার বাগোয়ান পরগণার জমীদার। তিনি নিঃসন্তান। কাশীনাথের পত্নীকে দুহিতার মত যত্ন করিয়া রাখিলেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পুত্র

প্রসব করিলে, হরেকৃষ্ণ তাহার রামচন্দ্র নাম রাখিয়া, আপনার সমাদ্দার উপাধি ও সম্পত্তি সমস্ত তাহাকে দিলেন। এই রাম সমাদ্দারের পুত্র ভবানন্দ মজুন্দার। রাম সমাদ্দারের নাম মানসিংহের দুই এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। ভট্টনারায়ণ হইতে ভবানন্দ একুশ পুরুষ। অন্নদামঙ্গলের ব্যাখ্যায় এক স্থলে ভট্টনারায়ণ হইতে, নবদ্বীপ রাজবংশের বর্ত্তমান বংশধর ক্ষিতীশচন্দ্র পর্য্যন্ত বংশাবতরণিকা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভবানন্দ বালককাল হইতেই মনস্বী, প্রতিভাশালী ও শান্ত স্বভাব ছিলেন। ১৩।১৪ বৎসর বয়সে, সপ্ত গ্রামে একজন মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তখন সংস্কৃত বিদ্যা তিনি বেশ শিখিয়াছিলেন। রাজপুরুষ বালকের অদ্ভুত বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ে তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া সপ্তগ্রামে লইয়া গিয়া তাঁহাকে রাজভাষা পারস্য ভাষা শিখাইলেন। পরিশেষে একদিন তাঁহাকে অনুরোধপত্র সহ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন। নবাব তাঁহার বংশাবলী ও বিদ্যার পরিচয়ে পরম সন্তুষ্টচিত্তে, মজুন্দার উপাধি ও কানুনগো পদ প্রদান করিলেন। কানুনগো পদের কার্য্য বিবরণ ব্যাখ্যাস্থলে লিখিত হইয়াছে। মজুন্দার উপাধির অর্থ জেলার রাজস্ব সংগ্রাহকের হিসাবপরীক্ষক।

হরিবল্লভ, জগদীশ ও সুবুদ্ধি নামক ভবানন্দের আর তিন সহোদর ছিলেন। কিছুদিন পরে ভবানন্দ, ঐ তিন ভ্রাতাকে ফতেপুর, কুড়ুবগাছি ও পাটকাবাড়ি যথাক্রমে এই তিনটি পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া, আপনি অবশিষ্ট

রাখিয়া, বাগুয়ান পরগণার বল্লভপুর গ্রামে বসতি করিতে লাগিলেন।

এই সময় রাজা মানসিংহ দিল্লী হইতে প্রতাপ আদিত্যকে দমন করিতে বাঙ্গালায় আসিলে, ভবানন্দ মজুন্দার সম্রাটের সেনাপতিকে বর্দ্ধমান হইতে স্বভবনে লইয়া আসিলেন। মানসিংহ স্বকার্য্য সাধনে ভবানন্দের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার সৈন্য মধ্যে ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির সময়, ভবানন্দের সাহায্য না পাইলে, সেনাবল ক্ষয়ে হয় ত তাঁহার কার্য্যোদ্ধার অসম্ভব হইত। ভবানন্দকে মানসিংহ আর ছাড়িলেন না। প্রতাপ আদিত্যের দমন করিয়া, দিল্লী প্রতিগমন কালে বাদসাহের দরবারে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর, মানসিংহের মুখে ভবানন্দের পরিচয় ও তাঁহার পিতামহ কাশীনাথের দুর্গতির কথা শ্রবণ করিয়া, এবং মজুন্দারের সহিত আলাপে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তাহাকে রাজা উপাধি ও নবদ্বীপ প্রভৃতি ১৪টি পরগণার জমীদারী প্রদান করিলেন। ভবানন্দ মজুন্দারই নবদ্বীপের রাজবংশের আদি পুরুষ।

ইংরেজী ১৬০৬ খৃঃ অব্দে ভবানন্দ জাহাঙ্গীরের কাছে ঐ ১৫টি পরগণার সনন্দ ও রাজোপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সাত বৎসর পরে, ১৬১৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর, ভবানন্দের চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আরও কয়েকটি পরগণা প্রদান করিয়াছিলেন। পরম সুখে রাজ্যভোগ করিয়া, প্রজার সুখশান্তি বিধান ও ভূতলে অন্নপূর্ণা পূজা প্রচার করিয়া, সুযোগ্য পুত্র গোপালকে রাজ্যভার দিয়া ভবানন্দ স্বর্গারোহণ করিলেন। তিনি শাপভ্রষ্ট হইয়া অন্নদার ব্রতদাস-

রূপে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর কৃষ্ণনগরে রাজত্ব করিতেছেন। নবদ্বীপের রাজবংশ বহুকাল ধরিয়া বঙ্গদেশে ধর্ম্ম, সমাজ, বিদ্যা ও কিয়দংশে রাজনীতির অধিনেতা ছিলেন। পলাসী যুদ্ধে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তির কথা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন। কৃষ্ণনগর, মাটিয়ারি, শিবনিবাস, গঙ্গাবাস প্রভৃতি নগরে এই রাজবংশের রাজপ্রাসাদ আছে।

প্রতাপ আদিত্যের কথা, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এই মাত্র জানা যায় যে, তিনি বাঙ্গালার মধ্যে একজন প্রতাপশালী দুর্দ্দান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গজ কায়স্থবংশীয় তাঁহার ৫২ হাজার পদাতি ও সহস্রসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা এবং বহুতর কুঞ্জরাদি ছিল। প্রতাপ আদিত্য বড় স্বাধীনচেতা। দিল্লীর সম্রাটের প্রতাপে নত হইতেন না। সম্রাট তাঁহাকে কিছুতেই বশীভূত পরিতে পারেন নাই। পরিশেষে প্রতাপের পাপ প্রবল হইয়া তাঁহাকে ধ্বংশমুখে লইয়া গেল। তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণে দৈব তাঁহার প্রতিকূল হইলেন, তিনি আপনার পিতৃব্য বসন্ত রায়কে সবংশে হত্যা করিলেন। কেবল বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায়, প্রতাপের মহিষীর কৌশলে কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়া দিল্লী প্রস্থান করিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার মুখে প্রতাপের অত্যাচার বৃত্তান্ত শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার দমনার্থ মানসিংহকে বাঙ্গালায় পাঠাইলেন। কচুরায় মানসিংহের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। বাঙ্গালী প্রতাপ আদিত্য, যবন সম্রাটের প্রধান রাজপুত সেনাপতি মানসিংহের সহিত নির্ভয়ে অতুল

সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যবনের বশ্যতা স্বীকার করিব না, ইহা তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল। বাঙ্গালীর শিরে চির ভীরুতার কলঙ্ক যাহারা আরোপ করেন, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত। এই বাঙ্গালায় এক দিন প্রতাপ আদিত্যের অভাব ছিল না।

প্রতাপ আদিত্য মানসিংহের হস্তে পরাজিত ও পিঞ্জরাবদ্ধ হন। প্রভুপরায়ণ রজঃপুত সেনাপতি পতিত শত্রুকে পিঞ্জর মধ্যে অনাহারে মারিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার শবদেহ ঘৃতে ভাজিয়া যবন সম্রাটের পদতলে উপহার দিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের শবদেহ যমুনার জলে ভাসাইতে আদেশ করিয়া, কচুরায়কে যশোরের রাজ্য প্রদান করিলেন। অধুনা যশোর নামে যে জেলা আছে, ইহা সে যশোর নয়। সুন্দরবন অঞ্চলে যশোহর নামে তৎকালে এক সুপ্রসিদ্ধ নগর ছিল, উহাই প্রতাপ আদিত্যের রাজধানী। এখন সে স্থান জঙ্গলময়। খুলনা জেলার অন্তর্গত একটি বনময় প্রদেশে অদ্যাপি প্রতাপাদিত্যের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশিষ্ট বিদ্যমান আছে। নহবৎখানা, ঘড়ীখানা প্রভৃতি রাজভবনের লক্ষণসমূহ এখনও তথায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। শিলাময়ী নামে প্রতাপআদিত্যের গৃহে যে পাষাণময়ী দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, রাজার পাপে যুদ্ধকালে তিনি মুখ ফিরাইয়া অর্থাৎ রাজার উপর প্রতিকূল হইয়া বসিয়াছিলেন। শুনা যায়, মন্দিরমধ্যে শিলাময়ী দেবী এখনও দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া তেমনি ভাবে বসিয়া আছেন। প্রতাপ আদিত্যের কীর্ত্তিকলাপের কথা বিবৃত করিয়া, কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাম বসু নামক জনৈক ভদ্রলোক একখানি

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কবি রাম বসু নহে
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে, ১৮০১খৃঃ অব্দে ঐ
প্রণীত হয়। বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষার উহাই প্রথম গদ্য পু
ঐ পুস্তক এখন পাওয়া দুষ্কর। বঙ্গাধিপ পরাজয় প্রভৃতি দুএক
আধুনিক গ্রন্থেও প্রতাপ আদিত্যের কথা কিছু কিছু পা
যায়, কিন্তু সে অতি সামান্য। তাহাতে ঐতিহাসিক জ্ঞা
বিশেষ কিছু সাহায্য হয় না।

প্রতাপ আদিত্যের মৃত্যুর পর কচুরায় যশোর রা
সম্রাটের প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছু দিন রাজত্ব ক
ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের রাজত্ব ও রাজোপাধি
বিলুপ্ত হইয়াছে, বংশ লোপ পায় নাই। কলিকাতার সন্নি
প্রদেশে কচুরায়ের বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই ব
একজন ওকালতী পরীক্ষা দিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে কলি
হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। বিচারপতি জ্যাক্‌সান
তাঁহাকে মুন্‌সেফী পদ দিয়া যান। বোধ হয়, অদ্যাপি
সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

রাজা মানসিংহ সম্বন্ধে অধিক কথা কিছু এস্থলে ব
তত প্রয়োজন নাই। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই মানসি
পরিচয় কিছু না কিছু অবগত আছেন। ইনি অম্বরের র
বিহারী মল্ল, ইহাঁর বংশের আদিপুরুষ। যে সকল রাজ
যোদ্ধা যবন সম্রাটের দাসত্ব স্বীকার করিয়া, ভারতে যবন
জ্যের প্রতাপ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, মানসিংহ তাহার মধ্যে
ইনি প্রধান। বিবাহ দ্বারা ইনি সম্রাটবংশের সহিত
স্থাপন করিয়াছিলেন। চিতোরের তেজস্বী রাণা প্রতাপ ই

যবনদাস ও যবনসম্বন্ধী বলিয়া বড় ঘৃণা করিতেন। বাঙ্গা প্রতাপও একদিন সদম্ভে এই রাজপুত বীরকে বলিয়া পাঠাই ছিলেন—

"কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনাব মণিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥"

যবনের শত্রুদমনে রাজা মানসিংহ বড়ই সুদক্ষ ছিলে চিতোরের প্রতাপ ও বাঙ্গালার প্রতাপ, এ দুই প্রতাপের তি সর্ব্বনাশের মূল। আক্‌বরের রাজত্বকালে চিতোরের যুদ্ধ তৎপুত্র জাহাঙ্গীবের রাজত্বকালে বাঙ্গালী প্রতাপের সহিত হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ আক্‌বর ও জাহাঙ্গীর, পি পুত্র এই দুই জনের রাজত্বকালেই সেনাপতিত্ব করিয়াছিলে তিনি সম্রাটের পঞ্চ হাজারী, অর্থাৎ পাঁচ হাজার সেনার অ নায়ক ছিলেন। পরাক্রমে মানসিংহ অজেয় ছিলেন। যে দি সঙ্কটের বিভীষিকা, প্রায়ই সেই দিকে তিনিই প্রেরিত হইতে কিন্তু ভারতের এম্‌নি দুরদৃষ্ট, বিধাতার এম্‌নি অখণ্ডনীয় বি যে, আজ বহুকাল হইতে ভারতসন্তান সক্ষম হইলেও পরপ নত হইয়া, পরপদে প্রাণ সমর্পণ করিয়া, পরের গৌরবে আ নাকে গৌরবান্বিত করিয়া আসিতেছেন। এ পরাবলম্বন বৃ কি কখনও অবসান হইবে না? ভবিষ্যতের গর্ভে, বিধা মনে, কি আছে, কে বলিতে পারে?

———

বঙ্গবাসী পুস্তকালয়।

৩৪। ১ নং কলুটোলা—কলিকাতা

নিয়মাবলী।

১। বঙ্গবাসী পুস্তকালয় হইতে কোন পুস্তকই ভ্যালুপেয়েবলে পাঠান হয় না।

২। মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইলে, তৎক্ষণাৎ পুস্তক প্রেরণ হইয়া থাকে। মনিঅর্ডারের কুপনে পুস্তকের নাম, নিজ নাম, ঠিকানা, জেলা স্পষ্টাক্ষরে লেখা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে বিবরণযুক্ত একখানি পত্র লেখাও আবশ্যক। যাঁহারা এরূপ ভাবে টাকা না পাঠান, তাঁহাদের পুস্তক পাইতে বিলম্ব হয়।

৩। যে কোন পুস্তক হউক না কেন, গ্রাহকগণের উচিত তাহা রেজেষ্টারী ডাকে লওয়া। ৵৹ আনা রেজেষ্টারী খরচ পাঠাইলে, ডাকঘরে আর পুস্তক খোয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

৪। যদি কোন পুস্তক পাইতে কাহারও বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন, হয় তাঁহার ঠিকানা, নাম পড়া যায় নাই, না হয় ডাকঘরে গোলমাল হইয়াছে।

৫। মফঃস্বলের গ্রাহকগণের ডাক মাশুল লাগে না।

চরিত, (৮) ছোক্রা বাবু. (৯) হঠাৎ বাবু, (১০) মেম সাহেব ১ নং (১১) ভাল কে, সভ্য না অসভ্য, (১২) বাস্তু ঘুঘু, (১৩) কুরুচি, (১৪) বালক, (১৫) কাচবাক্য, (১৬) ব্রহ্মডাঙ্গায় কুল গাছ, (১৭) জামাই বাবু, (১৮) কাটা আইন, (১৯) একাদশী বাড়ুর্য্যে।

ইংরেজচরিত ১ম ভাগ। গিরিশচন্দ্র বসু প্রণীত। ইংরেজচরিত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। ইহাতে কি আছে? (১) স্বর্গ ও ইংরেজ-রাজ্য, (২) বিলাতী ফুলশয্যা (৩) নূতন ধরণের আসন (৪) মেয়ে গাড়ীর বিপদ (৫) শাশুড়ী তাড়াইবার কৌশল (৬) সমতলে গিরি-গঠন (৭) হঠাৎ বাবু ও আদর্শ বিজ্ঞাপন (৮) নরমাংসের হাট (৯) ইংরেজের যাদুঘর (১০) স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার (১১) বড় দিন (১২) চা না কাফি, (১৩) বিলাতী মোক্তারী।

বিলাতের পত্র ১ম ভাগ। মূল্য ১৲ এক টাকা। ২য় মুদ্রণ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত। গিরিশ বাবু তিন বৎসর কাল বিলাতে থাকিয়া ইংলণ্ডের সামাজিক বিবরণ যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে কি আছে—(১) কলিকাতা হইতে সমুদ্র দিয়া বিলাত যাইবার পথের বিবরণ (২) লঙ্কাদ্বীপের কথা (৩) সমুদ্রে তুফান (৪) রাজধানী লণ্ডন্ নগর (৫) বিলাতে থাকিবার ও পড়িবার খরচের কথা (৬) সমাধিক্ষেত্র ও সামাজিক কৃত্রিমতা (৭) নিমন্ত্রণ (৮) পার্লামেণ্ট (৯) ভয়ঙ্কর শীত (১০) কৃষিমেলা (১১) বিলাতী গাভী (১২) কিউবাগান (১৩) বিলাতী রান্নাঘর

(১০) বিলাতী খেলা (১৫) কলেজ ভোজ (১৬) বিলাতী হোটেল (১৭) ইংরেজী আহার (১৮) বিলাতী দুর্গোৎসব (১৯) লোক শিক্ষা (২০ নারী জাতির প্রতি সম্মান (২১) বিলাতী তাস খেলার নূতন নিয়ম (২২) বিলাতী বসন্ত উৎসব।

বিলাতের পত্র দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে স্কটলণ্ড ভ্রমণবৃত্তান্ত, সমুদ্র তীরে ভ্রমণ, স্নানযাত্রা, থিয়েটার ইংরেজ রমণীর পোষাক প্রভৃতি নানা কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ইউরোপ ভ্রমণ। মূল্য ৸০ বার আনা। গিরিশ বাবু ইউরোপ ভ্রমণকালে ফ্রান্স, ইটালি এবং সুইজর্লণ্ড ভ্রমণ করিয়া এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অতি উপাদেয় পুস্তক।

ভূতত্ত্ব। মূল্য ॥০ আট আনা। শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু প্রণীত। এ গ্রন্থে পৃথিবীর গঠন প্রণালীর কথা বর্ণিত।

পশুপতি সংবাদ। মূল্য ।০ চারি আনা। প্রাত হাসিক উপন্যাস। অতি সরস সারগর্ভ কথায় এ গ্রন্থ পূর্ণ।

সারস্বতকুঞ্জ। মূল্য ৸০ আনা। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

গীতা ও হিন্দু। মূল্য দেড় টাকা। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব ইহাতে নিহিত আছে। ইহাতে পিতৃভূমি, মাতৃভূমি, ধর্ম্মবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা লোকবিদ্যা, লোকনীতি, কর্ম্মক্ষেত্র, সাধনা, ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞান-

কাণ্ড, সাধনা, শাকপুরাণ,—ইত্যাদি নানা সারগর্ভ কথায় এ গ্রন্থ পূর্ণ। ৩০০ পৃষ্ঠায় এ গ্রন্থ পূর্ণ।

ভারত উদ্ধার। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা। তীব্র বিদ্রূপাত্মক রহস্যময় গ্রন্থ।

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, সত্যনারায়ণের কথা, এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী—এ পাঁচ খানি গ্রন্থে প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ সম্পূর্ণ। মূল্য সমগ্র গ্রন্থের তিন টাকা। শুধু বিদ্যাপতি মূল্য ॥৵০ চণ্ডীদাস ৸০, গোবিন্দদাস ৸০, সত্যনারায়ণের কথা ৹ চণ্ডী ১৲ এক টাকা।

আমার নামে মনি অর্ডার করিয়া সকলে টাকা কড়ি পাঠাইবেন।

নূতন খাজনার আইন।

অর্থাৎ প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন।

সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সরল ব্যাখ্যা ও টীকা সমেত। শুদ্ধ ভাষার দোষে এই আইন অনেকে বুঝিতে পারিতেছেন না, অথচ না বুঝিলেও নয়। এই পুস্তক পড়িলে আইনের সকল কথাই উত্তম, পরিষ্কার বুঝা যাইবে। এই আইন নানা রকম ছাপা হইয়াছে, কিন্তু আইন বুঝাইবার উপায় কেহই করেন নাই। সুতরাং অন্য পুস্তক কিনিলেও আবার ইহা কেনা উচিত। ইহাতে মূল আইনও আছে, সোজা কথায় ধারাগুলি বুঝাইয়াও দেও

হইয়াছে। ব্যাখ্যা পাঠ করিবামাত্র আইনের মর্ম্ম বোধ হইবে। মূল্য খুব অল্প—আট আনা মাত্র। কিন্তু বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত।০ চারি আনা মাত্র।

মফস্বলে মায় ডাকমাসুল মূল্য পাঁচ আনা। পাইকারদের কমিশন দেওয়া যাইবে।

সম্পূর্ণ টীকা নজীর ও ব্যাখ্যা সমেত

খাজানার আইন।

বঙ্গদেশের প্রজাসত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন। চব্বিশপরগণার জজ আদালতের উকীল শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

পুস্তক অতি বৃহৎ। ৫১৬ পাতায় সম্পূর্ণ। এত বড় আইন আর নাই।

ইহাতে বিভিন্ন রিপোর্ট ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের বক্তৃতার সার, ভিন্ন ভিন্ন হাইকোর্ট ও প্রিবিকৌন্সিলের মোকদ্দমার নজীর, জটিল ধারাগুলির ব্যাখ্যা, দাখিলা দিবার প্রণালী ও গোমস্তার প্রতি উপদেশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রণীত বিধি প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মূল্য ৪৲ টাকা। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য। ডাকমাশুল মায় রেজিষ্টরি খরচ।৵৹ আনা ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বঙ্গবাসী পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়,
বঙ্গবাসী পুস্তক বিক্রেতা।

বিজ্ঞাপন।

কৃষিগেজেট কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। বাঙ্গালার কৃষিকার্য্যের কিসে উন্নতি হয়, এ পত্রিকার ইহাই লক্ষ্য। ইহাতে ধান চালের নূতন কথা, আলু চাসের কথা, আখ, গম প্রভৃতির নানা রূপ চাসের সার-গর্ভ কথা থাকে। গো জাতির মড়ক নিবারণের উপায়, অশ্বচিকিৎসা, মৎসের সংখ্যা বৃদ্ধি, এ সকল বিষয়েও কৃষিগেজেট পূর্ণ থাকে। ইহা ব্যতীত ব্যবসা, বাণিজ্যের কথা, কলিকাতার জিনিসপত্রের দর, বঙ্গের কৃষির অবস্থা, ইত্যাদি নানা বিষয় থাকে।

কটক কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন এবং উদ্ভিদ-শাস্ত্রের অধ্যাপক, বিলাতের কৃষিকলেজের উত্তীর্ণ ;—"বিলাতের পত্র," "ভূতত্ত্ব," "ইংরেজ-চরিত" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম, এ, কৃষিগেজেটের সম্পাদক। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়
কলিকাতা
সন ১২৯৩ সাল।

শ্রীগোপালচন্দ্র পালিত
অধ্যক্ষ।

শিবের বিবাহমন্ত্রণা।

৪৯—৫০পৃঃ

জড়িত মতি—মন অভিভূত হইয়া রহিয়াছে।

উমা···গো—ইহার গদ্য এইরূপ হইবে—উমা দয়া কর আমার দারুণ শমনভয় নিবারণ কর। আমার মন পাপে অভিভূত, তাই আমি এত কাতর হইয়াছি। মা পাপীকেত তুমিই উদ্ধার কর বলিয়া তোমার নাম পতিতপাবনী হইয়াছে, অতএব আমারও শমনভয় দূর কর।

ঘন—বার বার।

গুহ গজাননে বুঝি ডর—কার্ত্তিকেয় আর গণেশ তোমার পুত্র, পাছে আমাকে পুত্র বলিয়া আদর করিলে, তাহারা অসন্তুষ্ট হয় বা হিংসা করে; এই ভয়ে কি আমি এত মা মা বলিয়া ডাকিতেছি, আমার উত্তর দিতেছ না।

(ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয়, ভারতচন্দ্র অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তবে তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস অধিক ছিল না, এবং ভক্তির চরম হইলে যে মোক্ষ হয়, ভক্তিজ্ঞানে যে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়া যায়,তাহা তাঁহার হয় নাই—তিনি ভক্ত ছিলেন তবে সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। সাধক রামপ্রসাদ ভক্তিতেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার এরূপ ভয়ে ভয়ে তাঁহার মার নিকট যাওয়া ছিল না। তিনি এরূপ স্থলে বলিয়াছেন ঃ—

"মা আমি কি আটাশে ছেলে
আমি ভয় করি না চোখ রাঙ্গালে।

* * *

এবার করব নালিস বাপের আগে।
ডিক্রী লব এক সওয়ালে।

* * *

তখন শান্ত হব ক্ষান্ত হব আমায় যখন করবি কোলে॥")

আমার···সারা—এ সংসার মায়াময়—ইহা অসৎ স্বপ্নমাত্র—তুমিই একমাত্র সৎ—তুমিই চিৎস্বরূপ।

নানারূপে···চর গো—এই জগৎ সংসারে অসংখ্য মূর্ত্তি ধরিয়া তুমিই বিচরণ করিতেছ, তুমিই স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ভূতাদি সকলই তোমার ভিন্ন রূপ। তুমিই সংসাররূপে পরিণত হইয়াছ বলিয়া বহুরূপ। কারণ "ব্যাবৃত্তো ভয়োরূপঃ।" শাস্ত্রে আছে—

"ভূমিরূপোহনল বায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যযেদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এ তদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানিত্যুপধারয়।

ইতি গীতা—৭।৪।৬

রাধানাথ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাধানাথ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাশি নাম।

ঋণিচক্র ঋণে তর গো—প্রত্যেক মনুষ্যই জন্মগ্রহণ করিয়া কতকগুলি ঋণে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ তাহারা শাস্ত্রমত কতকগুলি কর্ত্তব্য সাধন করিতে বাধ্য হয়। জীবনব্রতে সে সকল সাধন না করিলে ঋণজাল হইতে

মুক্ত হওয়া যায় না। সাধারণত এই ঋণ ছয় প্রকার—পিতৃ ঋণ, মাতৃ ঋণ, দেব ঋণ, গুরু ঋণ, ঋষি ঋণ, দ্বিজ ঋণ। এই ঋণশোধ না করিলে বা, এই কর্ত্তব্যগুলি পালন না করিলে কেহই মুক্ত হইতে পারে না।

পূরাও···তরগো—যদি তাঁহাকে ঋণজাল হইতে মুক্ত কর, তবেই তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে।

উদাসীন—শক্তি বিহীন হইলে কেবল, চিৎ বা আত্মা কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা নিষ্ক্রিয়। এই জন্য শিব শক্তিবিহিন হইয়া প্রলয়াদি কার্য্যে উদাসীন হইলেন।

বিধি গদাধর—ব্রহ্মা ও হরি।

ত্রিদিব—স্বর্গ।

দেবদেব—মহাদেব। শ্রেষ্ঠ দেবতা।

শিব···করিব—শিবের শক্তিহীন হওয়ায় সংহারাদি কার্য্য বন্ধ হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণুরও সৃজন পালনাদি কার্য্য করা চলে না।

উ শব্দে···তাঁর—উ শব্দে শিবকে বুঝায় "উকারান্ত মহেশ্বরঃ" আর 'মা' শব্দে লক্ষ্মীকে বুঝায় (এই জন্য লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর নাম মাধব)। সুতরাং উমা বলিলে শিবের গৃহলক্ষ্মী বা শিবপত্নীই বুঝাইতেছে।

কুমার সম্ভবে কালিদাস উমা শব্দে অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মেনকা পার্ব্বতাকে তপস্যা

করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার উমা নাম হইয়াছে,

"উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাদুমাখ্যং সুমুখী জগাম।"

(উ—সম্বোধন ও মা—না অর্থাৎ ও পার্ব্বতী যাইও না)

মেনকা—হিমালয়রাজের স্ত্রী।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,

"তুরায় চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা।
মা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী
ভাবে সে দুহিতা॥

শর্ব্ব—শিব।

সংসার নির্ব্বাহ—পরিবারাদি লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা—ঘর কন্না করা। অথবা শক্তির সহিত যোগ হইলেই জগতের সংহারাদি কার্য্য করিতে পারিবেন।

উদ্দেশ—সংবাদ।

একেত নারদ...আবেশ—একে নারদ হুজুগপ্রিয়—একটা না একটা গোলযোগ লইয়াই সর্ব্বদা থাকেন। তাহাতে আবার এ স্থলে বিষ্ণুর আদেশ পাইয়াছেন—আর কাজটীও বড়ই গুরুতর, শিবের বিবাহের ঘটকালী—সুতরাং সে কাজে নারদের বড়ই আহ্লাদ, তাঁহার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। এরূপ বর্ণনাকে ক্রমোন্নতি অলঙ্কার বলে।

ভাজন—আস্পদ, অধিকারী

মশাইয়া তান—বীণার(এক্ষণে যাহাকে বীন বলে ও যাহার

রূপান্তরে সেতার হইয়াছে) সুরের সঙ্গে গলার সুর মিশাইয়া গাইতে লাগিলেন।

ভারতের অভিমত—ভারতচন্দ্রের নিজের ইচ্ছামত অর্থাৎ তাহার রচিত গীতের মত।

নারদের গান।

৫১ পৃঃ।

জগ-ময়ি—যিনি জগতময় ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

করুণানিকরে—হে করুণানাথ।

চণ্ডবিঘাতিনী—যিনি চণ্ড বিনাশ করিয়াছেন (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)

মুখ্যতরে...শ্রেষ্ঠতরা—যাঁহার অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই—সারাৎসার।

কপালিনী—নরকপালধারিণী।

মস্তকমালিনী—মুণ্ডমালা গলে যাহার।

শূলধরে—শূলধারিণী।

ভারত ভীতিহরে—যিনি ভারতচন্দ্রের ভয় হরণ করিবেন।

শিববিবাহের সম্বন্ধ।

৫১—৫৩ পৃঃ

উত্তরিল—উপস্থিত হইল।

রঙ্গে—আনন্দে ও নানারূপ ভাবভঙ্গীর সহিত।

চৌষট্টি যোগিনী—ভগবতীর সখীরূপা আবরণ দেবতা, তাহাদের সংখ্যা এক কোটী হইবে। তন্মধ্যে চৌষট্টিটাই প্রধান। তাহাদের নাম এইঃ—(১) নারায়ণী (২) গৌরী (৩)শাকম্ভরী(৪)ভীমা (৫)রক্তদান্তকা (৬) ভ্রামরী (৭)পার্ব্বতী (৮) দুর্গা, (৯) কাত্যায়নী,(১০) মহাদেবী (১১) চণ্ডঘণ্টা,(১২) মহাবিদ্যা (১৩) মহাতপা, (১৪) সাবিত্রী, (১৫) ব্রহ্মবাদিনী (১৬) ভদ্রকালী, (১৭) বিশালাক্ষী, (১৮) রুদ্রাণী, (১৯) কৃপপিঙ্গলা, (২০) অগ্নিজ্বালা (২১) রৌদ্রমুখী, (২২) কালরাত্রি (২৩) তপস্বিনী (২৪) মেঘস্বনা, (২৫) সহস্রাক্ষী, (২৬) বিষ্ণুমায়া (২৭) জলোদরী, (২৮) মহোদরী (২৯) মুক্তকেশী, (৩০) ঘোররূপা, (৩১) মহাবলা, (৩২) শ্রুতি, (৩৩) স্মৃতি, (৩৪) ধৃতি, (৩৫) তুষ্টি, (৩৬) পুষ্টি, (৩৭) মেধা, (৩৮) বিদ্যা, (৩৯) লক্ষ্মী, (৪০) সরস্বতী, (৪১) অপর্ণা, (৪২) অম্বিকা, (৪৩) যোগিনী (৪৪) ডাকিনী (৪৫) শাকিনী, (৪৬) হারিণী, (৪৭) হাকিনী, (৪৮) লাকিনী, (৪৯) ত্রিদশেশ্বরী, (৫০) মহাষষ্ঠী, (৫১) সর্ব্বমঙ্গলা (৫২) লজ্জা (৫৩) কৌষিকী, (৫৪) ব্রাহ্মণী, (৫৫) মাহেশ্বরী, (৫৬) কৌমারী, (৫৭) বৈষ্ণবী, (৫৮) ঐন্দ্রী, (৫৯) নারসিংহী,(৬০) বারাহী,, (৬১) চামুণ্ডা (৬২) শিবদূতী, (৬৩) বিষ্ণুমায়া, (৬৪) মাতৃকা,

কুমারীর বেশ সঙ্গে—বালিকার বেশে তাঁহার সঙ্গে খেলা করিতেছে।

মৃত্তিকা...বিয়া— মাটীর শিব দুর্গা গড়িয়া তাহাদের পরস্পরের বিবাহ দিতেছেন। ভাবার্থ এই, যিনি প্রকৃত আদি শক্তি, তিনি নিরময়, জন্মাদিরহিতে এবং পুরুষ বা চৈতন্য হৃদয়ের নিত্য অবিচ্ছেদে বিরাজ করিতেছেন। উমা দাক্ষায়ণী প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তিধারণ বা জন্মান্তর পরিগ্রহ তাঁহার লীলা খেলা মাত্র। বাস্তবিক সেই আদি শক্তিস্থ তুচ্ছ বা আবরণ ক্ষমতা রূপ অংশটী সৃষ্টিকালে সেই আদি শক্তি হইতে জাত শিব, হরি, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্তই সৃষ্টিকালে আদি শক্তি হইতে জন্মিয়া প্রলয়ে তাহাতেই লীন হইতেছে। আদি শক্তির এই রূপ লীলাখেলা বরাবর চলিয়া আসিতেছে; এরূপ কোটী কোটী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। শাস্ত্রে আছে,

প্রত্যহং পরমেশানি ব্রহ্মাণ্ডা বহবোঽভবন্।
তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ ব্রহ্মা তত্রৈব কমলাপতিং॥
শিবং বহু বিধাকারং তত্রৈব স্থাপয়েত্ততঃ।
এবং হি পরমেশানি নানা শক্তিং প্রবিন্যসেৎ॥

* * *

লক্ষং লক্ষং মহেশানি তত্রৈব মুররীধরঃ।
শত লক্ষং তত্র রুদ্রো ব্রহ্মা লক্ষশতং প্রিয়ে।
এবং ব্রহ্মাণ্ডং বিবিধং নিত্যং সৃজতি নির্গুণং॥

তন্ত্র।

মৃত্তিকার—মাটীর অর্থাৎ মায়াময়।

চমৎকার—আশ্চর্য্য হইলেন।

একি...অবতার—হে মায়ার অবতার ঈশাণী! তুমি এ সকল কি করিতেছ—কি অদ্ভুত লীলা করিতেছ।

মায়া অবতার—ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আশ্রিত হইয়াই রূপাদি ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয়েন। শিব শিবা প্রভৃতি সকলই সেইরূপ মায়াশ্রিতে চিদের বা আত্মার অবতার।

শাস্ত্রে আছে :—

"মায়য়া গৃহ্যমানস্ত্বং মনুষ্যইব ভাব্যসে।
জ্ঞাত্বা তাং নির্গুণমজং বৈষ্ণবা মোক্ষগামিনঃ॥

অধ্যাত্ম রামায়ণ ৩।৩০

ভাগবতে আছে,

"ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুবতো দেব তির্য্যঙ নারদাদিষু॥

সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"নানারূপে নানা লীলা সকলই তোমার"

অভীষ্ট...মনে—নারদের অভিলাষিত বিষয় সফল হউক মনে মনে এইরূপ বর দিলেন।

গুণ বৃদ্ধ—বৃদ্ধ বলিয়াই বালিকা উমাকে তাঁহার প্রণাম করা উচিত হয় নাই।

অল্প আয়ু—অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রণাম করিলে পাপস্পর্শ হয় ও তাহাতে অল্প আয়ু হয়। এজন্য পার্ব্বতী একথা বলিলেন।

দেখিয়া—সমস্ত জানিয়া শুনিয়া।

তোমার কৃপায়···তোমারি—তোমার প্রসাদে আমি তোমায় ভয় করি না ; যিনি ভক্তিদ্বারায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার মুক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"দেখি মা কেমন করে আমারে ছাড়ায়ে যাবা
ছেলের হাতের কলা নয় মা ফাকি দিয়ে কেড়ে খাবা।"

বাপের জননী—নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। আদ্যাশক্তি ভগবতী মূল প্রকৃতিরূপে সেই ব্রহ্মাকেই প্রসব করিয়াছেন, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মূল প্রকৃতির প্রথম বিকারেই ব্রহ্মাদির উৎপত্তি হয়।

নাতিজ্ঞানে ··আমারে—আমি তোমার সম্পর্কে নাতি হইলাম বলিয়া বুঝি তুমি আমারে বুড়া বলিয়া পরিহাস করিতেছ।

ঘটাব—জুটাইব, বিবাহ দেওয়াইব।

বায়ে লড়ে দাঁত—দাঁত এত আলগা যে বাতাসে নড়িয়া যায়।

ছলে লজ্জা পেয়ে—লজ্জার ছলনা করিয়া।

ধেয়ে—দ্রুত গিয়া

আল্যা করি—আলো করিয়া।

ছেঁদে ধরি গলে—গলা জড়াইয়া ধরিয়া।

ধূলা ঘরে—ধূলা খেলার ঘরে। এই স্থলে ধূলাঘর অর্থে প্রপঞ্চ

জগৎ আর পুতুলের বিয়া অর্থে জীব সৃষ্টি প্রভৃতি ধ্বনীত হইতেছে ।

ডোকরা—লক্ষীছাড়া। এদেশে ইতর শ্রেণীর লোকে গালা-গালি স্বরূপে এই কথা ব্যবহার করিয়া থাকে ।

অলক্ষণ—অশুভ লক্ষণ ।

না পারি করিতে -বলিতে বা বর্ণনা করিতে পারি না। বালিকারা স্বভাবতঃ লজ্জায় তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা গুরুজনের নিটক বলিতে পারে না।

দুটা লাঁউ…খান—বীণা। বর্ণনাটি অতি সুন্দর, বালিকার উপযোগী হইয়াছে ।

কোন্দলিয়া—কোন্দল বা ঝগড়াপ্রিয়। নারদমুনি স্বভাবতঃ বড়ই কোন্দলপ্রিয়। তিনি "বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল বাঁধান।"

মনে জানিলা—মনে মনে বুঝিতে পারিলা। মনে = বর্ণনা শুনিয়া অথবা ধ্যানবলে ।

সম্ভ্রমে…বন্দিলেন—সসম্ভ্রমে অর্থাৎ অতি মান্য পূর্ব্বক নারদের চরণবন্দনা করিলেন—তাঁহার পদরেণু গ্রহণ করিলেন।

অসীম তোমার ভাগ্যোদয়—তোমার অতুল সৌভাগ্য। বড় জোর কপাল।

অখিল ভুবন—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ।

ভবাণী হবেন উমা—আমার উমা শিবের গৃহিণী হইবেন।

পার পাব ভবে—সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

জনক...যখনি—উমা গিরিরাজ ঘরে জন্মগ্রহণ করায় যখনই তিনি তাঁহার পিতা ও মেনকা তাঁহার মাতা হইয়াছেন, তখনই তোমাদের সৌভাগ্য উদিত হইয়াছে।

লগ্নপত্র—বিবাহের দিনস্থির করিয়া বর ও কন্যা উভয় পক্ষীয় লোক থাকিয়া যে লেখাপড়া হয়, তাহাকেই লগ্নপত্র বলে।

সায়—সম্মতি।

শিবের ধ্যানভঙ্গে কাম ভস্ম।

৫৪—৫৬পৃঃ

নির্ব্বন্ধ—স্থির।

কমললোচন—ব্রহ্মা।

নাহি ভাঙ্গে ধ্যান—আদ্যা শক্তি ব্যতীত নির্ব্বিকার ব্রহ্মা স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তখন তাঁহার বহীর্মুখী ভাব থাকে না অর্থাৎ শক্তির সহিত মিলিত না থাকায় শিব তৎকালে নিষ্ক্রিয়াবস্থায় ছিলেন—তাঁহার বৃত্তি সকল অন্তর্মুখী ছিল, এজন্য তৎকালে তিনি ঘোর ধ্যানমগ্নাবস্থায় ছিলেন ও দেবগণের স্তবে তাঁহার সে প্রগাঢ় ধ্যানভঙ্গ হয় নাই।

সুরপতি দিলা পান—ইন্দ্র তাঁহাকে শিবের ধ্যানভঙ্গ কার্য্যে বরণ করিলেন। কুমারসম্ভবে লিখিত আছে যে, এক সময়ে তারকাসুর দেবতাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করে।

স্বর্গচ্যুত দেবতাগণ বড়ই বিপদ দেখিয়া তখন সকলে ব্রহ্মার নিকট পরামর্শ করিতে গমন করেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে, শিবের ঔরষে ভগবতীর গর্ভে দেবসেনা কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিয়া তবে তারকাসুরকে নিধন করিবেন। ইন্দ্র সেইজন্য শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ দেওয়াইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হন। মহাদেব তৎকালে সমাধি অবস্থায় ছিলেন, সুতরাং সে ধ্যানভঙ্গ করা মদন ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নহে দেখিয়া তিনি বসন্তসখা মদনকেই এই ভয়ানক কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তিনি মদনকে বলিলেন ——

তপ্যাঙ্কুসিদ্ধে কিং [illegible] সমর্থাঃ স্ব ভাবা এব ।

কুমারসম্ভব।

"মহেশের পুত্র হবে নাম ষড়ানন।
পার্ব্বতীর গর্ভে তার হইবে জনম ॥
তার বলে তারকের হইবে নিধন।
সবে মিলে শিবের বিবাহে দেহ মন।"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

সম্মোহন বাণ—কামের পঞ্চশর—ইহার প্রভাবে সর্ব্বজীব মোহিত হয়। এই বাণের এত প্রভাব যে,

"তবপ্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি সহায়মেকং মধুমেব লব্ধ্বা।
কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণের্ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে।

সুধু তাহাই নহে,

বজ্রং তপোবীর্য্যমহৎসুকুণ্ঠং ত্বং সর্ব্বতোগামী চ সাধকশ্চ ॥"

ইতি কুমারসম্ভব।

সন্ধান—শিবের উপর নিক্ষেপ করিয়া।

পুষ্পশরাসন—ফুলধনু

সামন্ত—সহচর, সামন্তের প্রকৃত অর্থ অধীন সেনাপতি।

ঘন ঘন মন্দ—সুশীতল মলয় বায়ু অবিরত মৃদুভাবে বহিতে লাগিল

মলয় পবন—দক্ষিণে বায়ু। বসন্তের প্রারম্ভেই এই বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাকেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব 'মনসুণ' বলে। দক্ষিণে নীলগিরি পর্ব্বতের উপর দিয়া চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ লইয়া আইসে বলিয়া ইহাকে মলয় পবন বলে। নীলগিরিরহ অন্যতর নাম মলয় পর্ব্বত, কেহ কেহ ঘাট পর্ব্বতকে মলয়াচল বলিয়া থাকে। এই জন্য তথাকার উপকূলের নাম মলয়বর-বা মেলেবর।

জগতে লাগিল ধন্দ—সকল লোকেরই ধাঁধা লাগিল। যে সময় মহাদেব তপস্যা করিতেছিলেন, তখন ঘোর শীত। অকালে বসন্ত উদয় হইল, লোকে তাহার কোন কারণই স্থির করিতে পারিল না।

অদর্শন—পাছে হর কোপানলে পতিত হয়, এজন্য দেবগণ লুক্কায়িত রহিল।

পূর্ব্ব নিয়োজন—বিধির বা অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধ। কর্ম্মানুসারেই লোকে ফল ভোগ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ বিধাতা সংসারকে এরূপ কঠোর নিয়মে বদ্ধ করিয়া সমুদয় স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, অনন্ত কালের মধ্যে কোন সময়

কি হইবে, তাহা সব পূর্ব্বে স্থির হইয়া আছে। ইহাকেই আমরা বিধিলিপি বলি।

আকর্ণ পূরিয়া সন্ধান— অর্থাৎ কর্ণমূল পর্য্যন্ত শরাকর্ষণ করিয়া সন্ধান, ব্যয় বা শবাকর্ষণ প্রণালী সাধারণতঃ পাঁচ প্রাকার। কৈশিক, সাত্ত্বিক, বৎসকর্ণ, ভরত ও স্কন্ধ। কেশমূল পর্য্যন্ত শরাকর্ষণকে কৈশিক বলে। শৃঙ্গ পর্য্যন্ত শরাকর্ষণ সাত্ত্বিক। কর্ণ স্থান পর্য্যন্ত শরাকর্ষণ বৎসকর্ণ। গ্রীবার দিকে আকর্ষণ ভরত। আর স্কন্ধ সংলগ্ন আকর্ষণ স্কন্ধ।

অনলে পতঙ্গ হয়ে—পতঙ্গ যেমন না বুঝিয়া আগুণের রূপে মোহিত হইয়া তাহাতে পড়িতে যায় ও শেষে প্রাণ হারায়, মদনও সেইরূপ না বুঝিয়া শিবের উপর সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

কিবা করে ধ্যান···কামের শর —মদনের ফুলধনু লোককে যেরূপ উন্মত্ত করে, কঠোর তপঃ ধ্যান বা জ্ঞানের দ্বারা তাহার প্রতিবিধান হয় না। অর্থাৎ যোগীই হউন আর জ্ঞানীই হউন, সে শরের প্রভাব কেহই সহ্য করিতে পারে না। মদন স্বয়ংই বলিয়াছেন :—

অসম্মতঃ কস্তব মুক্তিমার্গং
পুনর্ভবক্লেশভয়াৎপ্রপন্নঃ।
বদ্ধশ্চিরং তিষ্ঠতু সুন্দরীনা-
মারোচিত ভ্রূচতুরৈঃ কটাক্ষৈঃ॥
অধ্যাপিতস্তোশনসাপি নীতিং

* * * *

কস্যাপি দগ্ধো বদ পীড়য়ামি ॥

ইতি কুমারসম্ভব।

সিহরিল—লোমাঞ্চিত হইল।

কামশরে...পাশে—শিব মদনের সম্মোহনাস্ত্রে পীড়িত হইয়া রমণী লাভ লালসায় চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

এই স্থান হইতে কাম ভস্ম পর্য্যন্ত অনেক অংশে ভারতের ভাববৈষম্য ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ অনৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে—এস্থলে কবি সদাশিবের ব্যবহারের বিপরীত বর্ণনা করিয়াছেন। মদন শিবকে সম্মোহন অস্ত্র মারিতে পারেন নাই—এইরূপ বর্ণনাই প্রসিদ্ধ। কবি-চূড়ামণি কালীদাস বলিয়াছেন, মদন বাণ মারিতে উদ্যত হইবামাত্রই শিবের ইন্দ্রিয়ক্ষোভ উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহার নিজ বশিত্ব গুণে তাহা সংযত করিয়া এইরূপ ইন্দ্রিয় ক্ষোভের কারণানুসন্ধান মানসে ইতস্ততঃ দেখিতে লাগি-লেন।

"অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ
পুনর্বশিত্বাদ্ বলবান্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতো বিকৃতের্দিদৃক্ষু
র্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্ ॥

কুমারসম্ভব ৩।৬৯

মহাদেব তখন দেখিলেন,

দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং
প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্।"

তপঃ ভঙ্গের কারণ বুঝিতে পারিয়া মহাদেবের কোপ

বৃদ্ধি হইল—সহসা তাঁহার তৃতীয় বা জ্ঞাননেত্র হইতে জ্ঞানাগ্নি নির্গত হইল—কাম ভস্ম হইয়া গেল।

এমত চমৎকার বর্ণনা জগতে অতুল। যিনি বলিয়াছেন, "বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরা"—তাঁহারই এরূপ বর্ণনা সার্থক হইয়াছে।

ভারতচন্দ্র এই প্রসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করিয়া ভগবতী পুরাণ প্রভৃতি হইতে এইরূপ কদর্য্য ও অশ্লীল বর্ণনা করিয়া ভাল করেন নাই। ইহাতে জ্ঞানময় নির্বিকার যোগীশ্বর শিবের চরিত্র আদৌ রক্ষিত হয় নাই।

কিন্তু কবিকঙ্কণ ওপথে যান নাই, তাই তাঁহার বর্ণ এত সুন্দর হইয়াছে—

"সম্মোহন অস্ত্রবীর পূরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে॥
ধ্যান ভঙ্গ হইল হর চারি দিকে চান।
সম্মুখে দেখিল চাপধারী পঞ্চবাণ॥
কোপ দৃষ্টে মহাদেবের বরিষে দাহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

সে যাহা হউক ভারতচন্দ্রের বর্ণনার আধ্যাত্মিক অ[illegible] ধরিলে—তাহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ হয়। ব্রহ্মের [illegible] ইচ্ছা বা আচরণ শক্তি, শিব তাঁহারই আধার স্বরূ[illegible] চৈতন্য। যতক্ষণ তাঁহার ইচ্ছাশক্তি লীন হইয়াছিল,—ততক্ষণ তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মরূপে যোগাসীন ছিলেন কিন্তু তাঁহাতে যখন কাম বা বাসনা জাগরিত হইয়া 'উদা[illegible]

ভাব ধারণ করিল—তখন তাঁহাতে ইচ্ছা শক্তি পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইল এবং তিনি ক্রিয়াশীল হইলেন।

ক্রোধ হইল হরে—এ স্থলেও কবির অনৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে। মনের একটা প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে যতক্ষণ না তাহা সংযত হয়, ততক্ষণ অন্য প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে না। এস্থলে যখন মহাদেবের কামবৃত্তি উত্তেজিত, তখন ক্রোধবৃত্তি সমপদে উত্তেজিত হইতে পারে না।

অটল—এই কথারও সার্থকতা রক্ষা হয় না, কারণ পূর্ব্বে কবি তাঁহাকে মদনশরে টলাইয়া দিয়াছেন।

ললাটলোচন—তৃতীয় জ্ঞাননেত্র।

"সহসা তৃতীয়া দক্ষঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥"

পিছে...পরকাশ—অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার আলোকে ত্রিজগৎ প্রকাশিত বা আলোকিত হইয়াছিল। অথবা জ্ঞাননেত্রাগ্নি দ্বারা জগতের সমস্ত রহস্যই তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল।

সে দিকে...পুড়িয়া—অগ্নি মদনকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল।

তপাসিয়া—অন্বেষণ করিয়া।

খুড়া খুড়া কয়ে—নারদের পিতা ব্রহ্মা আদি প্রকৃতি হইতে প্রথমে উদ্ভূত হয়েন, তাহার পর শিব আবির্ভূত হন; সুতরাং এরূপে ধরিলে ব্রহ্মাকে শিবের জ্যেষ্ঠ বলা যায়। তাহা হইলে নারদ শিবের ভ্রাতুষ্পুত্র হইতেছেন। এস্থলে কতকটা ব্যঙ্গেরও আভাস আছে।

হেমন্তের—হিমালয়ের।

বিহার—কেলি। ভৌতিক জগৎ সৃষ্টি সংহার প্রভৃতি লীলা খেলা কর।

প্রস্তুত—সম্বন্ধাদি করিয়া সমস্তই স্থির করিয়া আসিয়াছি।

বাবা—বাৎসল্য ভাবে।

অশেষ গুণসাগর—অনন্ত গুণের আকর।

রতি বিলাপ।

(৫৭—৫৯)

বিনাইয়া নানা ছাঁদে— নানা রূপ ছন্দে বা কথার দ্বারা বর্ণনা করিয়া। কথায় বলে "বিনিয়ে বিনিয়ে কান্দা"।

তরঙ্গে—অশ্রুধারায়।

ধারে…স্রোতে—বহিয়া পড়িতেছে।

কাম…অঙ্গে—শিবের ক্রোধানলে কামের অঙ্গ ভস্মাবশেষ হইয়াছে; রতি তাহাই অঙ্গে লেপিতেছিল।

সংসার পূরিল—রতির হাহাকার শব্দে সমস্ত সংসার পূর্ণ হইল। অথবা মদনের মৃত্যুসংবাদে জগৎশুদ্ধ লোক হাহাকার করিতে লাগিল।

করহ সাথ্—সঙ্গে করিয়া লহ।

দুই অঙ্গ একই পরাণ—স্বামী স্ত্রীর দুইটী অঙ্গ পৃথক্ হই-

লেও তাহাদের প্রাণ একই, এক আত্মাই যেন পৃথক্ হইয়া স্বামী স্ত্রী দুইরূপে পরিণত হইয়াছে।

পিরীতির এ নহে বিধান—ভাল বাসার এ রীতি নহে।

"নলিনিলো এত নয় পিরীতি বিধান"

মনোমোহন বসু।

কালিদাস বলিয়াছেন,

"দয়িতাঙ্গনবস্থিতং নৃণাং

ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে॥ ৪।২৮

কুমারসম্ভব।

আগে—কেন আমায় ফেলিয়া যাইলে।

"কনু মাং ত্বদধীনজীবিতাং

বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।

নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো

জলসঙ্ঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

কুমার সম্ভব ৪।৬।

মিছা খেলা—আগে বড়ই ভালবাসা দেখাইতে, কিন্তু এখন আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে, ইহাতে বুঝা গেল তোমার, সমস্তই মৌখিক ছিল। কালিদাস বলিয়াছেন—

"হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিয়ং

যদবোচস্তদবৈমি কৈতবং।

উপচারপদং নচেদিদং

তমনঙ্গ কথমক্ষতা রতিঃ॥

কুমারসম্ভব।৪।৯।

আগে মরিবেন...জানি—

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ

ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতিমে।

বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং

রমণ ত্বামনুযাম যদ্যপি॥

আহা আহা—শোকের সময় এইরূপ এক কথা দুই তিনবার উক্ত হইলেও দোষ হয় না।

দেখিতে আর নাই—এখন তুমি আর আমাকে দেখিতেছ না—আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছ।

শিব কপালে—সকলে বলে শিব মঙ্গলময়, তিনি সকলের মঙ্গল বিধান করেন, কিন্তু আমার কপালেই বাম হইলেন। আমার পোড়া কপাল, তাই মঙ্গলময় শিবও আমায় বিরূপ হইলেন। এস্থলে শ্লেষালঙ্কার হইয়াছে।

যার···মরে—যাঁহাকে দেখিলে বা যাহার কৃপাদৃষ্টি হইলে মরণ ভয় নিবারিত হয়, তাঁহার দৃষ্টিতেই আমার প্রভু মদনের মৃত্যু হইল।

শিবের···আগুণ—আগুণ শিবের কপালে রহিয়া শিবকে দগ্ধ করিল না, অথচ আমার প্রাণপতিকে আহুতি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ তেজঃ দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া না জানি তাঁহার কত মহিমা বা ক্ষমতা বাড়িল। ইহার বাসস্থান শিবের কপাল—অথচ রতির কপাল পুড়িল (তাহার স্বামীকে ভস্ম করায় রতি পোড়াকপালী হইয়াছেন) এমন অসঙ্গত কার্য্যকারী আগুনোরও পোড়াকপাল

হউক (বা দুর্ভাগা হউক)। এস্থলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হইয়াছে, যেহেতু কারণ এক স্থানে রহিল কিন্তু কার্য্য অন্য স্থানে ঘটিল।

অনলে শরীর···অব্যাহতি—'পূর্ব্ব-আগে মরিলেন ইত্যা-দির টীকা দ্রষ্টব্য।

অব্যাহতি-নিষ্কৃতি (বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং।

রাজিবরাজে—রক্ত কমল (শ্রেষ্ঠ কমল)

মনঃশিলা-রক্তবর্ণ ধাতুবিশেষ। শৈকোবিষ হইতে উৎপন্ন একরূপ কঠিন ধাতু। এস্থানে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড বুঝাইতেছে।

বজ্রাঘাত···পলাইয়া মদন ভস্মকালে, তাহার বন্ধু মলয় বায়ু, ভ্রমরা কোকিল বসন্ত প্রভৃতি ভয়ে তথা হইতে পলাইয়া গিয়া বন্ধুর কাজ করে নাই বলিয়া রতি এস্থলে তাহাদিগকে শাপ দিতেছেন।

সুররাজ—দেবতাদিগের রাজা ইন্দ্র।

অন্তকালে···ধর্ম্ম—মৃত্যুকালে এই উপকার কর অথবা সহমরণরূপ ধর্ম্ম কার্য্যে সাহায্য কর।

কুমারে আছে,

"কুরু সম্প্রতি তাবদাশুমে
প্রণিপাতাঞ্জলিযাচিতশ্চিতাম্॥"

বিরহ সন্তাপ যত···তপনের তাপ—সূর্য্যের কিরণ অথবা অগ্নির শিখায় তেজ বা দাহকারী শক্তি অপেক্ষা

বিরহরূপ অগ্নির দাহিকা শক্তি বা তাপ আরও অধিক। বাস্তবিক সূর্য্য ও অগ্নিতাপে শরীরের কষ্ট হয় মাত্র তাহা বাহ্যিক। কিন্তু বিরহে অন্তর পুড়ে—আন্তরিক কষ্ট বাহ্যিক কষ্ট অপেক্ষা যে অনেক অধিক বোধ হয় তাহা সকলেই জানে। এস্থলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

বিরহীর সদয়া—মদন চিরকাল বিরহিণীদিগকে তাঁহার পঞ্চবাণে জ্বালাইয়াছেন। বিরহিণীগণ তাহা অসহ্য বোধে এই বলিয়া সর্ব্বদাই অভিসম্পাত করিতেছেন যে আমাদিগের ন্যায় রতি যেন স্বামীহারা হইয়া বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করে। সেই পাপের ফলেই আজ মদন ভষ্ম হইল।

রতি বিলাপ ভারতের অতি চমৎকার হইয়াছে; এরূপ মধুর প্রসাদগুণ বিশিষ্ট বর্ণনা বাঙ্গালা সাহিত্যে আর কোথাও মিলে না। কবিকঙ্কণও রতিবিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। দুই জন শ্রেষ্ঠ কবির এক বিষয়েরই বর্ণনা কিরূপ হইয়াছে, তাহা তুলনার জন্য তাহার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

কামকান্তা কান্দে রতি, কোলে লয়ে মৃতপতি
ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায়ে কুন্তলভার ত্যজে নানা অলঙ্কার
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর॥
পড়িয়া চরণতলে রতি সকরুণ বোলে
প্রাণনাথ কর অবধান।
এবে নিদারুণ হয়া পাশরিলা নিজ জায়া
দূর কৈলে সোহাগ সম্মান॥

চিইয়া উদ্ভব দেহ রতিরে সংহতি লেহ
পাশরিলে পূরব পিরীতি।
তুমি যাহ যথা তথা আগে আমি যাই তথা
এবে কেনে কৈলে বিপরীত॥
মোর পরমায়ু লয়া চিরকাল থাক জীয়া
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইলে তুমি সে গতি ইচ্ছিব আমি
রহিব তোমার পদতলে॥
শঙ্করে মারিতে বাণ লইলে ইন্দ্রের পান
রতিরে করিলে অনাথিনী।
দিয়া নিদারুণ শোক গেলা প্রভু পরলোক
মোর তরে পোহাইল রজনী॥
এই হর কোপানল তোমারে করিল বল
না হরিল রতির জীবন
তোমা বিনে প্রাণপতি তিলেক না জীয়ে রতি
এই বড় রহিল গঞ্জন।
কুল শীল রূপ গুণ জীবন যৌবন ধন
বিধবার সকলই বিফল।
বসন্ত স্বামীর সখা মোরে আসি দেয় দেখা
কুণ্ড করি সাজহে অনল॥
কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

রতির প্রতি দৈববাণী

৫৯—৬১ পৃঃ

সতী হৈতে চায়—যে সকল স্ত্রীলোকেরা স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহার অনুগমন করিত, তাহাদিগকে সতী বলিত। এই সতীদাহ ভারতে অনেক দিন চলিয়া আসিয়াছিল। দয়ালু গভর্ণরজেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা উঠাইয়া দেন।

আকাশবাণী—দৈববাণী। ইহা মনের মধ্যে স্বতঃই প্রতিভাত হয় বাহিরের লোক তাহা শুনিতে পায় না। ইহা বিলাতী "ওরেকল" নহে। আজ কাল, 'আদেশ' যাহাকে বলে আকাশবাণীও তাই।

উপায় কহি—যে প্রকারে মদনকে পাইবে তাহার উপায় বলিয়া দিই।

কৃষ্ণ অবতার—'দ্বারকা বিহার পরে ব্যাসের হরিসংকীর্ত্তন স্থলে এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।'

রুক্মিণীরে...বিবাহ করিয়া—রুক্মিণী বিদর্ভরাজ ভীষ্মক রাজদুহিতা; স্বয়ং লক্ষীর অংশে অবতীর্ণা। লোক পরম্পরায় কৃষ্ণের রূপ গুণের কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে তাঁহাকে বিবাহ করেন। রুক্মিণীর রুক্ম প্রভৃতি পাঁচ ভ্রাতা ছিল। তাহারা সকলেই কৃষ্ণদ্বেষী। তাহারা চেদীশ্বর দামু ঘোষপুত্র শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর সম্বন্ধ করেন। রুক্মিণী অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণের নিকট সমস্ত সংবাদ দিয়া এক দূত পাঠান। তদনুসারে বিবাহ রাত্রিতে কৃষ্ণ বিদর্ভে

আসিয়া রুক্মিণীকে হরণ করেন এবং সমাগত জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণকে পরাস্ত করিয়া রুক্মিণীকে দ্বারিকায় লইয়া যান। এইরূপে কৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর রাক্ষস বিবাহ হয়।

জন্মিবেন গিয়া—গিয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। "বাসুদেবের অংশ (মনের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব, কাম মনোভব—এইজন্য) যে কামদেব পূর্ব্বে রুদ্রের ক্রোধে দগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি দেহ প্রাপ্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার সেই বাসুদেবকেই আশ্রয় করিলেন। তিনিই কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মিয়া প্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন।" শ্রীমদ্ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ ৫৫ অধ্যায়।

শম্বর...মৃত্যু নিয়োজন— ইহার পৌরাণিক বৃত্তান্ত এই। "কামরূপী শম্বর দৈত্য নারদের কথামত প্রদ্যুম্নকে আপনার শত্রু জানিয়া ইঁহাকে বালক কালেই হরণ করতঃ সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। এক বলবান্ মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করে। এক ধীবর সেই মৎস্যকে ধরিয়া শম্বরকে উপহার দেয়। মৎস্য ছেদন সময়ে বালক তাহা হইতে বহির্গত হইল। তৎকালে কামের স্ত্রী রতি মায়াবতী নামে শম্বরের গৃহে পরিচারিকারূপে বাস করিতেছিলেন। তিনি নারদমুখে সমস্তই অবগত ছিলেন। এই বালককে পাইয়া যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন বা কাম বড় হইলে, তাঁহাকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন এবং শম্বরকে বিনাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। কাম তখন শম্বরকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং শেষে তাঁহাকে নিহত

মরুত ভুবনে...মর্ত্তে—এই পৃথিবীতে।

ইন্দ্র সকল রাজার অধিপতি বলিয়া পৃথিবীতে যত রাজা ছিল, তাহারাও শিববিবাহে বরযাত্র হইয়া যাইল। অথবা রাজগণ এস্থলে দেবতাগণ বুঝাইতেছে। দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় সকল দেবতাই পৃথিবীতে শিববিবাহে বরযাত্র হইল।

কুবের—যক্ষ নামক ভূতযোনিদের অধিপতি। ইনি শিবের ধন-রক্ষক। মেরুর নিকট অলকা ইহাঁর রাজধানী। বিশ্রবার ঔরষে ঈরবিরার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইহার তিন পা ও আটটী মাত্র দাঁত ও দেখিতে অতি কদাকার। কদাকার বলিয়াই ইহার নাম কুবের হইয়াছে (কু-কুৎসিত ওবের—শরীর)।

যক্ষগণ ভারি—একে কুবের অতুল ধনের অধিপতি, এই জন্যই তাহার নাম ধনকুবের, তাহাতে বলিষ্ঠ যক্ষগণই স্বয়ং ভারবাহকের কার্য্য করিয়া নানারূপ দ্রব্য বিবিধ প্রকারে আয়োজন করিয়া সাজাইয়া বর সঙ্গে লইয়া আসিতেছে।

বায়ু করিবল...আতসবাজি—অগ্নি স্বয়ংই বায়ুর সাহায্যে স্ফুলিঙ্গরূপে আনন্দিত মনে, ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে; ঠিক যেন হাউই প্রভৃতির ন্যায় দেখাইতেছে। আতসবাজি-অগ্নিক্রীড়া।

জটাজূট—শোভা—সর্পরূপ রজ্জুদ্বারা জটাকলাপ সংবদ্ধ কর—তাহাতেই যথেষ্ট শোভা হইবে, মুকুটে আর আবশ্যক নাই।

কন্যার মা হবে লোভা—ইহাতে উমার মা মেনকা রাণী-রহিল ভুলিয়া যাহা হ'ক এই শ্রেণীর রসিকতা পূর্ব্বকালের লোকেরা বড়ই ব্যবহার করিত। আজি পর্য্যন্ত বৃদ্ধগণ এইরূপ রসিকতা করিতে ছাড়েন না। অবশ্য এরূপ রসিকতা এক্ষণে কদাচিৎ, কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।

ভারতচন্দ্র হরগৌরীকে নররূপেই বর্ণনা করিতেছেন—তাঁহার সময়ে সমাজে যেরূপ পরিহাস ও রসিকতা প্রচলিত ছিল, তিনিও এই সকল স্থলে সে সকল প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

"হর গৌরী নরলীলা করিবারে চাই।"

কস্তুরি—মৃগনাভি। কস্তুরি চন্দন বলিয়া আর একরূপ সুগন্ধি গাছও আছে, তাহার গন্ধও মনোহর ও স্থায়ী।

কেশর—নাগকেশর বা পুন্নাগ পুষ্প। ইহার সুগন্ধ অতি চমৎকার।

চন্দনে ছাই—অর্থাৎ কস্তুরি প্রভৃতি আবশ্যক নাই—অঙ্গে ছাই মাখ, তাহা হইলে আরও অধিক শোভা হইবে।

কি করে ফণিমণিতে...সর্পে যে শোভা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, আর মণির প্রয়োজন নাই।

মালে—মালায়।

জগমনলোভা—পৃথিবীর সকল লোকের মন মোহিত করে। উপরিউক্ত কয়টী চরণে শিবের যে অলঙ্কারের বর্ণনা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহাই ভক্তের নিকট অধিক মনোহর; অলঙ্কারের দ্বারা তাঁহার মাধুর্য্য আর বৃদ্ধি হয় না।

এস্থলে উপমানের বৈকল্য বর্ণনা দ্বারা প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে।

তোমার...কাছে—তোমার গুণ অনন্ত, আমি তার কাযটাই বা মেনকার কাছে বলিতে পারিব। তোমার অনন্ত গুণ কাহার সাধ্য বর্ণনা করে।

আন্ধার কৈল ধূলায়— অসংখ্য প্রেতের গমন জন্য এত ধূলা উড়িল যে, তাহাতেই গগন আচ্ছাদিত হইল।

সহজে—স্বাভাবিক (সহ — সহিত, জ বা জাত—যাহা সঙ্গে জন্মিয়াছে—বা স্বাভাবিক

আলে—আলোক।

জিহি—জিহ্বা।

চড়াচড়ি—হাতে চট্ চট্ শব্দ করিতে লাগল।

রড়ারড়ি—দৌড়াদৌড়ি।

পাছাড়ে—পিছন হইতে জাপটিয়া ধরিয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম করা।

আছাড়—ঐরূপ ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া।

উখাড়িয়া—উন্মূলন করিয়া।

কৈল প্রলয়ের ঝড়—প্রলয় কালের প্রচণ্ড ঝড় যেরূপ তরু, গিরি, প্রভৃতি একেবারে উৎপাটিত করে—ভূতগণ সেইরূপ করিতেছিল। [বাস্তবিক ভূতগণ অর্থাৎ অতি বাহ্যিক দেহধারী জীবগণ ভৌতিক জগৎকে লইয়া এই রূপেই ক্রীড়া করিয়া থাকে

অন্য কেবা তার—অন্যের কথা দূরে থাকুক।

"অপনা পরে কত কথা।"

আগে ভাগে হরি—সর্ব্বাগে হরি তাহার সহিত ব্রহ্মা যাইতেছেন।

সমাজ—সভা

সুপাত্র—সুন্দররূপ রচনাদি সমন্বিত পাত্র। সুপাত্রের এই গুণগুলি থাকা চাই

"কন্যা বরয়তে রূপং পিতা বিদ্যাং মাতা ধনং।
বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

এই স্থলে ইহা ব্যঙ্গচ্ছলে (অথবা শেষে ব্যঙ্গ ও স্তুতি ছলে) ব্যবহৃত হইয়াছে।

শিববিবাহ।

৬৪—৬৭ পৃঃ।

রঙ্গিয়া—রঙ্গকারী।

নিশিত—শাণিত।

কর মিলিত ..কুরঙ্গিয়া—শিব হস্তে বর, অভয়, পরশু ও কুরঙ্গ বা হরিণ চিহ্ন শোভা পাইতেছে। ধ্যানে আছে,

"পরশু মৃগবরা ভীতিহস্তং।"

লক্ লক্ ..বিরাজ—লোলজিহ্ব ফণিগণ জটাতে বিরাজ করিতেছে বা শোভা পাইতেছে।

তক্‌···রজনীরাজ—রজনীরাজ বা নিশানাথ চন্দ্র তক্‌ তক্‌ করিয়া জ্বলিয়া।

দহন সাজ—শিবের কপালস্থ অগ্নি তক্‌ তক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

বিমল চপল গঙ্গিয়া—শিবের মস্তকোপরে নির্ম্মল গঙ্গা তরঙ্গায়িত হইতেছেন—চঞ্চল হইয়াছেন।

ঢুলু···লোল—নয়ন ঢুলু ঢুলু করিতেছে বলিয়া আনত বোধ হইতেছে।

যোগিনী বোল—যোগিনীগণ হুলু হুলু রূপ বিকট শব্দ করিতেছে।

ডাকিনী···সঙ্গিয়া—যোগিনী ও ডাকিনীগণ (প্রেতযোনি বিশেষ) আনন্দিত প্রমথগণের সহিত কুলু কুলু রবে আনন্দ ধ্বনি করিতেছে।

ভভম্‌···গাল—শিঙ্গা ভবম্‌ ভবম্‌ রবে গম্ভীর বাজিয়া উঠিল ডমরুর ধ্বনি হইতে লাগিল এবং সকলে বম্‌ ববম্‌ রবে গাল বাজাইতে লাগিলেন। ভারত অন্যত্রে বলিয়াছেন,

> "ববম ববম বম্‌ ঘন বাজে গাল।
> ভভম ভভম ভম শিঙ্গা বাজে ভাল॥
> ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।
> তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥"

রুদ্র তালে—রুদ্র তাল, ব্রহ্ম তাল প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন তাল আছে; তাহা সচরাচর সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয় না।

বেতাল...ভঙ্গী—বেতালগণ রুদ্র তালে তাল দিতেছে এবং ভৃঙ্গিগণ নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিতেছে।

পুলকে পূরিল—আনন্দে পূর্ণ হইল।

ভারত...অঙ্গিয়া—সরস গীতে ভারতের অঙ্গ অবশ হইয়াছে, তাই বিভোর হইয়া ভক্তি যাজ্ঞা করিতেছে।

ভক্তির লেশ—ঈষৎ বা কণা মাত্র ভক্তি পাইলেই ভারত কৃতার্থ হইবে। ভারত কৃপাকণা মাত্রেরই অভিলাষী।

পূর্ব্বমুখ—পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া দানাদি কর্ম্মে কর্ম্মকর্ত্তাকে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিতে হয়।

দানসজ্জা—পাত্রকে কন্যা সহ যে সকল দ্রব্য দান করিতে হইবে, তাহা বাম দিকে বা উত্তর দিকে সাজাইয়া লইয়া বসিয়াছেন।

উত্তরাস্যে—শাস্ত্রমতে দানগ্রহীতাকে দাতার দক্ষিণ দিকে উৎসর্গের দ্রব্য সমুখে রাখিয়া উত্তর মুখ করিয়া বসিতে হয়।

ধীরগণ—জ্ঞানী বা পণ্ডিতগণ (ধী—শাস্ত্রজ্ঞান বা শাস্ত্রাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব নিশ্চয় করিবার শক্তি)

অধিষ্ঠান—আসন গ্রহণ করিলেন ও বসিলেন।

অভ্যুত্থান—(অভ্যুত্থান করা ও উঠার ধাত্বর্থ একই) এস্থলে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠা বুঝাইতেছে। অর্থাৎ সভাস্থ সকলে বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। এখনও কতকটা এই রীতি প্রচলিত আছে। অভ্যাগত আসিলেই উঠিয়া

'আস্তে আজ্ঞা হউক' বলিয়া আহ্বান করা হয়। অভ্যাগতও তাঁহাকে 'বসিতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া সম্মান করেন।

উড়িল ভূতশুদ্ধি—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হারা হইলেন। ভূতশুদ্ধির মন্ত্রের দ্বারা শরীরস্থ পাপ পুরুষ দহনপূর্ব্বক শরীর শোধন করা হয়।

কহিতে মনে—গিরিরাজার দক্ষযজ্ঞের কথা মনে হওয়ায় শিবনিন্দা করিতে সাহস করিলেন না।

ভুলিয়া...ভুলিয়া—গিরিরাজ অন্যমন হইয়া শিবের আসনে (বরের আসনে) উত্তরমুখী হইয়া বসিলেন। শিবও তখন পার্ব্বতীর কথা ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়া গিরিরাজের আসনের উপর (অর্থাৎ কন্যা সম্প্রদানের আসনে) পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিলেন (এ স্থলে ব্যঙ্গের কিঞ্চিৎ আভাস আছে)

বিধি...ব্যতিক্রম—এইরূপ বিপরীত ভাবে দাতা গ্রহীতার অধিষ্ঠানে পুরোহিত প্রজাপতি অনুমতি দিলেন। সেই অবধি এই ব্যতিক্রম বা উল্টা নিয়ম হইয়াছে, সেই জন্য 'বিবাহে চ ব্যতিক্রম'। অর্থাৎ যদিও সাধারণতঃ দাতার পূর্ব্বাস্যে ও গ্রহীতার উত্তরাস্যে বসিতে হয় কিন্তু বিবাহে কন্যা সম্প্রদান কালে—দাতা উত্তরাস্য ও গ্রহীতা পূর্ব্বরাস্য হইয়া বসিবার বিশেষ রীতি হইয়াছে।

কুশ...বিহিত—ব্রহ্মার আজ্ঞামত কন্যাকর্ত্তা গিরিরাজ কুশ হস্তে করিয়া সম্প্রদান করিতে বসিলেন।

গোত্র—বংশ।

গোত্র শব্দে পূর্ব্ব পুরুষ বুঝায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণের মধ্যেই গোত্র ব্যবহার হয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের এবং অন্যান্য সঙ্কর জাতির গোত্র তাহাদের পুরোহিতের গোত্র লইয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাতেই ক্ষত্রিয়ের উপদিষ্ট বৈশ্যের অতিদিষ্ট শূদ্রের অতিদিষ্টাতিদিষ্ট গোত্র বলা যায়। কোন্ গোত্র এই প্রশ্নে ব্রাহ্মণেরা যখন উত্তর করেন বাৎস্য গোত্র অথবা ভরদ্বাজ গোত্র, তখন ইহাই অবগতি হয় যে বাৎস্য অথবা ভরদ্বাজ ঋষির অন্ববায়ে সেই ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়াদির সম্বন্ধে তদ্রূপ বোধ না হইয়া তাহারা কোন্ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের যজমান, ক্ষত্রিয়াদির গোত্র দ্বারা তাহাই বোধ হয়। আদিতে নৈকট্য বিবাহ ভিন্ন প্রজা বৃদ্ধির উপায় ছিল না। কাল-ক্রমে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং নৈকট্য বিবাহে দোষ লক্ষিত হওয়াতে ঋষিগণ নৈকট্য বিবাহ নিষেধ উদ্দেশে বংশের পরিচয় নিমিত্ত গোত্র কল্পনা করিয়া সগোত্রে বিবাহ নিষেধ করিলেন।

গোত্রের নাম :—বশিষ্ঠ, অত্রি, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, শক্তি ও পরাশর। অগস্ত্য, গোতম, বাৎস্য, সাবর্ণ, মৌদ্গল্য, সৌপায়ন, শাণ্ডিল্য, গৌতম, শুনক, কাত্যায়ন, আঙ্গিরস, কৌশিক, বৃহস্পতি, গর্গ, অনাবৃকাক্ষ, ঘৃতকৌশিক, বৃদ্ধি, বিষ্ণু, কাণ্ব, কাণ্বায়ন, অব্য, কৌণ্ডিল্য, জৈমিনি, আলম্ব্যায়ন, বাসুকি, কাঞ্চর, সৌকালিন, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, সাঙ্কৃতি, বৈযাঘ্রপদ্য।

প্রবর—গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি।

বিষয় বুঝিয়া—ব্যাপার বুঝিয়া।

স্মরহর—যিনি মদনকে বিনাশ করিয়াছেন তিনিই বর।

পুরহর—যিনি পুরনামক অসুরকে নিধন করিয়াছেন, তিনিই বরের পিতা।

সংহর—যিনি এই জগৎ সংহার করেন অর্থাৎ প্রলয় কালে ইহাকে ধ্বংশ করেন, তিনিই বরের পিতামহ।

হর—আর যিনি পাপ তাপ নাশ করেন—যিনি মঙ্গলময়, যাঁহা হইতেই এ জগতের উৎপত্তি তিনিই ইহার প্রপিতামহ।

এ স্থলে ক্রমে ক্রমে শিবের ভিন্ন ভিন্ন রূপের কথা বলা হইল। সৃষ্টির আদিতে ইচ্ছা শক্তিময় যে চৈতন্য ছিলেন ও যাঁহা হইতে ভৌতিক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তিনিই হর, ইনিই পরে সৃষ্টির শেষে সমস্ত সংহার করেন। ইনিই মধ্যে জগৎরক্ষার্থ পুর নামক অসুরকে বধ করেন এবং সম্প্রতি ইচ্ছাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাসনাকে নষ্ট বা নির্জীব করিয়াছেন বলিয়া ইনি স্মরহর।

শিবগোত্র—শিব বংশ; শিব অর্থে মঙ্গলও বলা যাইতে পারে।

শম্ভু সর্ব্ব শঙ্কর প্রবর—ব্রাহ্মণদিগের যেমন প্রত্যেক গোত্রেরই শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বৃহস্পতি, অঙ্গিরস, ভরদ্বাজ,

উর্ব্ব, চ্যাবন, ভার্গব প্রভৃতি ঋষিদের মধ্যে তিন চারি জন করিয়া প্রবর বা গোত্র প্রবর্ত্তনকর্ত্তা ঋষি থাকেন—এই স্থলেও তদবলম্বনে শিবেরই তিনটী ভিন্ন নামকেই সেইরূপ প্রবর মধ্যে ধরা হইয়াছে। এই তিনটী নামেই শিবের অনাদিত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব ও মঙ্গলময়ত্ব বা সচ্চিদানন্দ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

বিধিরে চাহি—ব্রহ্মার দিকে তাকাইয়া।

কৌতুকী—রঙ্গ দেখিতে বড়ই উৎসাহী, বড়ই আমোদ-প্রিয়।

শিব···খেদাইয়া—গড়ুর সর্পের ভক্ষক। এজন্য গড়ুরকে দেখিলে শিবের কোমরস্থিত সর্পগণ পলাইয়া যাইবে।

নিছনি—বরণডালা।

নাকে হাত—লজ্জায় স্ত্রীলোকগণ নাকে হাত দিল। জিব কাটা—নাকে অঙ্গুলী দিয়া ভঙ্গির সহিত দাঁড়ান—লজ্জার লক্ষণ।

সামাই—প্রবেশ করি।

শিব···তায়—আলো নিবাইলে কি হইবে শিবের কপালে যে আগুণ জ্বলিতেছে ও চাঁদ, রহিয়াছে, তাহার আলোতে সমস্তই প্রকাশ করিল।

শুন এয়ো—শুনগো।

আয়ি—মহাদেব নারদের 'খুড়া', খুড়ার শাশুড়ি বলিয়া নারদ আয়ি বলিলেন।

দশনে···যায়—লজ্জায় জিব কেটে আস্তে আস্তে সরিয়া গেলেন।

গলা তাড়ি—জোর গলায় চীৎকার করিয়া।

আঁটকুড়া—যাহার সন্তানসন্ততি নাই।

অল্পেয়ে—(বা অপ্‌পেয়ে) অল্পায়ু—যাহার মৃত্যু নিকট।

কন্দল ও শিবনিন্দা।

৬৭—৭০ পৃঃ

দিগম্বর—লেংটা, বিবস্ত্র।

চামর ছটা—চমরী নামক পার্ব্বতীয় গরুর পুচ্ছের ন্যায়।

তামার শলা—মহাদেবের জটা তামার শলার ন্যায় মোটা ও তাম্রবর্ণ।

ফোঁফায়—গর্জ্জায়।

চাঁদের চূড়া—চাঁদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

বুড়ার···নুড়া—বৃদ্ধ শিবের মুখ শনের ন্যায় দাড়ীর ঝুঁটীর দ্বারা আবৃত।

ছার কপালে, ছাই কপালে—পোড়া কপালে বা দুর্ভাগা ও কপালে ছাই মাখা রহিয়াছে। অর্থাৎ "পোড়া কপালে মিন্‌সে আবার কপালে ছাই মেখেছে।"

মেয়ের চূড়া—রমণীর শ্রেষ্ঠ, রূপে গুণে প্রধানা।

ভাঙ্গড়···সিদ্ধিখোর সিদ্ধির আর এক নাম ভাঙ্গ।

ভুবনেশ্বর—জগৎপতি। (এস্থলেও নিন্দাচ্ছলে ভারত পূর্ব্বের ন্যায় স্তুতি করিয়াছেন, ইহা ব্যঙ্গ স্তুতি।)

পরমানন্দ—বড়ই আনন্দিত হয়।

আঁকশলি—ঢেঁকীর মধ্যে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া যে কাষ্ঠ-খণ্ড দুই পাশের পোয়ার উপরে থাকে।

পোয়া—ঢেঁকীর দুপাশের হাড়ি কাঠের ন্যায় যে দুই খুঁঠার উপরে ঢেঁকী থাকে।

মোনা—ঢেঁকীর মুষলের অগ্রভাগের লোহ খণ্ড।

মেকামেকা—সর্ব্বদা কচ্ কচ করিতেছে বা বিকট শব্দ করিয়া থাকে।

কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দল বাধায়—কবি নেহাল চাঁদ বলিয়াছেন :—

বাহন তুমি দেবর্ষি নারদ
ঠাকুরের, কুচুলের গুরুজি! হরিলে
কোথাও সুখের ঘরকন্না, ধন্না দিয়ে
বসি সেথা, ঠুকি নখে নখে ; বাজাইয়া
বগলের সহ কাঠে কাঠে ; কাটি আঁক
ধরাতলে বামহস্ত দিয়া বাঁধায় যে
কুরুক্ষেত্র কন্দলের ঘটা, জটে বুড়া
তোমার সহায়ে দেবী—

পৌষপার্ব্বন।

মাথা কোড়ে—স্ত্রীলোকের দুঃখ বা অভিমান হইলে মাথা

কুটে। তাহাতে তাহাদের মাথা হইতে যে রক্ত বাহির হইবে—তাহা তোকে দিব।

কোন্দলকে—এ স্থলে উগ্রমূর্ত্তি স্ত্রীলোকের রূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। কণ্টকময় বেণাবন অতি কদর্য্য স্থান, তাহাতে প্রবেশ করিতে বা বাহির্গত হইতে শরীর ক্ষত বিক্ষত হয় কন্দলেও তদ্রূপ ফল হয় বলিয়া বেণাবনে তাহার বসতি বলা হইয়াছে।

ঘুরুণে—ঘর্ণী বাতাস ও জলস্তম্ভ।

ঝাট—শীঘ্র।

চণ্ডী—এ স্থলে মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগিনী প্রধান চণ্ডীকেই বুঝাইতেছে।

বাজিল—লাগিল, আরম্ভ হইল।

ঠেঁটা—কর্কশভাষী, কেঁদে।

এই বটে সেটা—এই লোকই সেই বটে—অর্থাৎ সে যেন কোন মন্দ কাজ করিয়াছে।

গোবিন্দে...কেটা—বন্ধুকে সুন্দর দেখিয়া কে তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল।

আখি ঠারে—চখের ইঙ্গিতে—নয়নভঙ্গীর দ্বারা সঙ্কেত করিয়া।

উহার মকর—এখন যেমন পমেটম, ওডিকলম, একপ্রাণ, হেঁাপার ফুল প্রভৃতি সম্পর্ক স্ত্রীলোকেরা পরস্পরে পাতাইয়া থাকে, পূর্ব্বে মকর, গঙ্গাজল, দেখনহাসি প্রভৃতি সম্পর্ক বা 'সই সেঙ্গাতি' পাতাইত।

চারিমুখ রাঙ্গাটা—রজগুণময় রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা।

নাপানী—বিলাস ভঙ্গী বা হাবভাবকারিণী। যে বিলাসের জন্য বেশভূষা করে।

চাঁদে দেখি—তুই চাদকে যেরূপ অনুরাগ আগ্রহের সহিত দেখিতেছিলি, তাহাতেই তোর সতীপণা বা সতীত্বের বড়াই যত, তাহা বুঝা গিয়াছে।

ডুকরিয়া ফুকরিয়া—স্পষ্ট স্বরে এবং অস্পষ্ট স্বরে।

বুড়ারে···বাতুল—যে এরূপ বুড়াকে বর বলে সে পাগল।

পরশে আকাশ—জটা এত বড় যে তাহা আকাশে স্পর্শ করে—গগনস্পর্শী।

ভাঙ্গাবেড়া—দাতের পাক্ত ভাঙ্গা বেড়ার ন্যায় অকর্ম্মণ্য।

বদনচাঁদে পরকাশে বাঁকা—উমার সুন্দর মুখে পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে।

অলক্ষণ—অশুভ লক্ষণ।

বন্ধে—নানারূপ বাধুনি করিয়া।

আঁত উঠে গন্ধে—দুর্গন্ধে (বমি আসে ও তাহাতে) পেটের নাড়ী বাহির হইয়া আসে।

কাঞ্চী···মেখলা—চন্দ্রহার।

ভ্রমর গুঞ্জরে—তাহা হইতে ভ্রমরের ন্যায় মধুর গুণ গুণ শব্দ নির্গত হয়।

নিছনি—বেশভূষা করিয়া দেওয়া।

আলো তার—পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে,

> "দেখিয়া সকল লোক মশাল জ্বালায়,
> শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়।"

কি তপ করিলে—কথা আছে শিবপূজে বর মিলে, তোমার তপস্যা বা পূর্ব্ব জন্মের কষ্ট ফল ভাল নাই, তাই এরূপ পতি পাইলে, এস্থলে অন্য অর্থও হইতে পারে। কুমার সম্ভব প্রভৃতি কাব্যে ও পুরাণে লিখিত আছে যে, পার্ব্বতী যখন শিবকে বররূপে পাইবার আশায় বঞ্চিত হন, তখন তিনি কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। পরে পঞ্চতপ করিয়া ও নানারূপ কৃচ্ছ সাধন দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া তবে তাঁহাকে বররূপে লাভ করেন।

সাপুড়ে ভুতুড়ে—সর্প ও ভূত লইয়া যে সর্ব্বদা থাকে।

এস্থলে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে দুই এক কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথম কথা, ইনি এই সকল স্থলে হরপার্ব্বতীকে সামান্য নররূপে বর্ণন করিয়াছেন। এইজন্য সামান্য নর নারীর বিবাহ প্রভৃতি কার্য্য যেরূপ হয়, এস্থলেও ঠিক সেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক কবি হরপার্ব্বতীর বিবাহ স্থলে তাঁহার সময়ে সমাজের বিবাহাদি প্রথা যেরূপ ছিল, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে যে সকল অশ্লীল, অসংলগ্ন অনাবশ্যক বিষয় বর্ণনা আছে—তাহার সহিত হরপার্ব্বতীর বিবাহের কোনরূপ সংস্রব না রাখিয়া সমাজচিত্র মনে করাই কর্ত্তব্য।

কবিকঙ্কণও ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এইরূপ

রুচি সে সময়ে সংক্রামক ছিল বোধ হয়। এস্থলে কবি-কঙ্কণ কৃত মেনকার খেদ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

* * *

অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধর গণে॥
অস্থি-ভস্ম বিভূষণ দেখি কলেবর।
হইল বিমুখী বামা চিন্তিত অন্তর॥
চরণ নূপুর সর্প সাপ কটিবন্ধ।
বাঘছাল পরিধান দেখি লাগে ধন্ধ॥
অঙ্গদ বলয় হার সাপের পইতা।
চক্ষু খায়া হেন বরে দিলাম দুহিতা॥

* * *

বর দেখি আইয়ো সুয়ো করে কাণাকাণি।
"চক্ষু খাউক কন্যার পিতা চক্ষে পড়ুক ছানি॥"
হেন বরে বিয়া দিল কি দেখি সম্পদ।
বাপ হইল মূঢ়মতি কন্যা কৈল বধ।

* * *

গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
ললাটে চন্দন দিতে সাপে মারে ছোঁ॥

কিন্তু কবিকঙ্কণে এরূপ বর্ণনা অধিক নাই। তাঁহার রচনার গাম্ভীর্য্য যত অধিক, ভারতে তত নাই। ভারত হরপার্ব্বতীর নরলীলা বর্ণনা করিতেছেন, সুতরাং ভারতের দোষ তত গুরুতর নহে।

দ্বিতীয় কথা, ভারতের বড় অধিক পুনরুক্তি দোষ আছে। রূপ বর্ণনা, শিব নিন্দা প্রভৃতি স্থান সর্ব্বত্রেই

একরূপ। একভাব—এক কথা, সবই এক ইহাতে কোন কোন স্থল আদৌ সুখপাঠ্য হয় নাই। কিন্তু এ দোষ ভারতের একার নহে, পুরাতন কবি মাত্রেরই এ দোষ দেখা যায়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি সকলেরই এ দোষ আছে। কবিকুলচূড়ামণি কালীদাসই রতি ও অজ বিলাপ, কুমারসম্ভবে ও রঘুবংশের বর দর্শনে নারীগণের আগ্রহ ভিন্ন রূপ বর্ণনা করেন নাই। সুতরাং ভারতের এ দোষ মার্জ্জনীয়। তখন যাহা রীতি ছিল, ভারত তাহা অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া দোষ দেওয়া উচিত নহে।

—

শিবের মোহন বেশ।

(৭০—৭২)

কালকূট...হর- -পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সমুদ্র মন্থন কালে অতিরিক্ত মন্থন হেতু অনন্তের মুখ হইতে যে বিষ উদ্গীর্ণ হইয়াছিল, মহাদেব তাহাই পান করেন নতুবা তদ্দারা ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাইত।

কপালে অনল...সোসর---শিবের কপালে অগ্নি ও মস্তকে গঙ্গা বিরাজিত রহিয়াছেন, সুতরাং জল ও অগ্নি তাঁহাতে সমভাবে অবস্থান করিতেছে। অর্থাৎ জল অগ্নি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও স্থানমাহাত্ম্যে পরস্পর অনিষ্টাচরণ না করিয়া সমভাবে রহিয়াছে।

সুধা বিষে বরাবর---শিবের কপালে চন্দ্র এবং কণ্ঠে গরল

রহিয়াছে, সুতরাং সুধা ও গরল দুইই তুল্যভাবে তাঁহার নিকট আদৃত হইয়াছে।

পামর---নরাধম।

হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই---গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলোক্ত হরপার্ব্বতী সংবাদ দেবলীলা অনুযায়ী বর্ণনা না করিয়া সামান্য মানবের আচার ব্যবহাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন; এস্থলে তাহাই স্পষ্ট করিয়াই আভাষ দিলেন। এরূপ নরলীলাকে অবতার বলা যায় না। ইহা ধর্ম্ম রক্ষা ও অধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করা নহে। ভারতের মতে শরীরী রূপে লীলা বা আমোদ করিবার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই পার্ব্বতী পরমেশ্বর একপ নরদেহ ধারণ করিলেন।

তাহা...বালাই--হরপার্ব্বতী সংবাদের নিগূঢ় মহিমা নরলীলায় পরিণত হইলে তাহার মহত্বের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না; প্রত্যুত সেরূপ আচরণ লোক সমাজে যে নিন্দনীয় হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি। কারণ,

"অস্থানে পতিতামতীব মহতা মেতাদৃশীস্থাদগতিং।"

দিলা বোধ—দিব্যজ্ঞান প্রদান করিল।

জটাজূট...চাঁদ—অর্থাৎ মেনকা দিব্যজ্ঞান পাইয়া জটাকে ফণীমণিযুক্ত মুকুট, বাঘছালকে সুন্দর বস্ত্র, গলস্থিত সর্পকে উপবীত, আর গাত্রের ভস্মকে সুস্নিগ্ধ চন্দন বোধ করিলেন এবং তাঁহার মুখ কোটি চন্দ্রের ন্যায় শোভান্বিত দেখিলেন।

সুছাঁদ—সুন্দরাকৃতি।

হরগুণ···ঠাঁই—শিবের চারুচন্দ্রকলা শোভিত বদন, রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গ অমল ধবল বর্ণ প্রভৃতি যে সকল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে তাহার সহিত বরের আবশ্যকীয় গুণগুলি সংযোজিত হইল; সুতরাং তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। এই হইতে চলিত কথা হইয়াছে,

"অরগুণ নাই বরগুণ আছে।"

কবিকঙ্কণও শিবের এইরূপ মনোহর বেশ বর্ণনা করিয়াছেন—

"যোগরূপ কৈল শিব মনোহর বেশ।
জটাভরে হইল কুন্তল চারু কেশ॥
আছিল বাঘের ছাল হইল বসন।
অঙ্গের ভূষণ হইল ভুজঙ্গমগণ॥
হাড়মালা হইল কনকরত্ন মাল।
হরিতাল তিলকে শোভিত কৈল ভাল॥
মুকুটের উপরে তিলক শশীকলা।
ধরিল মদন রিপু মদনের লীলা॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

বেদগান···ভুবন— শ্যামবেদে গীত হইয়া থাকে।

সিদ্ধি ঘোটন।

৭২—৭৪ পৃঃ।

নাটক—নর্ত্তক।

শক্ত—ক্ষমবান, উপযুক্ত।

বুদ্ধিহারা…পাই—জ্ঞানহারা হইয়াছি তাহার সংশোধন কে করিয়া দিবে। শুদ্ধি অর্থে গোন কল্পে বাত্যান্তর পোঁচ বুঝাইতেছে।

সিদ্ধি—এস্থলে দুই অর্থে ব্যবহৃত ;—হরের নরলীলা সম্বন্ধে সাধারণ ভাঙ্গ খাওয়া বুঝাইতে হইবে আর প্রকৃত আধ্যাত্মিক অর্থে যোগসাধন ও যোগ সিদ্ধির প্রক্রিয়া সকল বুঝিতে হইবে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে বরাবর দ্ব্যর্থ করিয়া ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

ফেকো—ফেনা।

ভেকো- নির্ব্বাক হইল অর্থাৎ বোকার ন্যায় বাক্যশূন্য হইল।

কুঁড়া—সিদ্ধিঘোটার পাত্র।

বিশাই—বিশ্বকর্ম্মা।

নিবসতি—গৃহ।

তদবধি…জানি—সেই পর্য্যন্ত ঘর শূন্য হইয়াছে (মৃতপত্নীদিগকে গৃহশূন্য বলে -(ন গৃহ গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে) এবং আমি সিদ্ধি খাই নাই। আজ আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল—সতাকে পুনর্লাভ করিলাম, তবে প্রাণ-

ভরে আজ সিদ্ধিপান করিব। (সিদ্ধি অর্থে যোগসাধন ধরিলেও এখানে সুন্দর অর্থ হয়।)

করহ রসলা—রসযুক্ত, ভাল মস্‌লাদার কর।

দুধ কুসুম্ভার—একপ্রকার বস্তুবিশেষ।

ত্রিপুরমর্দ্দন—ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন এজন্য শিবের আর এক নাম ত্রিপুরারি।

তাকে পাকে—চলিত কথায় বলে তাগ্‌বাগ্‌ করিয়া।

গুলি—গুলিয়া, মিশ্রিত করিয়া।

সিদ্ধি ভক্ষণ।

৭৪—৭৬ পৃঃ।

সিদ্ধিতে মগন...স্থূল—সিদ্ধি পানে বিভোর হইয়া জ্ঞান শূন্য হইয়াছে। অন্যার্থে সমাধি অবস্থায় জ্ঞান বা চিন্তা কিছুই থাকে না, তখন জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যায় বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে জাত—সমাধি অবস্থায় আত্মা প্রকৃতি হইতে দূরে থাকে।

উতরোল বিহ্বল।

নকুল—চাট। সিদ্ধি ভক্ষণের পর মুখরোচক খাদ্যবিশেষ।

ভবানী ভাবেন..কূল—ভব ভাবভরে আকুল হইয়া পার্ব্বতীকে ভাবিতেছেন। অর্থাৎ সিদ্ধিতে তিনি বিভোর হন নাই, শুধু ভবানীভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাকেই ভাবিতেছেন।

ভারতের অনুভবে—কবি স্বয়ং অনুমান করিতেছেন।

অগ্রভাগ—প্রথম অংশ।

একভাব হয়ে—এক মনে। অর্থাৎ এক মনে ভবানীর নামে বীজমন্ত্র জপিয়া সিদ্ধির প্রথম অংশ উৎসর্গ করিলেন।

মগন—ভাবে বিভোর। যোগমগ্ন।

তাল—ভূতযোনি।

মেলানি—ভেট, তত্ত্ব।

অসংখ্য...উড়িল—তত্ত্বের যথেষ্ট সামগ্রী ছিল, কিন্তু তাহা সিদ্ধির চাট করিতেই সব ফুরাইয়া গেল।

পরমাদ—প্রমাদ।

নকুল করি—চাট করি।

যে বুঝি—তাহা হইলে বুঝি।

নাহি আয়োজন—যথেষ্ট জিনিসপত্র সংগ্রহ নাই।

মায়া করিল...কারণ—মায়ের মান বজায় রাখিতে আদ্যাশক্তি তাঁহার নিজশক্তি প্রভাবে দ্রব্যসম্ভার পরিপূর্ণ করিলেন।

হরগৌরীর কথোপকথন।

৭৬—৭৯ পৃঃ।

সুশীলা হইও না—তুমি যদিও সুশীলা ও দয়াময়ী কিন্তু কঠিন পর্ব্বতের গৃহে জন্মিয়াছ বলিয়া যেন তোমার হৃদয়ও পাষাণে নির্ম্মিত বা কঠিন না হয়। তোমার দয়া না থাকিলে আমাদের উদ্ধারের উপায় কি ?

এবার পাথারে...লইও না—তুমি এবার আমাকে সংসার রূপ অকূল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছ। নানারূপ শোক, তাপ, দুঃখ, মোহ ও প্রলোভনময় সংসার মধ্যে আমাকে পড়িতে হইয়াছে। সুতরাং যদি এরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে পড়ায় আমি বুদ্ধিহারা হইয়া কোনরূপ দোষ করি, তাহা হইলে মার্জ্জনা করিও। আমাকে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত কর।

শিশুগণ মিলা...খেলিও না—এই জগৎ সংসার আদি শক্তি বা প্রকৃতির লীলা মাত্র। তিনি শিব বা চৈতন্যের নিকট থাকিয়া এইরূপ কত সংসার নিত্য গড়িয়া ভাঙ্গিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। শিশুগণ যেমন খেলার সময় আপনার আনন্দেই আপনি বিভোর হইয়া থাকে—তাহাদের খেলার সামগ্রীর উপর দয়া মমতা বড় করে না—তুমি যেন সেরূপ করিও না। অথবা এস্থলে জীবাত্মাগুলিকে শিশু বলা হইয়াছে। তুমি জীবাত্মাগণকে লইয়া তাহাদিগকে নানারূপ অবস্থায় ফেলিয়া রঙ্গ দেখিতেছ, তাহাদিগকে খেলা দিতেছ, মায়াবশে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। এখানে তুমি সেরূপ করিও না।

তব মায়া ছান্দে বিশ্বপতি কান্দে—তোমার মায়ারূপ বন্ধনে বদ্ধ হইয়াই সমস্ত সংসার দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। মায়া বা অহংজ্ঞান রূপ আবরণে আবৃত হইয়াই জীবের জীবত্ব। মায়া হইতে,—প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই মোক্ষ হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মায়াযুক্ত তুমি জীব—মায়ামুক্ত তুমি শিব।

ভারতে···ফেলিও না—ভারতচন্দ্র যেন মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ভারত মোক্ষাভিলাষী।

মূল প্রকৃতি—আদি শক্তি (পূর্ব্বে বুঝান হইয়াছে)

বিশ্বসার—বিশ্বের মূলাধার, একমাত্র তুমিই সৎ আর সমস্তই অসৎ।

পানু আরবার—পুনর্ব্বার দেখা পাইলাম।

হরগৌরী একতনু—উভয়ে অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিয়া যাওয়া।

সোহাগে—পুরুষেরা আদর করিয়া স্ত্রীকে এরূপ বলিয়া থাকে, বাস্তবিক সে কথা মৌখিক—আন্তরিক নহে।

বাসনা—স্ত্রী পতির প্রতি যেরূপ অনুরক্ত হয়, পুরুষ সেরূপ হয় না। স্ত্রীর প্রেম যত গভীর, পুরুষের প্রেম তত নহে।

পাইতে···মরে—স্ত্রী স্বামীর সহিত একীভূত হইবে, চিরকালের জন্য, একেবারে স্বামীর সহিত মিশিয়া যাইতে পারিবে, এই জন্যই তাহারা মৃত স্বামীর সহমৃতা হয়।

পুরুষেরা···তায়—কিন্তু পুরুষের স্বভাব অন্যরূপ। স্ত্রী

বিয়োগ হইবামাত্রেই তাহারা পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করে। আর পূর্ব্ব স্ত্রীকে মনেও করে না। উপরি উক্ত কয়টী চরণ অতি চমৎকার। ভারত ব্যতীত অল্প কথায় এরূপ গভীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আর কেহই করিতে পারেন নাই।

কুচনীর...যাইবা—মহাদেবের এইরূপ কুচনিপাড়ায় যাওয়া ও তাঁহার লম্পট স্বভাব থাকার বর্ণনা ভারত ও আরও দুই এক জন বাঙ্গালা কবি ভিন্ন, আর কেহই করেন নাই। বোধ হয়, তখন সাধারণতঃ মানুষের এইরূপ লাম্পট্য দোষ ছিল। সমাজে তাহা বিশেষ নিন্দনীয় ছিল না। এখনও সেই পূর্ব্ব রীতির কতকটা আভাস পাওয়া যায়, মুসলমানাদিগের বিলাসপ্রীতি সহিত স্ত্রীকে বিলাসের সামগ্রী মনে করা তখন চলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আর সেই বিলাসের অনুরোধেই লাম্পট্য পুরুষের পক্ষে দোষা-বহ ছিল না।

ভারত হরপার্ব্বতীকে মানুষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নরলীলা দেখাইয়াছেন। কিন্তু আদর্শ মনুষ্যরূপে দেখান নাই, সুতরাং তখনকার সাধারণ লোকের যে সকল দোষ ছিল—হরপার্ব্বতীকেও সেই দোষযুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এরূপ বর্ণনায় কতকটা কুফলও ফলিয়াছে। অনেকেই মনে করেন যে, আর্য্য পৌরাণিক শিবের সহিত কোন অনার্য্য দেবতার কথা সম্মিলিত হইয়াই এ দেশে শিবের কল্পনা হইয়াছে।

কুচনী—ইহাদিগকে এক্ষণে কোঁচ বলে। ইহাদের বাসস্থান কুচবিহার। বোধ হয়, এই কারণেই কোঁচেরা শিবের সন্তান বলিয়া কখন কখন স্পর্দ্ধা করে।

সরম—লজ্জা।

মরম—তোমার সম্বন্ধে আমার মনের ভাব বা ভালবাসা একপ নহে। তাহা গভীর, অনন্ত ও অবিচ্ছেদ্য।

চক্র করি ...কাটিয়া—চক্রধারী বিষ্ণু মন্ত্রণা করিয়া বা ছল করিয়া তাহা সুদর্শন চক্র দিয়া কাটিয়া দিয়াছিলেন।

অঙ্গ···সেখানে—যেখানে যেখানে তোমার অঙ্গ পড়িয়াছে, সেই সেই স্থানে আমি ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিয়া আছি। আমি কখন তোমা ছাড়া নাই। তুমি যে বলিবে, 'পুরুষেরা নারী মরিলে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব স্ত্রীকে ভুলিয়া যায়, তাহা আমার সম্বন্ধে খাটে না'।

আরবার—পুনর্ব্বার।

সমভাগে···দুঃখ—যদি ঠিক সমান অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া ভাগ করা যায়, তাহা হইলে শিবের কষ্ট হইবে। কেননা তাহার পাঁচ মুখের অর্দ্ধেক আড়াই মুখের সহিত পার্ব্বতীর এক মুখের অর্দ্ধাংশ ভাগ সংযুক্ত হইতে পারে না।

উৎপাত—কষ্ট, যন্ত্রণা।

পূর্ব্ব সমাচার—পাঁচ মুখ দশ হাত হইবার কারণ বর্ণনা করিতেছেন।

আগমে...গাই—মুখ উর্দ্ধভাগে রাখিয়া তন্ত্র উচ্চারণ করিয়া

বা তন্ত্র সৃষ্টি করিয়া তোমার মহিমা কীর্ত্তন করি। সমস্ত তন্ত্রই শিবের উক্ত। বেদ যেমন ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন, তন্ত্রও সেইরূপ শিবের মুখ হইতে উৎপন্ন।

চারি বেদ...আমারে—ঊর্দ্ধ মুখে তন্ত্রোচ্চারণ করিলে আর চারি বেদ উচ্চারণ দ্বারা তোমার গুণগান করা হয় না, এই অভাব মোচন জন্য তুমিই মূলপ্রকৃতিরূপে আমাকে আরও চারিটী মুখ দিয়াছ।

চারি তাল—প্রত্যেক বেদ গানেরই ভিন্ন ভিন্ন তাল। সুতরাং চারি বেদ গান করিতে হইলে চার প্রকার স্বতন্ত্র তাল দেওয়া আবশ্যক।

সাক্ষী করি...রাখিলা—মহাদেব তাঁহার এক মুখ সকলকে সাক্ষ্য করিয়া রুদ্রাক্ষ ফলে রাখিয়াছিলেন; এই হইতেই রুদ্রাক্ষফল শিবমুণ্ডের সমান হইল। এইজন্য শাক্ত ও শৈবগণ রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দেওয়া এত আবশ্যক মনে করেন। রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিলে তাহাতে মুণ্ডমালার সমান ফল হয়।

সমান—একরূপ; অর্থাৎ আমাদের দুই জনেরই এক মুখ ও দুই হস্ত হইল।

হরগৌরী...আন—অর্থাৎ শিব ও শিবা দুই এক—তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বাস্তবিক,

"যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।
মানয়ো রন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্রচান্দ্রকয়োর্যথা॥
আদ্যা সৈকা পরাশক্তি চিন্ময়ী শিবসংশ্রয়া।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,

"শক্তি শক্তি মতোশ্চাপি ন বিভেদ কথঞ্চন।"

সুতরাং হরগৌরী যে এক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দুই জনে...অঙ্গে—দুই জনে আনন্দিত হইয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক অর্দ্ধ হইয়া, পরস্পর সংযুক্ত হইয়া হরগৌরীরূপ ধারণ করিলেন।

এ স্থলে ভক্তিভাবে ভারত বিভোর হইয়া হরপার্ব্বতীর নরলীলা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

হরগৌরীর রূপ।

৭৯—৮০ পৃঃ।

এস্থলে ভারত হরগৌরীকে স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রায়গুণাকর প্রচীন শাস্ত্র অবলম্বনে এই হরগৌরী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এরূপ মহতী কল্পনা, এরূপ মনোহর বর্ণনা, কোন দেশের কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ।

হরগৌরী রূপের আধ্যাত্মিক অর্থ অতি গভীর। সৃষ্টি সম্বন্ধে ; ব্রহ্ম সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিকগণের চরম সিদ্ধান্ত যাহা—তাহারই সামঞ্জস্য করিয়া এই হরগৌরী-রূপ কল্পনা। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই নিত্য। পুরুষ সান্নিধ্যেই প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয় ও তাহা হইতে এই জগৎ সৃষ্টি হয়। সাংখ্যকার ইঙ্গিতে ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু পুরুষপ্রকৃতির সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহা দেখান নাই। বেদান্তের মায়া বা আদি

শক্তিকে যদি ব্রহ্মের নিত্য অংশ বলা যায়, তাহা হইলে সাংখ্যের প্রকৃতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয়। ভারত-চন্দ্র এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, অনন্ত ব্রহ্মের সমস্ত অংশই সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত নাই; তাহা হইলে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা হয় (এই পরমাত্মা শ্রুতিমতে চতুষ্পাদ—ইহার এক পাদ বা অল্পাংশ মাত্র হইতেই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে) তাহার যে অংশ সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহার দুই নিত্য রূপ—পুরুষ আর প্রকৃতি। পুরুষ নিত্য, নির্ব্বিকার, অব্যক্ত ও চিৎস্বরূপ—আর প্রকৃতি নিত্য কিন্তু বিকারপ্রবণ। পুরুষ চৈতন্য—প্রকৃতি জড় রূপা। পুরুষ শক্তিমান—প্রকৃতি শক্তি। পুরুষ মায়ী, প্রকৃতি মায়া। শাস্ত্রে আছে,

> যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভুব সঃ।
> পুমাংশ্চ দক্ষিণাৰ্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্রকৃতিস্মৃতঃ॥
>
> ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড ১। ৮

যেখানে চুম্বক দেখিবে, সেখানে যেমন যতটুকু উত্তরাভি-মুখী চুম্বক থাকে, ঠিক ততটুকুই দক্ষিণাভিমুখী চুম্বক আছে দেখিতে পাইবে। যেখানে এক প্রকার তাড়িত উৎপন্ন হইবে, সেখানে ঠিক সেই পরিমাণে তাহার বিপরীত তাড়িত রহিয়াছে দেখিবে; আলোকে যেমন আঁধার আছে দেখিবে, তরঙ্গে যেমন উচ্চ নীচ দুইটী অংশ আছে দেখিবে, সেইরূপ ব্রহ্মে যে অংশ সৃষ্টি শক্তি, তাহার আধার স্বরূপ ঠিক ততটুকু চৈতন্যও তাহার সহিত মিশিয়া আছে দেখিবে। ভারত বলিয়াছেন,

"প্রকৃতি রূপেতে তোমা করিনু ভজন।
পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে ॥"

সমস্ত বিশ্বই এই পুরুষপ্রকৃতির লীলা। মনুষ্যই বল আর সামান্য বালুকণাই বল—সকলের মধ্যেই এই পুরুষ প্রকৃতি সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্বত্রই চৈতন্যের অংশ ও প্রকৃতির জড়াংশ রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রকৃতিপুরুষের লীলা। সর্ব্বদেবেই প্রকৃতিপুরুষের মিশামিশি—মাখামাখি। ভারত তাই বলিয়াছেন,

এ ভবসংসারে ভবভবানী বিহরে।

* * *

উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম সব জীবের অন্তরে।
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে দেহাদেহ রূপ ধরে ॥
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া একি করে চরাচরে ॥

হরগৌরী রূপ এই জগতের গূঢ়তম রহস্যের পরিচায়ক মাত্র; ভারত ইঙ্গিতে দেখাইলেন, হরগৌরী বা পুরুষ প্রকৃতি এইরূপ অর্দ্ধাঙ্গ সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বঘটে বিদ্যমান। ইহাই পুরুষ প্রকৃতির নিত্যরূপ। বৈষ্ণবদিগের তুরীয় ধামের রাধকৃষ্ণের নিত্য রাসলীলার গূঢ় রহস্যও এই—তবে তাহা এত সুন্দর—এত গভীরভাবব্যঞ্জক হয় নাই। তাহাতে পুরুষ প্রকৃতির উভয়ের পার্থক্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ভারতে তাহা হয় না। ভক্ত, ভাবুক, ধার্ম্মিক, দার্শনিক, বিষয়ী, সন্ন্যাসী সকলেরই একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া এই অতুল মূর্ত্তি দেখিয়া লওয়া উচিত; ব্রহ্ম এই মূর্ত্তিতেই সমস্ত জগতে অনুপ্রবিষ্ট—জগতের সর্ব্বঘটে

বিরাজিত—সর্ব্বভূতে নিহিত। ভারতই এই মূর্ত্তি সকলকে দেখাইলেন—সকলকে শিখাইলেন। তাঁহার জয় হউক।

[শ্রীকালীকা পুরাণের ৪৪ অধ্যায়ে প্রথমে এই হর-গৌরী রূপ কল্পনা করা হয়। তাহারই বর্ণনা অবলম্বনে ভারত এই অংশ রচনা করিয়াছেন।

নিরুপম—তুলনাহীন, অতুল।

নিছনি লইয়া মরিরে—অর্থাৎ এমন পায়ের সৌন্দর্য্য লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে। ভাবার্থ পরিণামে যেন ইহা পাই।

পট্টাম্বর—পাটের শাড়ী, রেসমী বা কৌষেয় বস্ত্র।

কিঙ্কিণী—কোমরের অলঙ্কার বিশেষ।

উজালা—উজ্জ্বল।

কালা—কাল, নীলবর্ণ—(এই জন্য শিবের নাম নীলকণ্ঠ)

সুধামাধুরী—মনোহর সৌন্দর্য্য।

মণিকঙ্কন—মণিময় বলয়।

হরিতাল—সেঁকো বিষের ন্যায় বিষাক্ত ধাতু, ভাষা কথায় হভেল বলে।

কপাল…করিবে—কপালস্থিত তৃতীয় চক্ষু অর্দ্ধাঅর্দ্ধি হইয়া বড় সুন্দররূপে সম্মিলিত হইল। সুতরাং এই নেত্রস্থ অগ্নিও পরস্পরের সহিত অনায়াসে একত্রিত হইয়া গেল।

দোঁহায়…মিলিয়া বসি—হর ও গৌরীর কপালে যে অর্দ্ধচন্দ্র ছিল, তাহাও অর্দ্ধেক হইয়া পরস্পরের সহিত

একত্রিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই অর্দ্ধচন্দ্রেরই আকার ধারণ করিল।

গঙ্গা সরসী—অর্দ্ধেক জটাভার গঙ্গারূপ সরসীতে আবদ্ধ। গঙ্গা জটায় বদ্ধ হইয়া স্রোতহীন হওয়ায় সরসী তুল্য হইয়াছেন। (অথবা রসময়ী গঙ্গা)

চারু কবরী—সুন্দর চুল।

ফণিমণ্ডল—সর্প শিবের কাণের নিকট কুণ্ডলি হইয়া কুণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছ।

মণিকুণ্ডল—মণিনির্ম্মিত কাণের কুণ্ডল।

কৃষ্টচন্দ্র প্রেম ভক্তি চায়—যাহাতে কৃষ্ণচন্দ্রের ভক্তি অচলা থাকে, তাহাই প্রার্থনা করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে"।

কৈলাসবর্ণন।

৮০—৮২ পৃঃ।

কৈলাস পর্ব্বত—মহাদেবের নিবাসস্থান। এই পরম আনন্দময় স্থানকে এক্ষণে লোকে হিমালয়ের উত্তরে ও তিব্বত দেশের পশ্চিমভাগস্থিত কৈলাস নামক পর্ব্বতকেও নির্দ্দেশ করেন। এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, তৎকালে দেবতা বলিলে (ঐশী শক্তির বিভিন্নভাবের নামান্তর ব্যতীত) এক শ্রেণীর সৃষ্ট জীবাত্মাও বুঝাইত।

শাস্ত্রে আছে,

কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতন ॥
মনু ১।২২

ইহাঁরা কিন্তু প্রকৃতদেবতা নহেন, কারণ তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্ব পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষ রূপে আবির্ভূত। আবার ইহাঁদিগকে নর শ্রেণীর মধ্যেও ধরা যায় না—কারণ ইহাঁর উর্দ্ধস্রোত। কিন্তু অনেকেই ইহাঁদিগকে নররূপে বর্ণনা করেন এবংহিমালয়ের উত্তরে স্থিত সমস্ত প্রদেশে ইহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। ক্ষত্রিয়দের সহিত ইহাঁদের সংস্রব ছিল। পাণ্ডু,ঋষিগণের সহিত হিমালয়ের অপর পারে ইহাদের দেখিতে গিয়াছিলেন (মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২০ অধ্যায় শিবকে এই শ্রেণীর দেবতা ধরিলে এই কৈলাস পর্ব্বতকে শিবের নিবাসস্থান ও হিমালয়ের রাজার কন্যা পার্ব্বতীকে পাণিগ্রহণ করার বর্ণনা অসঙ্গত হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিব বলিলে এরূপ কোন দেবতাকে না বুঝাইয়া মূল আদি শক্তির আধার ঈশ্বরকেই বুঝায়। অন্ততঃ প্রকৃত সাধক সেইরূপই বুঝেন।

ভূধর...পর্ব্বত।

রজনী...একাকার—সেথানে দিন, রাত্রি, বার, পক্ষ, মাস, বৎসর প্রভৃতি কালভেদ নাই—সর্ব্বদাই উজ্জ্বল অথচ শীতল, কোটী চন্দ্রের আলোকে প্রকাশিত রহিয়াছে। গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রভৃতি আতিবাহিক দেহধারী দেবযোনি সর্ব্বদা তথায় বাস করে।

সুখ দুঃখ...একাকার—সেথানে সুখ দুঃখ নাই, সকলই

আনন্দময়। বেদ তন্ত্রে কোন রূপ পার্থক্য নাই—সকলই এক হইয়া গিয়াছে। ইহাই পরম মোক্ষধাম।

মৃগ···রাখাল—ব্যাঘ্রগণ মৃগাদিগকে ভক্ষণ না করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে—চরাইতেছে। এইরূপ সিংহও গজাদিগকে চরাইতেছে।

ময়ূর···বিড়াল—এস্থলেও ময়ূর ও সর্প এবং ইন্দুর ও বিড়াল যাহাদিগের সহিত খাদ্যখাদক সম্বন্ধ, তাহারা এস্থলে একত্রে রহিয়াছে। অর্থাৎ স্থানের এমনি মাহাত্ম্য যে, 'কেহ না হিংসয়ে কাবে।'

যে যার ভক্ষক···সংসারে যেস্থানে এইরূপ হিংসা নাই, এইরূপ আনন্দময়—তাহা এই অসার সংসারের সার—অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষীর এই স্থানই একমাত্র কাম্য।

সমা···কর্ম্ম—যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহাদের নিষ্ক্রিয় হওয়া আবশ্যক, অথবা তাঁহাদিগকে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। সুতরাং কর্ম্ম বা অকর্ম্ম, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম সর্কাল তাঁহাদের কাছে সমান। ধর্ম্মকর্ম্মাদির দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ হয়—মোক্ষাভিলাষীদের সুতরাং তাহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে আছে,

"কর্ম্মকাণ্ডস্য মাহাত্ম্যং ? বুদ্ধাদেবী ত্যজেৎ সুধীঃ।
পুণ্যপাপদ্বয়ং ত্যক্ত্বান জ্ঞানকাণ্ডে প্রবর্ত্ততে॥"

এইজন্য সাক্ষাৎ মোক্ষধাম কৈলাসে এ সকল কিছুই নাই।

জরামৃত্যু—এস্থানে সকলেই অমর।

দুস্তর—যাহা সহজে পার হওয়া যায় না।

মণিবেদী···ঘরে—চিন্তামণি প্রভৃতি নানারূপ অমূল্য মণি দ্বারা প্রস্তুত গৃহমধ্যে অমূল্য রত্নময় সিংহাসনে হরগৌরী বিহার করিতেছেন।

শিবশক্তি···অগোচর—দিগম্বর ও দিগম্বরী ভাবে অর্থাৎ অনাবৃতভাবে শিবশক্তির যে সম্মিলন ও বিহার তাহা অশেষ প্রকার রসপূর্ণ—তাহার স্বরূপ বিধি বিষ্ণুই বুঝেন না, সুতরাং কিরূপে বর্ণনা করা যাইবে।

নন্দ···শকতি—শিব ও শক্তির বিহার স্থানের চতুর্দ্দিকে কারণ শরীর বা সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট জীবাত্মাগণ বিরাজ করিতেছেন। (টীকার ২২ পৃষ্ঠায় ইন্দ্র আদি—প্রভৃতির অর্থ দেখ)

ভারত কৈলাস পর্ব্বতের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্টই বোধ হয় যে, আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবদিগের বৃন্দাবন যেমন পরাপ্রকৃতি ও শুদ্ধ চৈতন্যের নিত্য বিহারের তুরীয়ধাম, কৈলাস পর্ব্বতও শৈবদিগের নিকট সেইরূপ

হরগৌরীর বিবাদ সূচনা।

৮২—৮৩ পৃঃ।

বিধি...সাদে—যাহার প্রতি বিধি বিমুখ তাহার, গতি উপায় কি। তাহার পরিণামে কি হইবে।

ধন্দ—ধাঁধা, গোলযোগ।

ছন্দবন্দ—যতই চেষ্টা চরিত্র (যোগাড় যন্ত্র) করি, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়!

ভাল ভাবি...প্রমাদে—কি বিষম ভ্রমে পড়িয়াছি, যাহা ভাল মনে করিয়া করিতে যাই, তাহাই মন্দ হইয়া পড়ে।

ধর্ম্মে...স্বাদে—ধর্ম্মে পরিণামে ভাল হইবে, জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না আর অধর্ম্মে পরিণামে বিপদ হইবে জানিয়াও, তাহাই ভাল লাগে।

মিছা—সংসারে সকলই অনিত্য, এইজন্য স্ত্রী, পুত্র, প্রভৃতি সকলই বৃথা।

যে রহে আপনা কয়ে—যে আপনার লইয়াই ব্যস্ত থাকে, আপনার সুখ অন্বেষণে সর্ব্বদাই নিযুক্ত—তাহার পরিণামে দুঃখ হয়, পরকালে তাহার অধোগতি হয়। শাস্ত্রমতে আত্মজ্ঞান বা অহং জ্ঞানই আমাদের বন্ধনের মূল; এই অহংজ্ঞান দূর হইলেই মুক্তি হয়। শাস্ত্রে আছে,

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শন॥"

আর, "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যতে তত্ত্ববিদ।"

ইতি গীতা।

অর্থাৎ জ্ঞানী মনে করেন যে আমি কিছুই করি না, আমি যন্ত্র স্বরূপ, ঈশ্বর আমার অন্তরে থাকিয়া যাহা করেন, তাহাই হয়। আমি বলিয়া কেহই নাই। "ত্বয়া হৃষীকেষ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" উপলব্ধি করাই রাজগুহ্য যোগ।

সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের...ফের—অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাই সমস্ত, আমরা স্বতন্ত্র কেহ নহে—আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা নাই।

গুরুর প্রসাদে—গুরূপদেশ ব্যতীত শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ বুঝিবার উপায় নাই। যে অন্য রূপে বুঝিতে চায়, তাহার বৃথা চেষ্টা।

হরগৌরীর বিবাদ—ভারত ইহাও হরপার্ব্বতীর নরলীলারূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সরম ভরম...লজ্জা সম্ভ্রম।

কপালে...দুঃখ—আমার পোড়া কপাল যে দুঃখ দূর হয় না। (২) শিবের কপালেও আগুণ জ্বলিতেছে।

চণ্ডী—প্রচণ্ডা বা উগ্রস্বভাবা স্ত্রী।

সর্ব্বদা···কথায়—সামান্য কথায় (প্রায় প্রতি কথায় ঝগড়া বাধে।

রসকথা—রসের কথা (ইয়ারকির কথা)

কতমতে—কত প্রকারে।

অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ—ঘরে সুসার না থাকিলেও নিজে চালাইয়া দেয়। অভাব থাকিলে তাহা দূর করে।

সূত্র---চিরকাল এই লোকপ্রসিদ্ধি বা চলিত কথা আছে

ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল—ভারত চিরকালই দুঃখে কাটাইয়াছেন—মা বাপ বাল্যকালেই তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। তদবধি ভারত বড়ই কা পাইয়াছেন। (তাঁহার জীবনী দেখ।)—

———

হরগৌরীর কন্দল।

৮৪— ৮৬ পৃঃ।

দামাল—দুষ্ট, অশান্ত।

ভূমে লুটি—মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া।

বিষপানে নাহি ভয়···কচি ছেলে—বিষপান করিলে বিপদ হইবে, তাহা বুঝে না। অথবা অমর, সুতরাং বিষপানে তাহাদের মৃত্যুভয় নাই।

দ্বন্দ্ব—বিরোধ, কলহ। সর্ব্বদা মিথুন ভাব একত্রে মিশামিশি।

ভারত···ছাড়িবে—গৃহে থাকা এরূপ যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া ভারতচন্দ্র গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। অর্থাৎ আমার পিতা মাতা শিব শিবা নির্দ্দয় হইয়া আমাকে এরূপ দুঃখসঙ্কুল সংসার আশ্রমে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন ; আমি সেই দুঃখে সংসার ত্যাগ করিব। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,

"আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বলিয়া শিব ভিখারী॥"

পাষণ্ডী—নির্দ্দয়।

গুণের···ততোধিক—আদি দেবের অনন্ত গুণ তাহা কেহই নিরূপণ করিতে পারে না, এজন্যই তিনি নির্গুণ। ইনি সৃষ্টির কর্ত্তা স্বরূপে সগুণ আর সুদ্ধ চৈতন্য রূপে নির্গুণ। সেই রূপ গুণের ন্যায়, ইহার রূপও অনন্ত—তাহাকেই ধারণা করিতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার রূপ।

বয়সে···বল্মীক—বয়স এত অধিক যে তাঁহার সমবয়স্ক গাছ পাথর মিলে না। অথবা যখন কোন গাছ পাথর সৃষ্টি হয় নাই—তখন ইহাতেই তিনি বিদ্যমান আছেন।

রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি—অর্থাৎ শিবের ঐশ্বর্য্য ত ভারি, থাকিবার মধ্যে আছে এক বুড়া গরু আর এক পেট কথা (কুকথা), যখন জীবরূপ কুলুপ খুলিয়া দেন, (বা জীব ছুটাইয়া দেন) তখন পেটরূপ সিন্দুক হইতে অনবরতই কথা (রূপ রত্ন) বাহির হইতে থাকে· আর তাহাতে আমি বড়ই জ্বালাতন হই।—কোন কবি বলিয়াছেন,

"রসনা কলের গাড়ী রাত্রি দিন চলে।"

এস্থলে রূপক অলঙ্কার বড় সুন্দর হইয়াছে।

কড়া পড়িয়াছে—ভাতকাপড় যোগাইতে যোগাইতে শিবের হাতে কড়া পড়িয়াছে দেখিতেছ না? দৈহিক পরিশ্রম অধিক করিলে, বিশেষতঃ মাটীকাটা প্রভৃতি হাতের কাজ অধিক করিলে হাতে কড়া বা কামড়ো পড়ে।

সব···লাগিয়া—কি জন্য কটু কথা সহ্য করিব।

সবে—কেবল মাত্র।

কেমনে···নয়—এস্থলে ব্যঙ্গের আভাষ আছে। ইহাতে গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থও আছে। শাস্ত্রমতে মূল পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নির্লিপ্ত, তাহার উপরেই প্রকৃতি বিরাজিতা তাহার সান্নিধ্যে আছে বলিয়া মূল প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা প্রসবধর্ম্মী। সুতরাং ভগবতী যে সৃষ্টির আদিকারণ, তাহা

তাঁহার নিজের প্রসবধর্ম্ম হেতু তাঁহার দ্বারাই হইয়াছে, নিষ্ক্রিয় শিবের তাহাতে কোন কর্তৃত্ব নাই।

যে হই সে হই—যাহাই কেন হই না।

গাছ গাড়ু—বৃহৎ গাড়ু। চলিত কথায় গাছ প্রদীপ প্রভৃতি কহিয়া থাকে।

উহাঁর···কেটা—উহাঁর ভাগ্যে যে পুত্র হইয়াছে, তাহাদের গুণও অতি চমৎকার। শিব পূর্ব্বে 'স্বামী ভাগ্যে পুত্র' বলিয়াছেন বলিয়া পার্ব্বতী তাঁহার কথায় পরিহাস করিতেছেন।

সবে গুণ···সমান—গণেশ সিদ্ধি খাইতে বা যোগ সিদ্ধি বিষয়ে শিবের সমতুল্য। তিনিই সিদ্ধিদাতা।

ময়ূর উড়ায়—(১) বাবুগিরি করে, ময়ূরের উপর চড়িয়া বেড়ায়। (২) যাহা কিছু ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ হয়, তাহা ময়ূরে নষ্ট করে। দ্বিতীয় অর্থ বড় সঙ্গত নহে।

নাহি···আচাভুয়া—এয়ো বা আয়ুষ্মতি স্ত্রীলোকের শাঁখা প্রভৃতি যাহা ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন, তাহা নাই। (শিব অমর বলিয়া তাঁহার প্রয়োজনও নাই।) সকলই অদ্ভূত।

শিবের যে তিরস্কার···পুরস্কার—শিবকে যে কথা বলিয়াই নিন্দা করা যাউক না কেন—তাহাই শিবের প্রশংসাবাচক হইবে। 'ভাঙ্গড় পোড়া কপাল' প্রভৃতি যে সকল নিন্দাসূচক কথা চলিত, তাহাই শিবের পক্ষে প্রসংশাসূচক।

সুতরাং তাঁহাকে গালাগলি দিলে, তাঁহাকে স্তুতি করাই হইবে। অথবা শিব নির্ব্বিকার, তাঁহার নিকট তিরস্কার পুরস্কার সকলেই সমান।

কবিকঙ্কণও হরগৌরীর কন্দল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইলঃ—

"কি জানি তপের ফলে হর মিলিয়াছে বর।
সই সাঙ্গাতি নাহি আইসে দেখি দিগম্বর॥
উন্মত্ত ল্যাঙ্গটা জটা ধূলি মাখে গায়।
দাঁড়াইতে মাথার জটা ভূমিতে লুটায়॥
একত্রে শুইতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
তাহে ধিক্ প্রাণ পোড়ে বাঘছালের বাসে॥
বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলি।"
গণার মুষা ঝুলি কাটে আমি খাই গালি॥
বাঘ বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত।
অভাগিনী গৌরীর কপালে সহে এত॥
প্রভুর উরে ফণী দোলে ললাটে দহন।
জটায় জাহ্নবী শিরে চন্দ্রলাঞ্ছন॥

* * * *

বিনয়ে করিয়া ধার শুধিতে কন্দল।
পুনর্ব্বার 'উষার' করিতে নাহি স্থল॥
কিবা দৈব দোষে আমি সদাই দুঃখিনী।
ভিক্ষার তণ্ডুলে বিধি করিল গৃহিণী॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ।

(৮৬—৮৭ পৃঃ)

প্রমথ—ভূত প্রভৃতি মহাদেবের অনুচর।

জটায়···গঙ্গাজল—সিদ্ধি প্রস্তুত করিতে যে জল আবশ্যক হইবে, তাহা জটাস্থ গঙ্গাজল হইতে লওয়া যাইবে।

স্বতন্তরা—স্বাধীন, আপনার ইচ্ছামত কাজ করে—স্বামীর কথা শুনে না। এরূপ স্ত্রীর স্বামী জীবন্মৃত হইয়া থাকে, তাহার বনবাসই ভাল। কথায় আছে,

"মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যাচাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং॥"

গৃহিণী দুর্জ্জন, ঘর হৈল বন, বাস করি তরুতলে।
কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

বৃদ্ধকাল···ব্যাপার—এখন আমার এই বৃদ্ধ বয়স, কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি উপার্জ্জনের কোন উপায়ই জানি না।

সকলে···লয়—সকলে আমাকে বোকা মনে করিয়া আমায় সমস্তই ফাঁকি দিয়া লইয়াছে।

(২) আমি নির্গুণ হইলেও সকল গুণের আধার এবং আমাকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত জগৎ নানাগুণময়ী হইয়াছে। শিব স্বয়ং—

"অশক্তং সর্ব্বভূচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥"
ইতি গীতা।

নামমাত্র রহিয়াছে সার—আমার একমাত্র নির্গুণ নামটীই রহিয়া গিয়াছে। অথবা আমা অপেক্ষা ভক্তের নিকট

আমার নামের মহিমা অধিক, তাহাই তাহাদের একমাত্র অবলম্বনীয়।

ভগবান,

"আপন শ্রীমুখে কহিয়াছেন বারবার।
আমা হইতে নাম বিনা বড় নাহি আর॥
কাশীদাস।

বাস্তবিক যেমন ওঁকার ব্রহ্মের স্বরূপ, সেইরূপ কৃষ্ণ শিব প্রভৃতি নামও তাঁহাদের স্বরূপ বা শব্দরূপ।

সে ঘরে গৃহিণী কেন—এমন লোকের বিবাহ করিবার প্রয়োজন কি?

কি করে...বাস বাঁধে নাই—যে ঘরে এইরূপ সদাই কিচিকিচি (কলহ) সে ঘরে গিন্নীপনাতে কি হইবে—অর্থাৎ গৃহকার্য্য সংসার চালানায় পটু হইয়াই বা কি হইবে—অর্থোপার্জ্জন হইলেও তাহা ব্যয় হইবে—কিছুই সঞ্চয় হইবে না—সর্ব্বদাই অভাব থাকিবে।

বাণিজ্যে...নৈবচ নৈবচ—কথায় আছে।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।"

ভিক্ষা...নৈবচ—যাহারা ভিক্ষা করিয়া খায়, তাহাদের ঘরে কখনই লক্ষ্মী থাকেন না। তাহাদের চিরকালই অভাব থাকে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও শঙ্করের ভিক্ষাযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, সে বর্ণনাও অতি সুন্দর। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"আমি ছাড়িব ঘর, যাব অন্যান্তর, কি মোর ঘর করণে।
"হয়ে স্বতন্তর, সুখে কর ঘর, লয়ে গুহ গজাননে॥
"ঘরে যত আনি, লেখা নাহি জানি, ডেড়ি অন্ন নাহি থাকে।
"কতেক ইন্দুর, করে দূর দর, গণার মুষার পাকে॥
"দেশে ফিরি ফিরি, কত ভিক্ষা করি, ক্ষুধায় অন্ন নাহি মিলে।
"গৃহিণী দুর্জ্জন, ঘর হৈল বন, বাস করি তরুমূলে॥

* * *

হেন লয় মোরে, এই পাপঘরে, রহিতে মোরে না জুড়ায়॥

* * *

"আন বাঘছাল, শিঙ্গা হাড়মাল, ডুম্বুর বিভূতি ঝুলি।
"চল অরে নন্দী, যাইবে সঙ্গী, ঘরে না থাকিবে শূলী॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

জয়ার উপদেশ।

৮৮—৯০ পৃঃ

ঠাকুরালি—কর্ত্তৃত্ব।

আপনা পাসরি—আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া।

সুখ মোক্ষধাম—অন্নপূর্ণা নাম স্মরণ করিলে—লোকের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়—অথবা একেবারেই মোক্ষ পায়।

সংসারসাগর ভেলা—সংসাররূপ সাগরে পার হইবার

অর্থৎ পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়। ভবসাগরের তরণী।

অন্ন দেহ কয়ে—স্বয়ং অন্নপূর্ণা হইয়া, 'অন্ন দেহ' বলিয়া ভিক্ষার্থ কাহার নিকট দাঁড়াইবে।

নাছে—খিড়কি। অন্তঃপুর দ্বার।

বাপে না…লক্ষ্মীছাড়া-সন্তান যদি ধনহীন হয়, তাহা হইলে তাহার মাতাপিতাও তাহাকে স্নেহ বা অভ্যর্থনা করে না।

নিজ মূর্ত্তি—নিজের প্রকৃত রূপ। স্বরূপ।

লয়ে—হরণ করিয়া।

কটাক্ষ করিয়া—নিমেষ মধ্যে। হেলায়, ইচ্ছামাত্র।

কমল আসন…ভক্ষ—ব্রহ্মা প্রভৃতি কোটী কোটী দেব এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি অসংখ্য দেবীকে এই স্থানে আনিয়া অন্ন ভক্ষণ করাও। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অন্ন বা পৃথিবী রূপ ভৌতিক সৃষ্টির সার দেবগণ ব্রহ্ম হইতেই পাইয়াছেন—এবং তাঁহা হইতেই সমস্তই সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। (টীকার ৩৭ পৃষ্ঠায় 'অন্নে কর পূর্ণ' অর্থ দেখ।)

অন্ন দিয়া…প্রকাশ-শিবকে অন্ন দান করিয়া নিজের মহিমা সংসারে প্রকাশ কর।

প্রকাশিয়া… মন্ত্রে—অন্নপূর্ণার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তন্ত্রে প্রকাশিত হউন-এবং অন্নপূর্ণার মন্ত্রও প্রচারিত হউক। এই মন্ত্র গ্রহণে লোকের পাপ তাপ দূরে যাবে।

অন্বিত—দ্বিতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া।

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিধারণ।

৯০—৯১ পৃঃ

ভবভয় —পুনর্জ্জন্মের ভয়। সংসারের সহিত সম্বন্ধই দুঃখময়—সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেই মোক্ষ হয়।

তুমি সর্ব্বময়…লয়—পূর্ব্বে টীকা দেখ। শাস্ত্রে আছে,

"মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতি কারিণঃ।
যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্নবিদ্যতে॥"

ভগবান বলিয়াছেন,

"এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণিত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥"

ভগবদ্গীতা, ৭।৬

কত মায়া…গোচর নয়—মায়ারূপ আবরণ দ্বারা (বা বহুরূপ প্রকৃতি দ্বারা) তুমি অসংখ্য রূপ হইয়া অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, সে সমস্ত ব্যাপারের গূঢ় রহস্য বেদেও উল্লিখিত নাই।

ভাগবতে আছে,

"বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া"।

বিধি হরিহর…হয়—তুমি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা হরি, ও সংহারকর্ত্তা হর—নিমেষে প্রতি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি করিতেছ। (পরে টীকা দেখ)

ছাড় ছায়া মায়া—এ স্থলে ভারতচন্দ্র বেদান্তদর্শনের মত অনুসরণ করিয়াছেন বোধ হয়। এই সংসার স্বপ্নময়—ইহার

প্রকৃত অস্তিত্ব নাই—ইহা অসৎ। মায়া দ্বারা তাহাকে আমরা সত্য মনে করি। এই মায়ার আবরণ দূর না হইলে ইহার প্রকৃত রহস্য আমরা জানিতে পারি না। মায়াও বড় দুর্ভেদ্য,

"অহো ভগবতী মায়া, মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে॥"

লহ মোর পান—আমি তোমারে বরণ করিলাম।

পূর্ব্বে আছে,

"মদনে ডাকিয়া, সুরপতি দিলা পান।"

কোটী কোটী রূপ...কোটী শত—শাস্ত্র মত ব্রহ্মাণ্ড একটী নহে। যিনি আদ্যাশক্তি তাহা হইতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইতেছে—ধ্বংশ হইতেছে, তাহার কে সংখ্যা করিতে পারে? প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেরই একজন সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা, পালন কর্ত্তা বিষ্ণু ও সংহার কর্ত্তা শিব আছেন। সুতরাং আদ্যাশক্তির সৃষ্ট অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটী ব্রহ্মা, অনন্ত কোটী বিষ্ণু ও অনন্ত কোটী মহেশ্বর আছেন। আদিশক্তি মহামায়া দ্বারা এই সমস্ত একত্রিত করিলেন।

শাস্ত্রে আছে,

"হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতি পরমা মুনে।
অণ্ডানাং তু সহস্রানাং সহস্রাণ্যযুতানিচ।
ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটি কোটি শতানিচ"।

বিষ্ণুপুরাণ ২ সর্গ ৭ অধ্যায়।

আরও,

"প্রত্যহং পরমেশানি ব্রহ্মাণ্ডা বহবোহভবন্।
তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ ব্রহ্মা তত্রৈব কমলাপতিং॥
শিবং বহুবিদাকারং তত্রৈব স্থাপয়েত্ততঃ।
এবং হি পরমেশানি নানা শক্তিং প্রবিন্যসেৎ॥
প্রতি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তু ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ং।
এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদিবেশ্বরাঃ॥
স্তুতিভক্তি পরাঃসর্ব্বে দীনভাবে সদাস্থিতাঃ।
লক্ষ লক্ষং মহেশানি তত্রৈব মুররীধরঃ॥
শতলক্ষং ততোরুদ্রো ব্রহ্মা লক্ষ শতংপ্রিয়ে।
এবং ব্রহ্মাণ্ডং বিবিধং নিত্য সৃজতি নির্গুণং"॥

প্রাণতোষিণী।

কেমন...আসেনাই—এতবড় মহান্ ব্যাপার মনে ধারণা করিতে পারা যায় না।

অন্নের পর্ব্বত...সরোবর—পূর্ব্বে অন্নপূর্ণা বন্দনায় অন্নের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অন্ন হইতেই স্থূল জগৎ সৃষ্টি, এই অন্ন হইতেই জীব সৃষ্টি, এই অন্নই সকলের মূলাধার—এই জন্য ইহাকে প্রজাপাত বলা হইয়াছে। পঞ্চস্থূল ভূতের সাররূপী অন্ন হইতেই জীবের অন্নময় কোষ হইয়াছে। মূল প্রকৃতি যদি এই অন্নের সৃষ্টি না করিতেন, তবে ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করিতে পারিতেন না—বিষ্ণুর জীব পালন হইত না, আর শিবের আবরণ সংহার কোন কার্য্যই হইত না, কারণ শিবের ভূত লইয়াই ঈশ্বরত্ব। এই জন্য অন্নকে কখন কখন ব্রহ্মও বলা হয়।

কবি স্বয়ংই অন্যস্থলে বলিয়াছেন,
"ব্রহ্মরূপ সেই এই অন্ন"।
"এই অন্ন সুধাময়, ভুক্তি মাত্র মুক্তি হয়,"

* * *

মানসিংহ।

ঘৃত...সাগর—অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই সকল দ্রব্যের আয়োজন ছিল। প্রকৃতি দেবী জীব রক্ষার্থে এই সমস্ত দ্রব্য যথেষ্ট সৃষ্টি করেন। শাস্ত্র মতে সমুদ্রও সাত প্রকার। যথা,

"লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জলান্তকা।"

কে রান্ধে—এ সমস্ত মহা ব্যাপার কোথা হইতে এবং কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না।

অনন্ত...ঠাই—আদ্যাশক্তি যে সকল অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তাহার উপাদান বা নিমিত্ত কারণ যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই তিনি যোগাতেছেন—বা তাঁহা হইতে হইতেছে। তাই সেস্থলে অন্ন প্রভৃতি লইবার এত ভিড় এত কোলাহল।

এই মহা বিশ্বের মহাব্যাপার কল্পনা করা এবং তাহা সুন্দর রূপে বর্ণনা করার ন্যায় গুরুতর কার্য্য আর নাই। কোন দেশের কোন কবি এরূপ পারে নাই। আর্য্যগণ নাকি এই অনন্ত বিশ্বের গূঢ় রহস্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাই এক মাত্র আর্য্যকবিই এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন।

শিবের ভিক্ষাযাত্রা।

৯১—৯৩ পৃঃ।

ববম…নাচিছে—শিব বিবাহের প্রথমে ধুয়াতে ঠিক এইরূপ বর্ণনা করা আছে।

রঙ্গ চিঙ্গা—চেঙ্গড়া ছেলে যাহারা রঙ্গ দেখিতে ভালবাসে।

কাপ—কৌতুককারী। বুড়া কাপ—বুড়া রসিক।

কেহ বমে…ফেলাইয়া—এখনও যাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী তাঁহারা ভিক্ষার জন্য বাহির হইলে লোকে তাহাদের উপর এইরূপ অত্যাচার করে। প্রকৃত যোগীগণ—বালক, পাগল, পিশাচ বা আচার্য্য এই চারি বেশের কোন না কোন বেশে লোকালয়ে দেখা দেন। সুতরাং তাঁহাদের কেহ চিনিতে পারে না।

চেতরে চৈতন্য প্রাপ্ত হও—জাগরিত হও, চিদাভিমুখে দৃষ্টিপাত কর।

চিদানন্দ—শিব। যিনি সচ্চিদানন্দ অথবা যিনি সনাতন, চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দময় তিনিই ব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

চেতনা.. চিদানন্দ—যাঁহার মন প্রকৃতিতে অভিভূত নহে, যিনি সর্ব্বদা চৈতন্যময়, যিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া আত্মাতে যোগমগ্ন, সেই জীবও চিদানন্দ হইয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন।

যোগীশ্বর শিব এস্থলে যোগের গূঢ় রহস্য বলিতেছেন।—

"যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোনির্ব্বিন্ন চেতসা ॥"

ভগবদ্গীতা। ৬।২০

যে জন চেতন মুখ—আমাদের আত্মার একরূপ শক্তি আছে, যদ্দ্বারা মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতির চঞ্চলতাকে সংযম করিয়া তাহাদের বাহ্যবিষয়াভিমুখে গতি নিরুদ্ধ করিয়া আত্মাকে তাহার স্বরূপে অবস্থান করান যায়। এই চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিবার ক্ষমতাকে "নিরোধ শক্তি" বলে। ইহারই নাম ধর্ম্ম। ইহাদ্বারাই যোগসিদ্ধি হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞেও প্রভেদ জানা যায়। এবং সমাধি হইলে আত্মা পরমাত্মায় লীন হইলে বুঝা যায় যে,

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়।

শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥

ভগবদ্গীতা। ১৩। ৩১

অচেত চিত্ত—উক্তরূপ যোগসিদ্ধ হইলেই আত্মা সদা আনন্দ উপভোগ করে। নতুবা ব্যুত্থানশক্তি বৃদ্ধিদ্বারা আত্মার বাহ্মুখী বৃত্তি বৃদ্ধি হইলে তাহাতে দুঃখ পাইতে হয়, কখন মোক্ষ হয় না।

এত বলি···শিব—শিব এইরূপে জীবকে চৈতন্যাভিমুখী হইতে বলিয়া, মায়ামুক্ত হইতে বলিয়া, অন্ন ভিক্ষা চাহিতেছেন। তাহাদের অন্নময় আবরণ দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগকে মুক্তি পথে লইয়া যাইতে প্রয়াস করিতেছেন।

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ।

৯৩—৯৫ পৃঃ।

আমি লক্ষ্মী সর্ব্বঠাঁই—আমি সর্ব্বত্রেই লক্ষ্মী বা অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে অধিষ্ঠিতা। যথা,

"স্বর্গেচ স্বর্গ লক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু।
গৃহে চ গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্ত্যানাং গৃহিণাং তথা॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। প্রকৃতি খণ্ড। ১।২৫

গুমান হইল গুঁড়া—অহঙ্কার চূর্ণ হইল।

হাভাতে—অন্নহীন। যে ভাতের অভাবে হা অন্ন যো অন্ন করে।

হাভাতে যদ্যপি…লক্ষ্মীছাড়া—এই স্থানটী এত সুন্দর যে ইহা চলিত কথা হইয়া গিয়াছে।

গলে সাপ বান্ধি চাই—পূর্ব্ব কালে বেদিয়া প্রভৃতি ভিক্ষুকেরা যদি ভিক্ষা না পাইত, তবে গৃহস্থকে আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখাইত।

কত…ঔষধে—আগুণে, বিষে, সাপে আমার মৃত্যু নাই। (শিব অমর) কিরূপে মৃত্যু হইবে জানি না।

বিলাসের সাধ—স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি লইয়া সুখ ভোগ করিবার, বা বাবুগিরি করিবার অভিলাষ কেন?

ভেদ—রহস্য। নিগূঢ় মর্ম্ম।

অন্নপূর্ণা…পরমাদ—যাঁহার ঘরে স্বয়ং অন্নপূর্ণা বিরাজিতা তিনিই অন্নের জন্য লালায়িত, এ বড়ই মায়ার মোহ।

কৈলাসে···খেলা—মহামায়া সমস্ত বিশ্বে যে লীলা করিতেছেন তাহাই কৈলাস ধামে পাতিয়াছেন। কৈলাসেই সেই লীলা দেখাইবেন।

আধ্যাত্মিক শৈবদিগের নিকট কৈলাসধামের অর্থ অতি গুরুতর। কি বৈষ্ণব, কি শৈব সকলেই প্রকৃতি-পুরুষবাদী, উভয়েরই মতে প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় যতক্ষণ চিদ্গত থাকে, ততক্ষণ তিনি পরাপ্রকৃতি। চিদ্গত পুরুষ নিত্য নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, অকাম, অথচ প্রকৃতির সহ বিরাজমান। প্রকৃতিও পুরুষ সহবাসে চিন্ময়ী, আনন্দময়ী হন। এই শুদ্ধ চিৎই শৈবদিগের মতে সদাশিব, আর এই পরাপ্রকৃতিই তাঁহাদের ভগবতী। কিন্তু এই রূপ অকাম বিহার নিত্যকাল থাকে না। এই পরা প্রকৃতির কিয়দংশ চিদ্গত অবস্থাচ্যুত হইয়া তাঁহার নিত্য বিহারস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্যে নিয়োজিত হয়। এই পরম ধ্যানচ্যুত প্রকৃতিই সৃষ্টির প্রথম পদার্থ। ইহাই সাংখ্য মতে ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব, আর বেদান্ত মতে মায়া প্রকৃতি। এই মায়া প্রকৃতি আবার চিদ্বিমুখ ও সৃষ্টিঅভিমুখী হইলেও চিদঙ্গবিহারী। কিন্তু মায়া স্বয়ং মলিনা বলিয়া তদধিষ্ঠিত চৈতন্যও কিছু মলিন, কিছু মায়াভিহত হয়। কিন্তু তখনও তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে।

শৈবদের মতে সদাশিব ও ভগবতী যেমন শুদ্ধ পুরুষ ও পরা প্রকৃতির নামান্তর—হরপার্ব্বতীও সেইরূপ মলিন চৈতন্য ও মায়া প্রকৃতির নামান্তর।

যে চিন্ময় ধামে নির্ম্মল পরা প্রকৃতি শুদ্ধ চৈতন্য সহ

বিরাজ করেন (অথবা শিব ও ভগবতির লীলা স্থানের নাম) শৈবদিগের মতে কৈলাশ পর্ব্বত। ইহাই পরম মোক্ষ ধাম। সেইরূপ মায়া প্রকৃতির লীলাধামের নাম কাশী। তাহারই অধিষ্ঠাতৃ দেব বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা মায়াপ্রকৃতি, (বা অহংতত্ত্ব) সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত তাই তিনি জীবের সারভূত অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই মায়াতে উপহিত চৈতন্য-মায়াকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বর হইয়া থাকেন। তবে ইনি সৃষ্টিকার্য্যে কতকটা কর্ত্তৃত্ব করেন—তাই অন্ন ধাতু লইয়া হর এত ব্যস্ত।

এই কৈলাস ও কাশীধাম সাধকের কল্পনা মাত্র। যে কাশী ও কৈলাসকে আমরা তীর্থস্থান বলি তাহা সে কাশী বা কৈলাস নহে—তাহা উহাদের প্রতিকৃতি মাত্র। সাধকের বুঝিবার সুবিধার জন্যই এরূপ তীর্থ কল্পনা হইয়াছে।

আবার সংসারে যেমন প্রত্যেক জীব সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। তাহাদের মধ্যেও জগতের সমস্ত উপাদান রহিয়াছে। মস্তকে সহস্রারে সদাশিব ও ভগবতী রহিয়াছেন। ললাটে ও নেত্রে দ্বিদলপদ্মে (কোন মতে হৃদ্‌পদ্মে) হরপার্ব্বতী রহিয়াছেন। ঈড়া প্রভৃতি নাড়ীতে তিন গুণ, শরীরে পঞ্চভূত প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে। সহস্রারই আমাদের শরীরস্থ কৈলাস আর—ললাট (বা হৃদয়) আমাদের কাশী।

যিনি সাধক, যিনি গুরূপদেশ পাইয়াছেন তিনিই এ সকল বিষয়ের গূঢ় মর্ম্ম বুঝেন। ভারতচন্দ্র গুরূপদেশে তাহা বুঝিতেন, তাই রূপকে, কৈলাস ও কাশীর ব্যাপার

বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে সংক্ষেপে তাহাই বুঝান গেল ।

ব্রীড়া—লজ্জা ।

কত কোটি...মিলিত—কৈলাসে সকলেই মিলিত হইয়া—অন্ন পান করিয়া হরপার্ব্বতীর গুণ গান করিতেছেন । পূর্ব্বে ইহা বুঝান হইয়াছে ।

স্থাণু হইলা স্থাণু—স্থাণু বা শিব ভয়ে আকাট হইয়া দাঁড়াইলেন ।

শিবে অন্নদান ।

৯৫—৯৬ পৃঃ ।

কারণ অমৃত—কারণ অমৃত রত্ন পানপাত্র সঘৃত পলান্ন প্রভৃতি সমস্তই অন্নদার বন্দনায় বুঝান হইয়াছে ।

পঞ্চ মুখে—পূর্ব্বে এই রূপ বর্ণনা করা আছে ।

পঞ্চম তাল...পাঁচ মুখে পাঁচ ভিন্ন ভিন্ন তালে গাহিতেছেন ।

নাটক...শিবের নৃত্য দেখিয়া ।

অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য ।

৯৬—৯৮ পৃঃ ।

অবলম্বে...অন্নপূর্ণা যিনি শিবকে অবলম্বন করিয়া অধিষ্ঠান করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে "শক্তিমান্ হইতে শক্তি কখনও বিভিন্ন থাকিতে পারে না" ।

শিবকায়া...যিনি শিবের শরীর। শক্তি দ্বারাই পুরুষ সগুণ ও শরীরী হইয়াছেন।

পরিহর মায়া...অবিলম্বে—ওগো শীঘ্র শীঘ্র তোমার মায়া সম্বরণ কর।

যদি...গুহহেরম্বে—তুমি যারে দয়া কর, তার যমভয় নিবারিত হয়, তার নিকট পৃথিবীই স্বর্গের সমান হয় এবং তোমার নিকট গণেশ ও কার্ত্তিকের সহিত তাহার কোন প্রভেদ থাকে না—সে গণেশ ও কার্ত্তিকের সমান হয়।

তব...শিরপরিলম্বে—যে তোমার আশ্রিত বক্তি দেবাদিদেব ইন্দ্রও তাহার তুল্য নহে, যমও তাঁহাকে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, তাহার যম ভয় থাকে না।

ভবজল তরণে...যিনি ভবসিন্ধু তরিবার এক মাত্র তরি। যাহা হইতে সংসার বন্ধন দূর হয়।

করি কাদম্বে....গজেন্দ্র, মরালগমনা।

হরিলা যতেক মায়া...কৈলাস ধামে অন্নপূর্ণার রূপ ভগবতীর স্বরূপ নহে। পরা প্রকৃতি ভগবতী হইতেই মায়া প্রকৃতি বা মহত্তত্বরূপা অন্নপূর্ণা আবির্ভূতা হন। তাঁহার লীলা স্থান কাশী। ভগবতী মায়া করিয়া লীলাছলে এই রূপ শিবকে দেখাইলেন মাত্র। দেখাইয়া পুনর্ব্বার তাহা সম্বরণ করিলেন।

তন্ত্রমন্ত্র বহুতর—নানা প্রকার তন্ত্রে, বিশেষতঃ ভৈরব তন্ত্রে অন্নপূর্ণা পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্তই বিস্তারিত

বিবরণ আছে। তন্ত্রসারেও তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করা আছে।

মন্ত্র—অন্নপূর্ণার মন্ত্র এই—

"মায়াঙ্গভগবত্যন্তে মাহেশ্বরী পদং ততঃ।
অন্নপূর্ণে ঠ যুগলং মন্ত্রঃ সপ্তদশাক্ষরঃ॥

ধ্যান…রূপ বর্ণনা—যাহা দ্বারা মুর্ত্তিকে ঠিক মনে আনিয়া ধারণ করা যায়।

অন্নপূর্ণার ধ্যান এই,—
"রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্র চূড়া-
মন্নপ্রদান নিরতাং স্তনভারনম্রাং।
নৃত্যন্তমিন্দু সকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টা ভজে ভগবতীং ভবদুঃখ হন্ত্রীং॥"

কবচ—মন্ত্রের পূর্ব্বে যে সকল বীজ থাকে তাহাকেই কবচ বলে—তাহা উচ্চারণ করিলে বিঘ্ন নাশ হয়। কবচ কখন কখন ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া শরীর রক্ষার্থ ধারণ করা হয়। অন্নপূর্ণার কবচের নাম ত্রৈলক্যরক্ষণ কবচ, যথা—

"ত্রৈলক্যং রক্ষণ নামং কবচং ব্রহ্মরূপকং।
মহাবিদ্যা স্বরূপাঞ্চ মহদৈশ্বর্য্য দায়কং॥
পঠনাদ্ধারণান্মত্য ত্রৈলোকৈশ্বর্য্যভাক্ ভবেৎ।"

সাধন—পুরশ্চারণাদি দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি করণ। অন্নপূর্ণা মন্ত্র ষোড়স সহস্রবার যপের দ্বারা পুরশ্চারণ করিতে হয়।

নিয়োজন—যাহার পূজা সাধনাদির দ্বারা মোক্ষ ফল লাভ হয়।

বিস্তর অন্নদা…কত—অন্নদা রূপে ভগবতীর মহিমা অসীম তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

মাননা—সম্মান, মান্য।

ইহলোকে…লিখন—ইহলোকে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম ভোগ করিয়া পরলোকে মোক্ষ পায়। অন্নপূর্ণা হইতে এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়।

মহামায়া মহাবিদ্যা মাঝ—মহাবিদ্যাদিগের মধ্যে অন্নপূর্ণাই মহামায়া। তিনিই মূল মায়া প্রকৃতি, অন্য সকলে অংশ মাত্র। মহাবিদ্যা ভুবনেশ্বরীর পীঠের নিকটেই হৃদয়ে অন্নপূর্ণার পীঠ স্থাপন করিতে হয়।

যাঁর বরে…আদ্যাশক্তি—এই শক্তির সাহায্যেই ব্রহ্মাদির সৃষ্টি, পালনী ও সংহার ক্ষমতা হয়। ভৈরবতন্ত্রে আছে,

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ কবচং ধারণাদ্‌যতঃ।
সৃজত্যবতি হন্তেব কল্পে কল্পে পৃথক্ পৃথক্।

দারিদ্র্যদলনী—দারিদ্র্য নাশ করেন।

হৈমবতী—হিমবান বা পর্ব্বতরাজকন্যা।

হেম হীরা হার—স্বর্ণমণ্ডিত হীরক হার।

হইলা…হরি সহায়িনী—যখন দেবকীর অষ্টম গর্ভে হরি জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে রক্ষার জন্য ভগবতী নন্দের গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মেন। কংশ তাহার ভগিনী দেবকীর সাত পুত্রকে মারিয়াছে; ইহাকে মারিয়া ফেলিবে

এই ভয়ে বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে কন্যারূপা ভগবতীকে লইয়া যান। কংশ যখন সেই কন্যাকে দেবকী কন্যাবোধে হত্যা করিতে যায় তখন সেই কন্যা শ অচিল হইয়া উড়িয়া যায়। সেই সময়ে কংশের মৃত্যু সম্বন্ধে আকাশবাণী হয়।

হরিণহেরিণী—মৃগনয়না।

কামরিপু কামিনী—মদনের শত্রু বা বিনাশকর্ত্তা মহাদেবের গৃহিণী।

কামদা—যিনি ভক্তের সমস্ত কামনা সিদ্ধ করেন।

কামেশ্বরী—যিনি কামের ঈশ্বরী অর্থাৎ বাসনার মূলবীজ যিনি। অন্নপূর্ণার মন্ত্রের মধ্যে শ্রী, বাক, মায়া প্রভৃতি বীজের ন্যায় কাম বীজও আছে।

বায়নে—বাদ্যে।

গলে দেহ স্বর—কণ্ঠস্বর সুমিষ্ঠ কর।

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা।

৯৮—১০০ পৃঃ

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কৈলাসধামে শুদ্ধচিৎ নির্ম্মল পরা প্রকৃতির সহিত শিবশিবারূপে সর্ব্বদা বিরাজমান—তথায় সৃষ্টির মালিন্য নাই। পরা প্রকৃতি স্বীয় অসীম মায়াবশে তাহার দ্বিতীয় অবস্থা বা মায়া প্রকৃতির স্বরূপ ও সৃষ্টির প্রথম রহস্য শিবকে

দেখান। তদনুসারে শিব সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া মায়াপ্রকৃতির উদ্ভবের ইচ্ছা করেন—সেই মায়াপ্রকৃতি-রূপা ('মায়াগ্রহীতাঙ্গী অন্নদা'-তন্ত্র) অন্নদার অধিষ্ঠান জন্য ও সেই মায়াপ্রকৃতির বিহারস্থান কাশীপ্রস্তুত জন্য তাঁহার এত কঠোর তপস্যা।

াারাণসী—ইহা বরুণা ও অসি নামক দুই নদী দ্বারা বেষ্টিত এই জন্যই ইহার নাম বারাণসী। আধ্যাত্মিক অর্থ পরে দেখ।

ানন্দকানন—কারণ এই স্থলেই আনন্দময় আত্মার প্রকৃতি সহ বিহার স্থান।

কবল কৈবল্যধাম—একমাত্র মোক্ষেরই স্থল।

ীবের ত্রিশূলোপরি স্থিতি—চিৎসান্নিধ্যে পরাপ্রকৃতির গুণক্ষোভে যে ত্রিগুণের ক্রিয়ার বিকাশ হয়—সেই ত্রিগুণ হইতেই অহংতত্ত্ব বা মায়াপ্রকৃতি জাত এবং সেই ত্রিগুণের উপরেই স্থিত। মায়াপ্রকৃতির বিহার স্থানও এই ত্রিগুণের উপরিস্থিত। মায়াপ্রকৃতির সহিত মায়াতে উপাহিত চৈতন্যের ক্রীড়াভূমিই কাশী। আর ত্রিগুণ এই ত্রিগুণের পরিচায়ক। তাই কাশী ত্রিশূলোপরিস্থিত। আধ্যাত্মিক বা শরীর সম্বন্ধে ইড়া পিঙ্গলা, ও সুষুম্না নাড়ীই এই ত্রিশূলের পরিচায়ক (পরে দেখ)

ী...স্থান—কাশীতে জ্ঞানবাপী, দশাশ্বমেধের ঘাট, মণি-কর্ণিকার ঘাট, বিশ্বেশ্বরের অন্নপূর্ণা প্রভৃতি অনেক দেখিবার আছে। তীর্থযাত্রীর সেগুলি জানা ও কোন কোন

সময়ে তাহা দেখিতে হয় তাহা শিক্ষা করা আবশ্যক। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডের ১০০ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত আছে।

পাট—স্থান।

তীর্থ…অধিষ্ঠান—সমস্ত তীর্থই কাশীতে বিরাজিত—সুতরাং কাশী দেখিলে সমস্ত তীর্থ দেখার ফল হয়। ইহা ব্যতীত সমস্ত দেবতাও এ স্থলে অবস্থিত করেন।

যাহে জীব…শিব—পূর্ব্বে ভারত বলিয়াছেন,

"মায়া মুক্ত তুমি শিব, মায়া যুক্ত তুমি জীব।"

মায়ার কেন্দ্রস্থল কাশীতে আসিলে মায়া দূর হয়—সুতরাং শিবত্ব লাভ হয়।

দনুজ—দৈত্য।

যশোধন—যশস্বী ব্যক্তি।

সবে মাত্র অন্ন নাই—পরা প্রকৃতির অংশে মহত্তত্ব ও অহংকার বা মায়া সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু যতক্ষণ তাহার তামসিক বিকারে ভৌতিক সৃষ্টি হইয়া—ভূতের সারভূত অন্ন সৃষ্টি না হইল—ততদিন তাহাতে জীব সৃষ্টি হইল না—তাহা 'পুরুষার্থহীন' (বিষ্ণুপুরাণ) দৃষ্ট হইল। অন্ন সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত জৈবীক সৃষ্টি হয় নাই।

অন্য সনে নাহি দরশন—যিনি চিৎস্বরূপ আত্মা তিনি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত—সুতরাং তাঁহার অন্নে বা ভৌতিক প্রকৃতিতে কোন আবশ্যক নাই—তিনি নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় ও নিঃসঙ্গ।

অন্নজীবী হবে তারা—যাহারা আতিদৈবিক বা সূক্ষ্ম দেহধারী জীব—তাহাদের স্থূল বা অন্নময় শরীরের কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু এক্ষণে অন্নময় শরীর ব্যতীত জীব থাকিতে পারে না—সূক্ষ্ম শরীর ভৌতিক দেহ আশ্রয় ব্যতীত থাকে না।

অথবা কলিতে জীবের অন্নগত প্রাণ এ কারণ জীবরক্ষার্থ অন্নের প্রধান আবশ্যক। (কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে।)

সমাধিতে দিল মন—অন্ন সৃষ্টির অভিলাষে সমাধি আরম্ভ করিলেন। চিত্তবৃত্তি নিবৃত্তি করিলেই ক্রমে সমাধি হয়।

সমাধির অষ্ট অঙ্গ।—

যম নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গাণি॥

এই সমাধিতে সিদ্ধি হইলেই, অনিমাদি ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ হয়, তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতে পারে।

যোগ সম্বন্ধেও বারাণসীর আর এক অতি গূঢ় অর্থ আছে। তাহা অতি গভীর। এস্থলে তাহাও সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল ;—

বারণসী ক্ষেত্র 'বরুণা' ও 'আস' দুই স্রোতস্বতীর মধ্যে অবস্থিতা ; উহার অপর সংজ্ঞা 'আনন্দবন', 'মহাশ্মশান' ও 'গৌরীমুখ' ; উহা শিবের ত্রিশূলোপরিস্থিতা ; উহা ব্রহ্মনলের অভ্যন্তরে উত্তরগামিনী হইয়া আছে ; এবং উহা 'মণি' অর্থাৎ মণিকর্ণিকার বা প্রণব কর্ণিকার অন্তেস্থিতা। এতদ্দ্বারা যোগিগণের অনাহত চক্রের সুন্দর রূপক বর্ণনা বিন্যস্ত হইয়াছে। উক্ত চক্র দেহস্থিত 'ঈড়া'

ও 'পিঙ্গলা' নাম্নী নাড়ীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। 'বরুণা' ও 'অসি' উক্ত দুই নাড়ীর প্রতিচিহ্ন।

"ঈড়া হি পিঙ্গলা খ্যাতা বরুণাসীতিহোচ্যতে।"

এই চক্রস্থিত প্রজ্ঞাবীজে চিত্ত সংযত করতঃ যোগী আনন্দময় হয়েন, সেইজন্য বারাণসীর নাম আনন্দবন। আর যে কাশীতে বা অনাহত চক্রে যোগের সুষুপ্তি অবস্থার উপভোগ হয়, তাহাকে 'মহাশ্মশান' বলে।

যোগী এই অবস্থায় উপনীত হইলে পরংজ্যোতিঃস্বরূপা ও পরং জ্ঞানরূপা গৌরীর সম্মুখবর্ত্তী হয়েন, এবং পরা দৃষ্টি উন্মুক্ত হইলেই প্রপঞ্চ ভেদ করিয়া মহাকালীর আবরণযুক্ত শ্রীমুখের দর্শন লাভ করেন। এই জন্যই বারাণসীর নাম গৌরীমুখ। আরও, উপাধিবদ্ধ আত্মার যে প্রজ্ঞা বা বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞান, তাহার তিনটী অবস্থা গণ্য হয়,—লৌকিক, অলৌকিক ও পারলৌকিক, প্রকারান্তরে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। শিবের ত্রিশূল এই তিন অবস্থার দ্যোতক। সুতরাং কাশী শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিতা।

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি।

১০০—১০২ পৃঃ

সাবধান—অতি সতর্কভাবে দাঁড়াইল।

দেউল—মন্দির।

নিজ পুণ্যগুণি—আপনাকে পুণ্যবান মনে করিয়া।

নিরাময়—নির্ম্মল, নির্দ্দোষ।

মণিবেদী⋯প্রতিমা—পূর্ব্বেও এই কথা বলা হইয়াছে, বগলামুখীর ধ্যানে আছে,—

"মধ্যে সুধাব্ধি মণিমণ্ডপ রত্ন বেদী
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাং।"

অনন্ত নাম মহিমা—যাহার নামের মহিমা সীম সুধু নাম লইলেই পার হওয়া যায়। নামই দেবতার রূপ বা শব্দময় রূপ। এই জন্য "কলৌ নামৈব কেবলং।"

ছদ—পত্র।

অরুণ কিরণ শোভা—প্রভাত সূর্য্যের ঈষদ্রক্তাভশোভার ন্যায় যে পদ্মের শোভা হইয়াছিল।

পদ্মাসন—যোগের একরূপ আসন বা বসিবার প্রণালী (পূর্ব্বে দেখ)

দেখি অষ্ট⋯পড়ে—প্রাতঃ সূর্য্যের শোভা জিনিয়াও চরণের শোভা হইয়াছিল তাই দেখিয়া অরুণ হারি মানিয়া সেই পদতলে সষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছেন। অষ্ট অঙ্গ ভূমিতে স্পর্শ করে বলিয়া এরূপ প্রণামকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। অষ্টাঙ্গ যথা:—পায়ের অঙ্গুলি, দুই জানু, দুই হস্ত, বক্ষ ও নাসিকা।

দিনে⋯চাঁদে—এই স্থানের রূপ বর্ণনার অন্য মোহিনী রূপ বর্ণনা বিদ্যার রূপ বর্ণনা, সমস্তই প্রায়রূপ। কবিরঞ্জন চাঁদের সহিত উমার মুখের তুলনা দিয়া।—

"ছিছি য ারে পায় উদয় হয়—

রাহু কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি।
উভয়ত সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী॥
বাহিরে। অন্ধকার গগন চাঁদে হরে।
মনের অাঁধার শ্রীবদনে আলো করে॥"

কালী কীর্ত্তন।

মণি…মনোহর—মণিময় হস্তীশুণ্ডের ন্যায় উরু।

ত্রিবলীর ভঙ্গি…ক্ষীণী—বক্ষের নিম্ন হইতে অধোমুখী রোমরাজি এত মনোহর, এবং কটি এত ক্ষীণ যে বোধ হয় যেন মদন স্বয়ং অনঙ্গ হইয়া তাঁহার নিজ শরীর দেবীর কটিতে ত্রিবলীর দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

মদনসফরীধাম…নাভিকূপ এত সুন্দর যেন মদনসফরী বা পুঁটী মাছের রূপ ধরিয়া তাহাতে রহিয়াছে। এস্থলে নাভিকে মদনের কূপের সহিত উপমা দেওয়া যায়—সঙ্গতের জন্য মদনকে সফরীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

কামের কুন্তলা—অন্যত্রে আছে,

"ধরিল কুন্তল তার রোমাবলী ছলে"

সুধাসিন্ধু বিম্বরাজে—অধর অনন্ত সুধার আধারবৎ শোভা পাইতেছে।

রতন কমল…সাজে—কৌষিকী বন্দনায় আছে,

"সুবলিত ভুজ, সহিত অম্বুজ, কনক মৃণাল সাজে।"

মল্লীমালে—মল্লিকামালায়।

অন্নপূর্ণা পুরী নির্ম্মাণ।

১০২—১০৬পৃঃ।

ভোগবতী—গঙ্গা যখন ভগীরথের সাধন বলে মর্ত্তে আসেন, তখন তিনি তিন ভাগে বিভক্ত হন। স্বর্গে অলকানন্দা, পাতালে ভোগবতী। আর পৃথিবীতে গাঙ্গা নামে অভিহিতা হইয়াছেন।

সুরঙ্গ—হিঙ্গুল।

সৃষ্টি হেতু জোড়ে...বিশাই—বিশ্বকর্ম্মা। প্রত্যেক জীব জন্তুই দুইটা করিয়া গড়িলেন নতুবা তাহাদের সন্তান সন্ততি হইয়া বংশ বিস্তার হইত না।

জীবন্যাস মন্ত্র—প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র। যাহাতে দেহরূপ পুরীতে প্রাণের অধিষ্ঠান হয়।

বিশ্বকর্ম্মা বা বিশাই...বিশ্বকর্ম্মা বলিলে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তা বা জগতপতি ঈশ্বরকেই বুঝায়। বেদে বিশ্বকর্ম্মা এই অর্থই ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপরে ক্রমে ইহার অর্থ অন্য রূপ হইতে থাকে। এক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা বলিতে স্বর্গের সাধারণ দেবশিল্পীকেই বুঝায়। যিনি জগৎ-স্রষ্টা তিনি এক্ষণে এ বিশ্বকর্ম্মা নহেন। যিনি দেবাদেশে সামান্য সামান্য গৃহাদি নিম্মাণ করেন তিনিই বিশ্বকর্ম্মা। এ দেশে সামান্য লোকদের মধ্যে এই বিশ্বকর্ম্মার বা বিশাই পূজা প্রচলিত আছে, তাহাকে বিশ্ করম্ পূজা বলে।

কিন্তু ভারত যে বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা কাশী পুরী বা মায়া-দেবীর অধিষ্ঠান স্থানরূপ জগৎ নির্ম্মাণের কথা বর্ণনা করিলেন, তিনিই ঈশ্বর। তিনি মায়া প্রকৃতি হইতে জাত

অহংতত্ত্ব মাত্র। সুতরাং বৈদিক অথবা পৌরাণিক বিশ্বকর্ম্মার সহিত ইনি এক নহেন। পরে ব্যাস কর্ত্তৃক বিশ্বকর্ম্মার অভ্যর্থনা দেখ।

অন্নপূর্ণা পুরী—যে পরম ধামে মায়া প্রকৃতি আধার চৈতন্যের সহিত বিরাজমান, যাঁহাদের এস্থলে অন্নপূর্ণা ও শিব রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে সেই পরম ধামের নামই কাশী। এই মায়া প্রকৃতির কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত মলিন, বিকৃত ও চিদ্বিমুখ হইয়া অবিদ্যা বা অহংতত্ত্বরূপে পরিণত হয়। তাহা মায়ার ন্যায় সত্ত্ব প্রধানা না হইয়া রজ ও তমঃ প্রধানা হওয়ায় তদধিষ্ঠিত চৈতন্যকে জীবরূপে পরিণত করে। আর তাহার কতক অংশ তমঃপ্রভাবে পঞ্চ সূক্ষ্মভূতে ও পরে স্থূলভূতে পরিণত হইয়া জীবের আধার স্থান হয়। ইহাই জগৎ সৃষ্টির রহস্য। "আকাশাদি ভূত হইতে ক্রমে জলরূপা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়া তাহাতে পৃথিবী প্রথমে অণ্ডরূপে অবস্থিতি করে। পরে তাহা হইতে উদ্ভিদ্ সৃষ্টি হয়। ইহাই ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি। তৎপরে কীট পতঙ্গাদি তির্য্যক যোনি বা ইতর প্রাণীর সৃষ্টি, শেষে মনুষ্য সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের পর সকলেই অন্ন হইতে উৎপন্ন। হিরণ্য গর্ভ প্রত্যেক প্রাণীর পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করিয়া পুরুষের ধাতুতে বীজ ও স্ত্রীধাতুতে ক্ষেত্র—শক্তি বিধান করেন। এই ধাতু অন্নরসের বিকার মাত্র। সুতরাং অন্নই জীবের অধিষ্ঠান স্থল থাকিল।"

(শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু কৃত 'সৃষ্টি' পুস্তক দেখ।)

গুরূপদেশ বলে শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইয়া ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণচ্ছলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। অন্নপূর্ণার দেউল বা মহামায়ার আনন্দধাম ত্রিগুণের অতীত হইয়া অথচ ত্রিগুণের উপর "যোগমায়া-সমাবৃত" হইয়া অধিষ্ঠিত। তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিশ্বকর্ম্মা বা মায়াপ্রকৃতি হইতে জাত সৃষ্টিশক্তি, 'পুরী' বা এই ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। প্রথমে 'সরোবর' বা জলরূপী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে 'মৎস্য, কূর্ম্ম' প্রভৃতি জলচর জন্তু ও জলচর পক্ষী সৃষ্টি করিলেন। ইহাই শাস্ত্রের মৎস্য যুগ। পরে জলরূপ হইতে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়া তদুপরি ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট 'বৃক্ষগুল্মলতাবিকংসময়স্তাস্তৃণজাতয়ঃ' উদ্ভিদ জন্মিল। এবং তাহার পর জাবাখ্য ও ইন্দ্রাদি অন্নাশ্রয় করিয়া সৃষ্ট হইল। তির্য্যক যোনিরূপ ব্রহ্মার এই দ্বিতীয় সৃষ্টি ত্রিবিধ— পক্ষী, পশু (ও মৃগ) ও সরীসৃপ (বা ভুজঙ্গ)। সৃষ্টি হেতু ইহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়ই জন্মিল। এইরূপে ভৌতিক জগৎ সৃষ্টি হইয়া উন্নত জীবের বাসোপযোগী হইলে পরে তাহাতে মনুষ্য ও অষ্টবিধ দেবসর্গের সৃষ্টি হইল।

ইহাই সমস্ত সৃষ্টির সার রহস্য। ভারত ইহাই একে একে বর্ণনা করিয়াছেন।

[ইহা ব্যতীত যোগসম্বন্ধীয় দেহরূপ জগত মধ্যে হৃদয়স্থিত পদ্ম (কোন কোন মতে ললাটের দ্বিদল পদ্ম) রূপ যে অন্নপূর্ণার পুরী, তাহার গূঢ়ার্থও এস্থলে ধ্বনিত হইয়াছে। সে অর্থ অতি কঠিন বলিয়া তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল না।]

দেবগণ নিমন্ত্রণ।

১০৬—১১০ পৃঃ।

অন্নদা পূজিবে শিব—শিব বা পরমেশ্বর মায়া প্রকৃতি রূপ সৃষ্টি শক্তির সাহায্যেই জগত সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি অভিলাষী হইয়াই শিব সেই জন্য শক্তির আবির্ভাবের বাসনায় তাঁহার পূজা করিতেছেন।

মণি কর্ণিকার জল—(কাশীর যোগসম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক অর্থ দেখ।)

ছন্ন—দূর

শিব ··ধাব—জ্ঞানরূপ বাপীকূলে বা সরোবর তীরে থাকিয়া সর্ব্বদা পরমাত্মা বা শিবচিন্তা করিলে মোক্ষ লাভ হয়। শাস্ত্রে আছে,

"জ্ঞানামোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্ জ্ঞানং পরাৎপরং।"

শিবের করুণা হবে···চাব—এস্থলে যোগসিদ্ধি দ্বারা সহস্রার পদ্মে সদাশিব ও ভগবতীরূপা পুরুষ ও প্রকৃতিকে দেখিবেন, তাহাই গূঢ়ার্থ হইতেছে।

হরিভক্তি—নির্গুণ ব্রহ্ম বুঝাইতেছে। ভারত আর এক স্থলে বলিয়াছেন।

"ভারতের সার, গোবিন্দ সাকার
নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে।"

গণ—অনুচর।

বিষ্ণুসঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী—লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই পরা

প্রকৃতির অংশ, তাঁহারা মূল পালনী শক্তি স্বরূপা, এই জন্য লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর বা পালনীশক্তির আধার চৈতন্যের, জায়া—সরস্বতীও সেইরূপ তাঁহার সহচরী। তবে এই সরস্বতীর যে অংশ সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃত—ও ব্রহ্মার সহিত বিরাজিত—সেই অংশকেই ব্রহ্মার স্ত্রী বলা হয়। (পূর্ব্বে সরস্বতী বন্দনার টীকা দেখ।)

অনল—অগ্নি সর্ব্বশুদ্ধ ঊনপঞ্চাশ প্রকার।

শিবের বিশেষ বুদ্ধি…ঈশান—শিবের অষ্ট মূর্ত্তির অন্তর্গত সূর্য্যমূর্ত্তি।

মূর্ত্তিভেদে প্রজাপতি—মনু, কশ্যপ প্রভৃতি একবিংশ প্রজাপতি।

ভুজঙ্গপতি—অনন্ত।

দিক্‌পাল,—বায়ু বরুণ প্রভৃতি দশদিক্‌পালের নাম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

মঙ্গল—মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু চন্দ্র, সূর্য্য—ইহা নবগ্রহের নাম।

চারিভাই…ক্রতু সহ—ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মার মানস পুত্র।

যম…কাশ্যপ—ইঁহারা সকলেই ঋষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা অনেকেই স্বনামখ্যাত স্মৃতি সংহিতা রচনা করিয়াছেন।

বাখানিলা—প্রশংসা করিল।

পরমেশী⋯পরাৎপর—এস্থলে অন্নপূর্ণা দেবীকেই পরম-পুরুষ পরাৎপর বা আদি ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। কারণ শাস্ত্রে ইঁহাদের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন নাই—যথা,

"শক্তি নারায়ণো ব্রহ্ম ত্রয়স্তুল্যার্থ বাচক।
শব্দ মাত্র বিভেদোহি নতু ভেদ কচিদ্ভবেৎ॥"

নিগম আগমে গূঢ়—প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। বাহিরে, উপর উপর পড়িয়া যাহাকে বেদাদিতে পাওয়া যায় না, বা স্বরূপ বুঝা যায় না। শাস্ত্রে আছে,

"সর্ব্বেবেদাঃ যৎপদমামনন্তি।"

বিশ্বনাথ⋯ভাব—তুমি বিশ্বনাথ বলিয়াই জগতের সৃজন পালন সংহারাদি কার্য্যে ব্যাপৃত—এই জন্য তোমাকেই সংসারের ভার পোহাইতে হয়।

তন্ত্রে⋯পূরণ করিলা—ঈশ্বরকে সাকার ভাবে না ভাবিলে তাঁহার উপাসনা হয় না। ভারত স্বয়ং বলিয়াছেন,

"সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরাসার॥"

মানসিংহ।

এই জন্য শিব যখন অন্নপূর্ণা উপাসনার মন্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাঁহার সাকার মূর্ত্তি না কল্পনা করিয়া প্রকাশ করিলে সে মন্ত্র বৃথা হইত— তাহার সাধন হইত না।

অধিষ্ঠান—নিরাকার উপাসনা হয় না বলিয়া সাকার প্রতিমা করিতে হয় বটে, কিন্তু উপাসনা কালে তাহাতে প্রাণ

প্রতিষ্ঠা করিতে হয়—তাহাতে দেবতার অধিষ্ঠান করিয়া লইতে হয়।

পুরশ্চরণ—স্বীয় ইষ্টদেবতার মন্ত্র সিদ্ধ হইবার জন্য, তাঁহাকে পূজা করিয়া তাহার মন্ত্র যপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, ব্রাহ্মণ-ভোজন, এই পাঁচ প্রকার সাধনের নামই পুরশ্চরণ। পুণ্যক্ষেত্র, তীর্থস্থান, নদীতীর, সাগরসঙ্গম, বিল্ব, তুলসী প্রভৃতির মূল, ইত্যাদি পবিত্র ক্ষেত্রই পুরশ্চরণের স্থান।

অন্নপূর্ণার মন্ত্র পুরশ্চরণ করিতে হইলে ষোল হাজার বার তাঁহার মন্ত্র জপ করিতে হয়।

শিবের পঞ্চতপ।

১১০—১১২পৃঃ

ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা—ব্রহ্মই সমস্ত, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাঁহার দুই রূপ। পুরুষ বা চৈতন্য রূপে তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ—আর প্রকৃতি বা জড়রূপে তিনি জগতের উপাদান কারণ। ইহঁাদের ভিন্ন ভাবা উচিত নহে। শাস্ত্রে আছে,

"নিরাকারে নিরাকারা সাকারে প্রকৃতিঃ পরা।
দ্বয়োর্ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেদাত্মনঃ সুখম্।"

ইতি তন্ত্র।

এস্থলে শিব, অন্নপূর্ণাকে,

"নিত্যা পরমাবিদ্যা জগচ্চৈতণ্যরূপিণী।

পূর্ণ-ব্রহ্মময়ী দেবী স্বেচ্ছয়া ধৃত বিগ্রহা ॥" (চণ্ডী)

রূপে ধ্যান করিতেছেন।

যোগপট্ট—উত্তরীয়।

বৈশাখে...শর্ব্বরী——গ্রীষ্মকালে চারিদিকে চারি প্রকার অগ্নি ও মস্তকোপরি সূর্য্যরূপ অগ্নি এই পাঁচ অগ্নি মধ্যে বসিয়া তপ করিবার নাম পঞ্চতপ। কৃচ্ছ্রসাধনকে তপ বলে। ইহা যোগের এক অঙ্গ।

"তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।"

ইতি পাতঞ্জল দর্শন।

কালিদাস, শিবলাভ কামনায় পার্ব্বতী যে পঞ্চতপ করিয়াছিলেন, তাহা কুমারসম্ভবে বর্ণনা করিয়াছেন।—

"শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাং।
শুচিস্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্র প্রতিঘাতিনাং প্রভা।
মনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥" ৫।২০

আষাঢ়ে...নিরন্তর—কুমারসম্ভবে আছে—

"শিলাশয়ান্তমণিকেতবাসিনীং
নিরন্তরাস্বন্তরবাত বৃষ্টিষু।
ব্যলোকয়ন্নুন্মিষিতৈস্তড়িন্ময়ৈ
র্মহাতপঃ সাক্ষ্যইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥" ৫।২৫

ধ্যান—যোগে কোন এক বিষয়ে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাকে ধারণা বলে, ধারণায় মনোনিবেশ হইলেই ধ্যান হইল।

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।"

কোন এক বিষয়কে ৮৬৪ ক্ষণ (নিমেষ) একভাবে অনন্যমনে চিন্তা করিলে তাহাকে ধ্যান বলে।

উগ্র তপ করে উগ্র—মহাদেব অতি কঠোর তপ করিলেন।

পৌষ মাসের···শরীর—কুমার সম্ভবে আছে।

"শিলাশয়াস্তামনিকেতবাসিনীং নিরন্তরাস্বন্তরবাতবৃষ্টিষু।
ব্যলোকয়ন্নুন্মিষিতৈস্তডিন্ময়ৈর্মহাতপঃসাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ॥"

"নিনায়সাত্যন্ত হিমোৎকিরানিলাঃ।
সহস্যরাত্রী রুদবাস তৎপরাঃ॥" ৫।২৬

উদয়াস্ত অস্তোদয়—সমস্ত দিন রাত্রি।

ঊর্দ্ধপদে—উপরে কোন বৃক্ষের ডালে দুইপা বাঁধিয়া মাথা নীচু করিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া ঠিক তাহার নিম্নস্থ অগ্নি সেবন করিতে হয়।

ভাবিয়...স্তব—বোধ করি শিব পাঁচমুখে নানা প্রকারে আদিদেবীর স্তব করিয়াছিলেন।

তুমি...জনে—এ সমস্তই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

সত্ব রজ···ভূমি—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ত্রিগুণময়ী মূল প্রকৃতির বিকারেই সত্ব রজঃ ও তম গুণ উৎপন্ন হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে।

সত্বং রজস্তমইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নাতি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ং॥

ভগবদ্গীতা—১৪।৫

প্রকৃতির এই তিনগুণ হইতেই স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে সত্ব হইতে স্বর্গ (কারণ 'ঊর্দ্ধে সত্ব

বিশালাঃ'—ইতি সাংখ্য দর্শন), রজঃ হইতে মধ্যলোক ব মর্ত্ত্য (কারণ 'মধ্যে রজো বিশালাঃ') আর তমঃ হইতে রসাতল সৃষ্টি হইয়াছে।

বিধি বিষ্ণু…ধর—এক মূল প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ব উৎপন্ন হইয়া তাহা গুণভেদে ত্রিধা হইয়া, সত্বগুণে পালনীশক্তি বা বিষ্ণু, রজোগুণে সৃষ্টি শক্তি বা ব্রহ্মা, আর তমোগুণে সংহার শক্তি বা শিব সৃষ্টি হয়।

শাস্ত্রে আছে।

"এক মূর্ত্তি স্ত্রিনামানি ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবে মনোর্যস্য তস্য মোক্ষো ন বিদ্যতে॥"

সৃষ্টিস্থিতি…নিত্য কর—তুমি নিত্য কাল ক্রীড়াছলে কত কত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছ।

শাস্ত্রে আছে।

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যত দেবি ত্বমৎস্যন্তেচ সর্ব্বদা॥"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

আনন্দ কানন…হইয়া—বাহ্য জগত সম্বন্ধে মায়াপ্রকৃতি স্বরূপ—কাশীতে, অথবা অন্তর্জ্জগতে হৃদ্‌পদ্মে বিহার কর।

ব্রহ্মাদির তপ।

১১২—১১৫ পৃঃ।

অক্ষসূত্র—জপমালা।

পাঞ্চজন্য—হরির হস্তস্থিত শঙ্খ। পঞ্চজন নামক দৈত্যকে

বধ করিয়া তাহার অস্থি হইতে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম পাঞ্চজন্য।

রমা বাণী সংহতি—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী।

ঊর্দ্ধে...তপ—পূর্ব্বে আছে,

'ঊর্দ্ধ পদে অধোমুখে অনলের সেবা।'

বল্মীক—উয়ের বা পুত্তিকার ঢিবি।

রাক্ষস রীত—অতি ভয়ঙ্কর স্বভাব, তাই তাহার তপও বীভৎস ব্যাপারপূর্ণ।

পাশ—ইহা ১০ হাত লম্বা কার্পাস প্রভৃতি রজ্জু দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পশ্চাৎ হইতে শত্রুকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়া হত্যা করা হয়। (এক্ষণে ঠগীরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে।)

অস্থ্যথ—অস্থিগত প্রাণ। অর্থাৎ যতক্ষণ অস্থি থাকিবে ততদিন জীবন থাকিবে। সত্যকালে লোকে এইরূপ অস্থিগত জীবন ছিল—এক্ষণে অন্নগত জীবন হইয়াছে।

ধ্যান ধারণায় অচঞ্চল—তাঁহার মত আর কেহ একাগ্র-চিত্ত নহে।

প্রজাপতি...জপে—পঞ্চমুখ ব্রহ্মার পাশ্বের চারিমুখ বেদো-চ্চারণ, আর ঊর্দ্ধমুখ ঊর্দ্ধভবে জপ করিতে নিযুক্ত হইল।

দিকাদিক...তপে—এই দেবতপস্যার ভাবার্থ এইরূপ। মহাদেবীরূপা মূল প্রকৃতি হইতে মায়া প্রকৃতির সৃষ্টি হয়। তাহারই সত্ত্ব ও রজাংশে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্ট হইয়া

আতিবাহিক দেহধারী অথবা প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময় কোষরূপ সূক্ষ্মশরীরধারী দেবতাগণ সৃষ্ট হইলেন তখনও তমঃ প্রভাবে ভৌতিক সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ হইয়া তাহা জীব সৃষ্টির উপযোগী হয় নাই। সুতরাং তখন দেবতাগণ ভৌতিক সৃষ্টি দ্বারা বহির্মুখী বৃত্তিসম্পন্ন বা জগত কার্য্যে ব্যাপৃত, স্থূলরূপ প্রকৃতির সহিত লিপ্ত হন নাই। তখন তাঁহারা সকলে অন্তর্মুখীবৃত্তি হইয়া যে কেন্দ্রস্থলে অনুপাহিত আধার চৈতন্য আনন্দনিকেতনে পরাপ্রকৃতির সহ বিরাজিত ছিলেন— তাহাতেই ধ্যান নিমগ্ন ছিলেন। (বাহ্য ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, আমাদের শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়।)

দিকাদিক ভেদ নাই—যখন আকাশাদি সৃষ্টি হয়, নাই তখন দিক কাল ভেদ ছিল না, সকলই অন্ধকারময় ছিল। শাস্ত্রে আছে,

"দিক্ কালাদাকাশাদিভ্যঃ।"—সাংখ্যদর্শন।

সিদ্ধ সাধ্য—ইহারা গণদেবতা বিশেষ।

প্রতিমায় কৈলাভর—প্রতিমায় অধিষ্ঠান করিলেন।

রাজকেশরী—রাজশ্রেষ্ঠ, রাজাধিরাজ। যিনি প্রতাপে রাজাদিগের মধ্যে সিংহের ন্যায়।

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান।

১১৫---১১৮ পৃঃ।

বন…ফুলে—বকুল ফুলের উপর ভ্রমরগণ গুণ গুণ করিতেছে ও কোকিলগণ কলধ্বনি করিতেছে।

কমল…কুলে—পদ্মের সুগন্ধ বক্ষে করিয়া ও ঈষৎ বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া—কুলে অল্প অল্প আঘাত করিতেছে।

করিল রাজধানী অশোক মূলে—কথিত আছে, আশোক বৃক্ষেই বসন্ত প্রথমে আবির্ভূত হয়। বসন্তাগমে অশোক ফুলই প্রথম প্রফুটিত হয়। কালিদাস বসন্ত বর্ণনার প্রথমেই বলিয়াছেন।

"অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ
স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীনাং
সম্পর্কমাশিঞ্জিত নূপুরেণ॥"

কুমার সম্ভব ৩। ২৬

মধু মুদিত মন—বসন্তাগমে আনন্দিত মন হইয়া ভারতচন্দ্র মোহিত হইয়াছেন।

মধুমাস—বসন্তকাল।

সুগন্ধি…মলয়পবন—যথা,

"দিগদাক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন
ব্যালীকুনিশ্বাসমিবোৎ সসর্জ।"

কুমারসম্ভব।

অলিপিয়ে…হিল্লোলে—যথা।

'মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে।
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।'

ইতি কুমারসম্ভব।

রসেতে মুঞ্জরে—মৃত্তিকাদি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় বলিয়া তাহা মুঞ্জরিত হয়।

শুক্লতা…পাশে—যথা,

"পর্য্যাপ্ত পুষ্প স্তবক স্তনাভ্যঃ
স্ফুরৎ প্রবালোষ্ঠ মনোহরাভ্যঃ।
লতা বধূভ্য স্তরবোঽপ্যবাপুঃ
বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি॥"

ধন্যঋতু…উল্লাস—ঋতুর মধ্যে বসন্ত শ্রেষ্ঠ, বসন্তকালের মধ্যে চৈত্রমাস শ্রেষ্ঠ, আর চৈত্রমাস মধ্যে শুক্লপক্ষ শ্রেষ্ঠ—কেন না এই সময় সমস্ত চরাচর আনন্দিত হয়। এস্থলে ক্রমে উৎকর্ষ বর্ণিত হওয়ায় 'সার' অলঙ্কার হইয়াছে।

মণিবেদী…প্রভা যার—পূর্ব্বে টীকা দেখ।

প্রতিমা অচেতন—প্রতিমার একপ তেজঃপ্রভাব যে দেবতাগণ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা অচেতন হইয়া পড়িল।

দৃষ্টি সুধাবৃষ্টিতে—করুণাময় চাহনি দ্বারা যেন অমৃত বর্ষণ হইল—তাহাতে দেবগণ চেতন পাইলেন।

একে কঠোর তপ—জীবাত্মার যে পরমাত্মাতে সমাধি তাহা অহেতুকী—সুতরাং দেবগণ তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

চিরদিন তপস্যায়...মুখ—এতদিন ইহাঁরা যোগমগ্ন আত্মাভিমখী, জগত সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন—এক্ষণে জগত সৃষ্টি বা ভৌতিক সৃষ্টি হইল, এবং তাঁহারা যোগনিদ্রা ত্যাগ করিয়া, চিদ্বিমুখ হইয়া জগত কার্য্যে লিপ্ত হইলেন।

কারণ অমৃত...রত্নহাতা—(পূর্ব্বে টীকা দেখ।)

কোথায় রন্ধন...অনুমান—ভৌতিক সৃষ্টি কিরূপে হইতেছে, তাহা হইতে কিরূপে অন্নধাতুর সৃষ্টি হইতেছে, এবং আদিশক্তি কিরূপে তাহা সৃষ্টি করিতেছেন, তাহার স্বরূপ কেহই বুঝিতে পারে না—তাহা বুদ্ধির অগম্য।

অন্নে পূর্ণ...কাশী—সমস্ত সংসারই জীবসৃষ্টির মূল ভৌতিক উপকরণ এই অন্ন ধাতুতে পূর্ণ করুন। আর সকল জীবাত্মা বা সূক্ষ্মশরীর এই অন্নময় কোষ পাইয়া জীব রূপে পরিণত হউক।

তোমার সামগ্রী...সংসারে—ভারত এই স্থলে নানা উপচারে দেবপূজা করার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শিবের অন্নদা পূজা।

১১৮—১২০ পৃঃ।

বিশদ—শুক্ল।

সুবিদিত—প্রসিদ্ধ।

অশেষ বিশেষ—নানা প্রকার দ্রব্যের অসংখ্য নৈবেদ্য।

বিরিঞ্চি...চরণকমল—ইহার গূঢ়ার্থ বিষ্ণুবন্দনার ২২।২৩ পৃষ্ঠায় টীকায় বুঝান আছে।

সর্ব্বতোভদ্র—পূজার মণ্ডল বিশেষ।

চিত্রধাম—বিচিত্রনির্ম্মিত পূজার মণ্ডপ। ইহার নাম সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল।

লিখিলা—অঙ্কিত করিলা।

চারুপট—আবরণের সুন্দর বস্ত্র।

স্বস্তি—মঙ্গলকর্ম্ম, আশীর্ব্বাদ।

ঋদ্ধি—মাতৃকাবিশেষ, অষ্টবর্গান্তর্গত ওষধিবিশেষ, সিদ্ধি।

বিধি—অনুষ্ঠান।

সঙ্কল্প—পূজাদি পুণ্য কর্ম্মে কর্ম্মকর্ত্তা কি উদ্দেশে অর্থাৎ কোন্ দেবতার প্রীতিকামনায় সেই কর্ম্ম করিতেছেন, ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া প্রথমে যা বলা হয়, তাহার নাম সঙ্কল্প।

গন্ধাধিবাস—অভ্যুদয়িকাদি কর্ম্মে, চন্দন ও পুষ্পমাল্যাদি গন্ধদ্রব্যে যে অধিবাস হয়, তাহার নাম গন্ধাধিবাস।

বিধান বিজ্ঞভাল বিধি—ব্রহ্মা, নিজে পূজা পদ্ধতি বেশ ভালই জানেন।

বীজ—বীজ মন্ত্র। অন্নপূর্ণা দেবীর বীজমন্ত্র 'ঠ' কার।

অন্নদার বরদান।

১২০—১২৩ পৃঃ।

এই বারাণসী পুরী…ভূমি—কাশীর প্রকৃত অর্থ ও তাহার উৎপত্তির গূঢ় বৃত্তান্ত, সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। কা শীখণ্ডে তাহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"ততস্তদৈকলেনাপি স্বৈরং বিহরতাময়ং।
স্ববিগ্রহাৎ স্বয়ং সৃষ্টা স্বশরীরানপায়িনী॥
প্রধানং প্রকৃতিং ত্বাং তু মায়াং গুণবতীং পরাং।
বুদ্ধিতত্ত্বস্য জননীমাহু বিকৃতি বর্জ্জিতাং॥
যুগপচ্চ ত্বয়া শক্ত্যা শাকং কালস্বরূপিনী।
ময়াদ্য পুরুষেনেতৎ ক্ষেত্রঞ্চাপি বিনির্ম্মিতং॥

সা শক্তি প্রকৃতিঃপ্রোক্তা সা পুমানীশ্বরঃ পরঃ।
তাভ্যাঞ্চ রমমানাভ্যাং তস্মিন্ ক্ষেত্রে ঘটোদ্ভব॥
পরমানন্দ রূপাভ্যাং পরমানন্দরূপিনী।
পঞ্চ ক্রোশ পরিমাণে স্বপাদতলনির্ম্মিতে॥
মূলে প্রলয়কালেঽপি ন তৎক্ষেত্রং কদাচন।

তদাবিহর্ত্তুমীশেন ক্ষেত্রমেতর্ত্তদ্বিনির্ম্মিত॥
(স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ১০০ অধ্যায়।)

ভূমি—পৃথিবী—। (আধ্যাত্মিক অর্থে শরীর)

কলিকালে…অদর্শন—বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত পুরী অদর্শন হইবে—অথবা ইহার মূল তত্ত্ব কেহই বুঝিবে না। [গূঢ়ার্থে

কলি অবসানে নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া ইহা অন্তর্হিত হইবে।]

মোর অবলোকন—মূল পূরী অদৃশ্য হইলেও আমি কাশীতে বরাবরই অধিষ্ঠিত থাকিব। কাশীতে বিশ্বেশ্বর আজিও দেখা যায়। অথবা নৈমিত্তি প্রলয়কালে সৃষ্টি যখন অহং-তত্ত্বে লীন হইয়া, প্রতিসঞ্চারপূর্ব্বক আত্মারূপ কেন্দ্রাভি-মুখী হইবে—তখন আত্মা তাহার নিকট প্রতিভাত হইবে—তাহার মালিন্য দূর হইবে।]

শুক্লপক্ষ মোরপক্ষ—শাস্ত্রে আছে,

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল ষন্মাস উত্তরায়ণং।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ॥
ভগবদ্গীতা। ৮। ২৪।

শুক্লপক্ষ আলোক দ্বারা অন্ধকার দূর করে বলিয়া ইহা তাঁহার প্রিয়। রূপকচ্ছলে—যাহার জ্ঞানালোকে অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়াছে, তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। তিনিই অন্নদার প্রিয়।

মোরে যে করে অতিথি—আমায় যে পূজা করে।

অচলা—চিরস্থায়ী ধাতুপ্রভৃতি নির্ম্মিত মূর্ত্তি।

বারি—ঘট।

বিশ্রাম—অধিষ্ঠান স্থান।

করতলে—সহজলভ্য, হস্তামলকীবৎ।

ক্রম ফল—নানারূপ পূজাদি করিবার নানারূপ ফল ক্রমে ক্রমে শুন।

বিধি ব্যবস্থায়—যথা নিয়মে।

অন্নে পূর্ণ হইল ভুবন চতুর্দ্দশ—এই সময় হইতেই সমস্ত জগত অন্নময় ধাতুতে পূর্ণ হইয়া—জীব সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

সকলে করয়ে···বস—সূক্ষ্ম শরীর ভূতাশ্রয় ব্যতীত থাকে না। স্থূল অন্নময় শরীরকেই শাস্ত্রে ভোগায়তন শরীর বলে। কারণ এই অন্নময় শরীর আশ্রয় করিয়াই জীব আপনার সংস্কার মত কর্ম্মফল ভোগ করে।

মহোদরী—ভগবতীর আর এক নাম ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার উদরমধ্যে রহিয়াছে।

মোহরূপা—অবিদ্যারূপা—যদ্দ্বারা অভিভূত হওয়াতেই আত্মার জীবত্ব হয়।

নন্দ নন্দনের···মথুরায়—(পূর্ব্বে টীকা দেখ।)

ভারাবতরণ—ভারহারী, যিনি পাপ তাপ দূর করেন।

নারায়ণী—শাস্ত্রে আছে, যখন সৃষ্টির প্রথমে হরি কারণজলে ভাসমান ছিলেন, তখন তাঁহার কপাল হইতে ভয়ঙ্কর তেজ নির্গত হয়, এই তেজই পরে ভগবতী রূপ ধারণ করেন। নারায়ণের শরীর হইতে এইরূপে উৎপন্না বলিয়া ভগবতীর আর এক নাম নারায়ণী। অথবা নরের একমাত্র গতি যিনি।

ব্যাস বর্ণনা।

১২৩—১২৫পৃঃ

ব্যাস—বেদ-কর্ত্তা, পরাসর নামক মুনির ঔরসে, মৎস্যগন্ধা নাম্নী এক ধীবরের কন্যার গর্ভে, নদীবক্ষে কুঝ্ঝটিকা-ময় দ্বীপে ইহার জন্ম হয়। মৎস্যগন্ধা তাহার পিতার অনুপস্থিতি কালে যমুনার খেয়া ঘাটের ভার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং পারাপার করিতেছিল, এমন সময় পরাসর ঠাকুর পার হইবার জন্য তথায় উপস্থিত। খেয়ার নৌকায় উঠিয়া কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি একান্ত আসক্ত হন। কন্যা তখন কুমারী ছিল। পরাসর ঠাকুর তাঁহাকে সেই স্থলে ও সেই মুহূর্ত্তে গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়া ব্যাস-দেবের জন্ম দেন, এবং কন্যার অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া তাহার ভাবী সমাজভয় দূরীকরণমানসে এই বর প্রদান করেন যে, তোমার এই গর্ভে যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সমস্ত যতীগণের শিরোস্থানীয় হইয়া বেদবিভাগ ও পঞ্চম বেদ শ্রীশ্রীমহাভারত প্রণয়ন করিয়া জীবগণের অশেষ মঙ্গল বিধান করিবেন।

অংশ—ভাগ, খণ্ড। শাস্ত্রে উক্ত আছে, ব্যাসদেব নারায়ণের একটি স্বতন্ত্র অবতারবিশেষ।

অবতংশ—ভূষণ, অলঙ্কার। ইনি সমস্ত মুনিগণের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন।

আঠার পুরাণ—বেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চ লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ যথা—

সর্গশ্চ প্রতি সর্গশ্চ, বংশো মন্বন্তরাণি চ ;
বংশানুচরিতঞ্চৈব, পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্।

এই পুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ যথা।—ব্রহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবৎ, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড, এই আঠার পুরাণ। ইহা ব্যতীত আর আঠারখান উপপুরাণ আছে।

পঞ্চমবেদ—মহাভারত। মূল বেদে শূদ্রের ও স্ত্রীলোকের অধিকার না থাকায়, তাহাদিগের জন্য বেদের ন্যায় সমান ফলাবিশিষ্ট, এই মহাভারতই পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত আছে। ইহাতে বেদের স্থূল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত আছে।

নানামত—বহু প্রকার।

পরিচ্ছেদ—অংশ, বিভাগ।

বেদান্ত—উপনিষদ্। বেদের শিরোভাগ, জ্ঞানকাণ্ড। বেদ-ব্যাস প্রণীত দর্শনশাস্ত্র।

বাখান—ব্যাখ্যা, বিশেষ বর্ণনা।

বেদপরায়ণ— বেদপারগ, বেদানুরক্ত।

পারায়ণ—পাঠ, আবৃত্তি।

বৈষ্ণব সংহতি—বিষ্ণুভক্ত ভাগবৎপরায়ণদিগের সহিত।

পরাসর—শক্তিমুনির পুত্র। বেদবিভাগ কর্ত্তা ব্যাসদেবের পিতা।

শুকদেব—বেদব্যাসের পুত্র, মহাভারত ব্যাখ্যাকর্ত্তা।

বংশধর—কুলরক্ষক। কুলবর্দ্ধন। যিনি জন্ম গ্রহণ করা বংশ রক্ষা হইয়াছে।

সত্যবতী—বেদ ব্যাসের প্রসূতি, পরাসর মুনির গান্ধর্ব্ব পত্নী। এই সত্যবতীর পূর্ব্বনাম মৎস্যগন্ধা ছিল—ধীবর কন্যা। পরাসর ঠাকুরের বরে তাঁহার গায়ের মেছো আঁষ্টে গন্ধ ঘুচিয়া, পদ্মের ন্যায় সু-গন্ধ হয়, সেই হইতে ইহার আর এক নাম পদ্মগন্ধা। আর সত্যপালন জন্য—সত্যবতী।

জটাভার—জটার বোঝা, জটাসমূহ।

কক্ষ-লোম—বগলের রোম।

আচ্ছাদয়—ঢাকিয়া বা আবৃত করিয়া ফেলা। বগলে রোম এত লম্বা হইয়াছিল যে,দাঁড়াইলে জানু পর্য্যন্ত ঝুলিয় পড়িত।

আঁটু বাঁটু—জড়সড়। কষ্ট। এ দিকে জটাগুলা পায় পা জড়াইয়া পড়িয়াছে, ও দিকে বগলের লোমগুলা হাঁটু পর্য্য ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই চলিবার সময় বিশেষ ক স্টে জড়সড় হইয়া চলিতে হয়।

চড়ক—চওড়া, বিস্তৃত।

শঙ্খচক্র রেখা—শাঁখের চক্রের ন্যায় চিহ্ন।

ছাবা—হরিনামের ছাপ।

কলি, মৃগ, বাঘ থাবা—বৈষ্ণবদিগের তিলকের প্রকা ভেদ। ফুলের কলির ন্যায় আগা ও গোড়া সরু যে তিলক তাহা কলি। ইহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলে—রস-কলি

নামে অভিহিত হয়। হরিণের শিংএর ন্যায় ডাল পালা-যুক্ত অর্থাৎ মাথা চেরা (হাড় কাঠের ন্যায়) যে তিলক, তাহা মৃগ, অথবা মৃগের বর্ণের ন্যায় ৩।৪ প্রকার স্বতন্ত্র রংএ যে তিলক; তাহা হাতের পাঁচ আঙ্গুলের দ্বারা থাবা মারিয়া যে তিলক দেওয়া হয়, তাহাই বাঘ থাবা তিলক। কেহ কেহ অর্থ করেন, কলিরূপ মৃগের সম্বন্ধে ব্যাঘ্রের আক্রমণ স্বরূপ অর্থাৎ কালসংহারক। কিন্তু এ অর্থসঙ্গত নহে।

তুলসীর কণ্ঠী—গলায় ধারণ জন্য তুলসী কাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা। কণ্ঠে ধারণীয় তুলসীর মালা।

লম্বি—লম্বমান জপের মালা।

কুশাসন—কুশে পাতায় প্রস্তুত বাসবার বিছানা। পবিত্র বলিয়া ইহার পাতায় নির্ম্মিত আসন শুদ্ধাচারী ব্যক্তিমাত্রেই ব্যবহার করেন।

কৃষ্ণসার—কৃষ্ণ, রক্ত ও শুক্ল এই তিনবর্ণবিশিষ্ট বিস্তৃত বিশাল শৃঙ্গযুক্ত হরিণ।

মৃগছাল—হরিণের চামড়া।

কটিতটে—কোমরে। কটি—কোমর, তট—তীর বা স্থান, অর্থাৎ কোমর স্থলে।

ডোর—দড়ি, বন্ধনসূত্র। এস্থলে যোগীদিগের কপনি পরিবার জন্য কোমরের ফিতা বা ঘুন্‌সী।

কপিন— কপ্‌নি, কৌপীন, নেংটী, চীর-বসন।

বহির্ব্বাস—বৈষ্ণবেরা প্রথমতঃ কপ্‌নী আটিয়া তাহার পর যে

একখানা টুকরা কাপড় পরে, তাহাই বহির্ব্বাস। বাহিরের বা উপরের পরিধেয় বসন।

আচ্ছাদন—ঢাকা।

কমণ্ডলু—সন্ন্যাসীদের মৃৎ বা কাষ্ঠময় পাত্রবিশেষ।

তুম্বীফল—অলাবু, লাউফল,এখানে লাউয়ের শুখ্না ফল অর্থাৎ খোল।

করঙ্গ—করঙ্ক হইবে। নারীকেলের মালায় নির্ম্মিত সন্ন্যাসী-দিগের ব্যবহার্য্য-পাত্র বিশেষ।

পীবারে—পান করিবার জন্য। সন্ন্যাসী বৈষ্ণবেরা প্রায়ই মূল্যহীন বস্তু সকল ব্যবহার করিয়া থাকেন। এজন্য নারী-কেলের মালায় করিয়া জলপান করিতেন।

আশা—সন্ন্যাসী ও ফকিরের ব্যবহার্য্য লাঠিবিশেষ।

হিঙ্গুলবরণ—লাল রং, রক্ত বর্ণ।

পাঁজিপুথি—পঞ্জিকা ও পুস্তক। শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি।

নিগম—বেদাদি শাস্ত্র।

আগম—তন্ত্র শাস্ত্র। যথা—

আ—গতং শিব বক্ত্রেভ্যোঃ,
গ—তঞ্চ গিরিজা শ্রুতৌ;
ম—তঞ্চ বাসুদেবস্য,
তস্মাদাগম উচ্যতে।

মত—সম্মত, অভিপ্রেত, প্রসিদ্ধ।

পুরাণ—বেদব্যাস প্রণীত পঞ্চ লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। পঞ্চ

লক্ষণ যথা ;—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানু-চরিত।

সংহিতা—মনু প্রভৃতি প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র, স্মৃতি, বেদের শাখা।

তর্কাতর্কি—শাস্ত্রীয় বাদানুবাদ বা বিচার।

নানা মত—অনেক প্রকার।

কয়ে—কহিয়া, প্রচার করিয়া।

ধ্যান—চিন্তা, আরাধনা।

মন্ত্র—বেদের অংশ, বেদাদির উপাসনার উপযোগী বেদবাক্য বা শব্দবিশেষ।

আগেভাগে—অগ্র অংশে, অগ্রে, প্রথমে।

উত্তরেন—উপনীত বা উপস্থিত হন।

কোন্ ব্যক্তি কোথায় কাহাকে কি দান করে, কে কোথায় কোন্ দেবতার আরাধনা করে, কে কোন্ দেবতাকে কি উপচারে পূজা করে, কে কাহার নিকট কি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, কে কোথায় কোন্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাই দেখিবার জন্য ব্যাসদেব সর্ব্বস্থানে সকলের আগে যাইয়া উপস্থিত হইতেন।

হিতে—মঙ্গল সাধনে।

উর্দ্ধবাহু—উর্দ্ধহস্ত, অর্থাৎ স্বর্গের দিকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। অনেক যোগীর হস্ত সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধ দিকে ঋজু করিয়া রক্ষিত হয়। ইহাদিগকে উর্দ্ধবাহু বলে।

ধর্ম্ম—পুণ্য কার্য্য, সৎকার্য্য। পরোপকার সাধন।

ধন—বিত্ত, বৈভব, সম্পত্তি প্রভৃতি।

পরলোক—স্বর্গাদি। লোকান্তর। ব্রহ্মলোক, সত্যলোক, তপোলোক, জনলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি সপ্ত ঊর্দ্ধলোককে পরলোক বলে। মৃত্যুর পরে জীবের পুণ্য অনুসারে এই সকল লোক-ভোগ হইয়া থাকে।

অতুল ঐশ্বর্য্য ও পত্নী পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ কাহারো চিরস্থায়ী নহে, শরীরের সহিত সকল বিনষ্ট হয়, সুতরাং পরলোক বা স্বর্গে যাইলেও যে ধর্ম্ম অনুগমন করে, সংসারের সার সেই বস্তুলাভে তোমরা মন দাও।

ফিরেন রঙ্গে—আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া বেড়ান।

চিরজীবী—দীর্ঘজীবী, অমর। যথা—

অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো, হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ,
কৃপঃ পরশুরামশ্চ, সপ্তৈতে চিরজীবীনঃ।

নরাকার—মনুষ্য আকৃতিবিশিষ্ট।

লীলা—ক্রীড়া, বিলাস,—

নারায়ণের অংশ ব্যাসদেব এই ভাবে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নানারূপ খেলা খেলিয়া বেড়াইতেন।

দৈববশে—হঠাৎ, দেবানুগ্রহে, দৈবাৎ।

শাস্ত্ররসে—শাস্ত্রপ্রসঙ্গে, ধর্ম্মশাস্ত্রের সারভূত রস আস্বাদনে, শাস্ত্র আলাপনে।

নৈমিষ কানন—নৈমিষমণ্ডল নামক অরণ্য। যথা,

"পৃথিব্যাং নৈমিষং তীর্থমন্তরীক্ষে চ পুষ্করম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাম্ কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে ॥
উবাচ নিমেষে নেদং নিহতং দানবং বলং।
অরণ্যেঽস্মিংস্ততস্তেব নৈমিষারণ্য সংজ্ঞকং ॥
যস্য [রাজ্ঞঃ] বৈব্রজতঃ ক্ষিপ্রংমত্র নেমিরশীর্য্যতে।
নৈমিষং তৎ স্মৃতং তু নরঃ পুণ্য সর্ব্বত্র পূজিতম ॥"

উত্তরিলা—উপনীত হইল।

গালবাদ্য—বম্ বম্ শব্দে মুখ বাজাইয়া বা শব্দ করিয়া। এই গালবাদ্য মহাদেবের অতি প্রিয়। (পূর্ব্বে টীকা দেখ)

রুদ্রাক্ষমালা—রুদ্রাক্ষ বা শিবাক্ষ নামক বৃক্ষের ফলের মালা।

অর্দ্ধচন্দ্র—আধখানা চাঁদ; সপ্তমী অষ্টমীর চন্দ্রের আকৃতির ন্যায় ফোঁটা।

ভাল—উত্তম। এখানে কপাল, ললাটফলক।

বিভূতি—ভূতি, ভস্ম। যোগ বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই বিভূতিধারী।

ভর্গ—মহাদেব, সূর্য্যস্থ ঐশ তেজঃ।

বৃষধ্বজ—ধ্বজে অর্থাৎ পতাকায় বৃষের আকৃতি আছে যাহার তিনি বৃষধ্বজ, মহাদেব।

চন্দ্রচূড়—চূড়ায়—কপালে চন্দ্র যাঁহার, তিনি চন্দ্রচূড়।

ব্যোমকেশ—ব্যোম—শূন্যমার্গে কেশ অর্থাৎ জটাজাল ঊর্দ্ধ

হইয়া উঠিয়াছে যাঁহার অর্থাৎ অনন্তই কেশ স্বরূপ যাহার।

প্রমথেশ - ভূতনাথ মহাদেব।

গঙ্গাধর মহাদেব। যে সময় গঙ্গাদেবী ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া কপিল শাপে ভস্মীভূত সগর বংশ উদ্ধারার্থ মর্ত্তভূমে আইসেন, সেই সময় দেবাদিদেব মহাদেব স্বীয় মস্তকে তাঁহার বেগ ধারণ করিয়া, উত্তালতরঙ্গরঙ্গময়ী গর্ব্বিতা গঙ্গার শুক গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া গঙ্গাকে পবিত্র স্বীকার করাইয়া গঙ্গাধর নাম প্রাপ্ত হন।

দিগম্বর—দিক বা শূন্য—অর্থাৎ বিহীন হইয়াছে অম্বর, বসন যাঁর তিনিই দিগম্বর—মহাদেব। অথবা দশদিক্‌ই যাহার আবরণ স্বরূপ। তিনি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার অন্য আবরণ হইতে পারে না।

পুরহর—মহাদেব। পুরা নামক দৈত্যের বধকর্ত্তা।

স্মরহর—স্মর—কাম, হর—বিনাশকর্ত্তা। অসুরগণের ভয়ভীত দেবগণের উত্তেজনায় যে সময় কামদেব মহাযোগরত মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইয়া হরশরীরে সম্মোহন বাণ হানেন, তখন তাহাতে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া ললাট হইতে প্রলয়াগ্নি রূপা জ্ঞানজ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া মদনকে ভস্মীভূত করে। এজন্য মহাদেবের নাম স্মর-হর। শিব, ভর্গ, ত্রিলোচন হইতে আরম্ভ করিয়া স্মরহর পর্য্যন্ত এক একটি শ্লোকে যতগুলি পদ অর্থাৎ কথা আছে, তাহার প্রত্যেক কথাই বিশেষণে শিবের নাম প্রকাশ করিতেছে।

সেবায়—আরাধনায়, পূজায়।

ভারত পুরাণে কয়—মহাভারত নামক পুরাণে এইরূপ কহে বা উক্ত আছে। বা ভারতচন্দ্র রায় পুরাণাদি দৃষ্টে এইরূপ কহে।

ভ্রান্তি—ভ্রম, ভুল।

পুরাণে কথিত আছে, ব্যাসদেব অভ্রান্ত ছিলেন, কখন কোন বিষয়ে তাঁহার ভ্রম লক্ষিত হইত না, অতএব সে ভ্রম কেমন ভ্রম তাহা এই শিবপূজা নিষেধ করণে বুঝাইবে। অর্থাৎ শিবপূজা নিষেধ করা—তাহার ভ্রান্তির কি অভ্রান্তির কাজ তাহা পরে জানা যাইবে।

শিবপূজা নিষেধ।

[illegible]

মজ—মগ্ন হও, ডুবিয়া মর, নষ্ট হও।

হে মানবগণ, তোমরা হরিকে ভজনা কর। এমন সুধাময় হরিনাম পরিত্যাগ করিয়া কেন পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইতেছ।

তরিবারে—ত্রাণ পাইবার জন্য, মুক্তিলাভ হেতু।

পরিণাম—অন্তিমে, চরমে, পরকালে।

পূর্ণকাম—সিদ্ধ বা সফলমনোরথ।

কমলজ—কমল পদ্ম, তাহা হইতে উদ্ভব যিনি—ব্রহ্মা।

অনন্ত শয্যাশায়ী স্বয়ং মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। এজন্য ব্রহ্মার নাম কমলজ।

হে মানবগণ তোমাদের পূজনীয় যে শিব, তিনিই স্বয়ং মুক্তিলাভ হেতু হরিনাম জপ করেন, স্বয়ং প্রজাপতি কমল-যোনী ব্রহ্মা হরির আরাধনা করিয়া সিদ্ধমনস্কাম হইয়াছেন।

ভব ঘোর পারাবার—সংসাররূপ দুস্তর সাগর।

তরি—নৌকা, তরণী।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চারিটি বর্গের নাম। জীবগণ স্বোপার্জ্জিত পুণ্যফলে এবং একে একে এই চারিবর্গ অতিক্রম করিয়া অন্তে যে চতুর্ব্বর্গময় স্থানে সুখাসীন হয়, সেই সুখময় স্থান প্রাপণের নিদানভূত যে হরিনাম, হে জীবগণ বেদোক্ত সেই হরিনাম সুখে ভজনা কর।

ভারতের ভূষা—কারণ ভারতের ভূষণ স্বরূপ।

হরি পদরজ—নারায়ণের শ্রীচরণরেণু অর্থাৎ হরির চরণরেণু ভারতের একমাত্র সার ভূষণ ও প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়।

সিদ্ধান্ত কৈনু—স্থির মীমাংসা করিলাম।

মোক্ষ দেই—মুক্তি দেয়, মোচন করে।

কৈবল্য—মুক্তি।

হরি ব্যতীত অন্য কাহারও ভজনায় মুক্তি পাইবার উপায় নাই।

মোক্ষ পদ—মুক্তি পদ অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গের শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হইবে।

নিরাকার ব্রহ্ম—পর ব্রহ্ম আকাররহিত, অথচ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়রূপা প্রকৃতিতে তাঁহার আকার বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্নদায় ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,

"যেই নিরাকার, সেই সে সাকার
তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে।
তেজ ভাবে যোগী, দেবীভাবে ভোগী,
কৃষ্ণভাবে ভক্তজনে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষের বিশ্রাম
কেবল তাঁর ভজনে।"

মানসিংহ।

সাকার—আকৃতিবিশিষ্ট।

প্রকৃতি—জগতের ত্রিগুণাত্মক মূল কারণ, পঞ্চভূতময় দেহ।

রজোগুণে—সৃষ্টি বা ক্রিয়া গুণ, স্বয়ং বিধি অর্থাৎ ব্রহ্মা এই রজোগুণান্বিত, এই গুণ লোভ লালসা প্রভৃতির উত্তেজক। ইহা দ্বারাই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন।

তমো—অহংকারাদি রিপুর উত্তেজক গুণ। প্রকৃতপক্ষে ইহাই সংহার বা আবরণশক্তি। স্বয়ং শিব তমো গুণান্বিত, ইহাতে জীবগণ আত্মপ্রাধান্য রূপ ভ্রমে পতিত হইয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়।

সত্ব—সৎকার্য্যাদির উত্তেজক গুণ, ইহা গুণত্রয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ

গুণ। স্বয়ং জ্ঞানময় চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর নারায়ণ দেব এই শ্রেষ্ঠ গুণের আধার। ইহাই পালনীশক্তি।

চিন্ময়—চৈতন্য স্বরূপ।

অধোগতি—নিরয় গমন, নরকে বাস। কোন কোন মতে জন্মান্তরে [illegible] প্রভৃতি নীচ যোনি প্রাপ্তিকে অধোগতি বলে।

অজ্ঞানের পাকে—পরম জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান বিহীনতা জন্য।

মধ্যগতি—[illegible] স্বর্গ [illegible] নরক, মধ্যভাগের স্থান। এই পৃথিবীতে পুনর্ব্বার নরলোকে জন্ম হওয়া।

লোভে বান্ধা—[illegible] আবদ্ধ।

তত্ত্বজ্ঞান—পরম জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান।

করতলে মুক্তি—যে জন হরিনাম ভজন করে, তাহার মুক্তি অর্থাৎ ভববন্ধন মোচন ও হাতের মুঠার ভিতর বা হস্তামলকী বৎ রহিয়াছে বলিলেও হয়।

সারযুক্তি—উত্তম মন্ত্রণা, সৎপরামর্শ।

মুখ্য—শ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বদেবে হরি—হরি সকল দেবতাতেই আছেন,—

"সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।"

বেদে, রামায়ণে, পুরাণে, সংহিতায় হরিমাহাত্ম্য সর্ব্বত্রই বর্ণিত আছে। একথা সকলেই স্বীকার করেন।

বিশ্ব—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।

তমোময়—অন্ধকার, অহঙ্কার; তমোগুণান্বিত।

তমোগুণ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি, তুমি তাহার কি দোষ দেখাইবে। যদি অহঙ্কার না থাকিত তবে ঈশ্বরে ও জীবে কি প্রভেদ থাকিত? এই অহঙ্কারাদিকেই শাস্ত্রে মায়া বলে। ইহাতে আবদ্ধ হইয়াই আত্মা জীব হয়েন। "মায়াযুক্ত তুমি জীব।"

প্রভাব—তেজঃ, শক্তি, মহিমা। সত্ত্ব ও রজোগুণের তেজঃ ক্ষণকালস্থায়ী ব্যতীত দীর্ঘস্থায়ী নহে কিন্তু তমোগুণের মহিমা চিরকালস্থায়ী।

উদ্ভব—উৎপত্তি, জন্ম

পরিণাম—শেষ, মরণ

লক্ষণ—রূপ, ভাব।

কৌমার, জরা—মানুষের বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা।

গুরু কোটীগুণে—কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ।

নাভিতটে—সৃষ্টিগুণান্বিত ব্রহ্মার বাসস্থান নারায়ণের নাভিমূলে।

সত্ত্বগুণে বিষ্ণু—স্থিতিগুণান্বিত বিষ্ণু হৃদয় মধ্যে অবস্থান করেন। ইহাই তাঁহার পালনীশক্তি।

তমোগুণে শিব—প্রলয়গুণান্বিত শিবের স্থান ললাটপ্রদেশ। এইক্ষণ,হে ব্যাস, ভাবিয়া দেখ, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানীয় কে? ললাটে বা দ্বিদল পদ্মে শিবের আরাধনা করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে

এ বড় অজ্ঞান এ অতি নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

নিজগণ—আত্মীয় সকল, আপনাপন লোকজন।

নাম কয়ে—শিব নাম উচ্চারণ করিয়া।

কৃষ্ণ—নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়

শিবনামাবলী।

২৮ ১ পৃঃ

নামাবলী।—নামসমূহ।

জয়—জয়যুক্ত বা মহিমান্বিত হউক।

মৃগাঙ্কশেখর—মৃগ—হরিণ, অঙ্ক—দাগ, মৃগাঙ্ক—চন্দ্র, চন্দ্র—শেখরে বা ললাটে যাহার তিনি—চন্দ্রচূড়, শিব।

শ্মশানে নাটক—শিব, শ্মশান হইয়াছে নাট্যস্থল যাহার, বা যিনি শ্মশানে নাচিয়া বেড়ান।

বিষণবাদক—শিঙ্গা বাদনকারী, শিব।

সুরারিনাশন—দেবতাদিগের অরি—শত্রু নাশকারী মহাদেব।

রবীন্দু পাবক—সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি মহাদেবের চক্ষুত্রয়ে অবস্থিত রহিয়াছে।

খলান্ধকান্তক—খল—দুষ্ট, অন্ধক নামক দৈত্যের বিনাশক শিব।

হতস্মর—কামদেবকে যিনি ভস্ম করিয়াছিলেন, মহাদেব।

কৃতাঙ্গ কেশব—কেশব—হরি, তাঁহার সহিত এক অঙ্গ

বোশষ্ট যিনি হইয়াছেন, এ স্থলে হরিহর মূর্ত্তির বিষয় বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভবাজ—ভব অজ। যিনি স্বয়ং উৎপন্ন অথচ অযোনী সম্ভব। শম্ভু, মহাদেব

বিষাক্ত কণ্ঠক—নীলকণ্ঠ মহাদেব বিষাক্ত হইয়াছে কণ্ঠ যাহার। দেবাসুরে সমুদ্র মন্থনকালে প্রথমতঃ লক্ষ্মী, চন্দ্র, উচ্চৈশ্রবা অশ্ব, অমৃত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তদ্দর্শনে দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া, সকলে আবার মন্থন আরম্ভ করিলেন, ইহাতে শেষে হলাহল বিষ উৎপন্ন হয়, সে বিষের তেজে সৃষ্টি নাশ হয় দেখিয়া, সকল দেবতার স্তবে ও অনুরোধে দেবাদিদেব মহাদেব সেই হলাহল স্বয়ং পান করেন। সেই হইতে ইহাঁর নাম বিষাক্তকণ্ঠ।

হতাধ্বর—অধ্বর—যজ্ঞনাশ কারী—মহাদেব। শিবের মান হানি মানসে শিবের শ্বশুর দক্ষরাজা শিবহীন যজ্ঞ আরম্ভ করেন, সেই যজ্ঞে সতীদেবী পতির অবমাননায় প্রাণত্যাগ করেন। শিব ইহা শ্রবণে সতীশোকে একান্ত অধীর হইয়া দক্ষের যজ্ঞ নাশ করেন।

পিনাক-পণ্ডিত—শিবের ধনুকের বা ত্রিশূলের নাম পিনাক, তৎ চালনায় সুপণ্ডিত শিব।

কপালধারক—মাথার খুলিধারী, মহাদেব।

কপালমালক—মাথার খুলির বা হাড়ের মালাধারী।

চিতাভিসারক—শ্মশানগমনকারী, শ্মশানচারী।

শিবা মনোহর—পার্ব্বতীর মনোহরণকারী।

সতী সদাশ্বর—সতীর—পার্ব্বতীর প্রাণেশ্বর এবং সৎ—সত্য বা নিত্যপ্রভু অর্থাৎ শিব।

শিরীশশঙ্কর—শিরীষ এক জাতীয় বৃক্ষের নাম। ইহার ফুল মহাদেবের অতি প্রিয়, এজন্য তিনি ইহার মঙ্গল সাধনে সদা প্রস্তুত বলিয়া শিবের নাম শিরীশশঙ্কর। শিরীষ পুষ্প অতি সুকোমল। কালিদাস বলিয়াছেন,—

"শিরীষ পুষ্পাধিক সৌকুমার্য্যাং।"

ক্ষতজ্বর—ক্ষত—বাহত বা নিষিদ্ধ হইয়াছে জ্বর—পীড়া যৎ কর্তৃক শিব।

কুঠারমণ্ডিত—পরশু অর্থাৎ কুড়ালিশোভিত।

কুরঙ্গরঙ্গিত—মৃগ অঙ্কিত বা চিত্রিত।

বরাভয়ান্বিত—বর—অভিষ্ট বস্তু, অভয়—নিঃশঙ্কতা শিবের হস্ত চতুষ্টয় কুঠার, মৃগ, বর, অভয় এই চারি পদার্থ দ্বারা পরিশোভিত। যথা

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারু চন্দ্রাবতংসং
রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নং।

চতুষ্কর—চার হস্তবিশিষ্ট।

সরোরুহাশ্রিত—অর্থাৎ কমলাশ্রিত কমলযোনী ব্রহ্ম কর্তৃক সম্মানিত বা প্রপূজিত।

পুরন্দরার্চ্চিত—ইন্দ্র কর্তৃক পূজিত।

পুরন্দর—ইন্দ্র কিন্তু এস্থলে শ্রেষ্ঠার্থ বাচক হইয়াছে বলিয়া শিবকেই বুঝাইতেছে যথা ইন্দ্র সমস্ত দেবতার শ্রেষ্ঠ

রাজা, এবং শিব ইন্দ্রেরও পূজনীয়, সুতরাং এজন্য শিব এই ইন্দ্রেরও ইন্দ্রস্বরূপ

হিমালয়ালয়—হিমালয় গিরি হইয়াছে বাসস্থান যাঁহার। গিরিসুতা পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণের পর মহাদেব নিজের বাড়ী ঘর দ্বার ছাড়িয়া শ্বশুর বাড়ীই সার করিয়াছিলেন, এজন্য কথিত আছে—

"অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরং।
হিমাচলে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ।

মহামহোদয়—মহানুভব, অতি মহৎ।

বিলোকনোদয়—যাহার দৃষ্টিমাত্রে চরাচর অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ উদয় বা উৎপত্তি হয়।

পুনিহি—পবিত্র করহ। এটা সংস্কৃত প্রকার লোট্ মধ্যম পুরুষ ১ বচন পূ-ধাতু হইতে উৎপন্ন, বাঙ্গালায় ঈদৃশ প্রয়োগ বিরল।

মহীশ—পৃথ্বীপতি রাজা।

হে উমাপতি—গিরিরাজনন্দিনীহৃদয়রঞ্জন দেবাদিদেব মহাদেব, তুমি ভারতচন্দ্র ও ভারতভূমির অধীশ্বর—অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে সমস্ত রোগ শোক পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া পবিত্র কর। তোমার মহামহিম নামের জয় হউক।

ঋষিগণের কাশী যাত্রা।

১২৯—১৩০পৃঃ।

শৈব—শিবের উপাসক, শিবভক্ত

কণ্ঠে শিরে গলায়, মাথায়।

বাঘছালা—বাঘের ছালা অর্থাৎ ছাল, চামড়া। শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈবগণের পরিচ্ছদগত এক একটি পার্থক্য আছে, যথা বাঘের ছাল, রুদ্রাক্ষের মাল রক্তচন্দনের ফোঁটা, সিদ্ধি ঘোঁটার সোটা, বম্ বম্ গালবাদ্য ইত্যাদি শিবের অতি প্রিয় বলিয়া তাঁহার ভক্তেরাও তাহাই অবলম্বন করেন। যথা—

> 'ববম্ ববম বম ঘন গাজে গাল,
>
> ভবম্ ভবম ভম শিঙ্গা বাজে ভাল।'

নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁপে বিষদ চামর—সৌনক প্রভৃতি শিবের ভক্তবৃন্দ শিবগুণ গান করিতে করিতে বারাণসী যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের দাড় ও গোপ এত লম্বা ছিল যে, নাভিদেশ পর্য্যন্ত তাহা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই দাড়ি ও গোপের সংমিলন দেখিলে বোধ হয় যেন একটি পরিস্কার চামর ঝুলিয়া রহিয়াছে।

বিশদ—শুভ্র ও পরিষ্কার। এস্থলে এই এক বিশদ কথায় কাঁচা ও পাকা উভয় প্রকার গোঁপ দাড়ির কথাই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে।

খড়ম—ইহার আর একটী নাম বাধা। সন্ন্যাসী মোহন্ত প্রভৃতি

লোকেরা পবিত্র বলিয়া এই কাঠের পাত্রকা সর্ব্বদা ব্যবহার করেন।

মাহেশ্বরী সেনা—মহেশ্বর শিবের ভক্ত শৈবগণের দল বল।

ভাবেতে আঁখির ধারা—এক সময়েই শিব গণের হর হর শব্দ ও বৈষ্ণব গণের হরি হরি শব্দ শ্রবণ করিলে ভাবুক ভক্তগণের নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত ও প্রবাহিত হয়। এবং মনে মনে এরূপ ধারণা হয় যেন অতি মহানন্দজনক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে।

বিরোধ—বিপরীত ভাব। অর্থাৎ অভেদাত্মা একাত্মাময় হরি ও হরে অনুরাগী ভক্তগণ স্বস্ব উপাস্য দেবতার শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপনার্থ অনর্থক বিবাদ করিতেছে; বস্তুতঃ হরি ও হরে কোনই প্রভেদ নাই। যিনিই হরি, তিনিই হর। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ ত্রিগুণাত্মক ঈশ্বরের আপাততঃ প্রতীয়মান এই ত্রিবিধ মূর্ত্তির পরিচয় পাইলেও তাঁহারা যে মূলে একই পদার্থ ইহা স্থিরনিশ্চয়। পূর্ব্বে ইহা বিস্তারিত বলা হইয়াছে।

ক্রোধ—কোপ, বিরাগ।

আজ কোন্ ভক্তের প্রতি কোন্ দেবতার না জানি ক্রোধের উদ্রেক হয়।

ভ্রান্ত...ভ্রান্তি—ভারতচন্দ্র কহিতেছেন, ব্যাসদেব শিবের শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্য বিষয়ে নিজের মনে যে স্থিরধারণা পোষণ করিতেছেন, তাহা ভুল কি নির্ভুল, এই ভ্রম অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান দূর করিবার জন্য তিনি কাশী যাত্রা করিলেন।

হরি নামাবলী।

১৩০—১৩১পৃঃ।

কেশব—নারায়ণ। ক অর্থে জল, তাহাতে যিনি মৃতদেহবৎ অর্থাৎ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়ভাবে ভাসমান ছিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয় জলধি জলে ভাসমান অনন্তদেব।

কংশ দানব ঘাতন—কৃষ্ণের মাতুল, বসুদেবের শ্যালক মথুরার রাজা কংশ নামক দৈত্যের বধকারী।

নন্দ নন্দন—গোকুলাধিপতি নন্দগোপের পালক পুত্র।

কেশীমর্দ্দন—কেশীনামক দৈত্যের দমনকারী।

কৈটভার্দ্দন—কৈটভ নামক দুর্দ্দান্ত দৈত্যের পীড়নকারী।

গোপবল্লভ—গোপালগণের পরম প্রিয়।

ভক্তসল্লভ—ভক্তগণে সুখলভ্য। সহজ লভ্য ভক্তাধীন।

দেবদুর্ল্লভ—দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য।

বন্দন—বন্দনীয়, স্তবনীয়।

অর্থাৎ হে হরি তোমার প্রকৃত বন্দনা বা স্তবস্তুতি দেবগণেরও অজ্ঞাত।

কুঞ্জ নাটক—কুঞ্জে কুঞ্জে, বনে বনে যিনি নৃত্য করিয়া বেড়াইতেন।

পদ্মনন্দক মণ্ডল—শঙ্খ ও চক্র হইয়াছে ভূষণস্বরূপ যাঁহার। বিষ্ণুর খড়্গের নাম নন্দক।

কান্তকালিয়—কালিয় নামক দুষ্ট সর্পরাজকে যিনি কালীদহে দমন করিয়াছিলেন।

নিত্য...নিষ্ক্রিয়...মোচন—তুমি সনাতন, নিষ্কাম ব্রহ্ম এবং জীবের মুক্তি কারণ।

চিন্ময়—জ্ঞানময়, চৈতন্য স্বরূপ।

মাধবাচ্যুত—মা—লক্ষ্মী, তাঁহার ধব—স্বামী=নারায়ণ। অ—চ্যুত অবিনশ্বর।

শঙ্কর স্তুত—শিবের আরাধ্য

বামন—বামনাবতার নারায়ণ। বলীরাজকে ছলিবার জন্য বিষ্ণু বামন রূপ ধারণ করিয়া পাতালে গমন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর পঞ্চমাবতার।

সর্ব্বতোজয়—সর্ব্ব প্রকার জয়যুক্ত। সর্ব্বমঙ্গলাময়।

সজ্জনোদয়—সাধুগণের উৎপত্তি ও স্থিতির নিদানভূত।

হরিসংকীর্ত্তন।

১৩১-১৩৪পৃঃ।

হরিসংকীর্ত্তন—হরি গুণগান, হরিনাম মাহাত্ম্য কথন।

আদি কেশবেরে—সর্ব্ব দেবতার আদি অর্থাৎ মূল কারণ আদিব্রহ্ম নারায়ণকে, কিম্বা অন্যান্য দেবতাগণের প্রণামের আগে তাগেই নারায়ণকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

নানা রসে—বিবিধ রঙ্গে, বহু প্রকারে, অনেক রূপ ভাব-ভঙ্গিতে। রস ত্রিবিধ। যথা,—আস্বাদন রস, আধ্যাত্মিক রস ও কাব্যাত্মক রস। আস্বাদন রস, কটু, তিক্ত, কষায় লবণ, অম্ল, মধুর, এই ৬ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সোখ্য,

বাৎসল্য, মধুর এবং প্রেম এই ৬ অধ্যাত্মিক রস। কাব্যের শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, ও শান্তি এই ৯ প্রকার কাব্যাত্মক রস। বৈষ্ণবগণ সহ ব্যাসদেব হরিনাম সুধাপানে উন্মত্ত হইয়া নানা রঙ্গে নৃত্য গীত করিতেছেন। আধ্যাত্মিক রস—শান্ত, মধুর, প্রেম প্রভৃতি রসগুলিই সাধু বৈষ্ণবদিগের প্রধান অবলম্বনীয়।

কীর্ত্তনীয়া—কীর্ত্তনগায়ক।

নানা রঙ্গে—বহুবিধ নৃত্য ও নাগ রাগিণী তালমানাদিলয় সংযোগে।

বাল্য—বৈষ্ণবগণের নাম কীর্ত্তনের মধ্যে এই একটুকু বিশেষ প্রভেদ আছে যে, তাহারা শুধু অভীষ্ট দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না। তাহারা আরাধ্য দেবতার লীলাবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার আদ্যন্ত সমস্ত বিষয় একে একে কীর্ত্তন করে। এস্থলে কৃষ্ণাবতারের বাল্যাবস্থায় অর্থাৎ অতি শিশুকালের লীলা খেলা বুঝিতে হইবে। যথা,—

"চলইতে চরণ পড়ই তিন বঙ্ক,
ভাবে কলঙ্কিত কালিন্দী পঙ্ক।
কহইতে বদনে করত কত ভঙ্গ,
নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ।
ভোজন সরবস সব অনুবন্ধ,
অবিরত প্রাতে লাগায়ত দ্বন্দ্ব।"

গোবিন্দদাস।

গোষ্ঠ—কৃষ্ণের গোচারণলীলা; যথা,—

"গোপাল তুমি যাবে কিনা যাবে আজি মাঠে।

এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়া যাই।"

বনলীলাগমন গেল গোঠে।

গোবিন্দদাস।

দান—কর বা মাশুল; যথা ট্যাক্স, টোল ইত্যাদি। কিন্তু কৃষ্ণের দানলীলা গোষ্ঠলীলার সময়, ছলে কৌশলে ব্রজবালাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য যমুনায় যাইবার পথে, এক কদম্বমূলে, এক ঘটের গলায় মালা চন্দন দিয়া, নিজে দানী সাজিয়া বসিয়া থাকিতেন। যমুনাগামিনী গোপিনীগণ তাঁহার দান অর্থাৎ কর আদায় আড্ডার নিকট উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে লইয়া দান আদায়চ্ছলে রঙ্গরস করিতেন।

যথা; "তুহু গান গামিনী হরি জানি মাঝ,

নবযৌবনমদে নাহি দেহ রাজ॥

কেবল গোরসদানে কেনে দেহ ভঙ্গ,

বিচারে চাহি যে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ।

শুন শুন সুজন কানাই,

তুমি সে নূতন দানী।

বিকি কিনির দান, গোরস মানি যে,

বেশর দান নাহি শুনি।"

গোবিন্দ দাস।

বেশ—কৃষ্ণের বেশলীলা। শ্রীরাধিকার সহিত পূর্ব্বরাগ সঞ্চয় হওয়ার পর হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য নিত্য নব নব সাজে সুসজ্জিত হইয়া যাইতেন। যথা,—

"ব্রজনন্দকি নন্দন নীলমণি,
হরি চন্দন তিলক ভালে বনি।
শিখি পুচ্ছকি বন্ধনী বামে টলি,
ফুলদাম নেহারিতে কামঢলি।
অতি কুন্তল কুঞ্চিত লম্বিত চাল,
মুখ লাল সরোরুহ বেড়ি অলি।
জাতিচম্পক লম্বিত পীত ধটি,
কটি কিঙ্কিণী [illegible]
[illegible] সঙ্গে গিরিরাজ চলে
সুখকন্দ ভার রস [illegible]"

(নৃশিংহ।)

রাস—কৃষ্ণের রাসলীলা। ভক্ত বৈষ্ণব গণের মতে আদি রসই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত। স্বয়ং আদ্যাশক্তি রাধালক্ষ্মী সেই আদিরসেরই পরমা প্রকৃতি প্রেমময়ী নায়িকা; এবং স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণই সেই রাধা মন্ত্রে দীক্ষিত প্রেমময় পরম পুরুষ নায়ক, ইহাঁদের যুগল মিলনের নামই রস।

রাসলীলার আধ্যাত্মিক অর্থ অতি গুঢ়। বৈষ্ণবেরা কতকটা শাংখ্য মতানুযায়ী প্রকৃতি ও পুরুষবাদী। তাহাদের মতে প্রকৃতি চিৎগত অবস্থায় নিত্য নির্ম্মল পরা প্রকৃতি। আর পুরুষ সেই নিত্য নির্ম্মল আত্মগত পরা-প্রকৃতি-বিহারী-শুদ্ধ-চৈতন্য। প্রকৃতি চিৎবিমুখ হইলে, তাহার মলিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ও তাহার অষ্টবিধ বিকার

উপস্থিত হয়। তাহাদের নাম (১) মায়া প্রকৃতি বা মহত্তত্ত্ব; (২) অহং তত্ত্ব বা অবিদ্যা। (৩) আকাশ, (৪) বায়ু, (৫) তেজঃ (৬) জল, (৭) ক্ষিতিতন্মাত্র (৮) স্থূলভূত।

"শুদ্ধ চিৎ আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরম ধামের শ্রীকৃষ্ণ, এই পরা প্রকৃতি তাঁহার শ্রীরাধা; প্রকৃতির অষ্টবিধ বিকৃতি শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ অষ্টসখী। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বঘটে। শ্রীরাধারও সঙ্গে আছেন, সখীদেরও সঙ্গে আছেন; মধ্যে পরমধাম রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত, সেই পরম ধামের চতুঃপার্শ্বে এই অষ্ট সখী স্ব স্ব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া রাসচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত সৃষ্টি সেই পরমধামের চতুঃপার্শ্বে একটি রাসচক্রে ঘুরিতেছেন।"

রাসলীলা সম্বন্ধে বিদ্যাপতি বলেন,—

"রাসমণ্ডল মাঝে বিরাজই,
সঙ্গে শত শত রঙ্গিনী।

* * * *

সব ঋষি আনত, অপচিত্র নাচত,
কঙ্কন কিঙ্কিনী নূপুর কলনে॥
শিব নারদ অজ, পণ্ডিত অবিরত
সতত উদয় দ্বিজরাজে;
রাধামন্ত্র জপন, অনুশীলন, আনন্দ।
কন্দ নন্দসুত বাজে॥"

বিদ্যাপতি।

পূর্ব্ব রঙ্গ - নাট্যক্রিয়ার উপক্রমে বা প্রস্তাবনায় সঙ্গীতাদি। কিন্তু এস্থলে পূর্ব্বরাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রেমানুরাগ। যথা;

"অপরূপ পেখনু রামা।
কণকলতা অবলম্বনে উলয়
হরিণী হীন হিমধামা।" (বিদ্যাপতি)
সই কেবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া।
মরমে রহিল পশি। চণ্ডীদাস।

রসোদ্গার—রাসলীলা অন্তেও মনোবাসনা সম্পূর্ণ পূর্ণ হইল না বলিয়া পুনর্ম্মিলনের আবেশ। যথা,—

"ঘন রসময় তনু অন্তর গহিন,
নিমগন কতহুঁ করণী মন মীন।
শ্রবণ মকর, গীম কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিমী মিলিত মণিরাজ।
এ সখি শ্যাম সিন্ধু করিচোর।
কৈছে ধয়লি কুচ কণয় কটোর॥" গোবিন্দ দাস।

অথবা—

"সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম,
কহয়ে রজনী বিলাস কাম।
কি কব রাইয়ের গুণের কথা,
সবগুণে তারে গড়িল ধাতা।
শুন হে পরাণ বল্লভ সখা,
সে ধনি পুন কি পাইবে দেখা।"
বিদ্যাপতি।

মাথুর—কংশ যজ্ঞ নিমন্ত্রণছলে কৃষ্ণের মথুরাপুরি গমন, কংশ

ধ্বংশ, দেবকীর বন্ধন মোচন, কুব্জা মালিনী মিলন ইত্যাদি লীলা যথা .

তোহে রহল মধুপুর,
ব্রজ কুল আকুল দুকুল কলরব
কানু কানু করি ঝোর।
বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব
দশ দিশ বিরহ হুতাশ
সেই যমুনা জল আছে অধিক জলে
কহতহি গোবিন্দ দাস।

বিরহ—কৃষ্ণের মথুরা গমন জন্য শ্রীরাধার দীর্ঘ বিচ্ছেদ। কৃষ্ণ-প্রেম-বিচ্ছেদ বিধুরা গোপিকা গণের শোচনীয় অবস্থা। যথা ;—

"মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব
কানুহেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেক মঝু সঙ্গে।
মরণ কালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
কবহু সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয় দরশনে॥

বিদ্যাপতি।

বিরহের দশ দশা, যথা—

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা,
প্রলাপ ব্যাধিরুন্মাদ, মোহ মৃত্যুর্দশদশা।"

উজ্জ্বল নীলমণি।

ভাবে গদ্‌গদ—হরিনামামৃতপানে মুগ্ধ হইয়া কেহ কেহ বা আনন্দাস্ফুট স্বরে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

বিষ্ণুপদ—বিষ্ণুর প্রেমময় পদাবলি, অথবা হরির অভয়চরণ বন্দনারূপ গীতিকা।

কোল—আলিঙ্গন। কোলাকোলী করা।

প্রেমমদে—প্রেমানন্দে, নামামৃত পানে উন্মত্ত হইয়া।

গোপকুলে অবতরি—হরি কৃষ্ণরূপে গোকুলাধিপতি গোপরাজ নন্দঘোষের গৃহে আবির্ভূত হইয়া, বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে যে সকল লীলা খেলা করিয়াছেন, সে সকলই একাদিক্রমে কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

গোলোক—শুদ্ধ চিৎ ও পরাপ্রকৃতির যে নির্ম্মল বিহার স্থান পরম ধাম বৃন্দাবনচ্যুত (বৃন্দাবনদেখ), প্রকৃতির মলিনাংশই সৃষ্টির প্রথম পদার্থ—চিৎবিমুখ মায়া প্রকৃতি। বা অহংতত্ত্ব এই মায়া প্রকৃতি, তাঁহার চিৎবিমুখ অবস্থা সত্ত্বেও, চিদঙ্গবিহারী। তবে পরা প্রকৃতি স্বীয় স্বরূপের নির্ম্মলতা হেতু চিৎসংসর্গে যেরূপ শুদ্ধ মাধুর্য্যভাব—নির্ম্মল চিদানন্দভাব ধারণ করিয়া থাকেন, মায়া প্রকৃতি তাহার অপেক্ষাকৃত মলিন দেহে চিৎসংসর্গে অপেক্ষাকৃত মলিনভাব ধারণ করিয়া অতুল অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হয়েন। পরা প্রকৃতির ন্যায় মায়া প্রকৃতিও লীলাধাম আছে। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব তাহাকেই গোলোকধাম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।"

রাধা—"এই শুদ্ধচিৎ আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরমধাম বৃন্দা-

নন নামের শ্রীকৃষ্ণ, আর এই পর প্রকৃতি তাঁহার শ্রীরাধা।”

“অথ সা কৃষ্ণশক্তিশ্চ কৃষ্ণংগভ দধাবচ,
“শত মন্বন্তরং যাবৎ জ্বলন্তী ব্রহ্ম তেজসঃ॥”

গোপীসাৎ—পূর্ব্বে প্রকৃতির যে অষ্টবিধ বিকৃতির বা চিৎ-বিমুখ অবস্থার বিষয় কথিত হইয়াছে, তাঁহারাই শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ গোপী অর্থাৎ অষ্টসখী। আধ্যাত্মিক অর্থে বা শরীর সম্বন্ধে শম দমাদি অষ্টবিধ ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে অষ্টসখী বলা হয়।

শ্রীদামাদি—কৃষ্ণের সখা শ্রীদাম প্রভৃতি। যথা শ্রীদাম, বিশাল, বৃষভ, দেবপ্রস্থ, অর্জ্জুন, অংশু, ওজস্বী, সুদাম, দাম, সুবল, স্তোক ইত্যাদি—আধ্যাত্মিক অর্থে প্রকৃতির অষ্টবিধ বিকৃতি বিহারী অতএব প্রতিবিম্বে মলিনতা প্রাপ্ত চিন্ময় আত্মাই কৃষ্ণের সখাগণ।

কপিলাদি—কৃষ্ণের গাভীগণের নাম। যথা কপিলা, শ্যামলী ধবলী, চিত্রবলী, ইত্যাদি। অধ্যাত্মিক অর্থে জীবাত্মা।

গোধন—গোগণই অর্থাৎ জীবাত্মাগণই কৃষ্ণের ধনরত্ন স্বরূপ ছিল।

সমুদ্র—কারণামৃত। ক্ষীরদ সাগরের মধ্যভাগে।

বৃন্দাবন—“যে ধামে সৃষ্টি নাই, বিকৃতি নাই, মালিণ্য নাই, যে ধামে প্রকৃতি নিরন্তর চিৎগত, চিন্মোহিত ও চিদঙ্গ-বিহারী; যে ধামে প্রকৃতি নিত্য চিন্ময়ী, আনন্দময়ী, প্রেমময়ী; যে ধামে চিদানন্দের অকার, অকারণ, নিত্য লীলার নিত্য সংঘটনা; যে ধামে নিত্য রাস মহোৎসবের

কস্মিনকালেও বিরাম হয় না। সেই ধামই আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরম ধাম—তুরীয় ধাম। এই স্থান তাঁহার প্রকৃতি ও পুরুষের সুগুপ্ত বিলাস ভবন, তাঁহার বহু আদরের বৃন্দাবনধাম। ব্যোম পরব্যোমের সুদূর উপরে, বিচিত্রা বিজয়ার সুদূর পর পারে, গোলকধামেরও সুদূর উপরে এই পরম বৃন্দাবন ধাম বিরাজিত।"

কাম—সেস্থলে মদন চির বিরাজমান রহিয়াছেন। অর্থাৎ সেই তুরীয় ধাম বৃন্দাবন ধামে চিৎগত পরা প্রকৃতি রাধা, নিষ্কাম, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সদা বিহার করিতেছেন।

মূর্ত্তিমান—সশরীরে আবির্ভূত। অর্থাৎ মালিন্য রহিত পরা প্রকৃতি ও পুরুষ তথায় নিত্য বিহারী।

ব্রজাঙ্গনাগণ—গোপীগণ অর্থাৎ রাধা বা পরা প্রকৃতির সখীগণ। (পূর্ব্বে টীকা দেখ)।

রাস রসরঙ্গে—নিত্য বিহারী চিৎগত পরা প্রকৃতি রাধিকা স্বীয় সখী গোপীকাগণকে সঙ্গে লইয়া, নির্ব্বিকার চিন্ময় পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সরস লীলা খেলা করিতেছেন।

গোলোক সম্বাদ—গোলক ধাম বৈকুণ্ঠের সারভূত সমস্ত রত্নরাজি অর্থাৎ ভগবান স্বীয় ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া ভূমণ্ডলে আবির্ভাব হইলেন।

কংশ আদি—কংশ, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুলু, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি, ও তুষ্টিমান, ইহাঁরা সকলেই মহাতেজবংশীয় আহুক রাজার পুত্র উগ্রসেনের ঔরসজাত সন্তান।

ছলে—অর্থাৎ কংশরূপা পাপাসুরকে ধ্বংশ করিবার জন্য নারায়ণ মায়া করিয়া দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

পুতনা—মথুরাধিপতি কংশরাজের চেড়ী দানবী, অঘা ও বকাসুরের ভগিনী। এই রাক্ষসী কংশের আদেশে মোহিনী মায়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কৃষ্ণ বধ বাসনায় গোকুলে গিয়াছিল। পরে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়।

বিষ স্তন পান ছলে—পুতনা স্বীয়স্তনে হলাহল বিষ মাখাইয়া, কৃষ্ণকে স্তনপান ছলনায় বধ করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণ এত বলে স্তনপান করিযাছিলেন যে তাহাতেই পুতনা বিনষ্ট হয়।

শকট—কংশের চর শকটাসুর। গোয়ালাদিগের দধি দুগ্ধ রাখার গাড়ি বিশেষ। দুষ্ট অসুর কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য শকট রূপ ধারণ করিয়া গৃহ মধ্যে উপস্থিত ছিল, কৃষ্ণ জানিতে পারিয়া পদাঘাতে তাহাকে চূর্ণ করেন। রঙ্গী—রঙ্গকারী।

যমলার্জ্জুন—কুবের পুত্র—নলকবর ও মণিগ্রীব। ইহারা একদিন মদমত্ত হইয়া, রমণী লইয়া জলক্রীড়া করিতেছিল; এমন সময় দেবর্ষিনারদ সে স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু ইহারা তাঁহার সম্মাননা না করায়, তিনি এই অভিসম্পাৎ দেন যে, "তোমরা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ কর"। পরে তাহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া পুনরায় এই বর দিলেন, যে গোকুলে যাইয়া থাক, সে স্থানে বিষ্ণুর স্পর্শে মুক্তি পাইবে। একদিন যশোমতি চঞ্চলমতি কৃষ্ণকে উদুখলে অর্থাৎ উখলে বন্ধন করিয়া রাখিয়া গৃহকার্য্যে

ব্যাপৃতা আছেন, এমন সময় কৃষ্ণ সেই উখলি সমেত ছুটিয় নিকটস্থ যমক অর্জ্জুন বৃক্ষের গাঁয়ে গিয়া পড়েন। ঐ অর্জ্জুন বৃক্ষই শাপভ্রষ্ট বৃক্ষরূপী কুবেরের পুত্রদ্বয়। তাহারা কৃষ্ণের পরশে তৎক্ষণাৎ শাপ মুক্ত হইয়া অলকাপুরিতে গমন করিল।

তৃণাবর্ত্ত—কংশচর অনুচর বিশেষ। কংশের আদেশানুসারে চক্রবাত (ঘুর্ণী বাতাস) রূপ ধরিয়া, ধূলা ও কূটার ঘর্ণীবাতাস তুলিয়া, মায়া নিদ্রিত বালক কৃষ্ণকে বক্ষে ধরিয়া বধার্থ শূন্যে তুলে। কৃষ্ণ জাগরিত হইয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বিরাট বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধারণ করেন। তৃণাবর্ত্ত তাহাতেই ভূপতিত হইয়া নিহত হইল।

বিশ্বরূপ—বিষ্ণুর বিরাট মূর্ত্তি। যথা,——

অনেক বাহূদর বক্ত্রনেত্রং, পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং
নান্তং ন মধ্যং নপুনস্তবাদিং, পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপং।
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতন স্ত্বং পুরুষোমতোমে॥

ভগবদ্গীতা, ১১—১৬। ১৮

মৃত্তিকা ভক্ষন ছলে—কৃষ্ণ পরের ঘরে ননী চুরি করিয়া খাইতেন বলিয়া যশোদা তাঁহাকে তিরস্কার করেন। সেই অভিমানে কৃষ্ণ একদিন ক্ষুধার সময় মাটি খান। যশোদা জানিতে পারিয়া কৃষ্ণকে কাছে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কৃষ্ণ "আমি মাটি খাই নাই" বলিয়া হাঁ করেন। যশোদা কৃষ্ণের বদনে স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড

দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও একবার এইরূপ বিশ্বরূপ কুরুক্ষেত্রে দেখাইয়াছিলেন।

উদুখলে করিলা বন্ধন—একদিন যশোমতি দধি মন্থন করিতেছিলেন, এমন সময় হরি স্তন পান করিতে আইসেন; যশোদা তাহাকে স্তন দিতে দিতে, অন্যত্র দুধ উথলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, কৃষ্ণকে নামাইয়া দুধ রক্ষণে গমন করিলেন। স্তন্যপানে অতৃপ্ত কৃষ্ণ এই অবকাশে সেই দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন। যশোদা কৃষ্ণের এই কাণ্ড দেখিয়া তাহাকে উদুখলে বন্ধন করিলেন। সেই বন্ধনরজ্জু দুই অঙ্গুলি কম হইয়া পড়িল। তাহাতে অপর রজ্জু যোগ করা হইল, তাহাও তদ্‌বৎ দুই অঙ্গুলি কম হইল। এইরূপে আপনার ও গোপীগণের গৃহেও যত রজ্জু ছিল সব যোগ করিয়াও যখন কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিলেন না, তখন আশ্চর্য্য হইয়া লজ্জিত হইলেন। কৃপাময় ভক্তবৎসল হরি তদ্দর্শনে কৃপা করিয়া আপনিই আবদ্ধ হইলেন।

বকাসুর—পুতনার ভ্রাতা কংশের চর। বক পক্ষীর মূর্ত্তি ধরিয়া কৃষ্ণকে গিলিয়া, বধ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু কৃষ্ণ তাহাকে ঠোঁট ধরিয়া চিরিয়া বধ করেন।

অঘ—পুতনা ও বকাসুরের ভাই, কংশের প্রধান চর। গোচারণকারী হরিকে বিনাশ বাসনায় অতি বৃহৎ অজগর সর্পের রূপ ধরিয়া, আকাশে ও পৃথিবীতে দুই ঠোঁট হা করিয়াছিল। কৃষ্ণ ইহার মুখে প্রবেশ করিয়া ভীষণ বিরাট

মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহাতেই শ্বাস রুদ্ধ হইয়া ইহার প্রাণ বহির্গত হয়।

বৎসাসুর—গো-বৎস রূপধারী কংশচর অসুর। যে কালে গোপগণ দৈত্য দৌরাত্মে গোকুলের বৃহৎবন পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে উঠিয়া আইসেন সেই সময় কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য এই অসুর, বাছুরের দলের সহিত মিশিয়া চরিতেছিল। কৃষ্ণ জানিতে পারিলা, ইহার পিছনের দুই পা ধরিয়া কএৎবেল গাছে আছড়াইয়া মারেন।

কেশী—কংশরাজের মল্ল কৃষ্ণ বধের জন্য প্রেরিত হইয়া, অশ্বরূপ ধারণ করিয়া, ব্রজে বড়ই উৎপাত আরম্ভ করে। ভগবান তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করায়, সে হাঁ করিয়া তাঁহাকে গিলিতে আইসে। কৃষ্ণ সেই অবকাশে তাহার মুখমধ্যে স্বীয় বাহু প্রবিষ্ট করিয়া, বাহুর ক্রম বিস্তার দ্বারা শ্বাসরোধ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করেন।

বলহা—বলরাম। বল নামক অসুরকে যিনি বধ করিয়াছিলেন।

অরিষ্ট—মহাবৃষ রূপধারী অসুর। একদিন বেলাবসানে গোধন ও গোপাল সহ রামকৃষ্ণ গৃহে আসিতেছেন, এমন সময় বৃষরূপী অরিষ্ট তাঁহাদিগের প্রতি ভীষণ উৎপাৎ আরম্ভ করিল, গোপালগণ ভীত হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; কৃষ্ণ তাহাদের আস্বস্ত করিয়া, অরিষ্টের শৃঙ্গধারণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সংহার করেন।

প্রলম্ব—গোপালরূপী কংশচর অসুর।

একদিন গ্রীষ্মতাপেতাপিত সগোপাল গোপালগণ রামকৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনের কোন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁহারা দু-দলে বিভক্ত হইয়া এক দলে কৃষ্ণ ও অন্য দলে রামকে লইয়া নানারূপ খেলা করিতেছিলেন। ঐ সকল খেলার এই একটি পণ ছিল যে, যে দল হারিবে, তাহারা জয়ী দলকে কাধে করিয়া লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবে। কৃষ্ণের দল হারিল, রাখাল বেশী প্রলম্ব ঐ দলে ছিল। ইহারা রামের দলকে কাধে করিয়া লইয়া চলিল। প্রলম্ব এই সুযোগে বলাইকে কাঁধে লইয়া বধ বাসনায় বেগে বনান্তরে প্রবেশ করিল। বলরাম তখন অসুরের মায়া চাতুরি বুঝিতে পারিয়া মুষ্টাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া বধ করেন।

ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ—দেবরাজ ইন্দ্র বৃষ্টি কর্ত্তা। তাঁহার অনুগ্রহে বারি বর্ষণ হইয়া বসুমতি শস্যবতি হন, এবং প্রজাগণ তদুৎপন্ন দ্রব্যজাত দ্বারা সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে বলিয়া, ইন্দ্রকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে, নন্দ প্রভৃতি গোপগণ, তাঁহাদের ক্ষেত্রজাত শস্যাদির অগ্রভাগ দ্বারা ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন। এবং অবশিষ্ট ভাগ আপনারা গ্রহণ করিতেন। কৃষ্ণ গোপগণ কর্ত্তৃক এই ইন্দ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হন, এবং তাহাদিগকে, ইন্দ্রের ঈশ্বরত্ব আদৌ নাই, তাহা বেশ বুঝাইয়া সেই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ ব্রত ভঙ্গ করান।

গোবর্দ্ধন গিরিধরি—বৃন্দাবনের প্রান্তভাগে বন মধ্যে এই

পর্ব্বত বিরাজমান। গোপগণ ইহারই নিকট গোষ্ঠ করিয়া ইহারই আশ্রয়ে গোধন প্রতিপালন করিত বলিয়া, এই পর্ব্বতের নাম গোবর্দ্ধন, গোকুলের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি কারণ। যজ্ঞ ভঙ্গ হওয়ায়, এবং স্বীয় ঈশ্বরত্ব অভিমান চূর্ণ হওয়ায়, কৃষ্ণের প্রতি ও গোকুলের প্রতি ইন্দ্রের বিজাতীয় ক্রোধ হয়। এজন্য কৃষ্ণের দর্পচূর্ণ ও গোপগণের শাস্তি বিধানার্থ, মূষধারে বৃষ্টি হইবার জন্য মেঘগণকে অনুমতি দেন। মেঘগণ ইন্দ্রের আদেশে গোকুলে মহাপ্রলয় উপস্থিত করে। এরূপ অবস্থায় নিরুপায় গোপ গোপীগণ ও গোধন রক্ষার জন্য, কৃপাময় কৃষ্ণ সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া তন্নিম্নে তাহাদের রক্ষা করেন। তাহাতেই গোকুলের ও গোকুলবাসীগণের জীবন ধন প্রভৃতি রক্ষা পায়।

ব্রজ পোড়ে দাবানলে—ব্রজধাম বনাগ্নিতে দগ্ধ হয়। কালিয় দমনের পর আত্মীয় সহ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিতেছিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছিল, এবং ব্রজবাসীগণ ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া কালিন্দীর উপকূলে সেই রাত্রি বাস করিল। ইতি মধ্যে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর নিকটস্থ এরণ্ড বন হইতে দাবাগ্নি উত্থিত হইয়া ব্রজবাসী-গণের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দাহ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর দহ্যমান ব্রজবাসীগণের কাতরতায়, তাহাদিগের ধন প্রাণ রক্ষার জন্য, অনন্তশক্তিধারী ভক্ত বৎসল ভগবান সেই ভয়ানক বনাগ্নি পান করিলেন।

কালিয় দমন—কালিন্দী নদী গর্ভে এক হ্রদ মধ্যে কালিয় নামক এক মাহাসর্প বাস করিত। তাহার জল, হলাহল যুক্ত ছিল বলিয়া কেহ পান করিতে পারিত না। পূর্ব্বে সর্পগণ পালা ক্রমে মাসে মাসে বিষ্ণুর বাহন গরুড় উদ্দেশে বলি প্রদান করিত। সন্তুষ্ট গরুড় তাহাতে সর্পকুল ধ্বংশ করিতেন না। কিন্তু কদ্রু নন্দন দুষ্টমতি কালিয় সর্প, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়ের ভোগ্য বলি নিজেই গ্রহণ করিত। ইহাতে গরুড়ের সহিত কালিয়ের তুমুল যুদ্ধ হয়। কালিয় পরাজিত হইয়া কালিন্দী নদীর গভীর হ্রদ মধ্যে প্রাণ ভয়ে লুক্কায়িত হয়। গরুড় সে স্থান দুর্গম বোধে তীরে বসিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া একটি মাছ ধরিয়া খান। জল দেবতা সৌরভি নিষেধ করেন। গরুড় নিষেধ না শুনায় সৌরভি এই অভিসম্পাত করিলেন, "অদ্য হইতে তোমার পক্ষে এই হ্রদের জল বিষ হইল, স্পর্শ মাত্রেই প্রাণ হারাইবে। এদিকে সৌরভী অভিশাপ, ওদিকে কালিয়ের ভীষণ বিষে ঐ জল এক বারে জীবের অপেয় হইয়া উঠিল। এক দিন সেই স্থানে গোচারণ কালে সমস্ত গোপাল তৃষ্ণাতুর গো ও গোপগণ সেই জল পান করায় সকলেই প্রাণ হারাইল। কৃষ্ণ তদ্দশনে কদম্ব বৃক্ষ হইতে কালিয় দমনার্থ কালিন্দীর কালী দহে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। এবং দুষ্টমতি কালিয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, নৃত্যচ্ছলে তাহার সহস্র ফণা মর্দ্দন ও চূর্ণন করিয়া তাহাকে দমন ও তথা হইতে সুদূর সমুদ্রে নির্ব্বাসন করেন। ভাগবতে উক্ত আছে, যিনি প্রাতে ও

সন্ধ্যায় ইহা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন তাঁহার সর্প বিষ ভয় থাকে না।

যাজ্ঞিকান্ন যজ্ঞের চরু, বা ভাত। এক দিন রাম সহ কৃষ্ণ কালিন্দী তীরে বহু দূরে গোচারণ করিতে গমন করেন। সে স্থলে তাঁহার অনুচর গোপ বালকেরা অত্যন্ত ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহাকে তদ্বিষয় জানাইবায়, তিনি অনুমতি করিলেন, নিকটস্থ পল্লীতে ব্রাহ্মণেরা আঙ্গিরস যজ্ঞ করিতেছেন, সে স্থান হইতে আমার নাম করিয়া অন্ন মাগিয়া আন। গোপালগণ কৃষ্ণের আদেশে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিয়া না পাইয়া, পরে কৃষ্ণের আদেশে পুনরায় ব্রাহ্মণীদিগের নিকট অন্ন ভিক্ষার্থ গমন করে। পুণ্য প্রকৃতি ধর্ম্মশীলা বিপ্রবালাগণ প্রদত্ত চতুর্ব্বিধ অন্নব্যঞ্জনাদি পরমানন্দে বনে বসিয়া সকলে মিলিয়া আহার করিলেন। দয়া, ধর্ম্ম, বাৎসল্য, পরোপকার, অতিথি সৎকার, দেব-দ্বিজ-গো-তীর্থ প্রভৃতি অচলা ভক্তি ইত্যাদি অতি মহৎগুণ গুলি, সনাতন হিন্দুধর্ম্মানুরাগিণী হিন্দু রমণীগণের চিরগৌরবের ধন। নবীনা, নবপ্রবীনা, নব-শিক্ষাভিমানিনী, বিজাতীয় নব-গুণ-গৌরবিনী হিন্দুধর্ম্মানুরাগীণী ভগিনীগণের অন্তরে যেন ভাগবতের এই অতি মহদ্বাক্যটি সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকে।

বিধাতা মন্ত্রনা করি—পিতামহ ব্রহ্মা পরামর্শ করিয়া।

শিশুবৎসগণ হরি—বৎসরক্ষক ও বাছুরদিগকে চুরি করিয়া।

মোহিলা মায়ায়—ঐশাশক্তি দ্বারা মুগ্ধ করিলেন। একদিন গোচারণে বৎসপালক বালকবৃন্দের সহিত কৃষ্ণ ভোজনে বসিয়াছেন, নিকটে কোমল শ্যামল শষ্প শোভিত ক্ষেত্রে বৎসগণ চরিতেছে। এই অবকাশে, মায়া বালকরূপী ঈশ্বরের অনাবিধ মনোহর মহিমা দর্শন অভিলাষী হইয়া, সত্বর সেই স্থলে আগমন করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার বৎস ও বালকদিগকে হরিয়া লইয়া গোবর্দ্ধন গিরির গুহায় গোপন করিয়া রাখিয়া অন্তর্ধ্যান হন। তখন কৃষ্ণ দিব্যজ্ঞানে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, ব্রহ্মার অভিলাষ পূরণ, ও গোপাল বালকগণের জননীগণের সন্তোষ সাধনার্থ মায়া প্রভাবে স্বয়ং অগণিত বালক ও বৎসরূপ ধারণ করিয়া "সর্ব্বজগৎ মম্নোবিষ্ণু' এই নাম সার্থক করিলেন। ব্রহ্মা এই সব দেখিয়া মূঢ়ের ন্যায় মোহিত হইয়া রহিলেন।

কাত্যায়ণী ব্রত—হেমন্ত কালের প্রথম মাসে নন্দ ব্রজের কামিনীগণ, নন্দ-নন্দন কৃষ্ণকে স্বামী কামনায়, অরুণোদয়ে কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া জলের সন্নিকটে বালুকাময়ী প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া, গন্ধ মাল্যাদি যোড়শোপচারে ভগবতী কাত্যায়ণীর পূজারূপ ব্রত করিত। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলদান মানসে, একদিন, যেমন তাহারা প্রতিদিনের ন্যায়, তীরে বসন রাখিয়া অবগাহনার্থ জলে নামিয়াছে, অমনি তাহাদের বসনগুলী লইয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহন করিলেন।

বস্ত্রহরণের আধ্যাত্মিক অর্থ অতি গভীর। গোপিনী রূপ

জীবাত্মাদের মায়ারূপ বস্ত্রাবরণ হরণই এতদ্দারা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এস্থলে বিস্তারিত বলিবার আবশ্যক নাই।

রাসক্রীড়া—ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ পূর্ব্বে দেখ। এস্থলে কার্ত্তিক পূর্ণিমার রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ, তদ্গতপ্রাণা কৃষ্ণ প্রেমাভিলাষিনী গোপনাগণে উপগত হইয়া, তাহাদের মনোরথ পূরণার্থ, নৃত্য গীতাদি করিয়াছিলেন।

করিতে আপন ধ্বংশ—নিজের প্রাণ বিনাশ নিজে সাধিবার জন্য।

অক্রূর—গান্দিনীর গর্ভে, স্বফল্কের ঔরসজাত পুত্র, কৃষ্ণের পিতৃব্য, যদুবংশীয়ের মধ্যে ইনিই তৎকালে কংশের প্রধান মিত্র ছিলেন। অরিষ্ট, অঘ, বক প্রভৃতি প্রধান প্রধান অনুচর বর্গের নিধনে বিশেষ ভয়ভীত হইয়া রামকৃষ্ণের বধ বাসনায়, কংস ধনুর্যজ্ঞনামে এক ছল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং ব্রজধামে নন্দরাজ প্রভৃতি সমস্ত গোপগণ ও রামকৃষ্ণ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিমন্ত্রণ করিয়া, আনয়ন জন্য অক্রূরকে রথসহ ব্রজে প্রেরণ করেন। ঐ যজ্ঞেতেই তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন।

ধোপাবধি—ধোবাকে বিনাশ করিয়া। মধুপুর মথুরায় প্রবেশ করিয়া, তাঁহারা কংশের বস্ত্রধৌতকার রজকের নিকট পরিচ্ছদ প্রার্থনা করেন, রজক ইহাতে নানারূপ বিদ্রূপ করিয়া, কংশের ভয় দেখাইয়া, তাঁহাদের বিস্তর তিরস্কার করে। কৃষ্ণ ইহাতে কুপিত হইয়া, হস্তদ্বারা তাহার

মাথা কাটিয়া ফেলেন। এবং ইচ্ছামত বস্ত্র বাছিয়া লইয়া আপনারা পরেন, অবশিষ্ট সকলকে বিলাইয়া দেন

কুব্জারে সুন্দরি করি—ত্রিবক্রানাম্নী কংশের অনুলেপ-কারিণী দাসী। কংশের জন্য নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লইয়া রাজপথ দিয়া যাইতেছিল, কৃষ্ণ তাহাকে ডাকিয়া, তাঁহা-দিগের অঙ্গে গন্ধানুলেপন করিতে বলিলেন। কুব্জা কৃষ্ণের রূপে ও সুমধুর কথায় একান্ত মোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত গন্ধাদি দ্বারা উত্তমরূপে সাজাইয়া দিল। তখন কৃষ্ণ কুব্জার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, তাহার শরীর সরল ও সমানঙ্গ করিয়া দিলেন। জগন্মোহনের করস্পর্শে কুব্জার কুৎসিত কান্তি দূর হইয়া, দিব্য লাবণ্য পরিশোভিত কমনীয় কান্তিলাভ হইল।

মালীর মালায়—সুদাম নামক কংশের মালাকর তাঁহা-দিগকে নানাবিধ উত্তম উত্তম ফুলহারে সাজাইয়া দেয়।

দ্বারেহস্তী বিনাশিয়া—কুবলয়াপীড় নামক ঐরাবত তুল্য বলশালী কংশের দ্বার রক্ষক মদমত্ত হস্তী। কৃষ্ণের বধের জন্য তোরণ দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। কৃষ্ণ তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, তাহার দন্তদ্বয় উৎপাটন করিয়া, তৎপ্রহারে তাহাকে বিনাশ করেন।

চানূরাদি নিপাতিয়া—চানূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশাল প্রভৃতি কংশের প্রধান প্রধান মল্ল ও সেনাপতিগণকে বিনাশ করিয়া। কৃষ্ণ চানূরকে ও বলরাম অবশিষ্টদিগকে বধ করেন।

বসুদেব—যদুবংশীয় মহারাজ শূরের ঔরসে মারিষার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কংশের পিতৃব্য ভগিনীপতি রাম ও কৃষ্ণের পিতা বসু অর্থাৎ গণ দেবতা। ইহাঁরা সংখ্যায় ৮ যথা,—ভব, ধ্রুব, শোম, বিষ্ণু, অনল, অনিল, প্রত্যূষ, ও প্রভাস।

দেবকী—মহাভোজবংশীয়, কংশের পিতৃব্য ভগিনী, কৃষ্ণের জননী। আহুকের পুত্র দেবকের কন্যা, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ইহাঁদের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এইরূপ বলেন :—পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, অর্থাৎ প্রথম মনুর সৃষ্টি কালে, দেবকীর নাম পৃশ্নি ও বসুদেবের নাম সুতপা প্রজাপতি ছিল। যখন ব্রহ্মা ইঁহাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা দেন, তখন ইহাঁরা নারায়ণের নিকট অভীষ্ট ফল প্রার্থনা করেন। নারায়ণ বরদানে ইচ্ছু হইলে, তাঁহারা নারায়ণ সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেন। নারায়ণ তথাস্তু বলিয়া সেই বরই দিলেন। এবং তাঁহার তুল্য অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া স্বয়ংই তাহাদের পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং ইহাঁরা প্রথম জন্মে পৃশ্নি ও সুতপা রূপে, দ্বিতীয়ে কশ্যপ ও অদিতি রূপে, এবং তৃতীয় দেবকী ও বসুদেব রূপে নারায়ণকে পুত্র লাভ করেন। বসুদেবের জন্মকালীন স্বর্গে মঙ্গল বাদ্য ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্য হইয়াছিল বলিয়া ইঁহার এক নাম আনক দুন্দুভি।

নিগড় বন্ধন—দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংশের বিনাশ কারী হইবে, এই দৈববাণী হওয়ায়, কংশ দেবকী ও

বসুদেবকে সুদৃঢ় শৃঙ্খল দ্বারা, আবদ্ধ করেন। কৃষ্ণ কংশ প্রভৃতিকে বধ করিয়া মাতা ও পিতার ভীষণ বন্ধন দশা মোচন করিলেন।

উগ্রসেন—ইহাঁর অন্য নাম দেবক। ভোজ বংশীয় আহুক রাজার পুত্র, দৈবকী ও কংশের পিতা কৃষ্ণের মাতামহ। ইনি যদুকূলের একান্ত পক্ষপাতী ও ভগবৎ ভক্ত ছিলেন বলিয়া দুরাত্মা কংশ ইহাঁকেও ভগিনী ও ভগিনীপতির ন্যায় কারাগারে আবদ্ধ করে। কংশ বধের পর মাতা পিতার সহিত ইহাঁর বন্ধন মোচন করিয়া, মথুরার রাজত্ব পদ ও রাজসিংহাসন ইহাকেই অর্পণ করেন। কারণ যযাতির অভিশাপে যদুবংশীয়দের মথুরায় রাজত্ব করিবার অধিকার ছিল না।

পড়িলা অবন্তী গিয়া—অবন্তী নগর নিবাসী গুরু বংশীয় সান্দিপনী মুনির নিকট রাম ও কৃষ্ণ চৌষট্টি দিবসে ৬৪ কলা পাঠ করেন।

দ্বারকা বিহার—কাল যবনের ও জরাসন্ধ্যের ভয়ে, যদু-বংশীয়দের রক্ষা হেতু গুজরাট প্রদেশে সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে বার যোজন পরিমিত এক অজয় গড় প্রস্তুত করেন, তাহাই দ্বারকাপুরি নামে অভিহিত হয়। সেখানে রুক্নিণী হরণ, সত্যভামার দর্পচূর্ণ, পারিজাত হরণ প্রভৃতি নানা লীলা করেন।

অপার এ পারাবার—অর্থাৎ ঈশ্বর হরির লীলা খেলা সমূহ দুস্তর অসীম মহাসাগর তুল্য, আমি সামান্য মানব হইয়া

তাহা কত বর্ণন করিব। এসকল বিষয় মহাভাবতে শ্রীমৎভাগবতে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে।

ব্যাসের শিব নিন্দা।

১৩৪—১৩৬পৃঃ

হরিহরে করে ভেদ ইত্যাদি—অবোধ মানব হরি ও শিব ইহাঁদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করে কিন্তু সাম, যজু, ঋক, অথর্ব্ব প্রভৃতি চারি বেদে ইহাঁদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যের কথা নাই। অর্থাৎ বেদের মতে সমস্ত দেবতাই সেই একমাত্র পরব্রহ্ম, তবে নাম পৃথক পৃথক মাত্র। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে কথিত আছে,—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদং আমনন্তি"

অভেদ—হরি ও শিব ইহাঁদিগের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ কল্পনা যিনি না করেন, তিনিই বিশিষ্ট জ্ঞানবান লোক। পাপ মালিন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ নহে।

পাপ ক্লেদ—পাপের মলিনতা। পাপ রস।

অভেদ রূপে চরে—অভিন্ন ভাবে বিচরণ করে। অর্থাৎ যে পরমজ্ঞানী মানবের শরীরে হরি ও হর একাত্ম ও একত্ব ভাবে বিরাজ করেন, সে শরীরে কখনও পাপের উত্তাপ জনিত ঘর্ম্ম বারি নির্গত হয় না।

তাপ স্বেদ—উত্তাপ বা যন্ত্রণা জন্য ঘর্ম্ম জল।

প্রেম পরিচ্ছেদ—প্রীতি প্রকরণ। অর্থাৎ পরব্রহ্ম মান-

বের ভগবদ্ প্রেমানুরাগ-বিভাগ পরীক্ষা মানসে, একই দেহ হইতে হরি ও হর এই দুই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছেন।

মোহকূপে—ভ্রান্তি-কূপে, অচৈতন্য বা অজ্ঞানতারূপ কূয়ায়। যে ব্যক্তি হরি, ও হরে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া জানে, সে ভ্রান্তিকূপে ডুবিয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করে।

ভারতে নাহি এই খেদ—কিন্তু রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মনে এ আক্ষেপ নাই। অর্থাৎ তিনি হরি ও হরকে একই পরব্রহ্মের রূপ বলিয়া জানিতেন। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিভিন্নতা তিনি জানিতেন না। রামপ্রসাদও বলিয়াছেন,—"যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে তার কাছে মা কোথায় যাবা।"

ধ্রু—ধুয়া। পূর্ব্বকালে পদ্য সকল গীত হইত, ঐ সকল গীতি পদ্যের একটি করিয়া ধরতা মহড়া থাকিত, তাহাকেই ধুয়া কহে। গানের পুনরবলম্বনীয় মুখপদ।

সর্ব্বশাস্ত্রে বেদসার—একমাত্র বেদই সকল শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। শাস্ত্রে আছে,

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেভ্য শ্রুতিরাদ্যং বিশিষ্যতে।"

সর্ব্বদেবে হরি—একমাত্র হরিই সকল দেবতার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং সর্ব্বঘটেই বিরাজমান। যথা,—

" সর্ব্বশাস্ত্র মহোদেব, সর্ব্বদেব ময়ো হরিঃ।

ভোগের গোসাই—অর্থাৎ ইহাকে ভজনা করিলে স্বর্গাদি ভোগ হয় মাত্র, মোক্ষ হয় না—অর্থাৎ ইনি স্বর্গাদি দিতে

পারেন—মোক্ষ দিতে পারেন না। (পূর্ব্বে ইহা বুঝান হইয়াছে।)

আগুসরে—অগ্রবর্ত্তী হয়। ব্যাসের মুখে ঈদৃশী আত্মনিন্দা শ্রবণে স্বয়ং শিব অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইলেন, প্রভুপরায়ণ নন্দী এতদ্দর্শনে ব্যাসের কৃতকার্য্যের প্রতিফল মানসে অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

ভুজস্তম্ভ—নন্দী ক্রোধ দৃষ্টে ব্যাসের প্রতি চাহিবামাত্র তথনই তাঁহার হস্তদ্বয় থামের ন্যায় নিশ্চল, জড়বৎ ও বাক্‌রোধ হইয়া গেল। তখন ব্যাস চিত্রকরা ছবির ন্যায় ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উদ্ধারের উপায় না পায়—নন্দীর ক্রোধ প্রভাবে ব্যাসদেবের বাক্‌রোধ ও ভুজস্তম্ভ হয়, কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে এই আপতিত বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহা, তাহার শিষ্যেরা কোনমতে ভাবিয়া স্থির করিতে সমর্থ হইল না।

শঙ্কটে—বিপদে। অন্তর্য্যামি নারায়ণ জানিতে পারিলেন যে, শিবনিন্দা করিয়া তাঁহার পরম ভক্ত ব্যাস বিষম বিপদে পড়িয়াছেন।

অজ্ঞাতে—অজানিত ভাবে, গোপনে।

বন্দনা—পূজা, অর্চ্চনা। হে ব্যাস তুমি শিবের অবমাননা করিয়া, আমার পূজা করিয়াছ, ইহা তোমায় ভাল কাজ হয় নাই। যিনি শিব, তিনিই হরি, অতএব হরি ও হরে

কোনই প্রভেদ নাই। এক পরব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তি কল্পনা মাত্র।

প্রভাব বলে—শিবের মহিমাগুণেই আমি সুদর্শনধারী হইয়াছি, এবং তাঁহারই মহিমায় আমি পরা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি লক্ষ্মীলাভে সমর্থ হইয়াছি।

যা কৈলা…মান শিবে—যাহা করিয়াছ, তাহা ত করিয়াই বসিয়াছ, অতএব গত বিষয়ের অনুতাপে আর প্রয়োজন নাই। ইহার পর হইতে, যদি মুক্তি পাইতে ইচ্ছা কর, তবে শিবের আরাধনা কর।

ইঙ্গিতে—নন্দীর অভিশাপে ব্যাসের কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, সুতরাং কথা কহিবার উপায় ছিল না। ব্যাস অঙ্গভঙ্গী দ্বারা তাহা হরিকে জানাইলেন।

বাক্য নাহি স্ফুরে—কথা প্রকাশ হয় না। কথা কহিবার শক্তি নাই। সুতরাং কেমনে শিবের স্তব করিব।

কণ্ঠ-রোধ ঘুচাইয়া—ব্যাসের বাক্‌রোধ দূর করিয়া।

প্রত্যক্ষ হইয়া—সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইয়া।

পরম উল্লাস—যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা—শিবের ললাটে চন্দ্রকলা বিরাজমান ছিল বলিয়া, তাঁহার ভক্তেরাও তদাকৃতিবিশিষ্ট তিলক ললাটে ধারণ করিত।

শৈব অনুগত—শিবভক্তগণের আশ্রিত বা অনুষ্ঠিত।

তুলসী—তুলসীর জন্ম খণ্ড অতি অপরূপ কথা। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে সত্য যুগে, শিবের অনুরোধে, কৃষ্ণের কৃপায়, সূর্য্য শাপগ্রস্থ নরবর ধর্ম্মধ্বজের ঔরষে তাঁহার পত্নী মাধবীর গর্ভে মহালক্ষ্মীর অংশে ইনি জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি পূর্ব্ব সম্পর্কে দ্রৌপদীর জেঠতুতু ভগ্নী। ইনি লোকাতীত লাবণ্যলীলাময়ী এবং অতুলনীয়া সৌন্দর্য্যশালিনী ছিলেন বলিয়া লোকে ইহাঁর নাম তুলসী রাখে। ইনি পূর্ব্বে শ্রীরাধার প্রিয় সখী বিরজানাম্নী গোপী ছিলেন। এক দিন গোলোক ধামে, শ্রীকৃষ্ণে অন্যায় উপগত হওয়ায়, রাধিকার সাপে মানবযোনী প্রাপ্ত হন,এবং অতৃপ্তকামবশতঃ কৃষ্ণকেই পতি প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্যা করেন। তুলসীর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া পিতামহ ব্রহ্মা বর দিতে আসিয়া কহিলেন, "হে তুলসি, তোমার পূর্ব্ব প্রেমানুরাগী কৃষ্ণের প্রিয়সখা সুদামা গোপ, রাধার শাপে ভারতবর্ষে দনুকুলে, অধুনা শঙ্খচূড় নাম ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তুমি প্রথমতঃ তাহাকেই পতিত্বে বরণ কর। পরে দৈবযোগে শাপবশতঃ নারায়ণ কলায় তুমি তুলসী বৃক্ষ রূপিণী হইয়া বৃন্দাবনী নাম ধারণকরতঃ বিশ্ব সংসারকে সম্যক রূপে পবিত্র করিবে। পরে শান্ত-মূর্ত্তি সনাতন চতুর্ভূজ নারায়ণকে কান্তরূপে লাভ করিতে পারিবে। এবং সর্ব্বপুষ্পের প্রধানা ও বিষ্ণুর প্রাণাধিকা হইবে।" ইহার পর শঙ্খচূড়ের সহিত তুলসীর গান্ধর্ব্ব বিধানে মিলন হইল। ক্রমে শঙ্খচূড়ের একাধিপত্য এক মন্বন্তরকাল বিস্তার হওয়ায়, স্ব স্ব অধিকার চ্যূত দেবগণের

হওয়ায় বড়ই কষ্ট হইল। তাঁহারা তাহার বধসাধনায় গোলকে ভগবান কৃষ্ণের নিকট যাইয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। শঙ্খচূড় ভূমণ্ডলে আসিবার সময় তৎপ্রতি নারায়ণের এই বর থাকে যে, তোমার পত্নীর সতীত্ব যে দিন ভঙ্গ হইবে, সেই দিন তোমারও মৃত্যু হইবে।" হে দেবগণ, সেই পূর্ব্ব বরানুসারে, আমিই তাহার সতীত্ব ভঙ্গ করিব। অতএব তোমারা তাহার বধার্থে প্রস্তুত হও। অনন্তর দেবযুদ্ধে শঙ্খচূড় নিহত হইল। এদিকে ভগবান হরি শঙ্খচূড়রূপ ধারণ করিয়া সাধ্বী তুলসীর সতীত্ব ধর্ম্মনাশ কবিলেন। সাধ্বী তুলসী, এই গূঢ়রহস্যের মর্ম্ম ভেদ করিয়া, যারপর নাই মর্ম্মপীড়িতা হইলেন এবং ভগবান হরি, নিতান্ত নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ও পাষাণবৎ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া, সাধ্বী তুলসী তাঁহাকে,—"পাষাণ হইয়া পৃথিবীতে অবস্থান কর" বলিয়া, হরিকে অখণ্ডনীয় অভিশাপ প্রদান করিলেন। ভগবান হরি তখন তাঁহাকে শান্তনা করিয়া কহিলেন, দেবি, আমাকে পাইবার জন্য বহুকাল তপস্যা করিয়াছ, এইক্ষণ আমার বরে এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া, বৈকুণ্ঠে যাইয়া রমা সদৃশী হও। আর তোমার পরিত্যক্ত এই দেহ, ভারতে গণ্ডকীনাম্নী পুণ্যদায়িনী নদীরূপে পরিণত হউক। আর আমার বরে তোমার সুচারু কেশকলাপে পুণ্য বৃক্ষরূপী হউক। তুলসীর কেশ সম্ভূত বলিয়া ঐ বৃক্ষের নাম তুলসী হইল। এ দিকে তুলসীর বৈকুণ্ঠ গমনের পর, তাহার পূর্ব্বদেহ গণ্ডকী নদীরূপে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং দয়াময় হরিও তুলসী সন্নিধানে অবস্থান

মানসে অংশক্রমে সেই গণ্ডকীতীরে পুণ্য শৈলরূপী হইলেন। ভারতে যত পুণ্যস্থান আছে, পুণ্যপ্রদ তুলসীবৃক্ষ মূলে সে সর্ব্বতীর্থের অধিষ্ঠান জানিবে।

হরগুণ কয়ে—শিবের গুণ বা মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়া।

পরিণাম—চরমফল, শেষ দশা। ব্যাস এই পণ করিলেন, আমার শেষদশা যাহাই হউক না কেন, আমি আজ হইতে প্রাণান্তেও আর হরিনাম উচ্চারণ করিব না।

ব্যাসের ভিক্ষা বারণ।

১৩৭—১৩৯ পৃঃ।

শশাঙ্কশেখর—শশাঙ্ক-চন্দ্র, শেখর-ললাটে। চন্দ্রচূড় মহাদেব।

ভুজঙ্গ রঙ্গিত—ভুজঙ্গ—সর্প, ফণী; রঙ্গিত—ভূষিত। ফণীভূষণ মহাদেব।

কপর্দ্দমর্দ্দিত—কপর্দ্দ—শিবের জটা; মর্দ্দিত—বন্ধ। বদ্ধজট মহাদেব।

গণেশ শৈশব—গণদেবতাগণের শ্রেষ্ঠ শিশু গজানন হইয়াছেন পুত্র যাঁহার।

বিভূতি বিভব—ভস্ম অথবা যোগসিদ্ধিই ঐশ্বর্য্য স্বরূপ যাঁহার।

রজঃপ্রভায়ত—পুষ্পরেণু অথবা রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র আভাবিশিষ্ট দেহকান্তি যাঁহার—যথা,

"বিমল ধবল অচল অঙ্গ,
শোভে শিব শির-গঙ্গ-সঙ্গ।"

নেহালচাঁদ।

শিবের ধ্যান যথা। --

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংশং রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং—ইত্যাদি।

পদাম্বুজানত—পাদপদ্মে প্রণত ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকারী।

দুর্দ্দৈব—দুর্ভাগ্য, মন্দ অদৃষ্ট।

শালগ্রাম—বজ্রকীট কৃত চক্রযুক্ত গণ্ডকীশীলা, নারায়ণের মূর্ত্তি।

তুলসীর অভিসম্পাতে ভগবান হরি গণ্ডকী নদীতীরে শৈলরূপী হইয়া অধিষ্ঠান করেন। তথায় বজ্রদংষ্ট্র চক্রাকার বজ্রকীট সমুদায়, সেই শীলার কুহরে বিষ্ণুর সুদর্শনবৎ চক্র নির্ম্মাণ করে, ঐ চক্রযুক্তা শিলাখণ্ডেই শালগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। ভগবান হরি তাহাতে অংশরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। যে মনুষ্য নিত্য শালগ্রাম শীলার চরণামৃত পান করিবে, সে জন্ম, জরা, মৃত্যু তিরহিত হইয়া, দেববাঞ্ছিত হরির প্রসন্নতা লাভ করিবে। এবং নিখিল বিশ্বের সমস্ত তীর্থগণ তাহার স্পর্শসুখ ইচ্ছা করে, এবং সে ব্যক্তি জীবমুক্ত ও মহাপূত হইয়া, অন্তে ব্রহ্মার দুর্ল্লভ হরির পদলাভ করিবে। চতুর্ব্বেদ পাঠ ও পুরশ্চরণ পূর্ব্বক তপঃ সাধনে যে পুণ্য জন্মে, একমাত্র শালগ্রাম শীলার অর্চ্চনায় নিশ্চয়ই পুণ্যলাভ হইবে। শালগ্রাম, শঙ্খ, তুলসী, যাহার

ঘরে নিত্য পূজিত হয়, স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ, সখীসখাগণ সঙ্গে তাহার গৃহে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন। তাহার গৃহ পুণ্যতীর্থরূপ পবিত্র।

কদাচ···তারে—লক্ষ্মীপতি হরি, আমার অমান্যকারীকে কখনো কৃপাদৃষ্টি করেন না।

ভক্তবীর—জ্ঞানী ভক্ত। যে ব্যক্তি হরি ও হরে কোন প্রভেদ না করিয়া একাত্ম স্বরূপে ভজনা করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী ভক্ত।

থাকি গলে গলে—গলায় গলায় মিলিয়া থাকি। যে জন রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা একত্র করিয়া কণ্ঠে ধারণ করে, আমরা উভয়ে তাহার কণ্ঠে গলাগলি হইয়া থাকি।

উচিত···বাস—যে ব্যাসের হরি ও হরে এরূপ ভেদজ্ঞান, সে ব্যাসের কাশীতে বাস করা কর্ত্তব্য হয় না।

শিব কৈল মানা—শিব, কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা করা বারণ করিয়া দিলেন।

ব্যাসে···উদ্যত—স্নানাহ্নিক সারিয়া ব্যাস ভিক্ষায় বাহির হইয়া, এক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থ ভিক্ষা দিবার জন্য ঘরে যাইয়া, কিছুই না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বোধ হয়, শিবের অভিশাপের বিষয় সে জানিত না।

তপোধন—তপস্যাই একমাত্র ধন যাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য স্বরূপ যাঁহার। তপস্বী।

ভৈরব—শিবের দেহভূত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সকল—যথা, অসিতাঙ্গ গুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ, সংহার এই অষ্টবিধ ভৈরব মূর্ত্তি।

রিক্তহস্ত—শূন্য হাতে। ব্যাসকে দিবার জন্য অন্য এক গৃহস্থ ভিক্ষা আনিতেছিল, পথিমধ্যে ভৈরব তাহা হরণ করিয়া লইল। গৃহী খালি হাতে বুদ্ধিহারা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কটু কন কত—এই ভিক্ষা অপ্রাপ্তি কাণ্ডের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, ব্যাস গৃহীদিগকে কতরূপ কড়াকথা বলেন।

লাভ তাড়াতাড়ি—কেবল দৌড়াদৌড়ী সার।

লক্ষ্মীছাড়া—শিব শাপ-গ্রস্ত ব্যাসের পদার্পণে গৃহস্থদের খাদ্য দ্রব্যাদি ভৈরবে হরণ করিয়া লন, গৃহীরা তাহার মর্ম্ম না জানিয়া, ব্যাসকেই লক্ষ্মীহীন, অর্থাৎ শ্রীভ্রষ্ট, দুর্ভাগ্য ইত্যাদি কথায় গালাগালি দিতে লাগিল।

পাড়া—পল্লী

যাও মেনে—ম্যাঁয়নে (আপনা দ্বারা গুজরাৎ খোদ,) এই হিন্দী ভাষার কর্ম্মণিবাচ্যের প্রয়োগটি বঙ্গভাষার সহিত মিশিয়া কালক্রমে মাঁনে, ম্যাঁনে, শেষে মেনে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা যখন যে পদের সহিত বৈশে, তখন সেই পদের করণবাচ্যে কর্ত্তৃকারকের সহিত মিলিয়া অর্থ প্রকাশ করে। এই প্রয়োগটি, একটু স্পর্দ্ধা, একটু অভিমান ও একটু অবজ্ঞাসূচক। এস্থলে যাও যাও ঠাকুর

আর মুখ দেখাইও না। ইহাতে অবজ্ঞা, স্পর্দ্ধা ও অভিমান তিনিই স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হইয়াছে।

নামটি লুকাও—তোমার ঐ ব্যাস নামটি গোপন করিয়া, অন্য নাম করিয়া ভিক্ষা কর।

উতরোল উতলা, উৎকণ্ঠিত, বিহ্বল।

শিষ্যগণ…ঘুরিয়া—অনাহারী শিষ্যগণ ভিক্ষা হেতু ঘরে ঘরে পরিভ্রমণ করিয়া, একান্ত ক্লান্ত ও অবশাঙ্গ হইয়া ভ্রমি লাগিয়া স্থানে স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন।

নিশ্বাস ছাড়ি—ভিক্ষায় নীরাশ হইয়া, দুঃখসূচক দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ব্যাদেব বাসস্থানে চলিলেন।

উপবাস—অনাহার।

মহাক্রোধে…সাপ দিলা—ভিক্ষা না পাইয়া, ব্যাসদেব ক্ষুধায় ও ক্রোধে একবারে অধীর ও জ্ঞানশূন্য হইয়া, কাশীধামের প্রতি, কাশাখণ্ডোক্ত অভিসাপ প্রদান করিলেন।

কাশীতে শাপ।

(১৩৯—১৪২ পৃঃ)

[দ]য়াকর—দয়ার-আকর। হে করুণা নিধান মঙ্গলকর শিব, আমায় কৃপা কর।

[দ]ীন দয়াময়—তুমি দীন দুঃখীর প্রতি কৃপাবান, অতএব মাদৃশ দুঃখী জনকে ব্যাকুল দেখিয়া কেন কৃপা করিতেছ না?

তব পদে... মোর দোষ—হে আশুতোষ! তোমার শ্রীচরণে, আমার প্রতিপদ বিক্ষেপে অশেষ অপরাধ হইতেছে। অথবা আমি যাহা কিছু করি, তাহার ফি দফায়, (প্রতি প্রকরণে) তোমার চরণে, আমার অপরাধ হইতেছে।

জানি উপর হে—ইহা জানিয়াও এ নরাধমের প্রতি কেন ক্রোধ করিতেছ?

পিশাচে...রীতি—বীভৎস ও স্বেচ্ছাচারী পিশাচ প্রভৃতির প্রতি তোমার যথেষ্ট প্রসন্নতা আছে, কিন্তু সেই পিশাচরূপ আচারী আমার ন্যায় নর-পিশাচের রীতি নীতি আচার ব্যবহার দেখিয়া, তুমি আমায় পর ভাব কেন?

ভব নদী...ডর হে—ভারতচন্দ্র একান্ত কাতর হইয়া, তোমায় স্মরণ করিতেছে, অতএব তাহাকে, সুদুস্তর সংসার-সাগর পার করিয়া, তাহার ভবভয় ভঞ্জন কর।

তবে আমি...অন্যথা নহিবে—ইহার ভাবার্থ এই যে, কাশীতে ভিক্ষা না পাইয়া, ব্যাস ভাবিলেন, ইহা কাশী-বাসিগণেরই চক্রান্ত, সুতরাং ক্রোধে অধীর হইয়া, তাহাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন, তোমরা যেমন ধন, বিদ্যা, মোক্ষ এই তিন বিষয়ে বিশেষ গর্ব্বিত, তেমনি আমার শাপে, অদ্য হইতে, তোমাদের অধস্তন ক্রমে তিন তিন পুরুষের বিদ্যা, ধন ও মোক্ষ লাভ হইবে না। আর কাশীবাসীর পাপ অক্ষয় হইবে। অন্যত্রকৃত পাপ কাশীতে আসিলে খণ্ডিবে, কিন্তু কাশীকৃত পাপ অখণ্ডনীয় হইবে।

যদি বেদ সত্য হয়, তবে আমার বাক্যের কদাচ অন্যথা হইবে না।

জগতজননী···অধিষ্ঠান—আদ্যাশক্তি জগজ্জননী প্রকৃতি-রূপে সর্ব্বজীবে সম ভাবে বিরাজ করেন। কবি অন্য স্থানে বলিয়াছেন ;—

ভব সংসার ভিতরে, ভবভবানী বিহরে।
ভূমের দেহ, নবদ্বার গেহ,
নর নারী কলেবরে॥

উত্তম অধম, স্থাবর জঙ্গম,
সবজীবের অন্তরে ;
চেতনাচেতনে, মিলি দুই জনে,
দেহী দেহরূপে চরে॥

আকাশ···তেমনি—পঞ্চ ভূতাত্মক দেহীদিগের শরীরে, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ মরুৎ এবং ব্যোম, এই পঞ্চভূত যেমন সমভাবে রহিয়াছে, তেমনি সর্ব্বজীবে আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণার শক্তিও সঞ্চারিত আছে। যথা ;—

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ংমে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেহপরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।
অহংকৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

ভগবদ্গীতা ৭।৩—৬

সকলে…সারা—চন্দ্র, সূর্য্য, তারা প্রভৃতি সকলের প্রতি যেমন সমভাবে কিরণ বিস্তার করেন, তদ্রূপ সারা অর্থাৎ অসার-সংসারের একমাত্র আশ্রয়ীভূতা আদ্যা প্রকৃতি অন্নদা সর্ব্বভূতে সমান। আকাশ হইতে সারা পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি উপমা অলঙ্কার।

হরি হর…কাছে—হরির ও হরের জীবের প্রতি প্রিয় অপ্রিয় ভাব আছে। অর্থাৎ তাঁহারা ভক্তের বান্ধব ও অভক্তের শত্রু ছিলেন। যথা,—হিরণ্যকশ্যপ ও প্রহ্লাদ এবং ত্রিপুরাসুর ও রাবণ। কিন্তু অন্নদার নিকট শত্রু মিত্র প্রভেদ নাই।

জয়া বিজয়া—ভগবতী অন্নদার নিত্য সখীদ্বয়।

ভাঙ্গী ভাঙ্গড়, ভাঙ্গ-খোর।

ধুতুরায় ভোল—ধুতুরা খাইয়া ভোলা হইয়া, অথবা ধুতুরার নেশায় বিভোর হইয়া থাক।

ব্রহ্মহত্যা…ত্রাস তোমার কি ব্রহ্মবধের ভয় নাই ?

একবার…মুণ্ডধারী হয়ে—মনুষ্যদিগের ন্যায় দেবতাদিগের পরস্পরের মধ্যে অনেক সময় বিবাদ উপস্থিত হইত। মহাভারতে উক্ত আছে, একদা শিব ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মার একটি মস্তক ছিন্ন করেন। তদবধি ইনি কপালী নামে অভিহিত হন এবং তৎপাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন।

খণ্ডিতে—খণ্ডন করিতে, মোচন করিতে।

আমার দুর্নাম হবে—শাস্ত্রে কথিত আছে, কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায়, জীব অভুক্ত থাকিতে পারে না, কিন্তু, হে কাশীনাথ! যদি আমা বিদ্যমানে ব্যাসদেব কাশীতে উপবাসী রহেন, তাহা হইলে আমার অন্নপূর্ণা নামে কলঙ্ক হইবে।

বুড়াটির ঠাট— অন্নপূর্ণা ব্যাসকে অন্ন দিতে যাইতেছেন দেখিয়া শিব প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে, তাহাকে বিস্তর নিষেধ করেন। ইহাতে অন্নপূর্ণা নিজের দুর্নামভয়ে, শিবের নিষেধবাক্য না শুনিয়া ক্রোধভরে ব্যাসবাসাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভয়ভীত ভোলানাথও তদ্দর্শনে কম্পান্বিত কলেবরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। ভীমকে সভয় ও তদবস্থ দেখিয়া, অভয়া হাসিতে হাসিতে বিজয়াকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ লো বিজয়া বুড়াটির রঙ্গ দেখ। ঠাট—রঙ্গ।

তোমার ঘরের ঠাট —গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন, এ বিষয়ে বিজয়াকে সাক্ষী মানিলে কি ফল হইবে? তোমাদের ঘরের ওসব রঙ্গরহস্য তোমরাই ভাল জান. অর্থাৎ আদ্যাশক্তি চিন্ময়ীপরা প্রকৃতির আচিন্ময় পরমপুরুষ ঈশ্বরের যে লীলাখেলা, তাহা তাঁহারাই ভাল জানেন। উহা অন্যের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত।

অন্নদার মোহিনী রূপ।

১৪২—১৪৫ পৃঃ

মোহিনী রূপ—জগৎমোহকারিণী মূর্ত্তি পাছে ব্যাসদেব অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া চিনিতে পারেন, এ জন্য মহামায়া ভুবনভুলানীরূপ ধারণ করিয়া, অন্ন লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

একি...ভঙ্গিমা—একি অতুল অত্যাশ্চর্য্য ভঙ্গিবিশিষ্ট রূপ-মাধুরী।

চরণে অরুণ রঙ্গিমা—দেবীর চরণ দুখানি স্বতঃই রক্তবর্ণ, দেখিলে বোধ হয়, যেন অরুণদেব তাঁহার চরণতলে রঙ্গ করিতেছেন।

তুঙ্গিমা—দেবীর পীনোন্নত পয়োধর দর্শনে, বোধ হয় যেন, তত্তুল্য রূপধারণার্থ, মহাদেব হর, শম্ভুমূর্ত্তি অর্থাৎ কনকরূপ লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শম্ভুর ঈদৃশ মূর্ত্তির আভাস বিদ্যাপতিতেও এইরূপ একটুকু আছে, যথা—

> গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিতে,
>
> গীমক গজমতিহারা।

তুঙ্গিমা—উন্নতত্ব, উচ্চতা।

থাকিতে...কালিমা—চন্দ্রই সুধার আকর; সুধা সেই চিরবাসস্থান চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া, মোহিনীরূপিণী দেবীর অধরে বাস করিবার বাসনা করায়, সুধাহীন সুধাকরে কলঙ্ক-কালিমা পড়িল।

ফুলধনু. .বক্রিমা—ফুল ধনুতে যাহার, সেই কামদেব মদন দেবীর ধনুকাকৃতি সুবঙ্কিম ভ্রূ-যুগল দেখিয়া, লজ্জায় প্রথমতঃ ধনু ও পরে আপনিও তনু ত্যাগ করিলেন। অথবা ফুল ধনু-ময়-দেহ-ধারী মদন, দেবীর ভ্রূরূপ ধনু যুগলের সুবঙ্কিম ভাব দর্শনে, আর ধনু ধরিব না বলিয়া, লজ্জায় নিজের ফুল ধনু ত্যাগ করিলেন।

রূপ...মহিমা- মায়ারূপিণী দেবীর ঈদৃশী মোহিনীমূর্ত্তির অতুল মহিমা, সম্যকরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে, স্বয়ং শিবেরও যখন মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানতা উপস্থিত হয়, তখন ভারতচন্দ্র তাঁহার মহিমার বিষয়ে আর অধিক কি কহিবে।

মায়া—ঐশী শক্তি, কুহক।

কোটিশশী...গন্ধ—কোটি কোটি চন্দ্রকে পরাভব করিয়া দেবীর মুখচন্দ্রিমা শোভা পায়। অর্থাৎ একত্র এক স্থানে যদি কোটি কোটি চাঁদের উদয় হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে, তাহার শোভা যত না হয়, দেবীর একমাত্র বদনচন্দ্রিমা তদপেক্ষাও অধিকতর শোভান্বিত। সেই সুচারুবদনে বিকশিত কমলের সুসৌরভ দশ দিক আমোদিত করিয়া রহিয়াছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে...অন্ধ—সেই সুমধুর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, কমলের মধুপানলোভে জ্ঞানশূন্য হইয়া, মধুকরগণ দলে দলে উড়িতেছে।

ভুরু...অনঙ্গ হইয়া—মদন, দেবীর সুন্দর সুবক্রিম ভ্রূ-যুগল দর্শনে, স্বীয় ফুলধনু লজ্জায় পরিত্যাগ করিয়া, আপনিও

লজ্জায়, অতনু হইয়া তাঁহার মাজার মধ্যস্থলে অর্থাৎ নাভি-কূপে লুকাইয়া রহিলেন। অন্যার্থে, দেবীর মাজাখানি এত সরু যে, তাহা অনঙ্গ অর্থাৎ (দেহরাহিত্য ভাবে) আছে কি নাই, তাহা বুঝা অতি কঠিন। এই জন্যই সে স্থান অতনুর আশ্রয়স্থল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

উন্নত স্বয়ম্ভু···ছলে—দেবীর সুবঙ্কিম ভ্রূভঙ্গিমা দেখিয়া, লজ্জায় তনুত্যাগ করিয়া, মদন দেবীর মাজার মধ্যস্থলে বা নাভিমূলে আশ্রয় লইবার জন্য যাইতেছিলেন, পথমধ্যে পীনোন্নত পয়োধর যুগল সন্দর্শনে, স্বয়ং শম্ভু জ্ঞানে, সন্ত্রাসিত মনে, নাভিবিবরপানে ধাবমান হইতেছিলেন। তদ্দর্শনে পয়োধর, পলায়মান মদনেরে—"ভয় নাই, ভয় নাই; হম্ নহুঁ শঙ্কর, হুঁ বরনারী" বলিয়া—তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিলেন। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, মানুষের ঠিক বুকের সন্ধিস্থল হইতে অল্প অল্প লোমের একটি ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ রেখা নাভিমূল পর্য্যন্ত নামে, উহাকে ত্রিবলী কহে। যুবকযুবতীদিগের উহা অতীব সুন্দর; বিশেষতঃ বর্ণোৎকর্ষতা ক্রমে উহা আরও সুন্দর। এ সম্বন্ধে বিদ্যাপতি বলেন,—

নাভিবিবর সঙ্গে, লোম লতাবলী,
ভুজগী নিশ্বাসপ্রয়াসা;
নাসাখগপতি, চঞ্চুভরমভয়ে,
কুচগিরি সান্ধিনিবাসা।

অকলঙ্ক···হয়ে—মৃগ কোলে করিয়া থাকায়, চন্দ্রের দেহে মৃগচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাই চন্দ্রের কলঙ্ককালিমা।

কিন্তু দেবীর চন্দ্রাকৃত পায়ের নখের জ্যোতি, চন্দ্র অপেক্ষাও উজ্জ্বল, নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক; এ নিমিত্ত চন্দ্র তাঁহার দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা ঘুচাইবার আশায়, দশটি স্বতন্ত্ররূপ ধারিয়া দেবীর দশ পদনখে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মুকুতা…বিন্ধহিয়া—শুভ্রকান্তি মুক্তাফলদিগের দেহ সিন্দূর দ্বারা যত্নে মাজ্জিলে যেরূপ উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়, দেবীর দশনপঙ্‌ক্তি তদপেক্ষা আরও উজ্জ্বল আরও সুন্দর। সিন্দুরমার্জ্জিত মুক্তাবলী দেবীর দশনরাজির নিকট সৌন্দর্য্যে পরাভব হইয়া, সুধার অধরে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া, অভিমানে নিজের বুকে শেল হানিলেন, এবং সেই হইতেই স্থানভ্রষ্ট ও হার মালারূপে পরিণত হইয়া কণ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বিননিয়া…বিষধরী—দেবীর সুচিক্কণ বেণী-বদ্ধ কেশরাজির অলৌকিক শোভা দর্শনে, সাতিশয় সন্তাপিত হইয়া, ফণিনী ধরণীগর্ভে লুকাইতে চলিল। তদ্দর্শনে, তাহাকে ধরিবার জন্য বিনোদবেণীও ধরাতলে ধাবিতা হইল। দেবীর কেশরাজি আগুল্‌ফ লম্বিত ছিল, এই শ্লোক দ্বারা তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

চক্ষে…ইন্দু—দেবীর সুচারু নয়ন, মৃগনয়নের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে, এবং সুন্দর ললাট মদস্রাবী মৃগললাটকেও পরাস্থ করিয়াছে।

মদ—উন্মাদনজনিত স্বেদবিন্দু।

অরুণের…রঙ্গিমা—দেবীর অধরের রঙ্গ এত সুন্দর ও এত

উৎকৃষ্ট যে দেখিলে বোধ হয় যেন অরুণকেও রঙ্গ বিতরণ করিতেছে। অথবা দেবীর রঙ্গময় অধর স্বীয় বর্ণোৎকর্ষতাপ্রযুক্ত অরুণকে বিদ্রূপ করিতেছে। দেবীর সুমধুর হাস্যের ভাবভঙ্গী দেখিয়া চপলাও অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ক্ষণকাল মাত্র চমকিয়া রূপের ছটায় অল্পমাত্র স্থান আলোকিত করে, কিন্তু দেবীর সুমধুর হাস্যের ভঙ্গিমা সুধাব অধরে সর্ব্বদা সমভাবে রহিয়া নিখিল জগৎ আলোকিত ও পলকিত করিতেছে। লক্ষ্মার চাঞ্চল্য এ স্থলে সংগত হয় না।

রতন···চমকে—রত্নখিচিত কাচলী ও রত্নময় শাড়ী বিদ্যুতের ন্যায় চকমক করিতেছে।

মণিময়···ঝমকে—চাকচিক্যময় মণিমুক্তাপ্রবালাদিবিনির্ম্মিত ভূষণচ্ছটায় দশদিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, এবং ঐ সকল আভরণ গতিকালীন ঝমর ঝমর শব্দ করিয়া বাজিতেছে। যথা,—

ঝমর ঝমর, জনায়ে গুমর, ঝলমল মল বাজ্‌ছে পায়।
নেহালচাঁদ।

কথায়···চারিপাশে—মূলস্বর ত্রিবিধ, যথা;—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। এই স্বরত্রয় হইতে আবার সপ্তপ্রকার ধ্বনি নির্গত হয়, যথা,—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। ইহারা স্বরান্তর্গত। এক একটী প্রাণীর স্বরানুকরণে এই সকল স্বরের নামলিপি হইয়াছে। তন্মধ্যে কোকিল পঞ্চমস্থানীয় পঞ্চম নামক

অতি মধুরস্বরের আধার। কিন্তু দেবীর বদননিঃসৃত অমৃতায়মান কথাগুলি এত সুমধুর, এত সুললিত এবং এতই প্রীতিপদ যে, স্বয়ং কোকিলও তাহাতে লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া, স্বরসাধন ও স্বরবিন্যাসপ্রণালী শিখিবার জন্য, দেবীর চারিপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কোকিলদিগেরই স্বরশক্তি প্রকৃতিপ্রসিদ্ধ, কোকিলার নহে, তবে কবি এ স্থলে, সোহাগিনী স্বামীসঙ্গিনী বলিয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছেন।

কঙ্কন···অনিবার—দেবীর কঙ্কনের ঝঙ্কার শব্দ এত সুমিষ্ট যে, ভ্রমর ভ্রমরীগণ, নিজ নিজ গুঞ্জন শব্দ নিকৃষ্টবোধে, ঐ কঙ্কনঝঙ্কার শিখিবার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে অনবরত আসিতেছে।

চক্ষুর···খঞ্জনী—খঞ্জন ও খঞ্জনীপাখীর নাচিয়া নাচিয়া চলন অতীব সুন্দর, কিন্তু দেবীর নৃত্যকারিণী চটুল চক্ষের চাহনি, আরও সুন্দর, আরও মধুর বোধে, খঞ্জন খঞ্জনী তাহার অনুকরণ মানসে, ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া দেবীর নিকট নাচিতেছে।

নিরুপম···হন কামী—বরাঙ্গিনী ও বরবর্ণিনী অন্নপূর্ণার অতুলনীয়া সেই মায়াময়ী মোহিনী মূর্ত্তির তুলনা ত্রিভুবনে নাই; সুতরাং কবি ভারতচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন, সেরূপের স্বরূপ আমি কিরূপে বর্ণনা করিব। অর্থাৎ যে মনোমোহিনী মায়ামূর্ত্তি দর্শনে, কামবিজয়ী নিষ্কাম

স্বয়ং শিবেরও মনে যখন বিলাসবাসনা উদ্দীপিত হয়, তখন সে অতুলনীয় রূপলাবণ্যের স্বরূপ বর্ণন আমার সাধ্যের অতীত। দেবীর রূপবর্ণনার আদ্যোপান্ত উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

প্রাচীন কবিগণ রূপবর্ণনা স্থলে, শরীরের এক একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া, তাহার যথার্থরূপ তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করিতেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম, কীর্ত্তিবাস, কাশীদাস এবং ভারতচন্দ্র প্রভৃতি এই দলের লোক। তাঁহারা শরীরের যে কোন স্থান সুন্দর হইলেই তাহাকে সুন্দর বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু অধুনা নব্য কবিগণের মতে সে প্রকারে রূপবর্ণনা হয় না। ইহাঁরা বলেন, শরীরের বর্ণ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টির সৌন্দর্য্য লইয়াই রূপ এবং ঐরূপ লাবণ্যযুক্ত হইলেই সুশ্রী বলা যায়। মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, প্রভৃতি এই দলের লোক।

এইরূপে—এই প্রকারে বা ঈদৃশী মোহিনীমূর্ত্তিতে, স্বয়ং অন্নপূর্ণা ব্যাসের প্রতি করুণা করিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া দেখা দিলেন।

মায়াময়…করি—দেবী নিজ অবিদ্যাশক্তি প্রভাবে, কুহক পরিপূর্ণ একটি সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিলেন এবং মহাদেবকে এক অতি বড় বুড়ার মূর্ত্তি ধারণ করাইয়া সেই পুরীমধ্যে স্থাপন করিলেন এবং আপনি পরমা সুন্দরীর বেশে পুরদ্বারে দাঁড়াইয়া ব্যাসদেবকে ভক্তিভাবে কহিতে লাগিলেন।

গোঁসাই—গোস্বামী, প্রভু। শ্রীমদ্‌ভাগবৎপরায়ণদিগের উপাধি। গো-কুলের স্বামীস্বরূপে ভগবান লীলাখেলা করিয়াছিলেন, তাহার ভক্তবৃন্দও শ্রেষ্ঠার্থে ওই গো-স্বামী নামে অভিহিত হন।

অতিথি ভক্তিমান—অভ্যাগত, আগন্তুক, অজ্ঞাতপূর্ব্ব গৃহাগত ব্যক্তি। হে ঠাকুর আমার এই গৃহের যিনি গৃহী, অর্থাৎ আমার যিনি স্বামী, তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, অতিথির সেবা না করিয়া, তিনি জলটুকু পর্য্যন্ত খান না। কারণ তিনি জানেন "সর্ব্বদেবময়োতিথিঃ।" এবং আরও জানেন ;—"অদত্বা নৈব ভোক্তব্যং যথা বিভবমাত্মনঃ।"

মার্কণ্ডেয় পুরাণ॥

অতএব হে ঠাকুর, অদ্য আমার বাটীতেই আপনার ভোজনের নিমন্ত্রণ।

তপস্বী...প্রচুর—তেজস্বী তপস্বীরা, দগ্ধ উদরের জন্য, সাধ্যস্বত্বে প্রায়ই কাহারও দ্বারস্থ হন না, হইলেও যত্নের আধিক্য ব্যতীত লাঘব হয় না। এজন্য মহামায়া ব্যাসকে তপস্বী বোধে বিশেষ যত্ন করিয়া কহিলেন, হে অতিথি ঠাকুর! অত্যন্ত বেলা হইয়াছে, আর কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন, আজ আমার বাটীতেই আতিথ্য স্বীকার করুন।

কোথা...আসি—অন্ন বিনা আমরা তিন দিন উপবাসী আছি এবং এই বিস্তীর্ণ কাশীধাম ঘুরিয়া কোথাও একমুঠা অন্ন পাই নাই ; অতএব এমন কাশীতে এমন পরোপকার-

ব্রতধারিণী হে পুণ্য-রূপিণী দেবি! তুমি কোথা হইতে আসিয়া উপনীত হইলে।

নিরুপম···বট আপনি—ব্যাস মনে মনে ভাবিলেন, যেখানে সাধিয়া অন্ন পাই নাই, সেখানে অন্ন লইয়া সাধে, এ বড় বিস্ময়ের কথা। এজন্য অন্নদার নিকট পরিচয় চাহিতেছেন,—হে দেবি, তোমার রূপের ও বয়সের তুলনা নাই। তুমি ষোড়শী কি বয়সী, স্বরূপা কি অরূপা, আমি এমনই মুগ্ধ হইয়াছি যে, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার আর অন্য ভিক্ষার প্রয়োজন নাই, তোমার সুধামাখা সুধু কথাতেই আমার যথেষ্ট আতিথ্য হইয়াছে, আমি পরম পরিতৃপ্ত হইযাছি, তবে এইক্ষণ এইমাত্র ভিক্ষা যে, "তুমি কে বট" আমাকে এই পরিচয় দাও। বট—হও।

বিষ্ণুর···অনুমানি—ব্যাস পুনরায় কহিতেছেন;—আমি নারায়ণের লক্ষ্মী, হরের পার্ব্বতী, ব্রহ্মার সরস্বতী, বা সাবিত্রী এবং ইন্দ্রের শচী প্রভৃতিকে দেখিয়াছি এবং তাঁহাদের বেশ জানি ও চিনি। কিন্তু তোমাকে তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিতেছি বলিয়া আমার অনুমান হইতেছে, তুমি তাঁহাদের মধ্যের কেহ নহ।

শুনিয়াছি···করি—আমার শুনা আছে, এই কাশীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অন্নপূর্ণা, অতএব অনুমান করি সেই অন্নপূর্ণাই তুমি।

মৃদু মধুস্বরে—কোমল অথচ সুমিষ্ট রবে।

কোথা...পান স্বামী—ব্যাস তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন, দেখিয়া অন্নপূর্ণা ব্যাসকে ছলনা করিয়া কহিতেছেন, তুমিও যেমন ঠাকুর, তোমার অন্নপূর্ণাই বা কোথায়, আর তুমিই বা কোথায়, আর আমিই বা কোথায়। অর্থাৎ আমাদের এ তিন জনের পরস্পর কাহারও সহিত কোন সম্পর্কই যখন নাই, তখন আর ও-কথা পাড় কেন? এখন শীঘ্র শীঘ্র এসে আহার কর, আমার গৃহস্থ ঠাকুর বড় কষ্ট পাইতেছেন। ইহাতে অন্নদা ব্যাসকে অন্যার্থে ইহাও বলিলেন, যাঁহাদের নাম করিলে, তাঁহারা ও তুমি আমি আবার আর কোথায় থাকিব? সকলেই এক স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছি।

বাসনার মত—অভিলাষ বা বাঞ্ছানুযায়ী। যাহার যাহা ভোজনে ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ীর নিকট সে তাহাই পাইয়াছে।

আচমন—ভোজনান্তে মুখপ্রক্ষালন, আঁচান। আহ্নিকাদি বৈধকর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে বারত্রয় জলপানানন্তর অষ্টাঙ্গ স্পর্শরূপ শুদ্ধিজনক ক্রিয়া।

ভারত···কৈও—গুণাকর ভারতচন্দ্র কহিতেছেন, হে ব্যাস-দেব, সাবধান হইয়া কথাবার্ত্তা কহিও। কারণ, যাঁহার সহিত কথা কহিতেছে, তিনি বড় যে-সে বুড়া নহেন, স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি দেবাদিদেব মহাদেব।

অন্নদামঙ্গল।

—•:•—

গণেশবন্দনা।

১—২ পৃষ্ঠা।

অন্নদামঙ্গল—মঙ্গলার্থে অন্নপূর্ণাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। পূর্ব্বে আসর সাজাইয়া, সংকল্প করিয়া পাঁচালি বা কথার মত দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইত। এখনও চণ্ডীমঙ্গল, জয়মঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি এই-রূপে গীত হইয়া থাকে। রায় গুণাকর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি অনুসারে তাঁহার 'ভক্তি আশে' এই নূতন মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। গুণাকর যে কারণে এই মঙ্গল রচনা করেন, তাহা গ্রন্থসূচনায় বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখনকার বাঙ্গালার নবাব মহাবদজঙ্গকে বার লক্ষ টাকা নজরাণা দিতে স্বীকৃত হন। তিনি সে টাকা দিতে অপারগ হইলে তাঁহাকে নবাব মুরসিদাবাদে কয়েদ করিয়া রাখেন। কথিত আছে, এই সময়ে অন্নপূর্ণাদেবী প্রত্যক্ষ হইয়া, তাঁহার সেই মূর্ত্তি পূজা করিবার জন্য এবং তাঁহার মঙ্গলগীত প্রকাশ করিবার জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বপ্নাদেশ করেন। পরে তিনি মুক্ত হইলে, সেই আদেশমতে প্রতি চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে

অষ্টমীনিশিতে বিধিপূর্ব্বক অন্নপূর্ণার পূজা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত আট দিন ক্রমাগত এই মঙ্গল গান হইত। এই জন্য ইহাকে অষ্টমঙ্গলার গানও বলা হয়। মহাকবি মহাভক্ত ভারতচন্দ্রও অন্নপূর্ণার দয়ায় এই অষ্টাহ গীতের সবিশেষ উপদেশ পান। তাঁহাকেও স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল ;—

"স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।"

পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে অন্নপূর্ণা পূজা একরূপ অপ্রচলিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই তাহা এদেশে রীতিমত আরম্ভ হয়।

বন্দনা—স্তুতি। গুণগান। সকল দেশেই কবিগণ কাব্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দেবতার—বিশেষতঃ বাদেগ্দবীর বন্দনা করিয়া থাকেন।

গণেশায়—সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে নমস্ শব্দ যোগে চতুর্থী। বাঙ্গালায় এরূপ ব্যবহৃত হয় না। গণেশকে নমস্কার, এরূপ বলিতে হয়।

আদি ব্রহ্ম—শাস্ত্রমতে সকল দেবতাই আদি ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাত্র। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা।" সাধকের সুবিধার জন্যই এরূপ হইয়াছে। নতুবা "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ" পরমাত্মাই সকল দেবতা। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে দেবতার সহিত ব্রহ্মের কোনই ভেদ নাই। তবে তাঁহার যখন যে ভাব অথবা তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইলেও তাঁহার গুণের শক্তির, বা কার্য্যের

যেরূপ ভাব আমরা যে সময়ে উপলব্ধি করি, তদনুসারে তাঁহার সেইরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লই। প্রকৃত সাধক যখন যে দেবতার আরাধনা করেন, তখন তাঁহাকেই তিনি ব্রহ্মরূপে সাধনা করিতে চেষ্টা করেন, ব্রহ্মকে আংশিক-রূপে উপলব্ধি করিতে করিতে তাঁহাকে যত বেশী ধারণা করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন। মহাভক্ত ভারতচন্দ্রও যখন যে দেবতার বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া আরাধনা করিয়াছেন। তিনি গণেশকে 'বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম' বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ তাঁহার ইষ্টদেবতা কালী সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ঐ যে কালীকৃষ্ণ, শিব, রাম সকল আমার এলোকেশী।" আর এক স্থানে,

"ও মা যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে, তার হাতে মা কোথায় বাঁচ।"

ইষ্টদেবতা সম্বন্ধে এইরূপ ব্রহ্মরূপে আরাধনা করিতে শিক্ষা করাই সাধকের কর্ত্তব্য। গুণাকর তাঁহার ইষ্টদেবতা অন্নপূর্ণা দেবীকে ব্রহ্মরূপেই বন্দনা করিয়াছেন।

পরমপুরুষ—শাস্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতিই সৃষ্টির আদি তত্ত্ব—ইহাঁরাই নিত্য আর সকলই অনিত্য। এই পুরুষের মধ্যে যিনি ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, বাসনা প্রভৃতির দ্বারা অভি-ভূত বা মায়ায় বদ্ধ নহেন—তিনিই ঈশ্বর বা পরমপুরুষ।

পরাৎপর—শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সারাৎসার।

মহাযোগী—যাঁহার চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ—বাহ্য বস্তুর সহিত

যাঁহার কোন সম্পর্কই নাই, তিনিই যোগী। যিনি ব্রহ্ম, তিনি সচিদানন্দময়। প্রকৃতির কার্য্য হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত। এই জন্যই তিনি মহাযোগী।

সুন্দর— যিনি ব্রহ্ম তিনিই "সত্যং শিব সুন্দরং।"

বিঘ্নরাজ— সকল বিঘ্নকারকগণের অধীশ্বর বলিয়াই বিঘ্নের উপর গণেশের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে ও এজন্য তিনি বিঘ্ন-বিনাশক ও বিঘ্নরাজ। তিনি শিবের অনুচর আতিবাহিক দেহধারী—ভূতগণের বা প্রমথগণের অধীশ্বর বলিয়াই তাঁহাকে গণেশ বলে।

তব নামে—এই জন্য গণেশের নাম সিদ্ধিদাতা।

অর্চ্চনা আগে—পৌরাণিক কথামতে গণেশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হওয়াতে পার্ব্বতী অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলে শিব এই বর দিলেন যে,

"এই পুত্র হবে তার ত্রিভুবনের রাজা।
সকল দেবের মাঝে আগে পাবে পূজা॥"

বিশ্বের জনক তুমি— এই অংশও ব্রহ্মের মহিমাব্যঞ্জক হইতেছে।

সৃষ্টি···প্রলয়—শাস্ত্রমতে সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি, এক মন্বন্তরের পর আবার মন্বন্তর, তার পর মহা-প্রলয়; এই সকল যথানিয়মে সংসাধিত হইতেছে। ব্রহ্মই ইহার মূল। শাস্ত্রে আছে "যাঁহা হইতে এই সকল সৃষ্ট বস্তু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহাতে স্থিতি করে, এবং

প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ৩।১।২)

ক্রীড়া কর—ব্রহ্মের জন্ম গ্রহণাদি সমুদয়ই লীলা খেলা মাত্র। তিনি সৃষ্টি পালনার্থ অনুকূল হইয়া এইরূপ জন্ম পরিগ্রহ করেনমাত্র। নতুবা তিনি জন্মমৃত্যুহীন।

হেলে—অনায়াসে অবহেলা করিয়া। ভাষাকথায় 'হেলায়' বলিয়া থাকে।

পিয়া—পান করিয়া।

খেলাছলে করহ প্রলয়—শাস্ত্রমতে যখন প্রলয় হয়, তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। তাহা একেবারে বিনষ্ট হয় না কেবল রূপান্তরিত হইয়া ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রলয়কালে তাঁহার উদরে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন। প্রলয়ের সময় স্থূল ভূত সূক্ষ্ম ভূতে মিশিয়া যায়। সূক্ষ্ম ভূত ইন্দ্রিয়গণ আবার অহঙ্কারতত্ত্বে লীন হয়—অহঙ্কারতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বে এবং বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া ব্রহ্ম সহ মিশিয়া যায়। ইহাই প্রলয় বা প্রতিসঞ্চর। এ সমস্তই ভগবানের লীলাখেলা মাত্র।

ফুৎকারে—অবলীলাক্রমে। অর্থাৎ প্রলয়কালে যেরূপ সমস্ত সৃষ্টি অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হইয়াছিল, সেইরূপ সৃষ্টিকালেও ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্রেই অবলীলাক্রমে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া সৃষ্টিরূপে পরিণত হইল। প্রলয়ের ন্যায় সৃষ্টিও ক্রমে ক্রমে হয়। প্রথমে ব্রহ্মের মায়া বা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে

মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব সৃষ্ট হইয়া, তাহা হইতে অহঙ্কার ও তাহা হইতে মন আদি ইন্দ্রিয়ও সূক্ষ্মভূত ও অবশেষে স্থূলভূত সৃষ্ট হইয়া এই বিশ্বরূপে পরিণত হয়। ইহাকেই সৃষ্ট বা সঞ্চর কহে। এইরূপেই সৃষ্ট ও প্রলয় হইয়া আসিতেছে।

সৃষ্টি—সৃজন করিয়া।

বিধি বিষ্ণু···সংহার—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই বিধি বিষ্ণু সমুদায়ই উৎপন্ন হন এবং প্রলয়কালে তাঁহারা ব্রহ্মেই লীন হন। ব্রহ্মের ত্রিগুণময়ী মায়া বা প্রকৃতির গুণক্ষোভ বা ন্যূনাধিক্য হওয়ায় যে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, তাহারই সাত্ত্বিক অংশে বিষ্ণু, রাজসিক অংশে ব্রহ্মা ও তামসিক অংশে শিবের উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। ইহারা উক্ত শক্তিত্রয়ের নামান্তর মাত্র। গুণভেদে এই তিন ভাগে বিভক্ত মহত্তত্ত্বের আবার দুই অংশ—তাহার আত্মার অংশ আর প্রকৃতির অংশ অথবা চৈতন্য ও শক্তি অংশ। (অন্নপূর্ণা বন্দনায় মহামায়ার টীকা দেখ) শিবের শক্তি অংশকে শিবা বা পূর্ণা, আর আত্মা অংশকে শিব বলা হইয়াছে, বাস্তবিক তাঁহারা পৃথক নহেন। তন্ত্রে আছে, 'শিব শক্ত্যেরভেদত্বং' রাম প্রসাদ বলিয়াছেন, "অজ্ঞানেতে অন্ধজীব ভেদ ভাবে শিবশিবা।" কবিকঙ্কন অতি অল্প কথায় অথচ অতি চমৎকাররূপে সৃষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই,

একদেব নানা মূর্ত্তি হইলা মহাশয়।
হেম হইতে বস্তুতঃ কুণ্ডল ভিন্ন নয়॥

প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিল আধান।
রূপবান হইলা তাতে তনয় 'মহান'॥
মহতের পুত্র হইলা নাম অহঙ্কার।
যাহা হইতে হইল সৃষ্টি সকল সংসার॥
মহতের পুত্র হইতে এই পঞ্চজন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন॥
এই পঞ্চ জনেরে বলে পঞ্চভূত।
ইহা হইতে প্রাণী বৃদ্ধি হইল বহুত॥
গুণভেদে এক দেব হইলা তিন জন।
রজোগুণে হইলা বিধি মরালবাহন॥
সত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
তমোগুণে মহাদেব বিনাশ কারণ॥

কবিকঙ্কন চণ্ডী—সৃষ্টি।

বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম—আদি ব্রহ্ম সম্বন্ধে টীকা দেখ। কবিকঙ্কন বলিয়াছেন,—

"বেদান্ত দরশনে, ব্রহ্ম যাঁরে বাখানে,
আনে বলে পুরুষ প্রধান।
বিশ্বের পরম গতি, হেতু অন্তরায় পতি,
তাঁরে মোর লক্ষ পরণাম॥"

কবিকঙ্কন চণ্ডী—গণেশ বন্দনা।

তুমি জপ কোন ব্রহ্ম—পূর্ব্বে গণেশকে সুতরাং ব্রহ্মকে মহাযোগী বলা হইয়াছে। যোগী আত্মা বা ব্রহ্মকে ধ্যান করেন, কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মের ধ্যানের বিষয় কি, তাহা কে বলিবে?

যে তুমি···নারিন্ত—ব্রহ্মের স্বরূপ কেহই জানিতে পারে না—তিনি বাক্য মনের অগোচর।

বিধি হরিহর নাহি জানে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন না।

চতুর্ব্বর্গ দান—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল তোমা হইতেই লাভ হয়।

ইথে···পাইব—তাহা হইলে আমি অন্নপূর্ণা মঙ্গলরচনায় সিদ্ধমনোরথ হইব।

আসরে—পূর্ব্বকালে এক্ষণকার আসরের ন্যায় মঙ্গলসঙ্গীতও আসরে গীত হইত।

উর—আসিয়া অধিষ্ঠান কর

নায়ক—নেতা, প্রধান গায়ক।

ভক্তি আশে—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভক্তির আশা অর্থাৎ অভিলাষ অবগত হইয়া—ব্রহ্মসিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তি যোগের ন্যায় শুভদায়ক পন্থা আর নাই। তাই ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, "হে অচ্যুত তোমার প্রতি আমার যেন অচলা ভক্তি থাকুক।"

সরস ভাষে—কাব্যকেই সরস বাক্য বলে। "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং।—ছন্দমঞ্জরী।

গণেশের বন্দনা পাঠে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে বোধ হয়, রায়গুণাকর গণেশকে পরব্রহ্মরূপেই বন্দনা করিয়াছেন। যেরূপে শাস্ত্রে পরব্রহ্মের বন্দনা আছে—ভারতচন্দ্রের গণেশ-বন্দনাও ঠিক সেইরূপ। পরব্রহ্মের বন্দনা এইরূপ—

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥
নির্ব্বিকারো নিরাধারোঃ নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥
গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ॥
লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ।

*　　　*　　　*

তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদবলম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ॥

*　　　*　　　*

কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বর।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ২।৩৪।৪০

"সেই পরমেশ্বরই একমাত্র সংস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও পরাৎপর। তিনি স্বপ্রকাশ, সদাপূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ। তাহার আকার নাই, আধার নাই, ভেদ নাই ও আকুলতা নাই। তিনি ত্রিগুণের অতীত, সকলের সাক্ষী, সকলের আত্মা ও সকলের স্রষ্টা ও বিধাতা। তিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়-রূপে (কুটস্থ হইয়া) অবস্থিত, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও অনাদি। তিনি সকল ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের প্রকাশক অথচ স্বয়ং ইন্দ্রিয়-হীন। তিনি লোকাতীত ও বিশ্বের হেতু—তিনি বাক্য মনের অগোচর। সমস্ত জগতই তাঁহার অধীন ও তাঁহাকে অব-লম্বন করিয়া রহিয়াছে এবং তিনি সকল ভূতের কারণ ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর।"

শিববন্দনা।

৩—৪ পৃঃ

গিরিসুতাপ্রিয়তম—পার্ব্বতিনাথ। শিব।

বৃষভ—ষাঁড়, বৃষভের আর এক অর্থ বেদ। চতুর্ব্বেদ তাঁহার অবলম্বনীয় বলিয়া তাঁহার নাম বৃষভবাহন। এই জন্য বিষ্ণুর আর এক নাম বৃষভেক্ষণ।

যোগধারী—ধ্যান-নিমগ্ন। মহাদেবকে যোগেশ্বর বলে। তিনি সর্ব্বদাই সমাধি অবস্থায় থাকেন।

চন্দ্রসূর্য্যহুতাশন···ত্রিনয়ন—চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিই জ্যোতি দ্বারা জগতের সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করে। এই জন্য শিবের তিন নেত্রের সহিত এই তিন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের তুলনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক সকল দেবতাকেই ত্রিনেত্র বলা হইয়াছে। তাহার দুইটী বাহ্যবস্তুপ্রকাশক। আর তৃতীয় নেত্র জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশক। সেটী বাহ্য ইন্দ্রিয় নহে—অন্তরিন্দ্রিয়। শিবের তৃতীয় নেত্রই প্রত্যক্ষের অগোচর জ্ঞাননেত্র, এই নেত্র হইতেই জ্ঞানাগ্নি নির্গত হইয়া কামকে ভস্ম করিয়াছিল। ভগবানের বিরাটরূপ বর্ণনাকালেও চন্দ্র ও সূর্য্যকে তাঁহার নেত্র-দ্বয় বলা হইয়াছে। "শশিসূর্য্য নেত্রং"—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ১১।১৯।

ত্রিগুণ—সত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ বা প্রকৃতির এই তিন আদি-শক্তির মূলাধার যিনি।

ত্রিশূলী· ত্রিশূলধারী শিব ত্রিশূল শিবের সংহারাস্ত্র।

প্রলয় বা সৃষ্টিসংহারকালে ব্রহ্মাণ্ড ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। ত্রিশূল এই মূল ত্রিগুণের পরিচায়ক।

ত্রিপুরারি—শিবই ত্রিপুর নামক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন।

হর—হরণ কর।

হিমকরশেখর—হিমকর বা চন্দ্র ললাটে শোভিত বলিয়াই শিবের অন্যতর নাম হিমকরশেখর। পরে আছে, "চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।"

ডাকিনী যোগিনী—ইহারা প্রেতাত্মা, শিব ও পার্ব্বতীর অনুচর। ইহাদিগকে সংহার-শক্তির অংশবিশেষ বলা যায়। মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য ও এইরূপ মন্ত্রের ইঁহারাই উপাস্য দেবতা।

প্রেতভূত—(প্র+ই+ত=প্রেত) যাহাদের দেহ লয় হইয়াছে—বা যাহারা চলিয়া গিয়াছে—সেই আতিবাহিক দেহধারী আত্মাদেরই প্রেত বা ভূত বলে। ডাকিনী যোগিনী, প্রেত ভূত—সমস্তই ইহাদের অন্তর্গত। শাস্ত্রমতে ভূতসর্গ বা সৃষ্টজীব চতুর্দ্দশ প্রকার। তন্মধ্যে দেব, পিশাচ, যক্ষ প্রভৃতি আট দেবযোনি। ইহাদিগকে বিকল্প সর্গও বলে। এই ভূতগণের অধীশ্বর শিব—এই জন্য তিনি ভূতনাথ। পঞ্চভূতের মূল তমোগুণের আশ্রয় বলিয়াও শিবকে ভূতনাথ বলে।

জটাজুট—জটা সমূহ

কালকূট—বিষ। সমুদ্র মন্থনকালে সর্পকে রজ্জু করিয়া মন্থন হয়। অতিরিক্ত মন্থন জন্য তাহার বিষ উদ্গারণ করে। তাহাতে সমস্ত জগত ধ্বংশ হইবার উপক্রম হয়। মহাদেব তাহা নিবারণ জন্য সেই বিষ সমুদয় ভক্ষণ করেন। এই জন্য তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়া গিয়াছে। তাই শিবের নাম নীলকণ্ঠ।

চন্দ্রকলা—চন্দ্রের অংশ। শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্রের আকৃতি বা পূণচন্দ্রের ষোল ভাগের এক ভাগকে কলা বলে। এই জন্য শিবের আর একটা নাম চন্দ্রমৌলি।

ফণীবালা...উপবীত—ফণী বা শেষ অনন্তেব নামান্তর বা চিহ্ন স্বরূপ। আজ কাল কেহ কেহ বলেন, শিব আয়ুর্ব্বেদ-স্রষ্টা। মহৌষধ বিষের পরীক্ষা জন্য তাঁহার সর্পে এত আদর।

যোগীর অগম্য হয়ে—যোগিগণ ইহাঁকে ধ্যানে ধারণা করিতে পারে না। কারণ ইনিই অনাদি ঈশ্বর। কিন্তু শিব স্বয়ং সর্ব্বদা ধ্যানমগ্ন—তিনিই যোগীশ।

অনাদি অনন্তমায়া...দান—অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই মায়া বা অবিদ্যার দ্বারা আবৃত। বাস্তবিক মায়া বা প্রকৃতি হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। এই মায়ার আদি নাই, অন্ত নাই। লোকে যত দিন এই মায়ায় অভিভূত থাকিবে, তত দিন তাহার মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু শিব বা পরমেশ্বর যদি দয়া করিয়া পদছায়া দেন, তবে ভক্তিযোগের দ্বারা তাহার নির্ব্বাণ মুক্তি (ও ধর্ম্ম অর্থ কাম) লাভ হয়।

মহাদেবকেও মায়া বলা যায়। কারণ কোন কোন মতে তিনি মায়া বা প্রকৃতি হইতে জাত। আর যদি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা যায়, তাহা হইলেও মায়া হইতে তিনি পৃথক নহেন। কারণ,—

"মায়াং প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়ামুক্ত তুমি জীব—অর্থাৎ এক মাত্র আত্মাই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যতক্ষণ সেই আত্মা মায়ায় অভিভূত থাকেন, ততক্ষণ তিনি জীব নামে বাচ্য। মায়া হইতে মুক্ত হইলেই তিনি ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। প্রকৃতি বা মায়া, ত্রিগুণের দ্বারাই আত্মাকে বদ্ধ করে। এই বন্ধন হইতে মুক্ত না হইলে মোক্ষের উপায় নাই। মোক্ষ হইলে পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রভেদ থাকে না, তবে মায়া হইতে মুক্ত হইয়াও মায়াকে বশীভূত রাখিয়া তাহার সহিত যত কাল আত্মা ক্রীড়া করেন, ততকাল তাহাকে ঈশ্বর বলে—মায়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেই পূর্ণ মোক্ষ হয়। শাস্ত্রে আছে,—

"স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ।"

অজ্ঞান তাহার যায়—অর্থাৎ অজ্ঞান-অবিদ্যা বা মায়া হইতে মুক্ত হয়।

জ্ঞান পায়—আত্মজ্ঞান বা পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান। শাস্ত্র মতে তাহাকেই প্রকৃত জ্ঞান বলে। শাস্ত্রে আছে,—

"অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং অজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥
ভগবদ্গীতা, ১৩।১১

অর্থাৎ অধ্যাত্ম বিদ্যায় নিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য আলোচনা, তাহাকেই প্রকৃত জ্ঞান কহে—ইহা ব্যতীত সকলই অজ্ঞান।

দেহ পদছায়া—কৃপা কর।

সূর্য্যবন্দনা।

৪—৬ পৃঃ

তম—অন্ধকার। এস্থলে মনের অন্ধকার। তমঃ বলিতে তামসিক প্রকৃতিকেও বুঝাইতে পারে: অর্থাৎ আমার মনের তামসিক ভাব সকল দূর কর।

দিবাকর—দিনকর, দিবাকর, দিনমুখ সমস্তই সূর্য্যের নাম।

ব্রহ্ম তেজোময়—শাস্ত্রে ব্রহ্মকে তেজোময় বলা হইয়াছে। "স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১।১৯। ভগবানের বিরাটরূপ বর্ণনাকালে 'সহস্র সূর্য্য' একেবারে উদয় হইলে যেরূপ তেজ হয়, বিরাট পুরুষের সেইরূপ তেজঃ প্রভাব, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে:—

"যোসাবাত্মা জ্ঞানশক্তিবেকএব সনাতনঃ।
স দ্বিতীয়ং যদাচৈচ্ছৎ তদাতেজঃসমুত্থিতং॥
তৎসূর্য্য ইতি ভাস্বাংস্ত ...

অর্থাৎ 'এক সনাতন ব্রহ্ম দ্বিতীয় হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার তেজ আবির্ভূত হইল, তাহাই সূর্য্য।' এই জন্য ঈশ্বরোপাসনার প্রথম অবস্থায় সূর্য্যের আরাধনা করিতে হয়। কারণ সূর্য্য তেজোময়—সূর্য্য অপেক্ষা অধিক তেজ সাধারণ সাধকের কল্পনা হয় না। তাই সাধক সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কোন কোন স্থলে বিষ্ণু বা ব্রহ্মের পালনী শক্তিকেই সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত বলা হইয়াছে। ভারতচন্দ্র এস্থলে সূর্য্যকে ব্রহ্মরূপে বন্দনা করিলেও ব্রহ্মা বা সৃষ্টি শক্তিরূপে তাঁহাকে প্রধানত বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশ্বের কারণ . . তুমি—সূর্য্যকে এক অর্থে জগৎ কারণ বা জগৎপ্রসবিতা বলা যায়, এই জন্য সূর্য্যের আর এক নাম সবিতা। উপরে বলা হইয়াছে যে, এস্থলে সূর্য্য উপলক্ষ মাত্র—প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকেই বন্দনা করা হইয়াছে। সূর্য্যাধিষ্ঠিত চৈতন্যই এস্থলে বন্দনীয় দেবতা। তাঁহা হইতেই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

বিশ্বের লোচন—সূর্য্যকিরণের দ্বারাই সমস্ত জগৎ, আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। অথবা ব্রহ্ম হইতেই জগৎ প্রকাশিত হয়।

বিশ্বের জীবন—সূর্য্য কিরণ ব্যতীত স্থাবর জঙ্গম কিছুই বাঁচিতে পারে না—এই জন্য সূর্য্যই বিশ্বের জীবন স্বরূপ। পক্ষান্তরে ব্রহ্মই জগতের প্রাণস্বরূপ।

সর্ব্বদেবময়—"আত্মা বৈ দেবতাসর্ব্বে—" মনু। সকল দেবতাই সেই এক পরমাত্মার নামান্তর মাত্র। এ জন্য

ব্রহ্মই সর্ব্বদেবময়। সূর্য্যকে বা সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত চৈতন্যকে সেই জন্য সর্ব্বদেবময় বলা হইয়াছে।

সর্ব্ববেদাশ্রয়—বেদ কোন মনুষ্যবিরচিত নহে—ইহা অপৌরুষেয়। ব্রহ্মার মুখ হইতে চারিবেদ স্বতঃই নির্গত হইয়াছিল—বিভিন্ন ঋষিগণ তাহা দৃষ্টি করিয়া সংগ্রহ করেন। সুতরাং ব্রহ্মই সেই চারি বেদের আশ্রয় স্বরূপ।

একচক্ররথে—পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সূর্য্যদেব এক চক্র-রথে আরোহণপূর্ব্বক সপ্ত অশ্ব কর্তৃক চালিত হইয়া উদয়-গিরি হইতে প্রত্যহ অস্তাগিরিতে গিয়া থাকেন। সূর্য্য-মণ্ডলকেই এস্থলে একচক্র রথ বলা হয়। সুতরাং আমরা যাহাকে সূর্য্য বলি, তাহা সূর্য্যদেবতা নহে, তাহা সূর্য্য-মণ্ডলমাত্র—তাহা সূর্য্যদেবের এই একচক্ররথ মাত্র। প্রকৃত সূর্য্যদেব যিনি, তিনি এই মণ্ডলাধিষ্ঠিত দেবতা বা চৈতন্যপুরুষ। সাধারণতঃ এই চৈতন্যকে বিষ্ণুরূপে বর্ণনা করা হইত। কিন্তু যত দূর বোধ হয়, ভারতচন্দ্র ইঁহাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বেদসৃষ্টি, বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাকে ব্রহ্মার স্বরূপে বন্দনা করা হইয়াছে। তবে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সকল দেবতাকেই ব্রহ্মরূপে কবি, বন্দনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই জন্য 'ব্রহ্মতেজো ময়' প্রভৃতি ব্রহ্মবাচক বিশেষণও এস্থলে অনেক দেখা যায়।

মহীধর—পৃথিবীধারণ করে যে—অর্থাৎ পর্ব্বত।

"স্থিতা পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।" কালিদাস।

অতি খরকর—পায়—অর্থাৎ যদিও সূর্য্য কিরণ এত প্রখর যে, তাহাতে সমুদ্রের জল শুকাইয়া যায় ও পর্ব্বত বিদীর্ণ

হয়—কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে কোমলপ্রাণ পদ্ম তাহাতে বিকশিতই হইয়া থাকে। এ গূঢ় তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝা যায় না।

দ্বাদশ মুরতি—পুরাণে দ্বাদশ সূর্য্যের কথা আছে। কথিত আছে প্রলয়কালে এই দ্বাদশসূর্য্য উদিত হইয়া তাঁহাদের সংহত প্রখর কিরণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিবেন। এই দ্বাদশ আদিত্যের নাম,—(১) বিবস্বান, (২) অর্য্যমা, (৩) পূষা (৪) ত্বষ্টা, (৫) সবিতা, (৬) ভগ, (৭) ধাতা, (৮) বিধাতা, (৯) বরুণ, (১০) মিত্র, (১১) শক্র, ও (১২) উরুক্রম।

গ্রহগণ পতি—সূর্য্যই গ্রহগণের কেন্দ্র হইয়া তাহাদিগকে স্বপথে ধরিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যের আলোকেই গ্রহগণ আলোকিত।

সংজ্ঞা, ছায়া—ছায়া সূর্য্যের স্ত্রী। অর্থাৎ যেখানে আলোক তাহার অব্যবহিত নিকটে ছায়া থাকে—এই জন্য রূপক চ্ছলে ছায়াকে সূর্য্যের স্ত্রী বলা হইয়াছে। পুরাণে আছে সংজ্ঞা সূর্য্যের স্ত্রী, তাঁহার গর্ভে, মনু, যম ও যমুনা জন্মে। সংজ্ঞা সূর্য্যতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়াকে সংজ্ঞারূপে সূর্য্যপার্শ্বে থাকিতে অনুরোধ করিয়া, তিনি পিতৃগৃহে গমন করেন। এই ছায়ার গর্ভেই শনির জন্ম হয়।

অঙ্গজনু—পুত্র। অঙ্গ হইতে জাত বা আত্মজ। মনু সূর্য্যের পুত্র বলিয়া তাঁহার আর এক নাম বৈবস্বত মনু।

বিশ্বের রক্ষিতা...নাম—সূর্য্য এই বিশ্বের স্রষ্টা ও পালন-কর্ত্তা। এই জন্য তাঁহার নাম 'সবিতা'-বা 'জগতপ্রসবিতা'

হইয়াছে। গায়ত্রী দ্বারা সবিতাদেবেরই উপাসনা করা হইয়া থাকে। সূর্য্যের বন্দনার প্রথমেও উক্ত হইয়াছে,

"বিশ্বের কারণ, বিশ্বের লোচন, বিশ্বের জীবন তুমি।"

বিশ্বসার—জগতের মধ্যে সার। সারাৎসার। সূর্য্যদেবই একমাত্র সৎস্বরূপ আর সকলেই অসার—সকলই অসৎ।

কোকনদ—পদ্ম।

অশেষ গুণসাগর—যাহার গুণ এত অধিক যে,তাঁহার স্বরূপ স্থির করা যায় না বা সংখ্যা করা যায় না—তাঁহাকে সেই জন্য নির্গুণও বলা যাইতে পারে।

বরাভয় কর—এক হস্তে 'বর' ও অপর হস্তে 'অভয়' দিয়া সাধককে আশ্বস্ত করিতেছেন।

ত্রিনয়নধর—যে দেবতার প্রত্যক্ষদর্শনের দুই চক্ষুর অতিরিক্ত জ্ঞানচক্ষু আছে, তিনিই ত্রিনেত্র।

তুমি বিশ্বসার…মাণিকবর—এই অংশ সূর্য্যের ধ্যানাবলম্বনে রচিত। সূর্য্যের ধ্যান এই—

"রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ
মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং॥

চাহিবে স্বরূপে—কৃপাবলোকন করিবে।

বিষ্ণুবন্দনা।

৬—৭পৃঃ

বিষ্ণু—অর্থাৎ বৃহৎ। বৃহৎ বা অসীম বলিয়া ইহাঁর নাম বিষ্ণু।

পুরাণ পুরুষোত্তম—বিষ্ণু বা ঈশ্বরই একমাত্র আদিতে ছিলেন, তখন এ চরাচর কিছুই ছিল না। এই জন্য ইহাঁকে পুরাণ বলা হয়। আর তিনিই উত্তম পুরুষ, কেন না তিনি ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাদির দ্বারা অভিভূত নহেন, তিনি মায়ামুক্ত। শাস্ত্রে আছে,

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃপরাণস্তমস্য বিশ্বস্যপরংনিধানম্"

ভগবদ্গীতা ১১।৩৮

গড়ুরবাহন—বিষ্ণুর বাহন পক্ষিরাজ গড়ুর।

জলদঘটা—মেঘের ছটার ন্যায় বর্ণ।

কৌস্তুভ—মণিবিশেষ। বিষ্ণুর বক্ষে কৌস্তুভমণি শোভিত ছিল।

কমললোচন—পদ্মআঁখি।

জগন্নাথ—পৃথিবীপতি।

মুরহর—মুরারি, মুরহা। মুর নামক দৈত্যকে বিনাশ করায় বিষ্ণুর একটী নাম মুরহর।

পদ্মনাভ—প্রলয়ের পরে যখন ভগবান বিষ্ণু কারণবারির উপরে ভাসমান ছিলেন, যখন পৃথিবীর কোন অস্তিত্ব ছিলনা; তখন বিষ্ণুর নাভি হইতে এক পদ্ম উৎপন্ন হয়। সেই

পদ্মোপরি বসিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টিমানসে তপস্যা করেন, এই জন্য বিষ্ণুর এক নাম পদ্মনাভ। এই জন্য পরে বলা হইয়াছে,

"নাভিপদ্মে প্রজাপতি।"

মুকুন্দ—মোক্ষদাতা বিষ্ণু। শ্রীনিবাস (লক্ষ্মীর আশ্রয় স্থান) মাধব (লক্ষ্মীপতি) লক্ষ্মীকান্ত,—সমস্তই বিষ্ণুর নাম। মা শব্দের আর এক অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি; 'বিষ্ণু ধ্যানবলে আত্মার উপাধিভূত বুদ্ধি দূর করিয়াছেন বলিয়া তিনি মাধব।'

নারায়ণ—নর বা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন 'নারা' বা কারণ-"বারি উপরে যিনি শায়িত ছিলেন, তিনিই নারায়ণ।"

সনাতন— বা সদাতন, চিরন্তন অর্থাৎ যিনি চিরকালই বিদ্যমান আছেন। শাস্ত্রে আছে,

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোমে।

গীতা—১১।১৮

হৃষীকেশ—হৃষীক অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়, তাহার ঈশ্বর; নারায়ণ।

বৈকুণ্ঠবামন—বৈকুণ্ঠাধিপতি বামনাবতার নারায়ণ। বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ যথায় কুণ্ঠা নাই, সেই আনন্দধামের অধিপতিই বিষ্ণু,—ব্রহ্ম আনন্দময়।

যজ্ঞেশ্বর—সমস্ত যজ্ঞের অধিপতি। যজ্ঞ = ঈশ্বর।

বাসুদেব—বসুদেবের পুত্র। অধ্যাত্ম ভাবে 'সর্ব্ব ভূতের অপ্রমেয় ও দেব সম্ভব বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব।'

অম্বুজ—পদ্ম। বিষ্ণু চারি হাতে শঙ্খচক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। চক্র—সুদর্শন চক্র।

কোকনদ—পদ্ম।

বান্ধুলীবর—তাহা [illegible] পাকা ‘তেলাকুচার’ ন্যায় লাল। ইহার আর এক নাম বন্ধুজীব।

"সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।" কাশীদাস।

মুখ সুধাকরে সুধাহাস—চন্দ্রমুখে অমৃতময় হাস্য রহিয়াছে।

রূপে ত্রিভুবনপরকাশ—বিষ্ণুর তেজোময় রূপে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চন্দ্রসূর্য্য অগ্নি ঈশ্বরেরই অংশ, ইহারাই তাঁহার চক্ষু। ইহাদের দ্বারাই সমস্ত জগৎ আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রে আছে,

"স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং।"

অন্যত্র আছে,

——— "সমন্তাং
দীপ্তানলার্কদ্যুতি মপ্রমেয়ম্॥"
ভগবদ্গীতা, ১১।১৯ ও ১৫

আরও এক কথা—সমস্তই ব্রহ্মময়—ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই। এই যে বাহ্য জগৎ, তাহাও সেই ব্রহ্মের অংশমাত্র। তবে এইটুকু প্রত্যক্ষ গোচর বলিয়া তাহা সাকার বা ব্রহ্মের রূপ বলা যায়। সুতরাং এই বাহ্য জগতই সমুদয় ব্রহ্মের রূপ বা শরীর, এরূপ বলা হইয়া থাকে।

সনকাদি—ঋষিগণ—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার

এই চারিজন ব্রহ্মার মানসপুত্র সৃষ্টির প্রথমে তাঁহারা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হন।

পঞ্চানন—শিব।

কদম্বে কুঞ্জবনে- কদম্ব বৃক্ষে ও কুঞ্জবনে আনন্দ মনে বিহার কর। আধ্যাত্মিক অর্থে চারিদিকে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড—তন্মধ্যে তিনি বিরাজিত রহিয়াছেন।

ছয়ঋতু—অর্থাৎ বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু শোভিত প্রকৃতির যে মধুর ভাব, তন্মধ্যে বিষ্ণু সর্ব্বদা আনন্দে মগ্ন আছেন। ভগবান বিষ্ণু বা চিৎরূপ আত্মা সর্ব্বদা প্রকৃতির সহিত একত্রিত হইয়া গোলকধামে বিরাজ করিতেছেন।

কামতন্ত্র—যাহাতে প্রেমের উদ্দীপনা হয়, এরূপভাবে।

ইন্দ্র আদি···রাগিণী—এই কয় চরণের ভাবার্থ এইঃ—বিষ্ণু সর্ব্বদা আনন্দমনে কদম্বের কুঞ্জবনে লক্ষ্মীসহ বিহার করিতেছেন। তথায় সুশীতল মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে। নিরন্তর বসন্ত কুসুমরূপ অস্ত্র লইয়া বিহার করিতেছে—ছয় ঋতু বসন্তের অনুচররূপে তাহাদের সৌন্দর্য্যমাত্র প্রকাশ করিতেছে। সে স্থানে সর্ব্বদা কোকিল কলনাদ করিতেছে, ভ্রমর ঝঙ্কার দিতেছে। তথায় সর্ব্বদা শরতের পূর্ণশশী মনোহর চন্দ্রমা ঢালিতেছে। বিষ্ণুর বিহারস্থান অপূর্ব্ব মনোহর রূপ ধরিয়াছে। তথায় ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী সহ নানারূপ বাদ্যযন্ত্র লইয়া প্রেমগান করিতেছে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে স্বয়ং শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণ, সনকাদি ঋষিগণ ও নারদাদি মুনিগণ বিষ্ণুর গুণগান করিতেছেন। ইহার

আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, চিদাত্মা বা মহত্তত্ত্ব আনন্দময় গোলকধামে পরা প্রকৃতির সহিত সর্ব্বদা বিহার করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে শিব বা অহংতত্ত্ব বিরাজিত। আত্মা হইতে স্খলিত দূরগত ও প্রকৃতির দ্বারা ঈষৎ অভিভূত দেবগণ তাহার পার্শ্বে বিরাজিত। তাহা হইতে আরও দূরে আর একটু অধিক প্রকৃতিতে অভিভূত আরও একটু চিন্মুখ সূক্ষ্মদেহধারী ঋষিগণ অবস্থিত। এই সৃষ্টিচক্রের সকলেই আত্মজ্ঞানে মোহিত—আত্মার গুণগানে রত এবং পরম আত্মার কেন্দ্রগত হইতে বা চিদভিমুখী হইতে যত্ন করিতেছেন।

ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী- (সরস্বতী বন্দনার টীকা দেখ)

কৌষিকী বন্দনা।

৮—১০পৃঃ

কৌষিকী—দুর্গা--জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। তমোরূপী আদি শক্তিকেই দুর্গা, কালী, কৌষিকী বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে, "আদ্যা নৈকা পরা শক্তি চিন্ময়ী শিবসংশ্রয়া।" বায়ুপুরাণ। পুরাণে আছে দেবগণ শুম্ভ, নিশুম্ভাদি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া কালিকার শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার শরীর হইতে (কোন কোন মতে কালিকার কোষ বা কায় হইতে) যে মূর্ত্তি আবির্ভূত হন, তিনিই কৌষিকী। তাঁহার বর্ণনা এইরূপ,—

"যোগনিদ্রা মহামায়া যা মূল প্রকৃতি মতা।
তস্যা প্রাণ স্বরূপেয়ং দেবী সা কৌষিকী স্মৃতা॥"

প্রসীদ—(প্র+সদ্ + ত) প্রসন্ন হও।

নগনন্দিনী—পর্ব্বতদুহিতা, গিরিরাজকন্যা।

চণ্ড মুণ্ড...রক্তবীজ—শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই জন দৈত্যরাজ দেবতাদিগকে বড়ই উৎপীড়ন করিত। দেবতাগণ অনন্যোপায় হইয়া ভগবতী দুর্গার নিকট শরণ লন। ভগবতী দুর্গা তাহাদিগকে অভয় দিয়া স্বয়ংই দৈত্যগণকে সংহার করিবার সংকল্প করেন। এবং ছলে তাহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সবংশে নিধন করেন। রক্তবীজ ইহাদের প্রধান সেনাপতি ছিল। দুর্গা কালীমূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে নিধন করেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই বিষয় বিস্তারিত লিখিত আছে। সচরাচর যাত্রায়ও এদেশে শুম্ভ নিশুম্ভবধের পালা গীত হইয়া থাকে।

চণ্ড মুণ্ড দুই জন দৈত্য। দুর্গা তাহাদিগকে, নাশ করেন। এই জন্য দুর্গার আর এক নাম চণ্ডী।

দুর্গ বিঘাতিনি—দুর্গাসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দুর্গা হইয়াছে।

নিকৃন্তিনি...বিঘাতিনি—যিনি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন।

দিনমুখ—দিনের মুখ বা দিন প্রকাশক। সূর্য্যের দ্বারাই দিন উৎপন্ন হয় বলিয়া তাঁহার নাম দিনমুখ।

কোকনদ-পদ্ম—অর্থাৎ দুর্গাদেবীর তুলনাহীন ; সদৃশ

বরং সূর্য্যের দীপ্তি ও পদ্মের শোভার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

করিকর—হাতির শুঁড়।

রতনকদলী—রাম রম্ভা।

হেমকরিকর...কায় তাঁহার মনোরম উরুর সহিত স্বর্ণময় হস্তীশুণ্ডের তুলনা হইতে পারে। তাঁহার শরীরও রাম-কলা গাছের ন্যায় কোমল ও নধর।

কটি...সরোবর—মাজা বা মধ্যস্থল অত্যন্ত সরু, এবং নাভি সরোবরের ন্যায় গভীর।

অম্বর—পরিধানের বস্ত্র।

কমল কোরক—পদ্মের কলিকা বা কুঁড়ি।

কদম্ব নিন্দক—কদম্ব ফুল জিনিয়াছে যে—এরূপ সুগোল।

করিসুতকুম্ভ—করভ বা হস্তিশাবকের মস্তকের কুম্ভের ন্যায় সম উন্নত।

উচ—উচ্চ।

কুচ—স্তন।

কমলকোরক...কুচ—অর্থাৎ মায়ের সুধাপূর্ণ স্তনদ্বয় কাচলি দ্বারা আবৃত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছে। তাহা এরূপ সুগঠিত যে পদ্মের কুঁড়ি বা কদম্বপুষ্পের অপেক্ষাও অধিক মনোহর, এবং হস্তিশিশুর কুম্ভের ন্যায় উচ্চভাবে অবস্থিত।

অম্বুজ—জলে জাত—পদ্ম

সুবলিত...বাজে—অর্থাৎ সুগঠিত হস্তে পদ্ম রহিয়াছে—অতএব হস্ত যেন স্বর্ণনির্ম্মিত মৃণালের ন্যায় শোভা পাইতেছে—মৃণালের উপরই পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। অথবা মৃণালের উপর পদ্ম যেরূপ শোভা পায়, তদ্রূপ দেবীর সুগঠিত বাহুরূপ মৃণালে হস্তের পাতারূপ পদ্ম শোভা পাইতেছে। দেবতাদের হাতের পাতা স্বাভাবিক রক্তবর্ণ।

কনক-কঙ্কণ—স্বর্ণ নির্ম্মিত বালা বা খাড়ু।

কোটি...সুন্দর—কোটী চন্দ্রের যেরূপ শোভা, সুন্দর মুখেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছে।

সিন্দূরমার্জ্জিত...প্রকাশ—অর্থাৎ মুক্তা সিন্দূরের দ্বারা মার্জ্জিত হইলে ঈষৎ রক্তাভ হইয়া তাহার যেরূপ শোভা হয়—দন্তপঙক্তিও (দাঁতের পাটিও) সেইরূপ শোভা প্রকাশ করিতেছে।

সিন্দূর চন্দন...ঠাই—অর্থাৎ কপালে সিন্দূর ও চন্দন শোভা পাইতেছে—ঠিক যেন চন্দ্র ও সূর্য্য একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থলে সিন্দূরের সহিত সূর্য্যের ও চন্দনের সহিত চন্দ্রের তুলনা করা হইয়াছে।

সমা—সমতুল্য।

জটাজূট—জটাকলাপ।

ভালে—কপালে। কপালে অর্দ্ধচন্দ্র রহিয়াছে।

বিজুলি—বিদ্যুৎ।

মালতী মালায়...লোভে—অর্থাৎ গলায় মালতী পুষ্পের

মালা দুলিতেছে—ঠিক যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়াইতেছে। আর মালায় মালতী ফুলের মধুলোভে ভ্রমরগণ চারি দিকে উড়িতেছে।

উরহ...অবতীর্ণ হও।

ভারতে...ভারতচন্দ্রে

লক্ষ্মীবন্দন।

১০---১১পৃঃ

ঘরণী- স্ত্রী।

ব্রহ্মার জননী -পুরাণে লক্ষ্মী হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে।—আদিব্রহ্মের যে অংশ হইতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে—তাহার দুই নিত্যরূপ। পুরুষ আর প্রকৃতি। এই পুরুষই আত্মা—আর প্রকৃতি মায়ারূপ। সকল সৃষ্ট পদার্থে এই পুরুষ প্রকৃতি রহিয়াছে। সৃষ্টিকালে পুরুষ সান্নিধ্যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে তাহার সত্বাংশে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। এই মহত্তত্ত্বকেই পুরাণে ঈশ্বররূপে বর্ণনা করা আছে। এই মহত্তত্ত্বের পুরুষাংশের নাম বিষ্ণু আর তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি পালনী শক্তি বা প্রকৃতির অংশের নাম লক্ষ্মী। বস্তুতঃ ইহাঁরা ভিন্ন নহেন, কারণ শক্তি ও শক্তিমানে কোন পার্থক্য নাই "শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদ কথঞ্চন।" ভাগবৎ তন্ত্র। যাহা হউক, পরে এই মহত্তত্ত্বের শক্তি হইতেই তাঁহার রাজসিক অংশ বা সৃষ্টিশক্তি

পৃথক হইয়া যায়। সুতরাং এই মহত্তত্ব হইতেই তাঁহার রাজসিক অংশের উৎপত্তি বলা যায়; এই অংশই পুরাণে ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্মী হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি বলা যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন,

"ব্রহ্মাশঙ্করাপেক্ষয়াপ্যাদৌ বিষ্ণুরূপেণৈব মহানাবির্ভবতি।"

কমলালয়া—পদ্মবনই বাসস্থান যাহার।

সনাল নাল বা মৃণাল সহিত।

উৎপল—নাল ফুল। নলিনী।

দুখানি করে শোভিত—অর্থাৎ এক হস্তে পদ্ম আর এক হস্তে নাল ফুল শোভা পাইতেছে।

কমলমাল ললিত—মনোহর কমলের মালা ধারণ করিয়াছেন।

দুকর—দুই হাত পদ্মে গঠিত। অথবা এত কোমল ও সুন্দর যে, তাহাকে পদ্ম দ্বারা গঠিত বলা যায়।

কমলকোরক...কুচ—পূর্ব্বেও কৌষিকীবন্দনাস্থলে বলা হইয়াছে,

"কমলকোরক কদম্বনিন্দক
অমৃত পূরিত কুচ।"

করিঅরি মাঝে...উচ—মাজায় অর্থাৎ কটিদেশ করিঅরি সিংহের মাজার তুল্য। অন্য স্থানে আছে

"কত সরু ডমরু কেশরী-মধ্যখান।"

করিরাজ হস্তীর কুম্ভ অপেক্ষা লক্ষ্মীর চারু কুম্ভযুগ বা নিতম্ব উন্নত।

সুধাময় হাস...প্রকাশ—অর্থাৎ চাহনি, বাক্য, হাস্য সকলি অমৃতময়, বা অতি মনোহর।

লাক্ষার কাঁচুলি...উজ্জ্বল রক্তবর্ণ কাঁচুলিতে যেন বিদ্যুৎ নল-পাচ্ছে।

বসন লক্ষ্মী-বিলাস—অর্থাৎ এত সুন্দর বসন যে, তাহাকে স্বয়ং লক্ষ্মীই বিলাসের বস্তু মনে করেন। লক্ষ্মীর নিকট যে বসন আদরণীয় তাহার অন্য উপমা কোথায়? লক্ষ্মী-বিলাস একরূপ বস্ত্রের নাম।

রূপ গুণ...শোভা—অর্থাৎ যে যে স্থানে রূপ গুণ বা জ্ঞান আছে—লক্ষ্মীই সকলের শোভা। রূপবানই বল, গুণবানই বল বা জ্ঞানবান বিদ্বানই বল, লক্ষ্মীর কৃপা না থাকিলে তাহাদের কোন সম্মানই থাকে না। কারণ "দারিদ্রদোষ গুণরাশিনাশী।"

ভকতিলোভা—যে ভক্তির দ্বারা লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিয়াছে।

তব নাম লয়ে...হরি—অর্থাৎ লক্ষ্মীর পতি বা পালনী-শক্তির আধার বলিয়াই বিষ্ণু ত্রিলোক পালন করিতে সক্ষম। এই জন্য তিনি লক্ষ্মীর নাম লইয়া লক্ষ্মীপতি হইয়াছেন।

যাদোগণেশ্বর...জলজন্তুগণের অধিপতি।

রত্নাকর—সমুদ্র। সমুদ্রের মধ্যেই মুক্তা প্রবালাদি রত্ন লুক্কায়িত থাকে। এই জন্য সমুদ্রকে রত্নাকর বলে। এস্থলে অর্থ

এই যে, যে সমুদ্র কেবল জলজন্তুর অধিপতি ছিল, সে লক্ষ্মীকে উদরে ধরিয়া রত্নাকর হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন,

"কত কত জন্তু আছে সমুদ্র ভিতর ॥
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে।
তুমি লক্ষ্মী হইতে রত্নাকর বলি তারে ॥"

তোমারে উদরে ধরি—পুরাণে আছে, সমুদ্রমন্থন কালে প্রথমেই তাহা হইতে লক্ষ্মী আবির্ভূতা হন এবং বিষ্ণু লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেন। শাস্ত্রার্থ এই যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে কারণবারি বিক্ষোভিত হইলে তাহা হইতে সৃষ্টি শক্তি প্রথমে উদ্ভূত হয়। অনাদি পুরুষ বা বিষ্ণু সেই কারণবারির উপরে নিশ্চেষ্ট ছিলেন। সৃষ্টি শক্তি আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সহিত একীভূত হইলেই সেই শক্তি হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং কারণবারি হইতে ক্রমে ক্রমে পৃথিব্যাদি সৃষ্টি হইয়া তাহা জীবের বাসস্থান হইল।

যে আছে সৃষ্টিতে—লক্ষ্মীই আদি সৃষ্টিস্থিতি পালনী শক্তি বলিয়া তাঁহারই নাম প্রথমে উচ্চারিত হয়। ইহার অন্য অর্থও হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিমধ্যে ভাগ্যবানগণই প্রথমে পূজিত হন। কিন্তু তাহা এস্থলে সঙ্গত নহে।

ধর্ম্ম...কাম—ইহাই চতুর্ব্বর্গ ফল। ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই লোকের বাঞ্ছিত হইতে পারে না।

মহামায়া—মূল প্রকৃতি বলিয়া ইহাঁকেই মহামায়া বলা হইয়াছে। ইহা হইতেই জগতের উৎপত্তি।

রাজলক্ষ্মী স্থিরা হবে—লক্ষ্মী সর্ব্বদা এক স্থানে স্থির থাকেন না। সৌভাগ্য সকলের চিরদিন থাকে না। এইজন্য লক্ষ্মীর চঞ্চলা অপবাদ। রাজার সৌভাগ্য দেবীকে রাজলক্ষ্মী বলা হইয়াছে।

— — —

সরস্বতী বন্দনা।

১১—১৩পৃঃ

অনুমতি—আজ্ঞা।

বাগীশ্বরী—বাক্যের অধিশ্বরী দেবী।

বাক্যবিনোদিনী—বাকবাদিনী।

শ্বেতবর্ণ—বিদ্যার অধীশ্বরী দেবীকে সমস্তই শ্বেতবর্ণ কল্পনা করা হইয়াছে। শুভ্রবর্ণে পবিত্রতা ও উজ্জল প্রভা ধ্বনিত হইয়াছে। আরও শাস্ত্রমতে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ তিন বর্ণ মূল প্রকৃতির তিন গুণের পরিচায়ক। লোহিত বর্ণে সত্বগুণ, শুক্লবর্ণে রজগুণ ও কৃষ্ণবর্ণে তমোগুণ বুঝায়। শাস্ত্রে আছে।

"অজামোকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বঃ প্রজা সৃজমানাঃ স্বরূপাঃ" অর্থাৎ প্রজা সৃষ্টি জন্য প্রথমে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণময় বা সত্ব রজ. তমোময় এক প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির এই সত্ব বা পালনী শক্তির আধার লক্ষ্মী। এই জন্য তিনি লোহিত বা রক্তবর্ণ ও রক্তকমল গঠিত। আর ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তি বা সরস্বতী, সেইজন্য শ্বেত; কারণ তিনি রজশক্তির

আধার। আর সংহাররূপিণী তমোগুণময়ী কালী কৃষ্ণবর্ণা।

শ্বেত সরোসিজনিবাসিনী—শ্বেতপদ্মে বাস করেন। লক্ষ্মী যেরূপ, রক্তবর্ণ কমলে বাস করেন, সেইরূপ সরস্বতী দেবীও শ্বেতপদ্মে বাস করেন।

ঈশ্বরী—অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সরস্বতীকেই বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা যায়। কেন না অপৌরুষেয় বেদ প্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। এই ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তিই সরস্বতী। আর নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতি সমস্ত কলা বিদ্যার অধীশ্বরীও এই সরস্বতীদেবী।

গন্ধর্ব্ব অপ্সর—পূর্ব্বে যে অষ্টবিধ বিকল্প সর্গের কথা বলা হইয়াছে। ইহারাও সেই আতিবাহিক দেহধারিগণের মধ্যে গণ্য।

কিন্নর—দেবযোনী বিশেষ।

আগম—তন্ত্র।

গুণপন্থ—যে সকল শাস্ত্র জ্ঞানের পথ স্বরূপ।

আগমের নানা গ্রন্থ—বেদ পুরাণ প্রভৃতি সকলেই তোমার সেবা করে বা গুণ গান করে।

প্রকৃতি প্রধান মূল প্রকৃতি বা মহামায়া। অনাদি বা নিত্য বলিয়া প্রকৃতির আর এক নাম প্রধান। সকলের মূল বলিয়াই ইহাকে প্রকৃতি বা প্রধান বলে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টি সময়ে প্রকৃতি হইতে যে মহত্তত্ত্ব উদয়

হয়, তাহারই রাজসিক অংশ বা সৃষ্টি শক্তিকেই সরস্বতী বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে,

"রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী।
যচ্চিৎস্বরূপা ভবতি ব্রহ্মা তদুপধায়িকা॥"

অর্থাৎ পর ব্রহ্মের রজোগুণাধিকা অবিদ্যা বা সৃষ্টি শক্তিকেই সরস্বতীরূপে জানিও এবং যে চিৎস্বরূপ আত্মা তাহাকে পরিচালন করেন, (বা তাহার আধার হন) তাহাকে ব্রহ্মা বলিয়া জানিও। শিব সংহিতা ১।৮২

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী—অর্থাৎ ছত্রিশ রাগিণীর সঙ্গে ছয় রাগ সর্ব্বদা খেলা করে। ভরত ও হনুমন্ত মতে ছয়টী রাগ যথাঃ—ভৈরব, শ্রী, মেঘ, হিন্দোল, মালকোষ ও দীপক। প্রত্যেক রাগের ছয়টী করিয়া রাগিণী।

অনুরাগ—প্রত্যেক রাগিণীর সহচরী রাগিণী আছে, তাহা দিগকে সেই জাতীয় রাগিণী বলা যায়।

সপ্ত স্বর—সাধারণতঃ গলা হইতে যে সুর সকল নির্গত হয়, গায়কগণ তাহাদের সাত ভাগে ভাগ করেন। তাহাদের নাম, ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিখাদ। ইহাদের সাংকেতিক শব্দ সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। ইহাদিগকে স্বরগ্রাম বা সপ্তক কহে।

তিন গ্রাম—পূর্ব্বে সাত স্বরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও অধিক সুর গলায় উচ্চারিত হয়, কিন্তু তাহারা ঠিক ঐ সাত স্বরের অনুরূপ। সা হইতে নি পর্য্যন্ত শেষ হইলে তাহার পর সাই উচ্চারিত হইবে, তৎপরে ঋ এইরূপ

ক্রমান্বয়ে চলিবে। এই জন্য তাহাদের স্বতন্ত্র নাম না দিয়া, এক এক সপ্তক স্বতন্ত্র বিভাগ হইয়াছে। যাহা অতি নিম্ন স্বর ও উদর হইতে উৎপত্তি হয়, তাহাকে উদারার সপ্তক কহে। এইরূপে যাহারা কণ্ঠ হইতে নির্গত হয়, তাহাদিগকে মুদারার সপ্তক, আর যাহারা মস্তক হইতে নির্গত হয়, তাহাদিগকে তারার সপ্তক কহে। এই তিন সপ্তককে তিন গ্রাম বলে। কণ্ঠে এই তিন গ্রামের অধিক উচ্চারিত হয় না। যন্ত্রে আরও অধিক সপ্তক থাকে।

একুশ মূর্চ্ছনা—স্বর গ্রামের প্রত্যেক সুর হইতে তাহার উচ্চ বা খাদ অষ্টম পর্য্যন্ত সমস্ত সুরের যে আরোহণ বা অবরোহণ, তাহাকে মূর্চ্ছনা বলে। প্রতি গ্রামের সাত মূর্চ্ছনা। সর্ব্বশুদ্ধ তিন গ্রামে একুশ মূর্চ্ছনা হইতেছে। উত্তরমন্দ্রা, অভিরুদ্গাতা প্রভৃতি এক এক মূর্চ্ছনার স্বতন্ত্র নাম আছে।

শ্রুতিকলা—সা ঋ প্রভৃতি সুরের মধ্যবর্ত্তী যে সমস্ত সুর তাহাদিগকে শ্রুতি বলে। সুরের কড়ি ও কোমল এই শ্রুতির অন্তর্গত। তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দ্রা প্রভৃতি বাইসটী শ্রুতি আছে।

তান—স্বর বিন্যাসের অন্যতর নাম। গানের মধ্যের তান, গানের রাগিণীর আলাপমাত্র।

মান—মাত্রা বা যতি। সুরের সময় নিরূপক চিহ্ন।

কাল—রাগ রাগিণী গাওয়ার সময়। অর্থাৎ কোন সময়ে কোন রাগিণী—গাওয়া কর্ত্তব্য।

ভুবন তিন—ত্রিভুবন—স্বর্গ, মর্ত্ত পাতাল। আর এক হিসাবে ধরিলে চতুর্দ্দশ ভুবনও বলা যায়।

বিদ্যাপতি কহেন ;—

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আখর তাহার চিন॥

কাহার কতি কথা কয়—সরস্বতী বাগিন্দ্রিয়ের অধিদেবতা এই জন্য আমরা যে কথা কই, তাহা সেই অধিদেবতার কার্য্য বলা যায়।

মহামায়া—বা প্রকৃতি প্রধান এক অর্থেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তি বা সরস্বতী দেবীকে মূল প্রকৃতিই বলা হইয়া থাকে। এই কারণে লক্ষ্মীকেও পূর্ব্বে মহামায়া বলা হইয়াছে, "উর মহামায়া, দেহ, পদছায়া।"

অজ্ঞান—অবিদ্যা বা মোহ। এই মোহতে অভিভূত আছে বলিয়াই লোকে জগতের স্বরূপ বা তাহাদের আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। শাস্ত্রে আত্ম জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান কহে।

সহসা—পূর্ব্বে কোন রূপ বন্দোবস্ত না করিয়াই।

ভারতের...ভারতী ভরসা—ভারতচন্দ্র একমাত্র ভারতী বা দেবী সরস্বতীর কৃপা ভরসা করেন।

— —

অন্নপূর্ণা বন্দনা।

১৩—১৬পৃঃ

অন্নপূর্ণা মহামায়া—পূর্ব্বে পুরুষসান্নিধ্যে প্রকৃতির সাত্ত্বিক অংশে উৎপন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে, সূর্য্যরূপে, বিষ্ণুরূপে ও শিবরূপে বন্দনা করা হইয়াছে। আদিপুরুষ ব্রহ্ম— যাঁহা হইতে প্রকৃতি পুরুষ ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছেন—তাঁহাকে গণেশরূপে বন্দনা করা হইয়াছে। তৎপরে এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি ও পালনী শক্তি বা মায়া অংশকে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কৌষিকীরূপে বন্দনা করা হইয়াছে। এক্ষণে গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে কবি তাঁহার এবং তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজবংশের ইষ্টদেবতার বন্দনা করিতেছেন। সাধক, যাঁহাকে ইষ্টদেবতারূপে আরাধনা করিবেন, তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মরূপে ভাবিতে শিখিতে হইবে। কারণ নিরাকার ব্রহ্ম ধারণার অতীত বলিয়াই ব্রহ্মের কোনরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ইষ্টদেবতারূপে পূজা করিতে হয়। রায়গুণাকরও দেবী অন্নপূর্ণাকে ব্রহ্মরূপে বন্দনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমে তিনি অন্নপূর্ণাকে ‘মহামায়া’ বা মূল প্রকৃতিরূপে বন্দনা করিলেন। পূর্ব্বে লক্ষ্মী, সরস্বতী বা কৌষিকীকে ‘মহামায়া’ বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা মূল প্রকৃতির এক এক প্রকার শক্তির এক একটী স্বতন্ত্র নাম মাত্র। অর্থাৎ তাঁহারা পূর্ণ মহামায়া নহেন।

কিন্তু এস্থলে কবি অন্নপূর্ণা দেবীকে পূর্ণ মহামায়া বা পরা

প্রকৃতিরূপে বন্দনা করিতেছেন। পরে তাহাকেই আবার 'প্রকৃপ্রধান' ও পরাৎপর ব্রহ্মও বলিয়াছেন।

কোটী কোটী প্রণাম—পূর্ব্বে যে সকল দেবতাকে কবি বন্দনা করিয়াছেন—কাহাকেও আর এত ভক্তিপূর্ণ মনে প্রণাম করেন নাই—'স্তুতি করিয়া' 'পদছায়া মাগিয়া' 'হাতযোড় করিয়া, আসরে 'উরিবার' প্রার্থনা করিয়াছেন মাত্র। উপাস্য দেবতা বলিয়াই দেবী অন্নপূর্ণাতে কবির এত ভক্তি।

আপনার গুণগ্রাম—সমস্ত কাব্যই অন্নপূর্ণার মঙ্গলগীত—এই জন্যই ইহার নাম অন্নদামঙ্গল।

দুরিত—পাপ।

ভক্ত—অন্নপূর্ণা কবির ইষ্টদেবী তাহা এই কথাতেও বুঝা যায়।

দারিদ্র্য দুর্গতি—কবি পূর্ব্বে লক্ষ্মীর বন্দনাকালে, নিজের দারিদ্র্য দূর করিবার প্রার্থনা করেন নাই, কারণ লক্ষ্মী তাঁহার ইষ্টদেবী নহে। বিশেষতঃ অন্নপূর্ণা বলিয়াও তাঁহার নিকট এরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

পরাৎপরা—সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সারাৎসার। (এ কথা ব্রহ্মকেই বলা হইয়া থাকে)

অন্নে কর পূর্ণ—অর্থাৎ সকলের আহারের সংস্থান করিয়া দাও। আধ্যাত্মিকভাবে—অন্ন অর্থে পৃথিবী ভূত। ইহা হইতেই রেতঃ ও রেতঃ হইতেই শরীরের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রে আছে—

"অন্নংবৈ প্রজাপতি"—

(প্রশ্নোপনিষদ ১।১৪)

অর্থাৎ অন্নই প্রজাপতি অন্ন হইতেই রেতঃ উৎপন্ন হয়, সেই রেতঃ হইতে প্রজা জন্মে। পৃথিবীর বিকার অন্ন এবং অন্নের বিকার স্থূলদেহ। এই জন্য স্থূলদেহের নাম অন্নময়কোষ। সুতরাং অন্নই জীবোৎপত্তির মূল কারণ। মূল প্রকৃতি হইতেই ক্রমে ক্রমে ভৌতিক সৃষ্টি হইয়া তবে জীবসৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য আদি শক্তিকে অন্নধাতৃর দ্বারা জীবদেহ পুষ্টির প্রার্থনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে,—

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ" (বেদান্তদর্শন)

অর্থাৎ অন্নকে নিন্দা করিবে না। "অন্নই ব্রহ্মজ্ঞের ব্রত। প্রাণ অন্ন, শরীর অন্নভোক্তা। পৃথিবী অন্ন, আকাশ অন্নভোক্তা। জল অন্ন, জ্যোতি অন্নভোক্তা। চতুর্দ্দিকে কেবল অন্নেরই ব্যাপার। অতএব অন্ন সংগ্রহ—অন্নদান করিবেক।" (সৃষ্টি ৯১ পাঃ) অন্নপূর্ণার গূঢ়ার্থও এই, যে আদি-শক্তি হইতে ক্ষিতি বা অন্ন প্রভৃতি ভৌতিক সৃষ্টি হইয়া এই জগতের উৎপত্তি তাঁহারই নাম অন্নপূর্ণা।

রক্ত সরসিজ—লালপদ্ম। (স্বরস্বতী বন্দনার 'শ্বেত বর্ণের' টীকা দেখ।)

পদ্মাসন—যোগ সাধনকালে বসিবার নানারূপ প্রণালী আছে, তাহাদিগকে আসন বলে। ইহাদিগের মধ্যে পদ্মাসন ও সিদ্ধাসনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক প্রচলিত। পদ্মাসন করিয়া বসিতে হইলে পায়ের উপর পা দিয়া অর্থাৎ দুই পায়ের

'চেটো' দুই উরুর উপর রাখিয়া ঋজুভাবে বসিতে হয়। আর হাত কোন কোন স্থলে বক্ষ ও জানুতে আর কোন কোন স্থলে পৃষ্ঠদেশ মোড়া 'এড়' ভাবে পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলি ধরিয়া বসিতে হয়।

পদতলে নবরবি দেখা—উষাকালীন নবোদিত সূর্য্যের বর্ণ ও তেজের ন্যায় পদতলের শোভা হইয়াছে।

প্রভাহর—প্রভাকে হরণ করে যে।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ...উর্দ্ধরেখা। দেবীর পদতলে ধ্বজ বজ্র ও অঙ্কুশ যুক্ত উর্দ্ধরেখা ছিল।

সুবলিত- সুগঠিত।

কদলিকাণ্ড—কলাগাছের গুঁড় বা থোড়।

গুরু—অর্থাৎ উরু এত সুগঠিত যে তাহা কলাগাছকে সরল, কোমল, সুগোল ও সুগঠিত হইতে শিক্ষা দিয়াছে।

নিরুপম—যাহার তুলনা হয় না।

মোহনকারিণী—যাহাতে ত্রিভুবন মোহিত হয়।

শোভে নিরুপম—মোহন কারিনী---অর্থাৎ দেবী অন্নপূর্ণা যে বসন পরিধান করিয়া আছেন, তাহার জ্যোতিতে দশ দিক প্রকাশিত হইতেছে ও তাহা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়া আছে। অথবা এই যে বাহ্য জগৎ চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত রহিয়াছে ও যাহার শোভা দেখিয়া সকলেই মোহিত হইতেছে, তাহা সেই দেবীর বাহ্য আবরণ মাত্র। (বিষ্ণু বন্দনায় রূপে ত্রিভুবন পরকাশের টীকা দেখ)

ক্ষীণতর--মধ্যদেশ বা মাজা অত্যন্ত সরু।

সুধাসরোবর...অমৃতের আধার। পূর্ব্বে কৌষিকীবন্দনায় উক্ত হইয়াছে।

"কটি ক্ষীণতর, নাভি সরোবর"
"সুধার কলস কুচ।"

সুধার কলস—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে

কম্বুরাজ-বৃহৎ শাঁখের ন্যায় কণ্ঠ শোভা পায়।

প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ—অলঙ্কারের শোভায় বা তেজে সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মের বাহ্য রূপ, বসন, অলঙ্কার সমস্তই বাহ্য জগতের নামান্তর মাত্র।

ভুবন চতুর্দ্দশ—পূর্ব্বে ত্রিভুবনের কথা বলা হইয়াছে, এক হিসাবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ধরিলেই সমস্ত বিশ্বের কথা বলা হয়। আর এক হিসাবে ধরিলে চৌদ্দ ভুবন বলিতে হয়। পূর্ব্বে চৌদ্দ প্রকার ভূতসর্গ বা অনুগ্রহ সর্গের কথা বলা হইয়াছে। তদনুসারে তাহাদের বাসস্থানও চতুর্দ্দশ বিধ তাহাদিগকেও ভুবন বলে। তাহাদের নাম,—ভু, ভূব, স্ব, মহ, জন, তপ, সত্য, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল।

কিবা মনোহর...হর হস্ত এত মনোহর যে, তাহাতে মৃণালের মাধুর্য্যও হারি মানে।

অঙ্গুলি—চম্পক পুষ্পের ন্যায় চারু অঙ্গুলি শোভা পাইতেছে।

ফণিরাজ ফণমণি...ফণি বা সর্পের রাজা বাসুকির ফণার উপরিস্থিত মণি।

কঙ্কণের কণকণি—কঙ্কণের ঈষৎ ঝন ঝন শব্দ। অর্থাৎ সর্পমণি দ্বারা নির্ম্মিত কঙ্কণের মধুর শব্দ হইতেছে।

বাম করতলে···নির্ম্মিত—অর্থাৎ রত্ননির্ম্মিত পানপাত্র, কারণ অমৃত দ্বারা পূর্ণ করিয়া বামহস্তে ধরিয়া আছেন।

কারণ অমৃত—কারণ বারি বা সৃষ্টি বীজ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অন্ন হইতেই রেতঃ ও রেতঃ হইতে জীব সৃষ্টি হয়। এই অন্ন পৃথিবীর বিকারে উৎপন্ন আর পৃথিবী জল হইতে উৎপন্ন। এই জন্য এই আদি জলভূতকে কারণ বারি বা কারণামৃত বলে।

সঘৃত পলান্ন—ভালরূপে ঘি দিয়া পাক করা পোলাও। ভাবার্থ এই, "জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া বহুকাল জীবশূন্য নিস্তব্ধ মরুভূমবৎ পতিত ছিল।" পরে জীবের সমুদয় সূক্ষ্ম অবয়ব আদিতে পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া অন্তে বা পৃথিবীতে মিশ্রিত হইয়াছিল। পরে পৃথিবীর যে সারত্ব, তাহা অন্নরূপে পরিণত হইল ও * * * সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন জীবের বীজ আশ্রয় করিল।" (সৃষ্টি ৮৭পাঃ) এই পৃথিবীরূপ অন্নের সারভাগ বা জীবের আশ্রয়ীভূত অংশকেই এস্থলে পলান্ন বলা হইয়াছে। (পলা---মাংশ, তৃণ ইত্যাদি)

চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়—আমরা যাহা ভোজন করি, তাহা চারি প্রকার। কতক চিবাইয়া খাই, তাহাই চর্ব্ব্য; কতক চুষিয়া খাই, তাহাই চূষ্য; যাহা চাটিয়া খাই তাহাই লেহ্য আর যাহা পান করি তাহাই পেয়। ইহার দ্বারা অন্নের নানারূপ প্রকার ভেদ বুঝাইতেছে।

নানা রস প্রধান রস ছয় প্রকার। কটু, অম্ল, লবণ, কষায়, মধুর ও তিক্ত। ইহাদের সংমিশ্রণে আরও নানা রস হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ চৌষট্টি প্রকার রস। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অন্ন রসময় ভাগেই জীবাত্মাবীজের সহিত জীবের স্থূলসূক্ষ্ম দেহের অপঞ্চীকৃত উপকরণ সকল অধিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অপ্রমেয়—অসীম যাহা মাপিয়া শেষ করা যায় না।

বিবিধ বিলাসে পরশিয়া—নানারূপ ভোগ্যবস্তুতে মিলাইয়া।

ভুঞ্জাইয়া—ভোজন করাইয়া।

কৃত্তিবাস—ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানে যাহার—মহাদেব।

ভুঞ্জাইয়া...দেখিয়া মহাদেব হইতেই ভূতসৃষ্টি—তিনিই এই ভৌতিকজগতের অধীশ্বর—আবার সংহারকালে ভৌতিকজগৎ তাঁহাতেই প্রথমে বিলীন হয়। এই জন্য শিবকেই ভৌতিকজগতের স্রষ্টা ও সংহারকর্ত্তা উভয়ই বলা হয়। প্রথমে শিব আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত সৃষ্টি করেন। পরে জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদাদি সৃষ্ট হয়। কিন্তু ভৌতিক সৃষ্টি হইলে কি হয়—যতক্ষণ ব্রহ্মের শক্তি প্রভাবে তাহা হইতে মূল অন্ন ধাতু সৃষ্টি না হইয়াছিল, ততক্ষণ তাহা জীবের বাসপোযোগী হয় নাই। তাই তিনি অন্নপূর্ণাদেবী অথবা ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি হইতে অন্ন মাগিয়া লইলেন। এবং অন্ন পাইয়া আনন্দিত মনে জীব সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

দেবতা অসুর...বিদ্যাধর— ইঁহারা সকলেই অন্নরস হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই জন্য শিব আদি শক্তি হইতে অন্নরস পাইলে--তাহা হইতে দেবতা প্রভৃতি সকলে সৃষ্ট হইয়া সেই রস উপভোগ করিতে লাগিলেন। এই জৈবিক সৃষ্টিকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) বিকল্প সর্গ, (২) মনুষ্য (৩) তির্য্যক বা ভুজঙ্গ। বিকল্প সর্গ আবার ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত।

[১] ভূত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস ও অসুর,—ইহারা দানব সর্গ।
[২] গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, বিদ্যাধর ও কিন্নর:—ইহারা গন্ধর্ব্ব সর্গ।
[৩] সাধ্য, পিতৃ, সিদ্ধ ও দেবতা: - ইঁহারা দেবসর্গ।

ইহাঁরা সকলেই আতিবাহিক দেহধারী জীব। সকলেই সূক্ষ্ম শরীরে বিরাজমান, সেই জন্য তাঁহারা আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হন না।

তির্য্যক যোনি পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত। পশু, মৃগ,, পক্ষী, সরিসৃপ ও স্থাবর।

নবগ্রহ—নবগ্রহাধিপতি দেবতাকে বা তদন্তর্গত শক্তিকে বুঝাইতেছে। নবগ্রহের নাম.—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

দশদিক্‌পাল—আট দিক ও ঊর্দ্ধ ও অধঃর অধিপতি। তাহাদের নাম, ইন্দ্র (পূর্ব্বদিকাধিপতি), অগ্নি (দক্ষিণ-পূর্ব্ব) যম (দক্ষিণ) নৈঋত (দক্ষিণ-পশ্চিম) বরুণ (পশ্চিম) মরুত বা বায়ু (উত্তর-পশ্চিম) কুবের (উত্তর) ঈশান (দক্ষিণ পূর্ব্ব) ব্রহ্ম (ঊর্দ্ধ), অনন্ত (অধঃ)

জিনি...মনোহর—মুখের অপূর্ব্ব শোভায় কোটী চন্দ্রের শোভাও হারি মানে।

ললিত কবরীভার—অতি মনোহর বিন্যস্ত চুলের রাশি।

কল—মৃদু গুণ গুণ শব্দ।

বিধি বিষ্ণু...গান—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মধ্যে আদি সৃষ্টি শক্তি বা পরা প্রকৃতি আদি পুরুষ সহ বর্ত্তমান। তাঁহার চারি দিকে সৃষ্টি বিরাজিত। তাহার চতুর্দ্দিকে মহত্তত্ত্ব বেড়িয়া রহিয়াছে—এই ত্রিগুণময়ী মহত্তত্ত্বেরই নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। বাস্তবিক "জ্ঞানশক্তি (বিষ্ণু), ক্রিয়াশক্তি (ব্রহ্মা) ও ইচ্ছাশক্তি (শিব) এই ত্রিবিধ প্রকার শক্তির সহিত শক্তিমান পরমেশ্বর অবিচ্ছেদে এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।" [বায়ু পুরাণ]। তবে ইহাঁরা অধিক মায়াযুক্ত বলিয়া -চিদ্বিমুখ বলিয়া মূল শক্তির কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া, তাঁহার অভিমুখী হইতে চেষ্টা করিতেছেন।
(বিষ্ণু বন্দনায় ইন্দ্র আদি প্রভৃতির টীকা দেখ।)

আগম—তন্ত্র শাস্ত্র।

না জানে তোমার ভেদ—মূল শক্তি ও শক্তিময় যে এক এবং তাঁহার যতরূপ ভিন্ন ভাব, কল্পনা করা যাউক না কেন, সকলই যে সেই 'একের' ভাব সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনরূপ মতভেদ নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "আত্মা বৈ দেবতা সর্ব্বে।" স্কন্ধ পুরাণে আছে,

"স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা স একো হরিরীশ্বরঃ"

অন্য স্থানে আছে,

"নিরংশত্বাৎ স নিষ্কলঃ।"

ভক্ত রামপ্রসাদ তাই বলিয়াছেন,

"উমা যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে,
তার হাতে মা কোথায় বাচ।"

সাধক রামদুলাল বলিয়াছেন,

"যে তোমায় যেমনি ভাবে, তাতে তুমি হওমা রাজি,
এক ব্রহ্মা দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি।"

পুরুষ প্রধান—পুরুষ প্রকৃতি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মা অনন্ত, তাহার সীমা হয় না। এই যে সৃষ্ট জগৎ তাহা ব্রহ্মের অংশ বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রহ্ম নহে—তাহা অসীম ব্রহ্মের অসীম পরিণাম মাত্র। বেদ বলেন "সোয়ং আত্মা চতুর্থপাদ। ব্রহ্মের সিকি (অর্থাৎ অতি অল্প অংশই) সৃষ্টি রূপে পরিণত।

ব্রহ্মের এই সৃষ্ট অংশের দুই রূপ, পুরুষ ও প্রকৃতি, বা মায়ী ও মায়া, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, সৃষ্ট ও স্রষ্টা এই দুই রূপই সমস্ত জগৎময় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এক কিন্তু এইরূপ দুইরূপ ধরিলেও প্রকৃত, পুরুষ ও প্রকৃতিতে বা শক্তি ও শক্তিময়ে, কি মায়া ও মায়ীতে কোন প্রভেদ নাই। কারণঃ

"মানয়োরন্তরং বিদ্যাচন্দ্রচন্দ্রিকয়োর্যথা।"

এই জন্য আদি সৃষ্টি শক্তি অন্নপূর্ণাকে এস্থলে পুরুষ প্রকৃতি বলা হইয়াছে।

অধিষ্ঠান—আবির্ভূত হও। অবস্থিতি কর।

কহিলা মঙ্গল রচিবারে—অন্নপূর্ণা দেবী স্বয়ং রাত্রিশেষে স্বপ্নে রায়গুণাকরের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে নিজ মঙ্গল (এই অন্নদামঙ্গল) রচনা করিবার আজ্ঞা দেন।

রজনীশেষে—প্রবাদ আছে, রাত্রিশেষে যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা সফল হয়।

কহি—রচনা করি বা গান করি।

চাহিয়া—অনুগ্রহ করিয়া

পূর্ণকর—সম্পূর্ণ কর বা উদ্দেশ্য পূর্ণ কর।

বিস্তর...অল্পে—অন্নদারূপে দেবীর অশেষ গুণ তাহা সংক্ষেপে কিরূপে বর্ণনা করা সম্ভব হইবে।

হবে বরদায়—আমাকে বর দিবে বা অনুগ্রহ করিবে।

গ্রন্থসূচনা।

১৬—২০পৃঃ

অপর্ণা—পার্ব্বতীর এক নাম। শিব কামনায় তপস্যা কালে পার্ব্বতী বৃক্ষপত্র পর্য্যন্ত ভোজন করেন নাই বলিয়া তাঁহার নাম অপর্ণা হইয়াছে। কালিদাস বলিয়াছেন।

> স্বয়ং বিশীর্ণ দ্রুমপর্ণ বৃত্তিতা
> পরাহি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
> তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
> বদন্ত্যপর্ণেতি চতাং পুরাবিদঃ॥

কুমার সম্ভব। ৫। ২৮

অন্নদা—অন্নপূর্ণা ও অন্নদা এক অর্থে ব্যবহৃতা।

অষ্টভুজা—আট হাতবিশিষ্ট।

অভয়া—যিনি অভয়দান করেন।

অপরাজিতা—যিনি কাহারও দ্বারা পরাস্ত হন না।

অচ্যুত—অক্ষর -যাহার ক্ষয় নাই।

অনুজা—দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা বলিয়া সতীর নাম হইয়াছে।

অনাদ্যা—যাহার আদি নাই, সনাতন।

অনন্তা—যাহার অন্ত নাই।

অম্বা, অম্বিকা—সকলের জননী বলিয়া দুর্গার নাম অম্বা ও অম্বিকা।

অজয়া -যাহাকে কেহ জয়, করিতে পারে না।

সভাজন—রীতিমত আসর সাজাইয়া অন্নদামঙ্গল গান হইতেছে। এই জন্য সমাগত সভ্যগণকে সভাজন বলিয়া সম্বোধন করা হইল। সর্ব্বজন।

প্রকাশ- পূর্ব্বে অন্নপূর্ণা পূজা পদ্ধতি এদেশ হইতে লোপ পাইয়াছিল। কাশীতে অন্নপূর্ণার পূজা বরাবর চলিয়া আসিলেও বাঙ্গালাতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় তাহা একরূপ লোপ পাইয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহার পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তন করেন। কিরূপে এই পূজা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই এ স্থলে বিবৃত হইতেছে।

রায় রায়া সে সময়ে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি ছিল। সুজা

খাঁ রাজা হইয়া আলম চন্দ্রকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন ও তাহাকে রায় রাঁয়া উপাধি দেন। জগৎ শেঠ, আলমচাঁদ, হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দ্দি তাঁহার পরামর্শদাতা ছিলেন।

বধিলেক—যুদ্ধে হত করিল।

মহাবদ জঙ্গ...খেতাব—আলিবর্দ্দি খাঁ—স্বয়ং বাদশা মহাবদ-জঙ্গ উপাধি গ্রহণ করিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁরই আর এক নাম মহাবদজঙ্গ।

সুজা খাঁ নবাব সুত···নবাব—ইহার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এই;—১৭২৫ সালে বাঙ্গালার নবাব মুরসিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজা খাঁ বাঙ্গালার নবাব হন। সুজা খাঁ ১৭২৮ সালে তাহার কুটুম্ব আলিবর্দ্দি খাকে বেহারেই শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ১৭৩৫ সালে সুজা খাঁর মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার রাজা হন। আলিবর্দ্দি খাঁ সুযোগ পাইয়া ১৭৪১ সালে বিদ্রোহী হন। সরফরাজ খাঁ বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত পাবনা অভিমুখে যাত্রা করেন। মুরসিদাবাদের দশ ক্রোশ উত্তরে ঘিরা নামক স্থানে যুদ্ধ হয়, এবং সরফরাজ খাঁ নিহত হন। আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার রাজধানী মুরসিদাবাদ দখল করিয়া লন ও বাঙ্গালা ও বেহারের রাজা হন। (১৭৪০ খ্রীঃ)

মুরসিদ কুলি—বাঙ্গালার নবাব মুরসিদ কুলি খাঁ এই লোক নহেন। ১৭২৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইনি

সরফরাজ খাঁর শ্যালক ছিলেন। সুজা খাঁ ইঁহাকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

খেদাইয়া—দূর করিয়া।

আমল—দখল। এই সময় হইতেই আলিবর্দ্দি খাঁ সুবে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার রাজা হন। তিনি তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র (হাজি আহমদের দ্বিতীয় পুত্র) সায়েদ আহমদ বা সৌলতজঙ্গকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কটক তাঁহার রাজধানী হইল।

মুরাদবাখর—ইনি উল্লিখিত মুরসিদ কুলি খাঁর জামাতা। ইনি শায়দ আহমেদকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার শ্বশুরের রাজ্য অধিকার করেন—কিন্তু পরে আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া নিজের আধিপত্য পুনস্থাপন করেন।

দিল বেরি তোক—হাতকড়ি দিল।

চলে—এই কথা শুনিয়া আলিবর্দ্দি খা সৌলদজঙ্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

উতরিল—উপস্থিত হইল। পঁহুছিল।

ত্বরাপর—তাড়াতড়ি।

ছার লুটিয়া পুড়িয়া—দেশ লুট করিয়া ও গ্রাম পোড়াইয়া ছারখার করিল।

লস্কর—অনুচর।

জুম—অহিতাচার, অত্যাচার বা জুলুম করিয়াছিল।

ধূম—মহা আড়ম্বর করিয়া সেনানিবেশ করিল।

ভুবনে...অধিষ্ঠান—এই পৃথিবীমধ্যে ভুবনেশ্বর মহেশের এক মাত্র বাস স্থান—এ স্থলে শিব পার্ব্বতী সহ সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ভুবনেশ্বর কটকের নিকট অবস্থিত। ভারতচন্দ্রই অন্যত্র বলিয়াছেন ;—

"মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম।
ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর॥"

উপজিল—উপস্থিত হইল।

প্রলয়ের শূল—যে শূল নিক্ষেপ করিয়া শিব প্রলয় কালে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সংহার করেন, অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী গুলরূপী মূলপ্রকৃতিতে মিশাইয়া দেন।

সমূলে নির্ম্মূল—সমস্ত সংহার করিবার জন্য।

বিস্তর হইবে নষ্ট—শূল নিক্ষেপ করিলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ধ্বংশ হইবে—অল্প লোককে সংহার করিবার জন্য এরূপ শূল নিক্ষেপ করিতে নন্দীকে নিষেধ করিলেন।

হৈল—প্রলয় উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল।

ছাড়—ত্যাগ কর—মারিবার জন্য নিক্ষেপ কর।

সংহার—শূল—যে শূল নিক্ষেপে জগৎকে সংহার বা প্রলয় করিতে হয়।

সংহর—সংযত কর। শূল নিক্ষেপে বিরত হও। কুমার সম্ভবে আছে, "ক্রোধো প্রভু সংহর সংহরেতি"

বর্গি—মারহাট্টা বা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমাদের দেশে বর্গি বলে। তাহাদের বর্গি নাম কেন হইল, তাহার স্থির নাই।

অনেকে বলেন, তাহারা দলবাঁধিয়া বা বর্গ হইয়া আক্রমণ করিত বলিয়াই তাহাদের এই নাম হইয়াছে। বাঙ্গালায় মারহাট্টাদের যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা শুনিলে এখনও ভয় হয়। অদ্যাপি জননী 'পাঁড়া জুড়ল বর্গি এল দেশে' বলিয়া শিশুকে ঘুম পাড়ান।

সেতারা—দক্ষিণে মহারাষ্ট্রদিগের রাজধানী।

বর্গিররাজ—শিবজীর উত্তরাধিকারিগণকেই মহারাষ্ট্র রাজা বলিত। শিবজিই মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই জন উত্তরাধিকারী মহারাষ্ট্রের রাজা হন—তন্মধ্যে যাহারা সেতারার রাজা হন, তাহারাই শিবজীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এই সময়ে সাহু বর্গির প্রকৃত রাজা ছিলেন। বোধ হয় কবি তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বপ্ন কাহিনী—স্বপ্ন দিল।

রঘুরাজ—রঘুরাজ বা রঘুজী ভোঁসলা প্রকৃত বর্গির রাজা নহেন। তাহার পিতৃব্য পরেশজী সেতারা দেশের সামান্য সৈনিক ছিলেন—নিজ বলে তিনি এত উন্নত হন। রঘুজী রাজা সাহুর শালীকে বিবাহ করেন, এবং তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্টতা থাকে। তিনি বেরার (বিদর্ভ) দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা। তৎকালে তিনি পেশওয়া বালাজি রাওয়ের সমকক্ষ ছিলেন।

ভাস্কর পণ্ডিত—রঘুজী ভোসলর অধীন সেনাপতি।

পাঠাইল…হইল—ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এইঃ—

রঘুজী ভোসলা পেসওয়া বালাজী বিশ্বনাথের অধীন

একজন মহারাষ্ট্র সরদার ছিলেন। তিনি পরে বেরারের রাজা হন। তিনি কর্ণাট জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে চল্লিশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সেনা বাঙ্গালা জয়ের জন্য পাঠাইয়া দেন। (১৭৮১ খ্রীঃঅব্দে) তাহারা আসিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই লুঠপাট আরম্ভ করে। এবং নবাবকে হীনবল দেখিয়া বর্দ্ধমানে তাঁহাকেই আক্রমণের উদ্যোগ করে, এবং তাহার অনেক দ্রব্য লুঠিয়া লইয়া যায়। তখন আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তিনি স্বয়ং অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাস্কর পণ্ডিতকে বাধা দেন। কিন্তু রঘুজী স্বয়ং আসিতেছেন শুনিয়া, সম্রাট মহম্মদ সাহার সাহার্য্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট অযোধ্যাধিপতি সফ্‌দর খাঁকে পাঠাইয়া দেন। ইহা ব্যতীত সেই সময়ে সম্রাটের সহিত পেসওয়া বালাজি বাজিরাওয়ের সন্ধির কথা হইতেছিল। সম্রাট তাহাকে মলব দেশ দিয়া সন্ধি করেন, ও রঘুজীর হস্ত হইতে বাঙ্গালা রক্ষা করিতে পেসওয়াকে অনুরোধ করেন। তখন রঘুজীর সহিত পেসওয়ার বিবাদ চলিতেছিল। সুতরাং পেসওয়া বালাজি তাহাতে সম্মত হইয়া সসৈন্য মুরসিদাবাদ যাত্রা করেন। রঘুজীর সহিত কাটওয়ায় তাহার এক যুদ্ধ হয় তাহাতে রঘুজী একেবারে পরাস্ত হন। রঘুজী স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া পেসওয়ার রাজধানী পুনা আক্রমণের উদ্যোগ করেন। অগত্যা বালাজিরাও তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন (১৭৪১ খ্রীঃ অব্দ) এবং বাঙ্গালায় তাঁহাকে আর বাধা দিবেন না স্বীকার করেন। রঘুজী পুনরায় ভাস্কর পণ্ডিতকে বাঙ্গালায় পাঠান।

কিন্তু সেবার নবাব ছল করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে মুরসিদাবাদে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া কৌশলে তাঁহাকে হত্যা করেন। (১৭৪৫ খৃঃ) তৎপরে কিছু দিন বাঙ্গালায় শান্তি স্থাপিত হয়। পরে আলিবর্দ্দির সেনাপতি মুস্তাফী খাঁ বিদ্রোহী হইলে রঘুজী তাঁহার সঙ্গে যোগ দেন। শেষে ১৭৫১ সালে নবাবের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। নবাব তাঁহাকে ১২ লক্ষ টাকা দেন ও কটক ছাড়িয়া দেন। পরে ১৭৫৫ সালে রঘুজী সমস্ত উড়িষ্যা অধিকার করিয়া লয়েন।

বর্গি মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র—মহারাষ্ট্রীয়দিগকেই এদেশে বর্গী বলে। সৌরাষ্ট্র সুরট দেশের লোক।

বিকৃতি আকৃতি—ভীষণ আকার।

নৌকার জাঙ্গাল—নৌসেতু প্রস্তুত করিয়া। নৌকা পাশা-পাশি রাখিয়া, সেতুমত করিয়া নদী পার হইয়াছিল।

গ্রাম গ্রাম পুড়ি—অনেক গ্রাম পুড়াইয়া ফেলিল।

ঝিউড়ী বহুড়ী—কন্যা বধূ। অনেক স্ত্রীলোককে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

কোটে—দুর্গ, নিরাপদ স্থান। কথায় বলে, "আপনার কোটে পাই, চিঁড়া কুটে খাই।"

লুটিয়া...নারকী—পাপী যবনগণ ভুবনেশ্বর দেবমন্দির লুট করিয়াছিল বলিয়া যে পাপরাশি সঞ্চয় হইয়াছিল, তাহার ভাগ বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা তিন সুবাই পাইয়াছিল। অর্থাৎ এই তিন স্থান সেই পাপের ফলভোগ করিয়াছিল।

এই পাপেই এই তিন প্রদেশ বর্গীদের অত্যাচারে পীড়িত হইয়াছিল।

সুবা—সম্রাট আকবর তাঁহার অধীন সমস্ত দেশগুলিকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য পনের ভাগে বিভক্ত করেন। তাহার এক একটিকে সুবা বলিত। এবং সুবার শাসনকর্ত্তাকে সুবাদার বলিত।

নগর পুড়িলে—যদি সমস্ত নগর অগ্নিসাৎ হয় তবে, পুণ্যস্থান দেবালয় কিছু তাহা হইতে অব্যাহতি পায় না। সমস্ত গ্রামে অগ্নি লাগিলে দেবতার বাসস্থানও পুড়িয়া যায়। সেইরূপ যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহারাও এই যবনকৃত পাপের ফলভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুণ্যাত্মা হইলেও এড়াইতে পারেন নাই। উপমাটী অতি সুন্দর হইয়াছে।

চারি সমাজ—কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারী নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ এই চারি সমাজে বিভক্ত ছিল। জমীদারীস্থ ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি সমস্ত বর্ণ এই চারিসমাজভূক্ত ছিলেন। জমীদারীর কোন প্রদেশ কোন্ সমাজের অন্তর্বর্ত্তী, এক্ষণে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন কোন প্রাচীন রাজকুটুম্ব মুখে শুনিয়াছি যে, এই জমীদারীর উত্তর প্রদেশ অগ্রদ্বীপ সমাজ, মধ্য প্রদেশ নবদ্বীপ সমাজ, দক্ষিণ প্রদেশ চক্রদ্বীপ সমাজ এবং পূর্ব্ব প্রদেশ কুশদ্বীপ সমাজের অন্তর্গত ছিল। চক্রদ্বীপ ও কুশদ্বীপ ইদানীং চাকদহ ও কুশদহ নামে খ্যাত আছে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রায়ই শাক্ত ও অত্যল্পাংশ বৈষ্ণব এবং শূদ্রবর্ণের অধিকাংশ

বৈষ্ণব ও কিয়দংশ শাক্ত ছিল। রাজারা শাক্ত, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ইহাঁরা পুরাণোক্ত বিবিধ অবতারের ধাতু প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত বিস্তর ভূমি দান করিয়াছেন। কালী কৃষ্ণ উভয়েরই প্রতি ইহাঁদের নির্ব্বিশেষ ভক্তি ছিল। ইহাঁরা কেবল চৈতন্যোপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ করিতেন।

এই রাজারা উল্লিখিত চারি সমাজের পতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত বর্ণের উপর তাঁহাদের অবিসম্বাদিনী প্রভূতা ছিল, ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা যে কোন ব্যবস্থা করিতেন, তাহাই বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সমাদরের সহিত পরিগৃহীত হইত। কদাচারীদিগকে জাতি-চ্যুত এবং পতিতকে উদ্ধার করিতেন। শূদ্র জাতির মধ্যে কেহ দুষ্কর্ম্ম দোষে পতিত হইলে রাজসনন্দ ব্যতীত কখনই সমাজ-চলিত হইত না। ধর্ম্ম বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে, অন্য প্রদেশের রাজারাও ইহাঁদের নিকট ব্যবস্থা লইতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। ইদানীং বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র এবং অন্য অন্য দেশের কোন কোন স্থানে এই পূজা মহা সমারোহপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উজনিয়া গোপ সম্প্রদায়ের জল পূর্ব্বে ব্যবহৃত ছিল না। এই রাজারা এ প্রদেশে তাহাদিগকে চলিত করেন। শুনিয়াছি, রাজারা যে কোন শূদ্র জাতীয় বালক ক্রয় করিয়া আপনাদের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহারা যে জাতি হউক না কেন তাহাদিগকে

কায়স্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ করিতেন। যদিও তাহারা পূর্ব্বে কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে অপদস্থ ছিল, কিন্তু ইদানীং তাহাদের কেহ কেহ সৌভাগ্য প্রভাবে অন্য অন্য কায়স্থগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

সমাজপতি—সমাজের নায়ক। যাহার কথা অনুসারেই সমাজ পরিচালিত হয়।

শুদ্ধ—নিষ্পাপ। সদাচার দ্বারা বাহ্য শৌচ হয় আর জ্ঞান দ্বারা অন্তর শৌচ হয়।

প্রতাপ তপনে...প্রকাশিয়া—তাঁহার প্রতাপরূপ সূর্য্যের তেজে কীর্ত্তিরূপ পদ্ম বিকশিত হইয়াছিল। অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, এজন্য তাঁহার সুনাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া—লক্ষ্মী প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরেই বাস করেন—এই জন্য তাঁহার নাম পদ্মালয়া। মহারাজার প্রতাপ সূর্য্য প্রভাবে কীর্ত্তি রূপ পদ্ম প্রস্ফুটিত রাখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার রাজলক্ষ্মী সর্ব্বদা সেই কীর্ত্তি পদ্মে বিরাজ করিতেছিলেন। রাজার যেরূপ প্রতাপ, সেইরূপ সুনাম, আর সেইরূপ সৌভাগ্য।

রাজা রাজচক্রবর্ত্তী...ঋষি ঋষিরাজ—তিনি রাজচক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। অর্থাৎ সকল রাজার উপরেই তাঁহার আধিপত্য ছিল। অথচ তিনি ঋষির ন্যায় ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে রাজর্ষি বলা যায়।

উপমা—তাহার তুলনা মিলে না।

দেবীপুত্র—অন্নপূর্ণার বরপুত্র।

এই পাপে—যবনকৃত ভুবনেশ্বর লুণ্ঠন পাপের তিনিও ভাগী হইয়াছিলেন। এবং তাঁহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই পাপেই তিনি মুরসিদাবাদে বন্দী হন। নতুবা রাজার চরিত্রে কোন পাপই নাই।

মহাবদজঙ্গ—আলিবর্দ্দি খাঁ।

নজরানা...চায়—"কৃষ্ণচন্দ্র জমীদারীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াই বাকী পড়া রাজস্ব ১০ লক্ষ ও নজরানা বাবদ ১২ লক্ষ—মোট ২২ লক্ষ টাকার জন্য মুরসিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। তাঁহার কায়স্থ জাতীয় দেওয়ান রঘুনন্দনের বুদ্ধি কৌশলে ইহার কিয়দংশ পরিশোধ করেন। অবশিষ্ট টাকা রাজা কৌশল পূর্ব্বক নবাব হইতে মাপ প্রাপ্ত হন।"

সাজোয়াল—তহশীলদার।

সর্ব্বভক্ষ—সকল আদায়ী টাকাই নিজে আত্মসাৎ করিত।

রাজার গেল ধন—এই জন্য রাজা নজরানা ১২ লক্ষ টাকা দিতে পারেন নাই।

কত শত্রু...বিবাদে—সেই সময়ে শত্রুগণ বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল।

বিবিধ প্রকারে—নানা উপচারে।

বর্ণাইয়া—বর্ণনা করিয়া।

অনুকম্পা... অনুভব—পুজায় যে দেবীর দয়া হইয়াছে তাহা স্বপ্নে, দেবীর কৃষ্ণচন্দ্র সমুখে আবির্ভাব হইতে বুঝা গেল।

মূরতি ধরিয়া— নিরাকার মূর্ত্তি সাধকের অনুভবনীয় নহে বলিয়া, মূর্ত্তি বিশেষ করিয়াই দেবী রাজার সম্মুখে স্বপনে আবির্ভূত হইলেন। অথবা রাজা এই মূর্ত্তিতেই দেবীকে স্বপ্নে অনুভব বা মানস প্রত্যক্ষ করিলেন।

স্বপ্ন কহিলা—স্বপ্ন দেওয়া অর্থাৎ স্বপ্ন দেখাইয়া সমস্ত উপদেশ দিলেন।

মঙ্গলগীত—মাহাত্ম্য কথা।

প্রকাশ—প্রচারিত কর। অন্নপূর্ণা পূজা ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে লোপ হইয়াছিল। এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

কয়ে দিলা—উপদেশ দিলেন।

পদ্ধতি...ইতিহাস—পূজার প্রণালী ও সংগীতের বিবরণ।

বিধি ব্যবস্থায়—রীতিমত পদ্ধতি অনুসারে।

মহাকবি...মহাভক্ত—যাঁহারা প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাঁহারা আপন ক্ষমতা বুঝিতে পারেন। তাই রায় গুণাকর অকুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন তিনি 'মহাকবি'। কবি মাইকেলও এইরূপ গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন,—

—রচিব মধুচক্র, গৌড় জন যাহে,
আনন্দে করিবে পান, সুধা নিরবধি।"

বাস্তবিক ভারতের সিংহাসন আজিও অটল রহিয়াছেন, তিনি যে ধরণের কবি, সে শ্রেণীর মধ্যে তিনি রাজা।

রায় গুণাকর—ভারতচন্দ্র এই উপাধি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত হন।

মাতৃবেশে—মাতৃবেশে, 'মহাভক্ত' প্রভৃতি, দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় স্পষ্টই বোধ হয় অন্নপূর্ণাই ভারতের ইষ্ট দেবতা।

উপদেশ সবিশেষ—বিস্তারিত করিয়া উপদেশ দিব।

তরিল সে দায়—সে বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। মুর-সিদাবাদের কারাগার হইতে মুক্ত হইলেন।

নব রসতর—এ রকম নূতন ধরণের সরস গীতি পূর্ব্বে কেহ কখন গাহেন নাই—কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ভারত ইহা নূতন গাহিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন।

২১—২৬পৃঃ

নিবেদন অবধান কর—আমার কথা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। মনযোগ পূর্ব্বক শুন।

চন্দ্রে সবে ষোলকলা—এই স্থল হইতে 'জ্যোৎস্নাময়' পর্য্যন্ত বরাবর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত চন্দ্রের তুলনা করা হইতেছে। মহারাজ যে সর্ব্বাংশে চন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কবি তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

চন্দ্রে... হয়—চন্দ্রে কেবলমাত্র ষোলটী কলা আছে। আবার তাহারও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। চন্দ্রের কলা চন্দ্রের ষোল ভাগের একভাগ মাত্র। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রে চন্দ্রের যে এক এক অংশ প্রকাশিত হয়

তাহাই চন্দ্রের কলা। এবং তাহা শুক্ল প্রতিপদ হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়; আবার পূর্ণিমার পর ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া অমাবস্যায় একেবারেই সমস্ত লোপ পায়।

চৌষট্টিকলার—চৌষট্টি প্রকার বিদ্যার নাম চৌষট্টি কলা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্ববিদ্যাবিসারদ ছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে ফাইন আর্টস্ ও পোলাইট্ লিটরেচর বলে তাহাই কলাবিদ্যা। কলাবিদ্যা মধ্যে নিম্ন কয়টাই প্রধান,ঃ—গীত, নৃত্য, বাদ্য, নাট্য, চিত্র, পুষ্প-স্তরণ, অঙ্গরাগ, মণিভূমিকাকর্ম্ম, শয্যারচনা, উদকবাদ্য, মালাগাথা, গন্ধ-যোজনা, ভূষণযোজনা, ইন্দ্রজাল, রন্ধন, পানীয় প্রস্তুত, সূচীকর্ম্ম, সূত্রক্রীড়া, প্রহেলিকা, পুস্তক বাচন, অভিনয় দর্শন, কাব্যসমস্যাপূরণ, সুপাত বিদ্যা, রত্ন পরীক্ষা, ধাতুজ্ঞান, মণিরাগজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদজ্ঞান, মেষ ও কুক্কুট-যুদ্ধ-বিদ্যা, পক্ষীকে কথা শিক্ষা দেওয়া, কেশমার্জ্জনকৌশল, দেশ-ভাষাজ্ঞান, অভিধান কোষছন্দ জ্ঞান, ক্রীড়াবিশেষজ্ঞান, বেতালবিদ্যা, বিনায়কবিদ্যা, যন্ত্র মতৃকা, মানসীকাব্য ক্রীড়া।

পদ্মিনী...দেখিলে—চন্দ্রের আর এক দোষ এই যে চন্দ্রকে দেখিলে পদ্ম গুটাইয়া যায়—চন্দ্রের রশ্মি তাহার নিকট ভাল লাগে না।

কৃষ্ণচন্দ্র মিলে—কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিলে পদ্মিনী স্ত্রীলোকেরা লজ্জাআবরণ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বার বার

দেখিতে থাকে। শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা আছে, পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী। পদ্মিনীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ভাবার্থ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা স্ত্রীলোকরাও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিলে মোহিত হয়, তিনি এত সুন্দর। ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে পদ্মিনীর লক্ষণ দিয়াছেন, তাহা এই,

"নয়ন কমল কুঞ্চিত কুন্তল
ঘন কুচস্থল মৃদুহাসিনী।
ক্ষুদ্র রন্ধ্র নাসা, মৃদু মন্দ ভাষা
নৃত্য গীতে আশা সত্যবাদিনী॥
দেব দ্বিজে ভক্তি পতি অনুরক্তি
অল্প রতিশক্তি নিদ্রাত্যাগিনী।
মদন আলয় লোম নাহি হয়
পদ্ম গন্ধ কয় সেই পদ্মিনী॥"

চন্দ্রের...কেবল—চন্দ্রের মধ্যে যে কাল দাগ (মলিন রেখা) দেখা যায় তাহাতে চন্দ্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে—এইজন্য তাহাদের কলঙ্ক বলে।

কৃষ্ণচন্দ্র উজ্জ্বল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মহাভক্ত, তিনি কালিমূর্ত্তি সর্ব্বদা ধ্যান করেন তাঁহার উপাস্য দেবী কালি সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র কালীভক্ত বলিয়া তাঁহার গৌরব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

দুই পক্ষ...হয়—চন্দ্রের দুই পক্ষ—কৃষ্ণ ও শুক্ল। শুক্ল পক্ষে চন্দ্র কলা ক্রমে বৃদ্ধি হয়, আর কৃষ্ণ পক্ষে হ্রাস হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রে···জ্যোৎস্নাময়—অর্থাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুই সংসার। তাঁহার প্রথম স্ত্রী যেমন সুন্দরী ও আনন্দদায়িনী দ্বিতীয়া স্ত্রীও তদ্রূপ।

উপরিউক্ত কয় শ্লোকে, কলা, পদ্মিনী, কালী ও পক্ষ দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অলঙ্কারকে শ্লেষ বলে। উপমানের উৎকর্ষ জন্য ইহা ব্যতিরেক অলঙ্কারও হইয়াছে।

প্রথম পক্ষেতে—প্রথম স্ত্রীর গর্ভে।

পঞ্চদেহে—পাচ শরীরে। ইহার আর এক অর্থ হইতে পারে, পঞ্চ দেহে বা পঞ্চ ভৌতিক দেহ অথবা পঞ্চ কোষময় দেহ। কিন্তু এ অর্থ এস্থলে সঙ্গত নহে।

পঞ্চানন···শিব—পুরাণে আছে শিবের পাঁচ মুখ।

পঞ্চ দেহে···পঞ্চানন—যেন শিব এই পাচ দেহে অবতীর্ণ হইলেন। অর্থাৎ রাজার এই পাঁচ পুত্র সাক্ষাৎ শিব অবতার। শিবের নাম পঞ্চানন হইলেও তাঁহার মুখ কখন পাঁচ ভাগে ভিন্ন হয় নাই। এক্ষণে পাঁচটী উপযুক্ত দেহ পাইয়া তাঁহার পাঁচমুখ পাঁচ ভাগে বিভিন্ন করিয়া তাঁহার পঞ্চানন নামের স্বার্থকতা করিলেন।

মহেশ আকার—দেখিতে শিবের ন্যায়।

ফুলের মুকুটি—ফুলে মেলের মুখোপাধ্যায় উপাধীধারী। দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে, তাঁহাদের নিবাস গ্রামানুসারে ৫৬ ভাগে বিভক্ত করেন। তদনুসারে রাঢ়ীয়গণ ৫৬ গাঁইতে বিভক্ত হয়। এবং এই গাঁই অনু

সারে তাহাদের মেল বন্ধ করেন। তখনকার ব্রাহ্মণগণ সকলেই দোষাশ্রিত ছিল। যাহাদের দোষ সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প তাঁহারাই ফুলিয়া মেল হন। তাহা অপেক্ষা যাঁহাদের দোষ অধিক তাঁহারা খড়দহ মেল। মেলের মধ্যে ফুলিয়া, খড়দই, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী এই চারিটীই শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় পক্ষের—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ব্ভে।

রাজকায়—রাজার ন্যায় শরীর।

সদানন্দময়—সর্ব্বদাই আনন্দিত।

অদান প্রদান—কন্যা দান ও গ্রহণ সম্বন্ধে কোনরূপ দোষ নাই—বরাবর সমান ঘরে কন্যা দিয়া আসিয়াছেন।

ত্রিকুলে পালটী—কুল তিন প্রকার, পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। অর্থাৎ এই তিনকুলই তাঁহাদের ন্যায় সমান নির্দ্দোষ ও ইহাদিগকে কন্যা দিলে বা ইহাদের কন্যা লইলে কোন দোষ হয় না। পালটি ঘর অর্থে সমান ঘর যাঁহাদের সঙ্গে নির্দ্দোষে আদান প্রদান চলে।

বাঁড়ুরি—বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী।

মুখ—মুখোপাধ্যায়।

পাঠকেন্দ্র—পাঠকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

যশোধন—যশস্বী।

আগার—কুলের প্রধান নিবাস স্থান—অর্থাৎ তাঁহারা প্রধান কুলীন।

কবিত্বকলাধর—কবিত্বরূপ কলা বা বিদ্যার অধিকারী। চৌষট্টি প্রকার বিদ্যার নাম চৌষট্টি কলা। অর্থাৎ ইনি কবি ছিলেন ও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ইহাতে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গেরও আভাষ আছে।

ঋষি শুকদেব—ইনি ব্যাসের পুত্র। জন্ম হইতেই ইনি সর্ব্ব বিদ্যাবিসারদ হন। ইনি জাতিস্মর ছিলেন।

সিদ্ধান্ত—পদবী বিশেষ। যাঁহারা কোন জটিল বিষয় পড়িলে সহজে তাহার মীমাংসা করিতে পারেন—বিশেষ তর্কশাস্ত্রে যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি আছে তাহারাই এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

পারিষদ—সভাসদ। সভার সভ্য।

প্রিয়বড়—তিনি মহারাজের বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন।

রূঢ়—শ্রেষ্ঠ।

গণিতে কি শকতি—তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে গণনা করিয়া ঠিক করা যায় না।

গোবিন্দরাম রায়—ইনি সুগন্ধ্যার প্রসিদ্ধ রায় বংশের স্থাপয়িতা। ইনি কায়স্থ ছিলেন। গোবিন্দরাম বসুর ন্যায় বৈদ্য তৎকালে বাঙ্গালায় ছিল কি না সন্দেহ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহাঁকে বৈদ্যতিলক রায় উপাধি প্রদান করেন। ইনি সুগন্ধ্যা রায়বংশের পূর্ব্বপুরুষ।

সঙ্গ—সহচর, সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকিত।

দেওয়ান—প্রধান মন্ত্রি ও কোষাধ্যক্ষ।

সহবতি—সহকারী।

রায়—মহামতি—সদাশয় মদন গোপাল রায় তাঁহার বক্‌
ছিলেন।

কিঙ্কর—কিঙ্কর লাহিড়ী নামক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রধান মুন্‌
ছিলেন।

কালোয়াত—সংস্কৃত কলাবং শব্দ হইতে উৎপন্ন। যিনি ক
বা গীত বাদ্যাদি বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী তিনিই কলা
বা কালোয়াত।

গায়ন, বিশ্রাম খাঁ—ইহারা দুই জনে মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রে
প্রধান গায়ক ছিলেন।

মৃদঙ্গী—যিনি ভাল মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ বাজাইতে
পারেন।

কিন্নর আকৃতি—বোধ হয় এস্থলে এই বিশেষণ দ্বারা তি
যে বিশেষ সুপুরুষ ছিলেন তাহাই বুঝাইতেছে। বি
শাস্ত্রমতে কিন্নর দেখিতে অতি কদাকার তাহাদের
ঘোড়ার মত। যথা, কিন্নরো বদনং ময়ূঃ।

মোহন...প্রায় সের মামুদ প্রধান নর্ত্তক ছিলেন,নর্ত্তক খো
চন্দ্র, রূপে বিদ্যাধরের ন্যায় সুন্দর ছিলেন।

ঘড়িয়াল—পূর্ব্বকালে কোতওয়ালের ন্যায় ঘড়িয়ালও রা
দের কর্ম্মচারী ছিল। যথাসময়ে ঘড়ি বাজানই ইহা
কার্য্য।

চেলা—শিষ্য।

খানেজাদ—খানসামা।

সেফাহীর জমাদার—সমস্ত সিপাহী সেনাগণের অধিনায়ক।

জগন্নাথ...পর—যাহাকে জগন্নাথ পুরস্কার দিয়াছিল। বোধ হয় এই জগন্নাথ বৈদ্য তিলক রায়ের ছোট ভ্রাতা হইবেন।

তীরের—এখন কার বন্দুকের ন্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে তীরের দ্বারাই অধিক যুদ্ধ দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত। আজি পর্য্যন্ত কোন কোন স্থলে জমীদারদের মধ্যে বিবাদে লাঠি, সড়কি ও শর চালনা হইয়া থাকে।

কর্ণ—মহাভারতে কর্ণকে একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলিয়া বর্ণিত আছে। তিনি প্রধানতঃ পরশুরামের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।

হাজারি—এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক। এখন যেমন রেজিমেণ্ট প্রভৃতি বিভাগ আছে সে সময়ে হাজারি, পঞ্চ-হাজারি প্রভৃতি সেনা বিভাগ ছিল। এই সকল দলের অধিনেতাগণকে হাজারি, পঞ্চহাজারি বলিত। পাদসাই ও নবাবদের আমলে পঞ্চহাজারির অপেক্ষা সম্মানসূচক অন্য পদবী ছিল না।

সোয়ার—অশ্বারোহী সেনা। ভোজপুরে এদেশে সাধারণতঃ পশ্চিমদেশীয় লোকদিগকেই ভোজপুরে লোক বলে।

বোঁদেলা—বুন্দেলখণ্ডনিবাসী চোয়াড় জাতি। তাহারা অত্যন্ত বলবান।

কুলমালে—তিনিই সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব সম্বন্ধে দেওয়ান ছিলেন। (কোষাধ্যক্ষ)

রঘুনন্দন মিত্র—দেওয়ান রঘুনন্দন নবাবের নিকট মুস্তৌফী উপাধি প্রাপ্ত হন। হুগলির সাত ক্রোশ উত্তরে শ্রীপুর নামক গ্রামে রঘুনন্দনের বাসস্থান ছিল। তাঁহার সাত পুত্র হয়। শ্রীপুরের মুস্তৌফাগণ ইহাদের বংশসম্ভূত। ইহাঁর অন্যান্য ভ্রাতা সুকড়িয়া ও উলা গ্রামে বাস করেন। এখনও ইহাঁদের বংশাবলী তথায় বাস করিতেছেন।

তাঁহার তুল্য কায় নীলকণ্ঠ রায়ের ন্যায় শরীর বা আকৃতি।

অভিনব কাম—মদনের ন্যায় সুন্দর। এত সুপুরুষ যে বোধ হয় যেন আর এক নূতন কামদেব জন্মিয়াছেন।

দেয়ানের—বিশ্বনাথ বসু দেওয়ান রঘুনন্দন মুস্তৌফীর পেসকার ছিলেন।

রত্নগজ—যে সকল হস্তীর মস্তকে রত্ন জন্মে। এস্থলে শ্রেষ্ঠ হস্তি।

দিক্‌গজ—দিক্‌হস্তী বা দিক্‌নাগ। ইহারা এক এক দিকের অধিপতি বিশেষ। ইহারাই মেঘের পরিচালক।

উচ্চৈঃশ্রবা—ইন্দ্রের অশ্বের নাম উচ্চৈঃশ্রবা, সমুদ্র মন্থনকালে ইহা সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিল। ইহার আর এক অর্থ লম্বকর্ণ বিশিষ্ট অশ্ব। অশ্বের মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ।

লেখায়—তুলনায়।

হাবসী—কাফ্রিদিগকে বিশেষতঃ আবিসিনিয়ার লোকদিগকে হাব্সি বলে।

যোগান—সেই হাব্সীই রাজাকে বাছিয়া বাছিয়া ভাল ঘোড়া প্রভৃতি আনিয়া দিয়াছে। আরব দেশীয় ঘোড়া, উট সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

দপ্তরে—সেরেস্তার।

রাজ্যের উত্তর...গঙ্গাপার—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধিকার কালে তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, পূর্ব্ব সীমা ধূলিয়াপুর ও পশ্চিম সীমা ভাগীরথী ছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুবেরপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা অধিকৃত হইয়াছিল। এই রাজ্যের পরিমাণ ফল ৩৮৫০ বর্গ ক্রোশ। ইহা সুইজারলণ্ড রাজ্য অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ বৃহৎ। ইদানীং ইহার অধিকাংশ স্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত আছে, অবশিষ্ট অংশ চব্বিশ পরগণা, মুরশিদাবাদ, যশোহর, এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভূত হইয়াছে। এই অধিকারে ভাগীরথী, জলঙ্গী (খড়িয়া), ইচ্ছামতী, ভৈরব, রায়মঙ্গল, চূর্ণী, যমুনা এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহার প্রধান নগর ও গ্রাম শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, হালিসহর, কলিকাতা, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বহিরগাছি, শ্রীনগর, গোপালপুর প্রভৃতি এবং প্রধান গঞ্জ, শান্তিপুর, কলিকাতা, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি, নবদ্বীপ এবং চক্রদ্বীপ ছিল। এই জমীদারীর সমস্ত ভূমি সমতল। কলিকাতার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব খাড়িজুড়ি ও ধুলিয়া-

পুর প্রভৃতি কতিপয় পরগণা ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে বৃহৎ বন ছিল না। ইহার প্রায় সমস্ত ভূমি উর্ব্বরা। এই অধিকারে বিবিধ প্রকার আশু ও আমন ধান্য এবং সর্ব্ব-প্রকার হরিৎ শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার উত্তর অঞ্চলে তুত জন্মিয়া থাকে। এখানে আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, রম্ভা, দাড়িম্ব, আতা, জাম, নিচু, গোলাবজাম প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয়। কলিকাতার সাত আট ক্রোশ উত্তর হইতে প্রায় মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত এ অধিকারস্থ সকল প্রদেশেরই জল বায়ু স্বাস্থ্যকর ছিল। বিশেষতঃ, খড়িয়া নদীর তটস্থ কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রাম সকলের জল বায়ু এতই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত ছিল যে, বাঙ্গালার নানা অঞ্চলের লোক স্বাস্থ্য লাভার্থে কৃষ্ণনগরে আসিত। ১৮৩২ বা ৩৩ খৃঃ অব্দে যে সংক্রামক জ্বর বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই এই অধিকারের প্রায় সমস্ত গণ্ডগ্রাম ও বিস্তর পল্লীগ্রাম অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, এবং তন্নিবন্ধন বিস্তর লোকের অকালে আয়ুঃশেষ হয়। যদিও এ রোগ কোন স্থানে প্রায় চারি পাঁচ বৎসরের অধিক কাল ছিল না, কিন্তু যে স্থানে ইহার একবার আবির্ভাব হইয়াছিল, সে স্থান আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্যজনক হইতে পারে নাই।

এই বিষম রোগ, ১৮২৪ কি ২৫ খৃঃ অব্দে, যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুর গ্রামে প্রথমে দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ দালগা, নলডাঙ্গা গ্রামে যায়। কিয়ৎকাল পরে ভৈরব নদের কূলবর্ত্তী কশবা প্রভৃতি অন্য অন্য গ্রামে উপস্থিত

হয়। ১৮৫৫ কি ৫৬ খৃঃ অব্দে, গদঘাট গ্রাম উচ্ছিন্ন করে। তদনন্তর, নিজ যশোহর নগর ও তৎসান্নিহিত অনেক গ্রামবাসীরা বহুকাল পর্য্যন্ত এই রোগে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পায়। ১৮৩২ কি ৩৩ অব্দে, যশোহর হইতে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে গদখালি গ্রাম আক্রমণ করে, তদনন্তর, গুয়াতেলি, কাঁদবিলা ও সুপপুখুরিয়া গ্রামে উপস্থিত হয়। ১৮৩৫ কি ৩৬ অব্দে, এই তিন গ্রাম উৎসন্ন হইয়া যায়। ১৮৪০ অব্দে ইহা পুনরায় গদখালি আক্রমণ করিয়া প্রায় জনশূন্য করে। ১৮৪৪।৪৫ অব্দে শ্রীনগর গ্রামে আসিয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত হয়। ঐ গ্রাম উচ্ছিন্ন করণানন্তর, গোপালনগর, বাহুরামপুর, দিগড়ে, চৌবাড়িয়া, শিমুলিয়া, গাঙ্গসারি প্রভৃতি কয়েক গ্রাম উচ্ছিন্ন দেয়। ১৮৫০।৫১ অব্দে, শ্রীনগরের ছয় ক্রোশ দক্ষিণ গোরপোতা গ্রামে দেখা দেয়। তদনন্তর, দেবগ্রাম, মাঝের কাণা, মুড়াগাছি, এবং অন্য অন্য গ্রামের মধ্য দিয়া, ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের বর্ষাকালে, উলাতে (বীরনগর) আইসে। তথা হইতে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে. রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আনুলিয়া, কায়েতপাড়া, জগপুর দিয়া চাকদহ পর্য্যন্ত যায়, এবং ঐ স্থান হইতে অনেক গ্রাম ধ্বংস করিতে করিতে ১৮৫৯ অব্দে কাঁচড়াপাড়ায় উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে দক্ষিণ দিকে যাইয়া হুগলির উত্তর পূর্ব্বাংশে ও প্রায় সমস্ত বারাশত জেলায় বিস্তারিত হইয়া পড়ে। এ দিকেও ঐ তিন বৎসর মধ্যে উলার সন্নিহিত বারাশত, বাদকুল্লা, খামার শিমুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে ব্যাপ্ত হয়। ১৮৫৯।৬০ অব্দে, ফুলে, বেলগড়িয়া, মালিপোঁতা

দিয়া শান্তিপুরে আইসে। ১৮৬০ অব্দে, শান্তিপুরের উত্তর গোবিন্দপুর, দিগ্নগর, ও তন্নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম আক্রমণ করে।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, কৃষ্ণনগরে দেখা দেয়; এবং ১৮৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত থাকিয়া নগরবাসীদিগের প্রায় তৃতীয়াংশ ধ্বংস করে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে, এই জমীদারীর অন্তর্ব্বর্ত্তী ৮৯ পরগণা এবং ৩৫ কিস্মত (পরগণার কিয়দংশ) ছিল। পরগণার নাম—নদীয়া, উখ্ড়া, পাচনওর, মানপুর, মুলগড়, বাগোয়ান, মহৎপুর, রায়পুর, সুলতানপুর, সুলতান বেদারপুর, উলা, সাহাপুর, ফতেপুর, লেপা, মারপদহ, উমরপুর, গড়হটাব, রায়সা, জাফরপুর, ভালুকা, সংগা, মাটিয়ারি, এঙ্গারিয়া কাশপুর, গয়াশপুর, আলানিয়া, মাহষপুর, ইস্লামপুর, খাড়জুড়, মামুদপুর, কলারোয়া, এসমাইলপুর, শান্তিপুর, রাজপুর, নাটাগাড়, আমিরনগর, মগুণ্ডা, আলমপুর, কুথরাল, চারঘাট, খাজরা, হলদহ, হপুরখাল, খালশপুর, ভাবাসিংহপুর, বেলগাঁও, আষাড়শেনা, বুড়ন, খানপুর; এবং কিসমথের নাম, হালিসহর, হাজরাখাল, পাইকান, মানপুর, কালিকাতা, আমিরাবাদ, আমিরপুর, খোশদহ, আনারপুর, বালিয়া পাইকহাটি, বালান্দা, কাথুলিয়া, মাইহাটি, জামিরা, পারধুলিয়াপুর, মুর্ব্বহ, নমক ও মোন ধুলিয়াপুর, কুবাজপুর, জয়পুর, তালুকা, বাগমারি, হোসেনপুর, হিলক, ভালা, কাটশাল, শোভনাল, পলাসি, বেহারোল, সহনন্দ, ভাবাসিংহপুর, হাট আলামপুর, সিলেমপুর, আকদহ।

এই সকল পরগণা ও কিসমতের মধ্যে ইদানীং কলিকাতা পরগণা অতি প্রসিদ্ধ। প্রথমে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপিতামহ রাজা রুদ্র রায় ইহার চারি আনা এক গণ্ডা অংশ প্রাপ্ত হন। এই অংশের রাজস্ব ৬২৫৪৫১৭ অবধারিত ছিল। পরে রুদ্রের পুত্র রাজা রামজীবন রায়, বা° ১১১৬ আব্দে, রামশরণ ও রহমতুল্লা এই দুই ব্যক্তির অংশ পান। এই অংশের রাজস্ব ৩৮২৬৷৵ ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আয় কিয়দংশ বর্দ্ধিত করিলে, ইহার মোট রাজস্ব ১৬৭৪৭৲১১। ধার্য্য হয়।

ফরমানী—বাদসাহের গ্রাণ্ট বা নিয়োগ পত্র ক্রমে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহা ব্যতীত তিনি নবাবের অনুজ্ঞা অনুসারে মনসবদার প্রভৃতি খেতাব ও খেলওয়াৎ পাইয়াছিলেন।

মনসবদার—প্রধান সুবাদারের তাঁবে যাহারা শত সৈন্যের নেতা তাঁহারা মনসবদার সম্মানের উপাধি।

সাহেব... ভার—নবাব আরও তাঁহাকে সম্মান সূচক সাহেব উপাধি ও নহবৎ বাদ্যের অধিকার প্রদান করেন। এবং পরগণার শাসনকর্ত্ত বা কাননগুই পদে নিযুক্ত করেন।

কোঠার কাঙ্গুরা—অর্থাৎ গৃহে ডঙ্কা ঘড়ি প্রভৃতি রাখিবার অধিকার পান।

পাদসাহী সিরপা—উল্লিখিত সমস্তই বাদসাহি দত্ত পুরস্কার।

সুলতানী সুলতানৎ—বাদসাদত্ত জায়গীর।

সরপেচ…কলগী—আলবলা কলিকা ও সরপোষ— তামাক খাইবার নবাবি আসবাব।

দেবীপুত্র—অন্নপূর্ণা দেবীর বরপুত্র বা বিশেষ অনুগৃহীত।

ধর্ম্মচন্দ্র—ধার্ম্মিক বলিয়া নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে ধর্ম্মচন্দ্র বা ধার্ম্মিক প্রধান উপাধি দেন।

প্রকাশিকা—এইরূপ অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আদিদেবের পূজার দ্বারা তাঁহার অনন্ত মহিমা বা অশেষ গুণ প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্বে স্বপ্নে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার মনে আবির্ভূত হন ও সেই মূর্ত্তির পূজা প্রকাশ করিতে তাঁহাকে আজ্ঞা দেন।

খ্যাতি নাম—সমান সূচক উপাধি।

গীতের লাগিয়া—মঙ্গলগীত রচনা করিবার জন্য।

তার—ভারতচন্দ্রের।

গীতে তুমি তোষই—আমার মঙ্গলগীত রচনা করিয়া আমাকে তুষ্ট কর।

বিপরীত—একি অসম্ভব কথা।

আমার…কর—যে আমার অনুগ্রহ লাভ করে সে বোবা হইলেও আমার ইচ্ছামত কথা কহিতে পারে।

গ্রন্থ…পারে—মঙ্গলগীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেই অন্নদার দয়া বুঝিতে পারিবে।

যে কবে সে হবে গীত—আমার অনুগ্রহ বলে তুমি যে বাক্যই উচ্চারণ করিবে তাহা কবিত্বময় হইবে বা তাহা সমস্তই গীতরূপে পরিণত হইবে।

আনন্দে শিখাবে—কবিবর মাইকেলও বলিয়াছেন,'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

অমৃতানন্দ—অমৃতময় অন্ন। অন্নপূর্ণা দেবী তাঁহাকে অন্ন ভোজন করাইলেন বা নূতন শক্তি, সঞ্চয় করিয়া দিলেন। অমৃত পান করিলেই লোক অমর হয়--ভারত তাই অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাকবি ভারত বুঝিয়াছিলেন যে তিনি অমর হইবেন।

ভারতচন্দ্রের এই মহাকাব্য অন্নপূর্ণার মহিমা কীর্ত্তন জন্য রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য, শুধু গৌড়জন আনন্দে নিরবধি সুধা পান করিবে বলিয়া কখন কাব্যাদি রচিত হয় নাই। সকলেরই মূল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই কাব্য রচনা হইত, বাঙ্গালার আদিকবি বিদ্যাপতি হইতে, সমস্ত বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই চৈতন্যরচিতামৃত প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কাশিরাম, কীর্ত্তিবাস, মহাভারত ও রামায়ণ এই দুই অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারের জন্যই গ্রন্থ লিখেন। কবিকঙ্কন ও চণ্ডীর মহিমা প্রচার করিবার জন্য মহাকাব্য লিখিয়াছেন। ঘনরাম ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। কবিরঞ্জন কালির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ধর্ম্ম বাঙ্গালার হাড়ে হাড়ে বাসিয়াছিল—ধর্ম্মের জন্যই

লোকে কাজ করিত। ধর্ম্মের জন্যই কাব্য লিখিত। কিন্তু এখন সে দিন গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান যুগে কাব্যে ইংরাজী প্রথা, ইংরাজী ভাব, ইংরাজী ধরণ সমস্তই প্রবেশ করিতেছে। কাব্যের পবিত্রতা, মহান্ ভাব, তত্ত্বজ্ঞান, নিষ্কামভাব সমস্তই লোপ পাইতেছে।

রায় গুণাকর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন করিয়াছেন বটে,—কিন্তু সভার পণ্ডিত মণ্ডলীদিগের নামোল্লেখ করেন নাই। তাঁহার যে, পঞ্চরত্ন সভা ছিল তাহার নামও করেন নাই। "কৃষ্ণচন্দ্রের সভা মণ্ডল সর্ব্বদা পণ্ডিত মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ থাকিত। বলরাম, দেবল, মধুসূদন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, শরণ তর্কালঙ্কার ও অনুকুল বাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণই তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ইহা ব্যতীত তাঁহার সভায় মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভাঁড়, ও হাস্যার্ণব নামক তিন জন অসাধারণ রসিক ও পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গোপাল ভাঁড়ের নাম জানেন না বাঙ্গালায় এমন লোক নাই।" ইহা ব্যতীত তিনি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ও কবিরঞ্জন সাধকবর রামপ্রসাদ সেনকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রয় না পাইলে ইঁহাদের কি দশা হইত বলা যায় না।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবল উন্নতির সময় তাঁহার জমীদারীর পরিমাণ ৩১৫১ বর্গ মাইল ছিল। এই বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড (৮২—৮৪) পরগণা ও কিস্‌মতে বিভক্ত ছিল, ও তাহার রাজস্ব ১০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৪৫৪৲ টাকা অবধারিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী।

১৭১০ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি তরুণ বয়সেই বিষয় বুদ্ধির বিশেষ জ্ঞান দেখান। তখন পৈতৃক ঋণ দশ লক্ষ টাকা ছিল। তাহাতে আবার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ, নজরানা বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের স্থানে দ্বাদশ লক্ষ টাকা চাহেন, এবং ঐ টাকা দিতে না পারাতে তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখেন। তাঁহার জমীদারী মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হওয়াতে, প্রজাদিগের এমন দুরবস্থা হইয়াছিল যে, রাজার এ বিপদ উদ্ধারার্থ তাহারা যে কোন আনুকূল্য করিবে, ইহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি আপন প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে ডাকাইয়া এই দেনা পরিশোধের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কায়স্থজাতীয় রঘুনন্দন নামে একজন সামান্য কর্ম্মচারী নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! যদি কিছু দিনের নিমিত্ত, আপনার অধিকার ও ক্ষমতা আমাকে প্রদান করেন, তবে আমি মহারাজকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি।"

তৎকালে রাজপুত্র, রাজজামাতা ও রাজভাগিনেয়গণ জমীদারীর অনেকাংশ ইজারা রাখিতেন, এবং স্বেচ্ছামত কর প্রদান করিতেন। দেওয়ানেরা তাঁহাদের উপর বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সুতরাং, তাঁহাদের নিকট বিস্তর খাজানা বাকী পড়িয়া থাকিত। রঘুনন্দন দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া, প্রথমেই, এক রাজজামাতার স্থানে তাঁহার দেয় কর চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজজামাতা উত্তর করিলেন, "এক্ষণে আমার টাকা দিবার সঙ্গতি নাই।" দেওয়ান বলপূর্ব্বক জামাতাকে ধরিয়া আনিলেন। তখন ভয়ে রাজপুত্র,

জামাতা সকলেই কর দিলেন। রঘুনন্দন এইরূপে অল্পদিন মধ্যে অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া মুরশিদাবাদ পাঠাইলেন, এবং রাজা ঐ টাকা নবাব সরকারে দাখিল করিয়া অবশিষ্ট টাকা পরিশোধের বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যাগত হইলেন।

রঘুনন্দন কেবল আয়ের বৃদ্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, ব্যয়েরও অনেক লাঘব করিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত, তিনি সমস্ত রাজপরিবারের অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। রাজসমীপে নানা কৌশলে তাঁহার বিরুদ্ধে কথা উত্থাপিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার প্রতি বিচক্ষণ রাজার যে অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল, তাহা কোন ষড়যন্ত্র দ্বারা বিচলিত হইল না। কিয়ৎকাল পরে, অন্যত্রে কোন এক ব্যক্তি তাঁহার ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া উঠিল; তিনি অবশেষে তাহারই হস্তে নিহত হইলেন।

যৎকালে কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারী মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের উপদ্রব সংঘটিত হয়, তৎকালে কৃষ্ণচন্দ্র অপেক্ষাকৃত কোন নিরাপদ স্থানে বাস করিবার মানস করেন। অনেক বিবেচনার পর কৃষ্ণনগরের ছয় ক্রোশ অন্তরে ইচ্ছামতী নদীর নিকটস্থ একটি স্থান মনোনীত করিলেন। ঐ স্থান অরণ্যময় ও জলবেষ্টিত ছিল। নস্‌রৎ খাঁ নামক এক জন ফকির তথায় বাস করিত বলিয়া, লোকে ঐ স্থানের নাম নস্‌রৎ খাঁর বেড় রাখিয়াছিল। রাজা ঐ স্থান বনশূন্য করিয়া তাহাতে নগর পত্তন করিলেন। চতুর্দ্দিকে যে জলাশয় ছিল, তাহার পূর্ব্ব দিক্ হইতে দীর্ঘে সহস্র হস্ত পরিমিত এক খাল কাটাইয়া ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গে, এবং পশ্চিম দিক্ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ আর এক খাত কাটাইয়া হাঁসখালির উত্তরে অঞ্জনা নদীর মোহানার সহিত

মিলাইয়া দিলেন। এই উভয় নদীর সহিত মিলিত হওয়াতে ঐ জলাশয় প্রবাহবিশিষ্ট হইল। কঙ্কণ সদৃশ গোলাকার ছিল বলিয়া রাজা তাহার নাম কঙ্কণা রাখিলেন। নগরের নাম শিবনিবাস দিলেন।

নগরমধ্যে কলত্র, পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতি সমস্ত রাজপরিবারের বাসোপযোগী পৃথক্ পৃথক্ সুরম্য হর্ম্ম্য, এবং পূজার বাটী, দেবানখানা, নওবৎখানা, সিংহদ্বার ইত্যাদি নানাবিধ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। নগর প্রবেশের একমাত্র দ্বার পূর্ব্বদিকে থাকিল। দ্বারদেশে এবং নগরের চতুর্দ্দিকে শত্রুর প্রবেশরোধার্থ নানাপ্রকার কল কৌশল করিয়া রাখা হইল। কিছু কাল পরে, রাজা মন্দিরত্রয় প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে রাজরাজেশ্বর, রাজ্ঞীশ্বর, ও রামচন্দ্র নামে তিন দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় উচ্চ মন্দির এ প্রদেশে আর কোন স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজার যাবতীয় কুটুম্ব পারিষদ ও অমাত্যাদি কৃষ্ণনগরের বাস পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্থানে গিয়া বসতি করিলেন। ঐ স্থান যেমন রমণীয়, নগরও তেমনি হইল। এ কারণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রব নিবৃত্ত হইলেও রাজা আর কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাস করিলেন না, ঐ নগরেই প্রায় সমস্ত জীবন যাপন করিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, পূর্ব্ব পুরুষ কৃত অতি সুদৃশ্য নওবৎখানা ও চকের রক্ষার বিষয়ে অমনোযোগী রহিলেন, এবং স্বনির্ম্মিত অতি সুন্দর পূজার দালানের আর সংস্কারাদি কিছু করিলেন না। পূজার সম্মুখস্থ নাট্যশালা অসম্পূর্ণাবস্থায় থাকিল। কৃষ্ণনগরের চকের পূর্ব্বদ্বার হইতে শিবনিবাসের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত যে পথ

প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার প্রতি এক এক ক্রোশান্তর এক এক তুলসি-মন্দির স্থাপিত হয়। ঐ পথ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল দুই একটি ভগ্ন তুলসি-মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহার দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা মাতামহের সিংহাসনারূঢ় হইলেন। ইহাঁর অত্যাচারে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ভূম্যধিকারী, কি বণিক্, কি কুটুম্ব, কি কর্ম্মচারী সকলেই জ্বালাতন হইলেন, এবং আপনাদের ধন,মান, জীবন, সর্ব্বদা সঙ্কটাপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। এ প্রদেশস্থ যাবতীয় ভূম্যধিকারিগণ নবাবের দেওয়ানের নিকট আপনাদের দুঃখের কথা সবিশেষ সমস্ত জানাইলেন। দেওয়ান ঐ সকল বৃত্তান্ত নবাবকে জ্ঞাত করিয়া যথোচিত সৎপরামর্শ দিলেন। কিন্তু নবাব মন্ত্রীর সুমন্ত্রণার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। ক্রমশঃ তাঁহার বিষম দৌরাত্ম্য সকলের অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে রাজা মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, মিরজাফর প্রভৃতি প্রধান প্রধান কয়েক ব্যক্তি, দুর্দান্ত নবাবের উৎপীড়নের প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত, জগৎশেঠের ভবনে সমাগত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন সভাতে নানাপ্রকার প্রস্তাব ও অনেক তর্ক বিতর্ক হইল, কিন্তু কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির হইয়া উঠিল না। পরিশেষে অতি বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবে, সমস্ত ব্যক্তি একবাক্যে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মুরশিদাবাদে আসিবার জন্য রাজাকে পত্র লেখা হইল। রাজা সহসা স্বয়ং না যাইয়া আপনার সুবিজ্ঞ দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহকে পাঠা-

ইলেন. এবং দেওয়ান তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে বিস্তারিত অবগত হইয়া, নিজে মুরশিদাবাদ গমন করিলেন। তিনি তথায় উপনীত হইলে, জগৎশেঠের বাটীতে পুনরায় একটি সভা হইল। প্রথম সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন এ সভাতেও তাঁহারা, সমাগত হইলেন। সভ্যগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি, "বর্ত্তমান নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিবার প্রার্থনায় সম্রাটের সমীপে আবেদন করা যাউক" এই কথা উত্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে অপর এক জন কহিলেন "সরফরাজ খাঁ নবাবেব সময়াবধি যেরূপ দেখিয়া আসা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যবন কর্তৃত্বাধীন হিন্দুজাতির নিরাপদে কালাতিপাত করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব, যাহাতে আর যবনের অধীন হইয়া থাকিতে না হয়, ইহারই মন্ত্রণা কবা কর্ত্তব্য।" এই প্রস্তাবে কেহ বা অনুমোদন, কেহ বা প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রায় কোন পক্ষেই কথা কহিলেন না। ফলতঃ—পূর্ব্ব সভার ন্যায় এ সভাতেও কিছুই হইল না। সভা ভঙ্গ হইলে, জগৎশেঠ ও মহেন্দ্র ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে কহিলেন, "উপস্থিত গুরুতর বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণার্থ আপনাকে এত আগ্রহ সহকারে আনাইলাম, কিন্তু সভাতে আপনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, আপন অভিপ্রায় কিছুমাত্র ব্যক্ত করিলেন না, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, "যে সভায় মিরজাফব একজন প্রধান সভ্য, তাহাতে যবনাধিপত্য নিরাকৃত কবিবার প্রস্তাব হইল, দেখিয়া আমি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলাম। আমাব যে

অভিপ্রায় তাহা আপনাদের নিকট এক্ষণে ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। যবনাধিপত্যে হিন্দুদিগের নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিবার সম্ভাবনা নাই, একথা যথার্থ বটে, কিন্তু হিন্দুজাতির রাজত্ব সংস্থাপনের কি কোন সম্ভাবনা আছে? মিরজাফরের সহায়তা ব্যতীত আমরা উপস্থিত বিপদ হইতে কোন ক্রমে মুক্ত হইতে পারি না, ইহা বিলক্ষণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং তাঁহার নবাবী পদ প্রাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা না থাকিলে তিনি যে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না, ইহাও স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। এরূপ স্থলে আমার অভিমত এই যে, যাহাতে জাফরের অভীষ্ট সিদ্ধ ও আমাদের বিপদ শান্তি হয়, এইরূপ কোন পথ অবলম্বন করা বিধেয়। এই উভয় সঙ্কল্প সাধনের এক মাত্র উপায় দেখা যাইতেছে, আমার জমীদারী মধ্যে কালিকাতায় যে সকল ইংরেজের বাস আছে, তাঁহাদের সহিত মধ্যে মধ্যে আমার সাক্ষাতাদি ঘটে। আমি তাঁহাদের রীতি নীতি উত্তম রূপে অবগত আছি, তাহারা যেমন পরাক্রান্ত ও সাহসী, তেমনি আবার বুদ্ধিমান্ ও বিশ্বস্ত। নবাবের দৌরাত্ম্যে আমরা যেমন বিপদগ্রস্ত, তাঁহারাও তেমনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। সুতরাং চেষ্টা ও যত্ন করিলে তাঁহাদের সাহায্য পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তাঁহারা সহয়তা করিলে মিরজাফর পূর্ণ-মনোরথ হইবেন, এবং আমাদেরও ইষ্ট সিদ্ধি হইবেক। আর আমরা যেমন মিরজাফরের কর্তৃত্বের অধীন থাকিব, তিনিও তেমনি ইংরেজদের শাসনের অধীন থাকিবেন। ইহা হইলে তাঁহার এবং আমাদের উভয় পক্ষেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক। অতএব, যদি আপনাদিগের অভিমত হয়, তবে

আমি তাঁহাদের নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করি।" এই সকল কথা শুনিয়া রাজা মহেন্দ্র কহিলেন, "তাঁহাদের স্বভাব ও চরিত্রের বিষয় আমি কিছু ভাল জানি না, সুতরাং তাঁহাদের উপর এতদূর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" রাজা মহেন্দ্রের বাক্যাবসানে জগৎশেঠ কহিলেন, "আমি কখন কখন এই জাতির সহিত বিষয় ব্যাপার করিয়া থাকি, তাহাতে তাহাদের কোন অসদাচরণ দেখি নাই, বরং তাহাদের সদ্ব্যবহার দর্শনে প্রীত হইয়াছি। বিশেষতঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের চরিত্রের যেরূপ বর্ণন করিলেন, আমিও লোকপরম্পরায় এইরূপ শুনিয়াছি।' তদনন্তর কৃষ্ণচন্দ্র এ বিষয়ে অনেক যুক্তি ও কারণ দর্শাইলে রাজা মহেন্দ্র ও জগৎশেঠ সম্মত হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদিগের সহায়তা সাধনের ভার লইয়া শিবনিবাসে প্রত্যাগত হইলেন।

তদনন্তর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রণানুসারে কিছু দিন পরে কালীঘাট দর্শনচ্ছলে কলিকাতায় আগত হইলেন, এবং তদানীন্তন ইংরেজদিগের অধ্যক্ষ ক্লাইব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সেরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে তৎপদে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা, ও তদ্বিষয়ে তাঁহারা সহায়তা করিলে তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও ইষ্টলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এই বিষয় সবিস্তর বর্ণন করিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাব শ্রবণ মাত্র ক্লাইবের মনোমধ্যে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহার সভাসদেরা, এক সামান্য বণিক্ সম্প্রদায়ের কোন রাজ্যেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিবার মন্ত্র পাওয়া, আর বামনের চন্দ্র ধরিবার চেষ্টা করা,

এ দুই অসাধ্যসাধন মনে করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ক্লাইব যেমন অসীমসাহসী, তেমনই অসাধারণ দূরদর্শী ছিলেন। তিনি, তাহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া, এবিষয়ের যথাযথ মন্ত্রণা করিতে মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্টকে লিখিলেন। কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে, এপ্রেল ও মে দুই মাস অতিবাহিত হইল। ক্লাইব সাহেব, ১৭৫৭ অব্দের১৭ই জুন, সসৈন্যে কাটোয়াতে উপনীত হইলেন। ২২ এ জুন, ভাগীরথী পার হইয়া রজনীতে পলাশীর উপবনে পঁহুছিলেন। প্রভাত হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজের জয় হইল।

কতিপয় বর্ষানন্তর, কৃষ্ণচন্দ্র এক বিষম সঙ্কটে পতিত হন; কেবল স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে তাহা হইতে উদ্ধার পান। একদা নবাব মীর কাসেম রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে হুগলিতে আসিতে আদেশ করেন; তদনুসারে রাজা আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় সমাগত হন। নবাব তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। তাঁহারা পিতাপুত্রে শিবপুরের মোহনার সন্নিহিত হইলে, নবাবের একজন দূত আসিয়া কহিল "মহারাজ নবাব আপনাদিগকে পুনরায়, কি জন্য, ডাকিয়াছেন।" রাজা, এই কথা শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া, শিবচন্দ্রকে কহিলেন "এ ডাক ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। অমাত্যবর্গ কেহ সঙ্গে নাই, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু পুনর্ব্বার গমন করিলে, যেন কোন বিপদ ঘটিবে, এরূপ মনে লইতেছে।" শিবচন্দ্র বলিলেন "যখন গেলেও অনিষ্ট, না গেলেও অনিষ্টপাতের

সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে যাওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।" অনন্তর, রাজা স্বয়ং কর্ত্তব্য অবধারণে অসমর্থ হইয়া পুত্রের পরামর্শানুসারেই চলিলেন, এবং অতীব উৎকণ্ঠিত মনে হুগলিতে উপনীত হইলেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। তাঁহারা তথায় উপনীত হইবা মাত্র বন্দীভূত এবং বহু-ক্ষেপণী-যুক্ত, অতিদ্রুতগামী নৌকাযোগে মুঙ্গেরে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উত্তীর্ণ হইবামাত্র দুর্গ মধ্যে কারারুদ্ধ হইলেন। এই বিষম বিপদে মুক্তিলাভের জন্য, বহুবিধ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন মতেই সফলযত্ন হইতে পারেন নাই। অবশেষে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কারাবাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

নবাব মীর কাসেম বারম্বার ইংরেজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পাটনায় পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি, সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় ঐকান্ত বিরক্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য হইয়া, বন্দিগণকে বধ করিতে আদেশ দেন। অনেক মাননীয় ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি নানা প্রকারে নিহত হইয়াছিলেন। যে সময়ে মুঙ্গের হইতে নবাবের প্রস্থান করিতেই হইবেক, কৃষ্ণচন্দ্র সেই সময়টি অবগত হইয়া, যাহাতে আপনাদের প্রাণদণ্ডের বিলম্ব ঘটে, তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন।

যে সময়ে হতভাগ্য বন্দীদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রকাশ হইবে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতাপুত্রে অন্যদিন অপেক্ষা বিশেষ সমারোহ সহকারে পূজায় বসিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই গঠন অতি সুন্দর ছিল। বহুদিবসাবধি বন্দী হইয়া

থাকায়, তাহাদের শ্মশ্রু, কেশ ও নখ সমধিক বাড়িয়াছিল। তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয় পার্শ্বে পুষ্পপাত্র, ধূপ, দীপ নৈবেদ্যাদি নানাবিধ উপচার বিন্যস্ত ছিল। এইরূপে বাহ্য আড়ম্বর প্রকাশপূর্ব্বক আন্তরিক ভক্তি সহকারে ইষ্ট-দেবতার পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে, প্রহরীরা নবাবের নিষ্ঠুর আজ্ঞা পালনার্থ তাঁহাদিগকে লইতে আসিল। কিন্তু তাহাদিগকে দর্শনমাত্র তাহাদের এইরূপ বোধ হইল, যেন দুই দেবর্ষি কারাগারে অবতীর্ণ হইয়া ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে-ছেন। তাহারা স্বীয় প্রভুর আদেশ প্রকাশ করিল। রাজা সজলনয়নে ও কাতরবচনে কহিলেন, "বাপু সকল, ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমরা জন্মের মত পরমেশ্বরের পূজা করিয়া লই। পূজা সমাপ্ত হইলেই তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি।" রক্ষকগণ তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় বাহিরে রহিল, তাঁহারা পূজা করিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া তাহারা ক্রমশঃ বিরক্ত হইতে ও পূজা সমাপ্তির জন্য বারম্বার তাড়না করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাদিগকে পূজার আসন হইতে বলপূর্ব্বক উঠাইতে কাহারও সাহস বা প্রবৃত্তি হইল না। তাহারা যতবার তাড়না করে, ততবারই রাজা নিরতিশয় কাতর স্বরে "এই শেষ হইল, এই শেষ হইল" বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। এদিকে এইরূপে বিলম্ব হইতেছিল ওদিকে নবাবের প্রস্থান কাল উপস্থিত হওয়াতে দুর্গ মধ্যে বিষম একটা কোলাহল উঠিল, এবং রক্ষীরা সমধিক ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রস্থান করিল। এইরূপে পিতাপুত্র আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা

পাইলেন। এই দিবসে, তাঁহারা যে বেশে যে ভাবে পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, তাহার অবিকল প্রতিকৃতি রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে।

রাজার দুই রাজ্ঞী ছিলেন। পিতা বর্ত্তমানে প্রথমা মহিষীর সহিত পরিণয় হয়, কিয়ৎকালানন্তর রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া কনিষ্ঠা রাজ্ঞীকে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠা রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র জন্মেন, এবং কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর গর্ভে শম্ভুচন্দ্রের জন্ম হয়। রাজনন্দনদিগের মধ্যে, শিবচন্দ্র যেমন শান্তস্বভাব ও পিতৃভক্ত, শম্ভুচন্দ্র তেমনই উদ্ধত ও পিতার অবাধ্য ছিলেন। যৎকালে রাজা ও শিবচন্দ্র মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ থাকেন, সে সময়ে শম্ভুচন্দ্র পৈতৃক জমীদারী ও ধনাগার অধিকার করেন; এবং যখন মুঙ্গেরের কারাগারস্থ অপরাপর বন্দীদিগের হত্যা সংবাদ প্রচারিত হয়, তখন পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু ঘোষণা করিয়া দিয়া, বিশেষ সমারোহ পূর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহাদের মুঙ্গেরে নীত হওয়া অবধি তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে করালকবলে পতিত হইয়াছেন, তাহা হইতে আর কখনই তাঁহাদের নিষ্কৃতি সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন তাঁহাদের মুঙ্গের হইতে মুর্শিদাবাদে আসার সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন তিনি অতীব লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া, স্বীয় দোষ খণ্ডনার্থ নানাবিধ আরোপিত বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি অনুনয়ের সহিত জনক সন্নিধানে পত্র লিখিলেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পুত্র শিবচন্দ্রকে আপন সম্পত্তি দানপত্র করিয়া দিলেন।

এইরূপ দান পত্র লিখিয়া দিয়া, ১৭৮১ খৃঃ অব্দে, রাজা শিবচন্দ্রের নামে জমীদারীর রাজসনন্দ প্রাপ্তির উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওয়ারণ হেষ্টিংস সাহেবের কর্তৃত্ব কালে, এই সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ বিষয়ে তাঁহার প্রধান কর্ম্মসচিব বিখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। একারণ তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য, রাজা বহুতর যত্ন করেন। এরূপও প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাগোবিন্দের সন্তোষার্থ তদীয় মাতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিব চন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ শ্রাদ্ধে, যার পর নাই, সমারোহ হইয়াছিল। শিবচন্দ্র সভাস্থ হইয়া সাতিশয় ঔৎসুক্যসহকারে কহিলেন "ঠিক যেন দক্ষ যজ্ঞ হইয়াছে।" গঙ্গাগোবিন্দ উত্তর করিলেন "তাহারও অধিক, কারণ সে যজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই।" কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে সন্তুষ্ট করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। পিতার অবাধ্য কুমার শম্ভুচন্দ্র এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে, পৈতৃক জমীদারীর এক অর্দ্ধাংশ বৈমাত্র ভ্রাতারা পাইবেন, অপরার্দ্ধাংশ তিনি পাইবেন। এই সঙ্কল্প সাধনার্থ রাজপুরুষদিগের সহায়তা লাভের নিমিত্ত নানাপ্রকার চেষ্টা করেন। তৎকালে অর্থব্যয় স্বীকার করিতে পারিলে, প্রায় কোন বিষয়কার্য্যই সাধন করা অসাধ্য হইত না। একারণ, কৃষ্ণচন্দ্র এই দানপত্র লিখিয়া দিবার পূর্ব্বে পুত্রদিগের মধ্যে ভারি বিবাদ বিসংবাদ ঘটনা নিরাকরণের অভিপ্রায়ে জমীদারীর দশাংশ শিবচন্দ্রকে ও ষষ্ঠাংশ শম্ভুচন্দ্রকে দেওয়া স্থির করেন; এবং শম্ভুচন্দ্রও তাহাতে সম্মত হন। কিন্তু ক্রমশ বিষয়বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। তিনি কৌশলে বড়

লাটের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে বশ করিয়া নিজ নামে রাজসনন্দ লইলেন। রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া যারপরনাই ক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং মন্ত্রিবর্গের সহিত ইহার প্রতিবিধানের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক বিবেচনার পর, তৎকালে কলিকাতা ও হুগলির বাজারে যত বহুমূল্য মুক্তা পাওয়া সম্ভব, তাহা সংগ্রহ করিয়া একছড়া মালা প্রস্তুত করাইলেন। পর দিন প্রভাতে হেষ্টিংস সাহেব বায়ু সেবনার্থ নির্গত হইলে, কালীপ্রসাদ মণিকারের বেশে হেষ্টিংস সাহেবের ভবনে উপনীত হইলেন, এবং সাহেবের সহধর্ম্মিণীকে ঐ মুক্তাহার দেখাইলেন। হেষ্টিংস্ পত্নী এই অপূর্ব্ব মালা সন্দর্শনে মোহিত হইয়া, উহার মূল্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন। ছদ্মবেশী মণিকার বলিলেন "মূল্য জানিবার জন্য এত ব্যগ্র হইতেছেন কেন? কিরূপ শোভা হয়, একবার গলায় পরিয়া দেখুন।" এই কথা শুনিয়া তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঐ মালা গলায় পরিলেন, এবং লোচনে উহার শোভা দেখিতে লাগিলেন। মণিকার সুযোগ পাইয়া "কি সুন্দর দেখাইতেছে, যেন সোনায় সোহাগা হইয়াছে। যেমন সুন্দর আকৃতি, মালাছড়াটি তাহার উপযুক্ত হইয়াছে।" এইরূপ স্ত্রীজাতির মনোরঞ্জন কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর, হেষ্টিংসমহিলা পুনরায় মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কালীপ্রসাদ বিনীতভাবে কহিলেন "ইহার অনেক মূল্য, তবে আপনাকে চল্লিশ হাজার টাকায় এ মালাছড়াটি বিক্রয় করিতে পারি।" মেম সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, মালাছড়াটি প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন যে, "আমার স্বামী এত অধিক টাকা দিবেন না।" মুক্তার

মালায় ঐ কামিনীর মন হরণ করিয়াছে, তাঁহার কথায় ও ভাব ভঙ্গীতে এইটি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া, কালীপ্রসাদ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মালা কণ্ঠদেশ হইতে মোচন করিবেন না, আপনাকে আমি এ হার উপহার দিতে আসিয়াছি" ইহা বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান, এবং বক্তব্য বিষয়ের আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও কাতর বচনে আবেদন করিলেন "আপনার স্বামী তদীয় মন্ত্রী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আরোপিত বাক্যে প্রতারিত হইয়া, এই অন্যায় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত মহারাজের উপায়ান্তর নাই।" হেষ্টিংসমহিলা, ইহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, এবং হেষ্টিংস সাহেব গৃহাগত হইলে, তাঁহাকে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতারণার আমূল বৃত্তান্ত অবগত করিয়া রাজার প্রার্থনা সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাহেব অনেক তর্কবিতর্কের পর, পত্নীর নির্ব্বন্ধতা উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, রাজার প্রার্থনা সিদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর অনতিবিলম্বে সনন্দ লিখিত হইয়া সাহেবের স্বাক্ষরিত হইল।

জমীদারী সনন্দ হওয়ার অব্যবহিত পরে, রাজেন্দ্র বাহাদুর, নবাব ও গবর্ণর জেনেরেলের দ্বারা, শিবচন্দ্রকে মহারাজাধিরাজ উপাধি দেওয়াইলেন। তদনন্তর বহু সমারোহপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর, শেষাবস্থায় নবদ্বীপের নিকট থাকিবার মানসে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, কৃষ্ণনগরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ও নবদ্বীপের এক ক্রোশ পূর্ব্বে অলকানন্দ নদীতীরে,

এক স্থানে নানা সুরম্য প্রাসাদ প্রস্তুত করেন, এবং ঐ স্থানের নাম গঙ্গাবাস রাখেন। তথায় এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে হরিহর নামে এক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যেষ্ঠ কুমারকে রাজপদে নিবেশিত করণানন্তর, ঐ বাটীতে আসিয়া অবস্থিত হইলেন। ছোট রাণী, ও তদীয় পুত্র কুমার শম্ভুচন্দ্র, হরধামের বাটীতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কুমার শিবচন্দ্র, অন্যান্য রাজকুমারেরা এবং আর আর রাজপরিবারবর্গ শিবনিবাসেই থাকিলেন। গঙ্গাবাসে যে সকল প্রাসাদ ছিল, সে সমস্তই ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে; থাকিবার মধ্যে কেবল হরিহরের মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কালসহকারে অলকানন্দের গর্ভ মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়াছে, ঐ নদী পূর্ব্বকালে খড়িয়া নদী হইতে নিঃসৃত হইয়া ভাগীরথীর সহিত উহার দক্ষিণাংশের মিলন হইয়া থাকে।

কৃষ্ণচন্দ্র ১১৮৯ অব্দের ২২এ আষাঢ় (খৃঃ১৭৮২ অব্দে) ৭৩ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার শরীর সুগঠিত গৌরবর্ণ ছিল। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ, তেমনিই দয়াশীল, ন্যায়বান্ এবং স্বধর্ম্মানুরত ছিলেন। যদিও তাঁহার কোন শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার ও পারদর্শিতা ছিল না, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রেই দৃষ্টি ছিল। শাস্ত্র-বিদ্যা ও অশ্বচালনায়ও তিনি বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন। তাঁহার সময়ে এ প্রদেশে বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ বহু ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন; ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী গোপাল ন্যায়লঙ্কার, রমানন্দ

বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, ষড়দর্শনবেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ; গুপ্তিপাড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরে রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিরাজমান ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ নিয়ত রাজসন্নিধানে থাকিতেন, অপর পণ্ডিতগণ রাজার আহ্বানমতে উপস্থিত হইতেন। রাজা তাঁহাদিগকে বহু যত্ন ও সমাদর সহকারে রাখিয়া, তাঁহাদের সহিত শাস্ত্র আলাপ করিতেন। তাঁহার সভা নানা জাতি সুগন্ধ সুন্দর-কুসুম-শোভিত উদ্যানের ন্যায়, বিবিধ-গুণ-সম্পন্ন বুধগণে শোভমানা ছিল। নানা দিগ্দেশীয় পণ্ডিতগণ সভায় সমাগত হইয়া নানা শাস্ত্রের আলাপ ও বিচার করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিতেন। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রায় নিরন্তর রাজসদনে থাকিতেন; তিনি মধ্যে মধ্যে রাজার প্রসঙ্গানুসারে বিবিধ ভাবের অতীব সুললিত ও শ্রবণ-মধুর কবিতাচয় রচনা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন।

নদীয়ার রাজবংশাবলী।

মহারাজ আদিসূর কনোজ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহারই বংশসম্ভূত। পর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

(১) ভট্টনারায়ণ—(২) নিপু—(৩) হলায়ুধ—(৪) হরিহর—(৫) কন্দর্প—(৬) বিশ্বম্ভর—(৭) নরহরি-(৮) নারায়ণ—(৯) প্রিয়ঙ্কর-(১০) ধর্ম্মাঙ্গদ—(১১) তারাপতি—(১২) কামদেব—(১৩) বিশ্বনাথ-(১৪) রামচন্দ্র—(১৫) সুবুদ্ধি—(১৬) কংসারি—(১৭) ত্রিলোচন--(১৮) ষষ্ঠীদাস—(১৯) কাশী নাথ।—

১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে কাশীনাথকে নবাব সৈন্য বন্দী করিয়া লইয়া যাইলে, তাঁহার পত্নী আন্দুলিয়ার জমীদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের বাটীতে আশ্রয় লয়েন। তাঁহার গর্ভে রামচন্দ্র নামে কাশীনাথের এক পুত্র হয়। সমাদ্দার স্বয়ং সেই পুত্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করেন, এবং সমাদ্দার উপাধি ধারণ করান।

রামজীবন
প্রথমা রাণী
দ্বিতীয়া রাণী
তৃতীয়া রাণী
রাজারাম
কৃষ্ণরাম
(২৬) রঘুরাম
রামগোপাল
(২৭) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র
প্রথমা রাণী
দ্বিতীয়া রাণী
(২৮) শিবচন্দ্র ভৈরবচন্দ্র হরচন্দ্র মহেশচন্দ্র ঈশানচন্দ্র এক কন্যা
শম্ভুচন্দ্র
তিন কন্যা
(২৯) ঈশ্বরচন্দ্র
(৩০) গিরীশচন্দ্র
(৩১) শ্রীশচন্দ্র (দত্তক পুত্র)
(৩২) শতীশচন্দ্র
(কন্যা) কালীকুমারী
(৩৩) ক্ষিতীশচন্দ্র (বর্ত্তমান)

গীতারম্ভ।
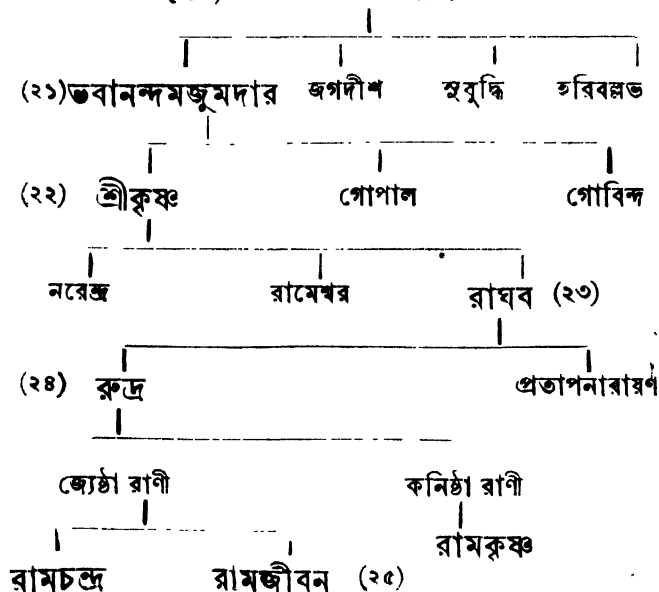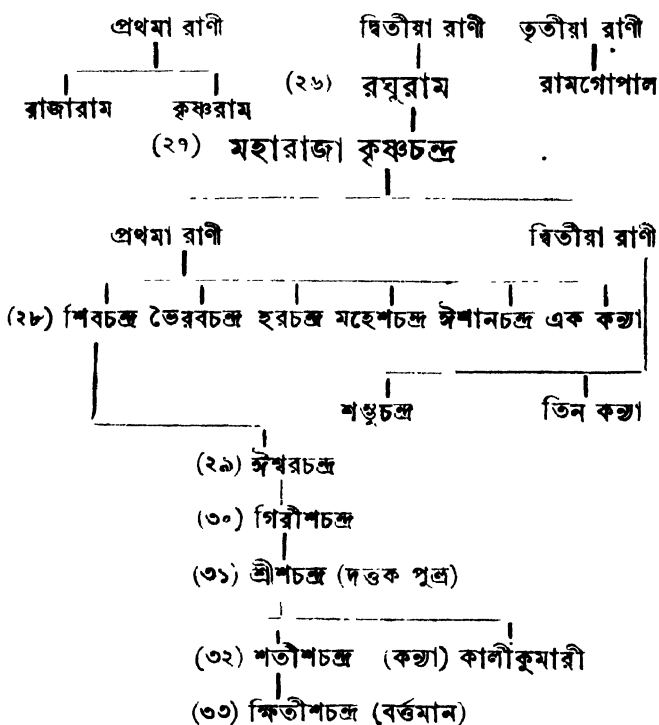
২৬--২৯ পৃঃ

মহামায়া—আদি শক্তি মূল প্রকৃতি।

সংসার যাঁহার মায়া—এই সমস্ত বিশ্ব যাহার মায়া বা শক্তি হইতে সৃষ্টি। কারণ মায়াই প্রকৃতি আর মায়ী পুরুষই পরমেশ্বর। শাস্ত্রে আছে,

মায়াভির্ব্বহুরূপত্বং ন কাৎস্ন্যান্নাপি ভাগতঃ।

যুক্তোঽ নবয়বস্যাপি পরিণামোত্র মায়িকঃ।

অর্থাৎ, তাঁহার মায়াই বহুরূপ হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদী যাঁহারা, তাঁহারা এই জগৎকে স্বপ্ন মাত্র মনে করেন—অর্থাৎ ইহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। কেবল মায়া বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান জন্যই আমাদের এইরূপ বোধ হয়। এই ভাবে আদি ব্রহ্ম তাঁহার নিজ মায়া দ্বারা জীবকে অভিভূত করিয়াছেন বলিয়াই এই অলীক অসার সংসার আমাদের সত্য জ্ঞান হয়। সুতরাং এই মায়া হইতেই আমাদের সংসার জ্ঞান বা সংসারসৃষ্টি।

অন্যান্য মতাবলম্বিগণ মায়া বা প্রকৃতির অস্তিত্ব কল্পনা করেন—অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মশক্তি ও তাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বলেন। ইহাঁদের মতে মায়া পুরুষের ন্যায় নিত্য।

কবি প্রসাদ বলিয়াছেন,—

"নানারূপে নানা লীলা সকলি তোমার।
প্রকৃতি পুরুষ তুমি, তুমি সূক্ষ্ম স্থূলা,
কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা।"

কালীকীর্ত্তন।

পরমা প্রকৃতি—মূল প্রকৃতি। সাংখ্যমতে এই মূল সাম্যাবস্থার প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

অনির্ব্বাচ্য—ব্রহ্ম নিগু্ণ তাঁহাকে বাক্যে বুঝান যায় না। তিনি "আবাঙ্‌মনোগোচরঃ।" রায় গুণাকর এস্থলে ব্রহ্ম ও প্রধানতঃ তাঁহার সৃষ্টি শক্তিরই বন্দনা করিতেছেন।

আপনি আপন সমা—তাঁহার আর অন্য তুলনা নাই।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি—ব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তি তিন প্রকার,—জ্ঞানশক্তি, কার্য্যশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। "জ্ঞানক্রিয়াচিকীর্ষাভিস্তিসৃভিঃ স্বীয়শক্তিভিঃ।" তদনুসারে তাঁহার সৃষ্টি শক্তি বা প্রকৃতি ও ত্রিগুণাত্মিকা বা সত্ব রজ তমোময়ী। এই সত্ব গুণ বা জ্ঞান শক্তি স্থিতিরূপ, কার্য্য শক্তি বা রজঃ সৃষ্টিরূপ, আর ইচ্ছা শক্তি বা তমঃ শক্তি প্রলয়রূপ।

অচক্ষু...চান—তিনি স্বয়ং নিরাকার ও একারণ চক্ষুহীন হইলেও তিনি সকলই দেখিতে পান, কর্ণ হীন হইলেও সকল শুনিতে পান, এবং তাঁহার পদ না থাকিলেও তিনি সর্ব্বত্রে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার হাত নাই অথচ তিনি বিশ্বস্রষ্টা এবং মুখ নাই অথচ বেদের জনয়িনী, তাহা হইতেই বেদ আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরাকার হইলেও তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা। তিনি, "সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ। (অতএব অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীগণের প্রতিমা পূজা এ দেশে প্রচারিত হইলেও, তাঁহারা যে কেবল ব্রহ্মের রূপ কল্পনা, সুতরাং তাঁহারা নিরাকার

ও গুণাতীত, তাহা সাধক বিলক্ষণ জানেন। কবিবর ভারত তাহা এস্থলে ও আরও অনেক স্থানে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

সাধকবর রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,

(কিন্তু) যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার।
আকার তোমার নাই অক্ষয় আকার॥
গুণভেদে গুণময়ী হয়েছে সাকার॥
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥"

কালীকীর্ত্তন।

সবে দেন কুমতি, সুমতি—ঈশ্বরই যখন সর্ব্বভূতে বিরাজিত, সকলে অন্তরের অনুপ্রবিষ্ট, তখন লোকের স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? তাহাদের কার্য্য ত ঈশ্বরের কার্য্য, তাহারা কর্ম্মফলভোগ করে সত্য, কিন্তু সে কে ভোগ করে, জীবাত্মা মায়ায় অভিভূত হইয়াই ত আপনাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করে। একটা চলিত গান আছে,

সুমতি কুমতি, তুমি গো পার্ব্বতি,
তবে কেন পাপ পুণ্যে এত হয় বিচার,
* * * কত মহিমা মা তোমার!

শাস্ত্রে আছে,

"জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশহৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

বিনা চন্দ্রানল রবি···প্রকাশ—সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই ছিল না। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিই নিজের জ্যোতির দ্বারা জগৎ প্রকাশ করেন। কিন্তু তখন ইহারা না থাকিলেও ব্রহ্ম আপনার জ্যোতির দ্বারা সমস্ত প্রকাশ করিলেন। কবি ঘনরাম বলিয়াছেন,—

এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নির্গুণ নিদানশূন্য পরে।
দেখি সব অন্ধকার সচিন্তিত করতার
নাহি সৃষ্টি কেমনে সঞ্চরে।
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ নাহি সুরাসুরবর্গ
দিবানিশি রবি শশী নাই।

* * *

কে বুঝিতে পারে মর্ম্ম আপনি হলেন ব্রহ্ম
বিশ্ববীজ শরীর প্রকাশ।'
সৃষ্টি।

কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন,—
আদিদেব নিরঞ্জন * *
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি, চিন্তিলেন মহামতি
আপনারে অসহ্য সমান।
নাহি তথা দিবা নিশি না উদয়ে রবি শশী
অন্ধকার আছে নিরন্তর॥
চিন্তিতে এমন কাজ একচিত্তে দেবরাজ
তনু হইতে হইল প্রকৃতি।"

প্লাবিত কারণ জলে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শাস্ত্রমতে অহঙ্কার

হইতে আকাশ বায়ু ও তেজ সৃষ্টি হইয়া পরে জল সৃষ্টি হয়। জলপ্লাবিত অবনীকে উক্ত তিন লঘুপদার্থ মণ্ডলাকারে ঘেরিয়াছিল। এইরূপ বহুকাল ছিল---পরে তাহা হইতে অন্ত উত্থিত হয়। এই জন্য জল হইতেই সচরাচর সৃষ্টির আদি ধরা হয়। ভগবান মনু বলিয়াছেন,

"অপ এব সসর্জ্জাদৌ—তাসুবীজমপাসৃজৎ।" ১৮

সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর সেই জলের উপর ভাসমান ছিলেন --এই জন্য তাহার নাম নারায়ণ।

বসি স্থল বিনা স্থলে---তখন স্থল না থাকিলেও ক্রমে জল হইতে স্থল সৃষ্টি হইয়াছিল। পুরাণে আছে নারায়ণ যথা সময়ে বরাহরূপ ধরিয়া হিরণ্য নামক বীরকে নিধন করিয়া দাতে করিয়া তল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করেন।

"দশনে ধরণী ধরি হিরণ্যাক্ষ বীরে মারি
তল হইতে করিল উত্থান॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

"মহী আনি আরোপিলা প্রলয়ের নীরে।"

বিনা গর্ভে—প্রকৃতি হইতে স্বতঃই পুরুষের সান্নিধ্য জন্য গুণক্ষোভ হইয়া মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। এই মহত্তত্ত্বেরই সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ ভেদে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর নাম।

গুণ সত্ত্ব...তপ -প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে হরি, ব্রহ্মা ও শিব উৎপন্ন হইলেন—এবং প্রকৃতি দেবী তাঁহাদিগকে তপস্যাতে নিযুক্ত করিলেন। কবি ঘনরাম বলিয়াছেন,

নিরাশ্রয়ে হলো এবে সৃষ্টি ইচ্ছামতী।
পরব্রহ্ম বামে পরা জন্মিল প্রকৃতি॥
প্রকৃতি হইতে জন্মে ত্রিগুণ আধান।
বিধি বিষ্ণু মহাদেব জন্মিলা মহান॥
জন্ম দিয়া নিমিষে লুকাল মহাশয়।
ব্রহ্মা আদি দেখে ঘোর অন্ধকারময়॥
বিস্ময় হইয়া সবে জপ করে জলে॥”

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

সত্ত্ব—সারত্ব, স্বভাব।

তত্ত্ব—স্বরূপ মহত্ব।

শবরূপা…কপটে—ছলে শবের আকার ধারণ করিলেন।

মাংসগলে—মাংস গলিয়া পড়িতেছে।

ব্যস্ত—তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া গেলেন।

ফিরিয়া…বিধাতা—ব্রহ্মা দুর্গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ ফিরান। চারি দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চারি মুখ হইয়াছে।

জ্ঞানী ঘৃণা নাই—যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা নির্ব্বিকার, তাঁহারা কোন বিষয়ে কোনরূপ ঘৃণা করেন না। তাঁহাদের শ্মশানে স্বরগে সমান জ্ঞান।

বসিতে…ঠাঁই—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জলের উপরে থাকিয়াই তপস্যা করিতেছিলেন—অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি জলেতেই নিহিত ছিল। তখন পৃথিবী অভাবে জীবের বীজের

আধার অন্ন উৎপন্ন হয় নাই। শিব এই পূতি, গন্ধময় শবে সেই আধার পাইলেন। ইহার ভাবার্থ এই, প্রকৃতির সত্ত্বাংশ হইতেই এই তিন দেবতার সৃষ্টি। ইহারই তম, অংশ হইতে ভূত সৃষ্টি হয়। এই ভূতকে—বিশেষতঃ পৃথিবী ভূতকে এস্থলে শবরূপা আদ্যাশক্তি বলা হইয়াছে। প্রকৃতির চিৎ অভিমুখী অংশ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভূত হইতে দূরে রহিলেন, তাহার সহিত সংযুক্ত হইলেন না। সুতরাং তাহাদের শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি হইল না। শিব আদি শক্তির সেই জড়রূপা অংশকে আধার করিলেন এবং এই সংযোগেই ক্রমে জগত সৃষ্টি হইল।

মর্ম্ম—আদি শক্তি শিবের উপর সন্তুষ্ট হইলেন।

ভার্য্যারূপে—এবং একারণ আদি শক্তির অংশরূপা সৃষ্টিশক্তি তাহা হইতেই আবির্ভূত হইল এবং তাহার সহিত একত্রিত হইল।

ভুঞ্জিয়া রতি—শক্তি ও শক্তিমানে পরস্পর সম্মিলিত হইয়াই এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে জলাদি হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়া তদুপরি বীজ উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাহা হইতে অন্নস্বরূপ পৃথিবী উৎপন্ন হয়, এই অন্ন হইতে জীবাদি জন্মে।

কবি ঘনরামও এইরূপে সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন,—

“বিস্ময় হইয়া সবে জপ করে জলে।
কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলো ছলে॥
পচাগন্ধ মৃততনু মনে অভিলাষী।
তপস্যা করেন ব্রহ্মা কাছে গেল ভাসি॥

দারুণ দুর্গন্ধ হেতু হাত দিলা নাকে।
বাঁ হাতে হেলায়ে জল ভাসালো মড়াকে॥
তার পর মায়া তনু গেল বিষ্ণুপুরে।
চিনিতে না পারি বিষ্ণু ভাসাইল দূরে॥
শঙ্করে ছলিতে তবে হলো অনুবন্ধ।
দূর হইতে মহাদেব পাইল মড়া গন্ধ॥
আনন্দ বাড়িল বড় বুঝি ব্রহ্ম তনু।
জীব জন্তু নাই কিন্তু জলে অঙ্গজনু॥
এত ভাবি সদানন্দ বিহ্বল হইয়ে।
মহেশ নাচেন মৃত মায়াতনু লয়ে॥
তুষ্ট হয়ে বামদেবে শক্তি দিল বর।
তুমি সৃষ্টি সংহার করহ অতপর॥

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা শিব প্রকৃতির তমোগুণ অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টি করেন। তদনুসারে এই পৃথিবী ও উদ্ভিজ্জাদি সৃষ্টি হইল। এই সমস্তই শিবের সৃষ্টি। এই সৃষ্টি শেষ হইলে তবে জগতে জৈবিক সৃষ্টি বা ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি আরম্ভ হয়। কবি ঘনরাম বলিয়াছেন,—

সৃষ্টিকর হইল হর প্রভুর আজ্ঞায়।
জন্মাল যতেক উগ্র ভয়ঙ্কর কায়॥
ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি দেখি তায়।
সৃষ্টি নিবারণ করি কহেন ব্রহ্মায়॥
সৃষ্টি কর তুমি বিধি আমার আরতি।

ধর্ম্ম মঙ্গল।

বিধির মানসসুত —ব্রহ্মার মন ও ইচ্ছামাত্র জাত পুত্র।

ব্রহ্মার মানসপুত্র হৈলা চারিজন।
সনৎকুমার আর সনক সনাতন॥
সনন্দ * * *
পিতৃবাক্য না শুনিয়া সংসারে বিমুখ।
তবে জন্মাইলা বিধি ঋষি দশ জন।
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি ভৃগু দক্ষ ক্রতু।
পুলস্ত্য পুলহ হৈলা সংসারের হেতু॥
বশিষ্ঠ হইল তথা মুনি মহাতপা।
নারদ হইয়া যারে হরি কৈল কৃপা।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

ইহার শাস্ত্রার্থ এইরূপ:—সর্ব্ব প্রাণীর ভোগশক্তি ও ভোগ্য বিষয় সংযুক্ত যে সত্ত্ব রজঃ তমোগুণময় প্রকৃতি ধর্ম্ম বা প্রকৃতি, তৎসম্বন্ধে পরব্রহ্মের সমষ্টি নিয়ন্তৃত্ব বা কর্ত্তৃত্ব অংশটী ব্রহ্মা নামে অভিহিত হয়। নৈমিত্তিক সৃষ্টিপ্রলয় তাহারই অধিকারভূত। সর্ব্ব প্রাণিগত প্রাগুক্ত গুণত্রয়ই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়রূপ পরিবর্ত্তনের হেতু। ব্রহ্মা তাঁহার সমষ্টি ভাবের বিধাতা ও অধিষ্ঠাতা। তিনি সেই সমষ্টি প্রকৃতি ধর্ম্ম বা ধাতুর ঘন-বীজ স্বরূপ। এই নিমিত্তে সমষ্টি ভাবে দেহে, ইন্দ্রিয় প্রাণ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রিপু ও ভোগ বাসনা সম্বন্ধে যত বিধি বর্ত্তমান আছে, সেই সমস্তই ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া উক্ত হয়। তৎসমস্তকে ব্রহ্মার পুত্র বলে। 'মানস' ও 'দেহ'ভেদে ব্রহ্মাঙ্গ দ্বিবিধ। মানস উত্তমাঙ্গ স্থানীয় এবং মুখ প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় তাহার প্রত্যঙ্গ

স্বরূপ। ইহা হইতে জীবের ধর্ম্ম ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে সেই দশবিধ ইন্দ্রিয় ক্ষেত্র স্বরূপ, ব্রহ্মমানস হইতে যে দশবিধপ্রবৃত্তি ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণ প্রজাপতি। মরীচি অত্রি প্রভৃতি দশ জন ব্রাহ্মণ প্রজাপতি বা ব্রহ্মার মানসপুত্র।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু কৃত 'মন্বন্তর' প্রবন্ধ।

তপযুত—সর্ব্বদা তপোনিরত।

ধর্ম্মজায়া—ধর্ম্মপত্নী।

প্রসূতি—ব্রহ্মার দেহাঙ্গরূপ ক্ষণ ধাতু হইতে স্বয়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হন। প্রজা প্রসবকারিণী ক্ষেত্ররূপিনী সমগ্র শক্তি 'শতরূপা' তাঁহার স্ত্রী। ইহাদের হইতে উত্তানপদ ও প্রিয়ব্রত জন্মেন। শতরূপার তিন কন্যা, আকুতি, দেবহুতি ও প্রসূতি। আকুতি রুচি ও দেবহুতি যজ্ঞের ক্ষেত্ররূপা। প্রসূতি শতরূপার তৃতীয় কন্যা। ব্রাহ্মণ প্রজাপতি দক্ষের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। দক্ষ সন্তানসন্ততি জননক্ষমতা স্বরূপ। প্রসূতি সেই ক্ষমতার স্ত্রীলিঙ্গবাচিকা।

মহামায়া—স্বয়ং অন্নপূর্ণা মূল প্রকৃতিই প্রসূতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

বিকট সাজ—শিবের কিম্ভূতকিমাকার সাজ দেখিয়া।

বামদেবে হইলা বাম মতি—মহাদেবের উপর দক্ষের ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মিল। পুরাণে আছে, একদা ভৃগুমুনি বৃহস্পতি আনাইয়া এক মহাযজ্ঞ করেন এবং তথায় সকল

দেবতাই উপস্থিত হন। সভায় দক্ষ আসিলে সকল দেবতাই তাঁহাকে সম্মান করিয়া দাঁড়াইল। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কেবল উঠিলেন না। ইহাতেই শিবের উপর দক্ষের বড় ক্রোধ হইল—জামতা হইয়া শিব তাঁহার উপযুক্ত সম্মান করিল না, এই তাঁহার ক্রোধের কারণ। কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন,

পরস্পরে দুই জনে হৈল প্রতিকূল।
জামতা শ্বশুরে যেন ভুজঙ্গ নকুল॥
শঙ্কর বিমনা হয়ে চলিলা কৈলাস।
দক্ষ প্রজাপতি গেলা আমনার বাস॥

সদাশিব নিন্দা করে—দক্ষ শিবের নিন্দা করায় শিব অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সতীকে লইয়া কৈলাসে চলিয়া যান।

দক্ষের বিধাতা নাম—ব্রহ্মার নিকট হইতে দক্ষই প্রজা সৃষ্টির ভার পান। দক্ষ সন্তানসন্ততির জননক্ষমতা স্বরূপ। এই জন্য ইনি বিধাতা—ইহাঁর আর এক নাম প্রজাপতি।

দেবযাগ – এই যজ্ঞের নাম বৃহস্পতি সব—

বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভ। চণ্ডী।

দেবভাগ সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ হইল।

দক্ষযজ্ঞের ভাবার্থ অতি গূঢ়। সকলের তাহা জানা উচিত। এই জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"জীবের সংসারবাসনা (শ্রদ্ধা, দয়া, প্রভৃতি দক্ষের দশ কন্যা) দেবলোকে গমনের আশা (স্বাহা নামে দক্ষকন্যা) পিতৃলোক-সম্ভোগের ইচ্ছা (স্বধা নামক দক্ষকন্যা) এ সমস্তই

অনিত্য এবং বারবার জন্মমৃত্যুসাধক। সংসার, দেব ও পিতৃ-ভোগসাধিনী ত্রিবিধা-বাসনা জীবের সহজাতা, সুতরাং আত্মজা কন্যাস্বরূপিনী। সমষ্টিদৃষ্টিতে তাঁহারা দক্ষ ও প্রসূতির আত্মজা। দক্ষ ও প্রসূতির কন্যা হওয়াতেই তাঁহারা মনুষ্য-মাত্রের কন্যারূপে সিদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ ভোগ-সাধিনী কন্যাই মনুষ্যের মোক্ষবিরোধিনী ও যন্ত্রণাস্বরূপিণী। এই নিমিত্ত তাহার উপশমবীজরূপিণী একটি মোক্ষদায়িকা প্রকৃতি মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে আছে। সমষ্টিভাবে সেইটি দক্ষের সতীনাম্নী চতুর্থা কন্যা। বৈরাগ্য, ব্রহ্মবিদ্যা, কালভয়নিবারণ-ক্ষমতা সেই কন্যাটির ধাতু। এই নিমিত্ত বৈরাগ্যের একমাত্র নিকেতন, সাক্ষাৎ যোগমূর্ত্তিস্বরূপ গুণাতীত, সুখকল্যাণের আকর, মঙ্গলস্বরূপ সংসারতারক শঙ্কর তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্য সংসারধর্ম্মে, দেবস্বর্গকামনায়, পিতৃসুখ-সম্ভোগে—ইত্যাদি অসার যজ্ঞাড়ম্বরে—অত্যন্ত আসক্ত-চিত্ত হইয়া উঠেন, তখন করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মে মানবের হৃদয়-কবাট ভেদ করত ঐ সতী কন্যাটি বিনা আহ্বানে তাঁহার যজ্ঞপ্রাঙ্গণে আগমনপূর্ব্বক তাদৃশ যজ্ঞরূপ সমস্ত কর্ম্মকে স্বীয় পতি জগৎপতি সদাশিবকে অর্পণ করিতে উপদেশ দেন। সংসারী মানব সেই সদুপদেশ শ্রবণ না করাতে তাঁহার সমস্ত যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায়। এইরূপে সংসারাসক্ত মানব-সমষ্টির বীজমূর্ত্তি দক্ষ প্রজাপতির "বৃহস্পতি সব" নামক মহাযজ্ঞ নষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ বৈরাগ্যধর্ম্মরূপী সদাশিবকে অপমান করায় সতী, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অজামুণ্ড হইয়াছিল। "অজা" শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী জন্মবিহীনা

অনাদি মায়া, অবিদ্যা অথবা প্রকৃতি। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন কেবলমাত্র অবিদ্যাবিরচিত মস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপূজায় অবিদ্যাই ছেদনীয় অজারূপ বলিস্বরূপ। দক্ষ সেই ব্রহ্মপূজা করেন নাই, বরং অবিদ্যা ও বেদের অর্থবাদ লইয়া উন্মত্ত ছিলেন; এই হেতু তাঁহার মুণ্ডটি লক্ষণা প্রয়োগে অজামুণ্ড বলিয়া কথিত হইয়াছে "

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু কৃত 'মন্বন্তর' প্রবন্ধ দেখ।

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ।

২৮—৩২ পৃঃ

ভীতিহরা—ভয়দূরকারিণী।

রাধানাথ···রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাস নাম। কেহ কেহ বলেন, ভারতচন্দ্রের পুত্রের নাম, তাহা ভুল।

কালের কামিনী কালী—শিবে—এক নাম মহাকাল। শাস্ত্রে আছে।

"কাল ঃসৃজতি ভূতানাং কালঃ সংহরতে প্রজা।
কালঃসুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ॥"

ভগবান্ বলিয়াছেন,

"কালোঽস্মি লোকক্ষয় কৃৎপ্রবৃদ্ধো
লোকান সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।"

গীতা। ১১।৩২

অপমান পাবে—অপমানিত হইবে।

ভাগ—যজ্ঞের অংশ। সকল দেবতারই যজ্ঞভাগই নির্দ্দিষ্ট আছে।

বাপা ঘরে…কিবা—পিতৃগৃহে যাইবার জন্য কন্যার নিমন্ত্রণ আবশ্যক করে না।

মুক্তকেশী—এলায়িত কেশা। চুলখোলা।

মহামেঘ বরণা—ঘোর নীলবর্ণ।

দন্তুরা—বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট।

করকাঞ্চী—কটিদেশে শবের হস্তের সারিগাঁথা আছে।

কর্ণপূরা—কাণের অলঙ্কার।

গলিত…মুণ্ডমালা—গলে যে মুণ্ডের মালা রহিয়াছে, তাহা হইতে রক্ত ঝরিতেছে।

কৃপাণ খরশাণ—শাণিত খড়্গ।

দুইভুজে…বরদান—ডানি দিকের দুই হস্তে লোককে আশ্বস্ত করিতেছেন। এক হস্তে তাহাদিগকে বর দিতেছেন বা অভিলষিত প্রার্থনা পূরাইতেছেন, আর এক হস্তে অভয় দিতেছেন। সমস্ত দৈত্য বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে নির্ভয় করিতেছেন।

লোলজিহ্বা—চঞ্চল জিহ্বা বাহির করিয়া আছেন।

রক্তধারা—মুখের দুই দিক দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে।

ত্রিনয়ন…বিলাসে—কপালে তিন চক্ষু ও অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে।

করালবদনা—ভয়ঙ্কর মুখবিশিষ্ট।

সর্পবান্ধা…বিভূষণা—ঊর্দ্ধদিকের জটা সর্পের দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে।

অর্দ্ধচন্দ্র…কপালে—কপালে পাঁচটী অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে।

লম্বোদর—উদর কিছু স্ফীত।

নীলপদ্ম…শিরোপর—নীলপদ্ম, খড়্গ, শঙ্খ ও মুণ্ড সহিত একখানি খর্পর চারি হাতে রহিয়াছে।

ভালে সুধাকর—কপালে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিতেছে।

চারি হাতে…শর- পাশ (বান্ধিবার দড়িবিশেষ) ডাঙ্গস ধনুক ও শর চারিহাতে রহিয়াছে।

বিধি…পঞ্চ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রুদ্র ; ঈশ্বর এই পাঁচ জনে দেবীর বসিবার আসন ধারণ করিয়া আছেন। এস্থলে ঈশ্বরকে ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রহ্মের যে অংশ সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত, তাহাই ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি বা মায়ার আধার চৈতন্যই ঈশ্বর। ব্রহ্মাদি এই সৃষ্টিশক্তির গুণবিশেষ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ঈশ্বর বলিলে সমুদয় সৃষ্টিশক্তি ও তদাধার চৈতন্য বুঝায়—ব্রহ্মাদি তাঁহার অংশবিশেষমাত্র।

রুদ্র—ব্রহ্মের তেজ হইতে উৎপন্ন—একাদশ রুদ্র আছেন।

পঞ্চপ্রেত নিরমিত….মঞ্চ—বসিবার আসন পঞ্চভূতে

নির্ম্মিত। অর্থাৎ এই ভৌতিক জগৎ দেবীর বসি-বার স্থান--বা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন—আর ব্রহ্মাদি দেবগণ বা চৈতন্যের অংশ এই জগতের আধার স্বরূপ। অথবা আতিবাহিক দেহধারী মৃত জীবাত্মাকেও প্রেত বলে। এই প্রেত পাঁচ প্রকার। ইহাদের নাম পর্য্যুষিত, সূচীমুখ, শীঘ্রক, রোহক ও লেখক। আদি শক্তির আধার স্থান এই পাঁচ আতিবাহক দেহধারী আত্মা, আর জ্ঞানময় দেহধারী আত্মা অর্থাৎ উল্লিখিত পাঁচ দেবতা।

সুভূষণা—উত্তম বসনপরিহিতা।

আসন অম্বুজ—পদ্মাসন।

কমল আসনা—পদ্মাসনা।

ভূষণ ভূষণা—নানারূপ অলঙ্কার পরিধান করিয়াছেন

অক্ষমালা...কর—রুদ্রাক্ষের জপমালা, পুস্তক, বর ও অভয় চারি হাতে রহিয়াছে।

বিপরীত—ভয়ঙ্কর।

বিকসিত...মাঝে—প্রস্ফুটিত পদ্ম ও কলিকা পুষ্পের মধ্যে।

তিন গুণে...সাজে—ত্রিকোণমণ্ডল বা দেবীর আসন শোভা পাইতেছে। এই ত্রিকোণ মণ্ডল সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণের পরিচায়ক অথবা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির চিহ্ন মাত্র।

রতে—রতি ক্রীড়ায়।

কোকনদ বরণা—রক্তপদ্মের ন্যায় বর্ণ।

দিগম্বরী—পরিধানে কিছুই নাই। উলঙ্গ।

নাগ যজ্ঞোপবীত—গলে পৈতার পরিবর্ত্তে সর্প রহিয়াছে।

মুণ্ডাস্থিমালা—তাঁহার মালা মুণ্ড ও হাড়ের দ্বারা প্রস্তুত করা।

বর্ণিনী—যোগিনীদের ন্যায় একরূপ প্রেতযোনি। ইহারা সংহার বা তমঃশক্তির মূর্ত্তি।

শব আরোহিণী—দুই ডাকিনীও শবের উপর দাঁড়াইয়া আছে।

চন্দ্রসূর্য্য···ত্রিনয়ন—ত্রিনয়নে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি বিরাজিত। পূর্ব্বে ইহা বুঝান হইয়াছে।

কপালফলকে—কপালে।

কাকধ্বজ—ধ্বজার উপর কাক চিহ্ন অঙ্কিত।

ধূমের বরণ— ধূমাবতীর বর্ণ ধূমের মত বা পাঁশুটে।

বিস্তারদশনা—বিকসিত দন্তযুক্ত। দাঁত বাহির করিয়া আছেন।

ভীম—শিব।

রত্নগৃহে—রত্নময় গৃহে।

ভূষিতা—অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।

রত্নপদ্মাসনা—রত্নময় পদ্মের আসন।

চতুর্ভুজা···ধরি—খড়্গ, ঢাল, পাশ ও অঙ্কুশ চারিহাতে ধরিয়া আছেন।

মহালক্ষ্মীরূপে—মাতঙ্গীরূপে।

সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ—সুন্দর স্বর্ণের বর্ণের ন্যায় গায়ের বর্ণ।

চতুর্দ্দন্ত—চারিটী দন্তবিশিষ্ট হস্তী।

শ্বেতবারণ—শ্বেত-হস্তী।

অমৃত বরিষে—রত্নময় ঘট হইতে অমৃত বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতেছে।

সতীর দক্ষালয়ে গমন।

৩২—৩৪ পৃঃ

একি মায়া কর—একি লীলা কর—একি ভেল্কি দেখাইতেছ।

সংসারে···মায়া—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অন্নপূর্ণায় মহামায়া, সংসার যাঁহার মায়া।

নিগম—বেদ।

আগম—তন্ত্র।

নিরুপম কায়া—যাঁহার দেহের উপমা নাই। শাস্ত্রে আছে, পরমেশ্বর এই নানাবিধ প্রজাবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের নিয়ন্তারূপে 'ব্রহ্মা', 'বিধাতা' অথবা 'প্রজাপতি'। তিনি জ্ঞানরূপে পরম পুরুষ এবং সচেতন জগতের ব্রহ্মরূপ পরম ধাতু। তিনি শক্তিরূপে সকলের জননী ও ক্ষেত্ররূপ আধারী স্থান। তিনি 'শক্তিরূপে' ক্ষেত্র ও

'ব্রহ্মরূপে' ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্রকেই এস্থলে ব্রহ্মের কায়া বলা হইয়াছে।

ত্রিগুণজননী...জায়া—ব্রহ্মার আদি সৃষ্টিশক্তি বা মূল প্রকৃতি হইতেই ত্রিগুণের আধার দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্যই মূল প্রকৃতিকে এস্থলে ত্রিগুণের জননী বলা হইয়াছে। শাস্ত্রমতে মূল প্রকৃতি যখন সাম্যাবস্থা থাকে, তখন তাহা হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না। গুণক্ষোভ হইলেই স্বত্ত্ব রজঃ তম পৃথক হইয়া যায় এবং তাহাদের আধারভূত ব্রহ্মাদি ত্রিদেবের জন্ম হয়। পরে এই ব্রহ্মার রজোগুণময়ী সৃষ্টি শক্তিরূপী প্রকৃতির অংশ বা সরস্বতী তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া সৃষ্ট হয়। বিষ্ণুর সত্ত্বময়ী পালনী শক্তিরূপী প্রকৃতির অংশ বা লক্ষ্মী বিষ্ণুর সহিত সম্মিলিত হইয়া জগৎ পালন করেন। আর শিবের তমোময়ী সংহারশক্তি বা আবরণশক্তিরূপী প্রকৃতির অংশ শিবের সহিত মিলিত হইয়া ভৌতিক জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন। এই জন্য প্রকৃতিকেই উক্ত ত্রিদেবের স্ত্রী বলা হইয়াছে।

ফাঁপর—বিপদে পড়িলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

পূর্ব্ব সর্ব্বজান—সমস্ত পূর্ব্ববৃত্তান্তই তুমি জ্ঞাত আছ।

পাশরিলা—বিস্মরণ হইলে—ভুলিলে।

পরমাপ্রকৃতি...শুনিলা—পূর্ব্বে গীতারম্ভে বলা হইয়াছে।

প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা

গুণ সত্ত্ব তমোরজে হরিহর কমলজে
কহিলেন তপ তপ তপ।

* * *

ক্রমে সৃষ্টি সকল করিল॥

কারণ জলে—পূর্ব্বে বুঝান হইয়াছে।

বিধি···মুখ—পূর্ব্বে কবি বলিয়াছেন,

পচাগন্ধে ভাবি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ
চারি মুখ হইল বিধাতা।

করিলা আসন—পাতিয়া বসিয়াছিলেন।

প্রকৃতি রূপেতে—স্ত্রীরূপে, অথবা আদি সৃষ্টিশক্তি রূপে শিবেতে সঞ্চারিত হইয়াছিলেন।

পুরুষ হইলে....ভজনে ব্রহ্মের যে অংশে সৃষ্টিশক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাই এই শক্তির সহযোগে পুরুষরূপে পরিণত হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের সমস্ত অংশই সৃষ্টিরূপে পরিণত হয় নাই। যে অংশ সৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার দুই রূপ—সৃষ্টিশক্তির আধার চৈতন্য বা পুরুষ, আর শক্তি বা প্রকৃতি। কবির এই অংশটী অত্যন্ত সুন্দর। বোধ হয় সাংখ্য ও বেদান্তের বিসম্বাদী মত এত সুন্দররূপে আর কেহই সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই।

চমৎকার আশ্চর্য্য হইলেন।

প্রকাশ...সবাকার—সদাশিব এই দশমহাবিদ্যার তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র, বীজ প্রভৃতি সমুদায়ই রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

লুকাইয়া…সতী—সতী তাঁহার নিজ মহাবিদ্যামূর্ত্তি সম্বরণ করিয়া পুনর্ব্বার সতীমূর্ত্তি ধরিলেন।

মোহিত—শিব সতীর মায়ারূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং আর তিনি সতীর ইচ্ছায় বাধা দিলেন না।

ছাড়িবে…মনে করিয়াছ—প্রসূতি কাল বর্ণ দেখিয়াই সতীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন।

দক্ষে যজ্ঞ সহ নাশ—যজ্ঞ নষ্ট করিবেন ও দক্ষকে বিনাশ করিবেন।

তোমা দেখি…বিশ্বাস—তোমার কালরূপ দেখিয়া আমার স্বপন সত্য হইবে বোধ হইতেছে।

জগন্মাতা—তুমি জগজ্জননা হইয়াও লীলাছলে আমায় মা বলিয়াছ।

ভারত…বুঝিবে—ভক্ত হইয়া কবি কখন তাঁহার উপাস্য দেবের নিন্দার কথা বর্ণনা করিতে পারেন না—এই জন্য নিন্দা ছলে স্তুতি করিতেছেন। এইরূপ রচনাকে ব্যাজস্তুতি বলে।

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ।

৩৫—৩৮পৃঃ

সভাজন—দক্ষের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সমস্ত নিমন্ত্রিত দেবগণ।

বয়সে বাপের বড়—(১) দক্ষের পিতা ব্রহ্মার অপেক্ষাও শিবের বয়স অধিক। কারণ শিব অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম এবং

ব্রহ্মা তাঁহা হইতেই জন্মিয়াছেন। (২) চলিত কথায় অতি বৃদ্ধ হইলেই ব্যঙ্গচ্ছলে তাহাকে বাপের বড় বলিয়া থাকে। কবি আর এক স্থলে বলিয়াছেন, "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।"

"নাহি জানি আদি মূল, কিবা জাতি কিবা কুল,
না জানি যে কেবা পিতা মাতা।"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

কোন গুণ নাই—(১) ব্রহ্ম সত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অতীত এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। অন্যস্থলে আছে, "কোন গুণ নাই, তার কপালে আগুন"।
"অশক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।" গীতা।—
(২) কোন সার নাই—অসার লোক।

যেথা সেথা ঠাঁই—সর্ব্বঘটে বিরাজমান—সর্ব্বব্যাপী। "গূঢ় সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ" কবি একস্থলে বলিয়াছেন, "ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।"
(২) থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই লক্ষ্মীছাড়া।

সিদ্ধিতে নিপুণ দড়—(১) যোগ সাধনে শিবের ন্যায় কেহই অধিক সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই—এই জন্য তাঁহাকে যোগীশ্বর বলে। তিনি চিৎস্বরূপ। ভগবান বলিয়াছেন, "নচ মৎ স্থানি ভূতানি, পশ্য মেযোগমৈশ্বর্য্যং"। (২) সিদ্ধিখোর।

মান অপমান···কুস্থান— (১) ঈশ্বর নির্ব্বিকার ও ভেদশূন্য। ভগবান বলিয়াছেন, আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই—সকলই সমান! তিনি সর্ব্বঘটেই সমানরূপে বিরাজমান, সুতরাং তাঁহার সুস্থান বা কুস্থান কিছুই নাই। তাঁহার

মান বা অপমান কিছুই নাই ও তিনি কিছুতেই রুষ্ট বা তুষ্ট হন না। (২) তাঁহার বিচার আচার নাই অপমান করিলেও লজ্জা নাই, অতি নীচ ও পিশাচ প্রকৃতি ।

অজ্ঞান জ্ঞান সমান — ১) তাঁহার নিকট জ্ঞান ও অজ্ঞানে কোন ভেদাভেদ নাই। অজ্ঞান বা মায়া এবং জ্ঞান বা ব্রহ্ম দুই তাঁহার নিকট সমান, কারণ একেরই দুইরূপ । (২) কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ, তাহা ভেদ করিতে পারে না ।

নাহি জানে ধর্ম্ম —শাস্ত্রমতে ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটাই ধর্ম্মের লক্ষণ। মুক্তির জন্যই ধর্ম্মের প্রয়োজন। শাস্ত্রে আছে।

"নাস্তি জ্ঞানং বিনা মুক্তি,—ভক্তি জ্ঞানস্য কারণং।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তি ধর্ম্মোযজ্ঞাদিকোমতে ॥"

কোন কোন মতে ধর্ম্ম অর্থে বৈদিক যজ্ঞ ক্রিয়ার বুঝায়। সুতরাং যিনি স্বয়ং মুক্ত পুরুষ, তাঁহার ধর্ম্মাচরণের কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ মুক্তিরও দুই পথ আছে,

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগীনাং ॥"

সুতরাং জ্ঞানী ও ভক্তেরও কর্ম্মে প্রয়োজন নাই—

" জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তি।"

(১) ব্রহ্মের নিকট ধর্ম্মাধর্ম্মে কোন প্রভেদ নাই।

(২) বড় অধার্ম্মিক। হিতাহিত জ্ঞান নাই ॥

নাহিমানে কর্ম্ম—কর্ম্ম অর্থে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বেদ্ বিহিত ক্রিয়াদি। শাস্ত্রমতে কর্ম্ম আমাদের বন্ধন স্বরূপ। সৎকর্ম্মে স্বর্গলাভ হয় ও অসৎকর্ম্মে নরকভোগ হয় সত্য, কিন্তু মোক্ষাভিলাষীকে সমস্ত কর্ম্মই ত্যাগ করিতে হইবে—কারণ মোক্ষাভিলাষীর স্বর্গের প্রয়োজন নাই, তাহাও দুঃখময়। শাস্ত্রে আছে,

"কর্ম্মকাণ্ডস্য মাহাত্ম্যং বুদ্ধাযোগী ত্যজেৎসুধীর।
পুণ্যপাপদ্বয়ং ত্যক্তা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবর্ত্ততে॥
শিবসংহিতা ১,৩২

"জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্মাণং তমাহু পণ্ডিতং বুধাঃ।" ইতি গীতা।

(১) শিব কর্ম্মবন্ধন স্বীকার করেন না—কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি বা রতি নাই—তিনি নিষ্ক্রিয়।

ভগবান বলিয়াছেন,

"নমাং কর্ম্মণি, নিম্পান্তি নামে কর্ম্মফলে স্পৃহা।" গীতা

(২) কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই বা সদসৎ বিবেচনা নাই।

চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান—(১) তাঁহার ভোগ্যাভোগ্য কিছুই নাই। সকলই তাঁহার নিকট সমান। শাস্ত্রে আছে,

শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেসু তথা মানাপমানয়োঃ।
যুক্ত ইত্যচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥
সুহৃন্মিত্রায্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্য বন্ধুষু।
সাধুষ্বপিচ পাপেষু সমবুদ্ধি বিশিষ্যতে॥ ইতি গীতা।

প্রকৃত যোগীর এই লক্ষণ। শিব যোগীশ্বর, তাঁহার ত কথাই নাই।

(২) দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই।

যবনে ব্রাহ্মণে...সম—(১) সর্ব্বলোকে সমদর্শী আত্মপর ভেদজ্ঞান রহিত। ভগবান বলিয়াছেন,

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।"

ভগবদ্গীতা। ৯। ২৯।

(২) কিছু বাছবিচার নাই—ভালমন্দ জ্ঞান নাই।

গরল...মরিল—(১) সমুদ্র মন্থনকালে অতিরিক্ত মন্থন হেতু বাসুকির মুখ হইতে যে বিষ উদ্গীর্ণ হইয়াছিল, সৃষ্টি রক্ষার জন্য সেই বিষ শিব স্বয়ং ভক্ষণ করেন। অর্থাৎ সৃষ্টিরূপ সমুদ্রমন্থন] ক্রিয়ায় অবশেষে যে স্থূলভূতরূপ বিষ উত্থিত হইয়াছিল—শিব তাহা নিজ শক্তির দ্বারা বশে রাখিয়াছেন—নতুবা জীব সৃষ্টি হইত না। এই বিষ ভক্ষণ করিয়া শিব নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি অমর, ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

(২) বিষ খাইয়াও মরে নাই এরূপ কাট প্রাণী।

ভাঙ্গড়ের নাহি যম—ভাঙ্গড় অর্থাৎ সিদ্ধিখোর। যাঁহার যোগ সিদ্ধি হয়, তিনি মোক্ষ পাইয়া থাকেন। যোগেশ্বর শিব সদা মুক্ত পুরুষ। সুতরাং তাঁহার মৃত্যু নাই। (২) নেশাখোরের সহজে মরণ নাই।

সুখে দুখ জানে দুখে সুখ মানে—সুখ দুখ জ্ঞান-বর্জ্জিত। যাহারা যোগসিদ্ধ, তাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব—সুখ দুঃখ, শীতগ্রীষ্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি কোনরূপ জ্ঞান নাই, তাঁহারা "ন প্রহৃষ্যেৎপ্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চা প্রিয়ং।"

ইতি গীতা।

(১) নির্ব্বিকার পরমেশ্বর ;

(২) দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই – নির্ব্বোধ।

পরলোকে নাহি ভয়—(১) তিনি মুক্ত পুরুষ, সুতরাং তাহাকে স্বর্গ বা নরক ভোগী করিতে হইবে না। অথবা যিনি ঈশ্বর—স্বয়ংই পরকাল স্রষ্টা, তাহার আবার পরকাল ভোগ কি ?

অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী পরকালে অশেষ যাতনা হইবে, তাহা বুঝে না, অথবা তাহা সে মনে করিয়া কাজ করে না।

কি জাতি কে জানে—(১) তিনি আদি পুরুষ, স্বয়ং অনাদি তাঁহার মূল বা উৎপত্তি কেহ জানে না।

"সর্ব্বোত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন।"

"অথবা তাহার স্বরূপ কেহ নির্ণয় করিতে পারে না।"

(২) তাহার জাতি ধর্ম্ম ঠিক নাই বলিয়া অথবা তদনুসারে কাজ করে না বলিয়া কোন জাতি, তা বুঝা যায় না।

কারে নাহি মানে—(১) তিনি দেবাদিদেব তাঁহার সম্মান করিবার কেহই নাই।

(২) স্বেচ্ছাচার কাহাকেও ভয় করে না।

সদা কদাচারময়—(১) ভূত, প্রেত, সর্প প্রভৃতি লইয়াই বাস বলিয়া কদাচারময় বলা হইল। অন্য স্থানে আছে,

"ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।"

অথবা ভৌতিক সৃষ্টির অধীশ্বর শিব সর্ব্বদাই ভৌতিক ব্যবহার লইয়াই ব্যস্ত।

(২) যাহার ব্যবহার প্রভৃতি সব ঘৃণাই।

কহিতে ব্রাহ্মণ⋯লক্ষণ—(১) ভগবান স্বয়ংই জাতিভেদ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের অতীত। আর মনুষ্যাদির মধ্যে ত্রিগুণের ইতরবিশেষ হইতেই জাতিভেদ হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে,

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চপরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥

ভগবদ্গীতা, ১৮।৪১

সুতরাং যিনি গুণাতীত, তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কোন জাতির মধ্যেই নহে। আরও

"বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগ বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজউচ্যতে॥"

ইহাই প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শিবে ইহার কিছুই নাই।

(২) এ কথনই ব্রাহ্মণ নহে।

বেদাচার বহিষ্কৃত---স্বর্গার্থীরাই বেদবিহিত কর্ম্ম করিবেন। যাহাদের মোক্ষ হইয়াছে বা যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহাদের তাহার প্রয়োজন নাই।

বেদস্রষ্টা ঈশ্বর যিনি—তাহার ত কথাই নাই। ভগবান বলিয়াছেন।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।"

গীতা ২।৪৫

(২) বেদবিহিত করে না। ধর্ম্মভ্রষ্ট।

ক্ষত্রিয়⋯ ব্যবসায়—ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের জাতিধর্ম্ম কিছুই প্রতিপালন করে না।

শূদ্র···গলায়—(১) ইনি কখন শূদ্রও হইতে পারেন না—কারণ ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই ইঁহাকে প্রণাম করে, আর ইহাঁর গলায় সর্পনির্ম্মিত উপবীত রহিয়াছে। এদেশে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এই তিন দ্বিজবর্ণই কেবল উপবীত ধারণ করিতে পারিতেন—একমাত্র শূদ্রই কেবল পৈতাগ্রহণে অনধিকারী ছিল।

গৃহী···যার—(১) ইহাকে গৃহী বলা যায় না, কারণ ভিক্ষা করা গৃহীর বা গৃহাশ্রমবাসীর কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু ইনি ভিক্ষা করেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তখন লোক যতই গরীব হউক না কেন, পেটের দায়ে তাহাকে ভিক্ষা মাগিয়া খাইতে হইত না—দেশ শুদ্ধ লোক 'মোটা ভাত মোটা কাপড়' পাইত। কেবল যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন—ভিক্ষা করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম ছিল। তখন অতিথিকে সেবা করাই গৃহীর প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। 'সর্ব্বদেবময়োতিথি।' অতিথি ফিরিলে অতিথির সমস্ত পাপই গৃহস্বামীর উপর অর্শাইত।

সতী···কেবা—সন্ন্যাসীরা দার পরিগ্রহ করেন না, অথবা স্ত্রীপুত্র সমস্তই পরিত্যাগ করেন—শিব যখন সতীকে বিবাহ করিয়াছেন ও সতী সঙ্গে বিচরণ করিতেছেন, তখন তাঁহার আচরণ সন্ন্যাসীর ন্যায় হইলেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা যায় না।

বনস্থ...ঘর—শিব বানপ্রস্থ আশ্রমীইও নহেন, কেন না

যাঁহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়া অরণ্যে বাস করেন। কিন্তু ইনি কৈলাস-পর্ব্বতস্থ গৃহে বাস করেন।

ডাকিনীবিহারী—শিব ডাকিনীপ্রভৃতি প্রেতযোনি সহ বিহার করিয়া থাকেন। একারণ তাঁহাকে ব্রহ্মচারীও বলা যায় না। শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের চারি আশ্রম—(১) ব্রহ্মচর্য্যা বা ভিক্ষাশ্রম, (২) সংসারাশ্রম, (৩) বানপ্রস্থাশ্রম ও (৪) সন্ন্যাসাশ্রম। প্রথম বয়সে (২৪ বা ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত) বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। তৎপরে দারপরিগ্রহ করিতে হয়—ও সংসারে থাকিয়া যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হয়। তৎপরে সস্ত্রীক হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া তপস্যা করিতে হয়, পরে সমুদয় ত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে হয়। কবি ক্রমে ক্রমে দেখাইলেন যে, শিব কোন আশ্রমেরই অন্তর্গত নহেন।

একি মহাপাপ হয়— (১) ইনিই এক মাত্র মহাপাপ হরণকর্ত্তা। এটা কি পাপ—কি বালাই।

সতী…জায়া—আমার কন্যা সতী বিদ্যুৎবরণী হইয়া পাগলের স্ত্রী হইয়াছেন।

বাতুল— (১) যাহাকে বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। (২) বায়ুগ্রস্থ পাগল।

অভাজন—অযোগ্য, দুর্ভাগা।

অন্ন বিনা…কালী—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সতী কালীরূপ ধরিয়াই দক্ষালয়ে আসিয়াছিলেন।

তোমার কপাল…গালি—তোমার দুরদৃষ্ট, তাই তুমি বাঘছাল পরিধান কর-আমি তজ্জন্য সকলের নিকট নিন্দা বা গালির পাত্র হইয়াছি। চলিত কথায় বলে "তোমার কপাল আর আমার হাত যশ।"

দধীচি—যখন তারকাসুরের প্রতাপে দেবতাগণ অস্থির হন এবং স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আইসেন, তখন দধীচি মুনি তাঁহাদের উপকারের জন্য দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার অস্থি হইতেই বজ্র নির্ম্মিত হয় ও সেই বজ্রে তারকাসুর হত হয়।

শ্রবণে কর আচ্ছাদিত—হাত দিয়া কাণ ঢাকিলেন অর্থাৎ আর নিন্দা শুনিতে পারিলেন না। কারণ,

> ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
> শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ॥
>
> ইতি কুমারসম্ভব।

পাপ…পাপী—দুর্ব্বৃত্ত।

তার মৃত্যু নাই—(১) মহাদেব অমর—কেন না তিনি মৃত্যুঞ্জয়। (২) হতভাগ্য লোকের সহজে মরণ হয় না।

তোর নাহি ঠাঁই…যিনি স্বয়ং মহামায়া—এই সমস্ত জগৎ যাঁহার লীলা এবং সর্ব্বত্র যিনি অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহার স্বতন্ত্র স্থান কোথায়?

আমার···নহে— আমিও অমর। আমি আর এ যন্ত্রণা সহিতে পারি না।

মোর কন্যা হয়ে···বয়ে—সতী "উপশম বীজরূপিনী মোক্ষদায়িকা প্রকৃতি। মনুষ্য হৃদয়ের অন্তর্মুখী বা চিদভিমুখী বৃত্তি। বৈরাগ্য ব্রহ্ম বিদ্যা কাল ভয় নিবারণ তাঁহার ধাতু।" এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই বৃত্তি চিন্মুখী হইয়া কিরূপে পঞ্চভৌতিক দেহ ও আতিবাহিক বা প্রাণময়—কোষধারিণী জীবাত্মার সহ বাস করেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না। অথবা কি কারণে স্বয়ং চৈতন্য স্বরূপ জড়ের সহিত বাস করেন, পুরুষ প্রকৃতির সহিত বাস করেন, অথবা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত বাস করেন, তাহা দক্ষ সহজে বুঝিতে পারিলেন না।

আমি···মোর—আমি সকলের রাজা আমার কন্যার এই রূপ ভিখারিণী বেশ। ইহাতে আমার অপমান হইবে, আমার মুখ হেঁঠ হইবে।

নারিব— ঘরে রাখিতে পারিব না।

পূর্ব্বে কবি কৌশলে শিবকে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করিয়াছেন। নিন্দা পক্ষে ও প্রশংসা পক্ষে যে যে ভিন্ন অর্থ হয়, তাহা দেখান হইল। কবিকঙ্কণও দক্ষের শিব নিন্দা বর্ণনা কালে এইরূপ ব্যাজ নিন্দা করিয়াছেন। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

শিবের,

নাহি জানি আদি মূল, কিবা জাতি কিবা কুল,
নাজানি যে কেবা পিতা মাতা।

ভূষণ হাড়ের মালা, শ্মশানে বিনোদ খেলা,
হেন শিব আমাব জামাতা ॥
অঙ্গে রাগ চিতা ধূলি, কাঁধে ভাঙ্গের ঝুলি,
বিষধর উত্তরী বসন ।
শ্মশানে যাহার স্থান, তারে কেবা করে মান,
দেব বুদ্ধি করে কোন জন ॥
চাহিতে চাহিতে ভাল, ডকুল করিলাম কাল,
বাম হইল আমাবে বিধাতা ।
আমি ছার মন্দধী, অনলে ফেলিনুঝি
সভামাঝে লাজে হেঁট মাথা ॥
সতী কন্যা গুণনিধি, তারে বিড়ম্বিলা বিধি,
পতি দরিদ্র দিগম্বর ।
মনে নাহি পরিতোষ, লোকে গায় ধর্ম্মদোষ
অপযশ গেল দিগন্তর ॥

* * *

আরোহণ বৃষোপরে, শিঙ্গা ডম্বুর করে
ভক্ষণ ধুতূরার ফল ।
ভাঙ্গে বড় আভলাষি, ভুজঙ্গ উত্তরী বাসী,
ফণী হার ফণীর কুণ্ডল ॥
পরিধান বাঘছাল, গলেতে হাড়ের মাল,
বিভূতি ভূষণ দেয় অঙ্গে ।
শ্মশানে যাহার স্থান, তারে কেবা করে মান,
প্রেত ভূত চলে যায় সঙ্গে ।

আরাধিলে পশুপতি পাইলে পশুর গতি
অহি সঙ্গে একত্রে শয়ন।
হর শিরে শশী কলা, অহি সঙ্গে যার খেলা,
দুই জন বঞ্চিত পূজন॥
দেখিয়া শিবের গুণ, আর যত দেব গণ,
একস্থলে না করেন বাস।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

এস্থলে ভারতচন্দ্রের বর্ণনার ন্যায় কবিকঙ্কণের বর্ণনা তত সুন্দর হয় নাই।

গুণি—গণনা করিয়া।

কি শকতি···মতি—তোমার এত কি ক্ষমতা যে তুমি শিবের নিন্দা করিতে পার। (অথবা তোমার এমন শক্তি নাই যে, শিবের নিন্দা করিবে অর্থাৎ তুমি যাহা নিন্দার অভিপ্রায়ে বলিবে, তাহা স্তুতিরূপে পরিণত হইবে। কিন্তু এ অর্থতে সঙ্গত নহে)

কালে ধরে—যাহার মরণ সন্নিকট।

অঙ্গজনু—অঙ্গজ, শরীর হইতে জাত। সূক্ষ্ম শরীর জন্মান্তর পরিগ্রহ করে—মাতা পিতা হইতে কেবল স্থুল শরীর বা মাতা পিতৃজ শরীরই হইতে উৎপন্ন হয়।

পাপ—শিব নিন্দা শ্রবণজনিত পাপ—অথবা শিবনিন্দুক দক্ষ হইতে জন্ম হওয়ারূপ পাপ। শাস্ত্রমতে মাতা পিতার পাপ সন্তানে সংক্রামিত হয়।

তিনি···ঠাঁই—শিব মৃত্যুঞ্জয়, তাঁহার নিন্দায় কিছুই আসে

যায় না—আমারও কিছু ক্ষতি নাই। আমি অন্য স্থানে গিয়া জন্ম গ্রহণ করিব।

কর্ম্ম···তল—তুমি শিবনিন্দারূপ যে কর্ম্ম করিলে, তাহারই ফল স্বরূপ এ যজ্ঞ নষ্ট হইবে। (সতী এস্থলে দক্ষকে শাপ দিতেছেন) শাস্ত্রমতে জীব যেরূপ কর্ম্ম করিবে—সূক্ষ্ম শরীরে তাহার সংস্কার দৃঢ়মূল হইবে—এবং জীব তদনুসারে ফলভোগ করিবে,—এইজন্য কোন কোন মতানুসারে কর্ম্মকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

পামর—পাপী

উত্তরিলা—উপস্থিত হইলেন।

হিমগিরি—হিমালয়।

তপোবরে—তপস্যার ফলে।

নিজগণ—নিজ অনুচর বা সঙ্গী ভূত, প্রেত প্রভৃতি।

দমন—শাস্তি দিবার জন্য।

অভিমত—ইচ্ছামত।

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা।

৩৮—৩৯পৃঃ

মহারুদ্ররূপে—রুদ্র মহাদেবের এক নাম। পুরাণমতে ব্রহ্মের ক্রোধ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার অঙ্গ হইতে রুদ্র বহির্গত হন। সুতরাং মহা শক্তির ক্রোধরূপকেই রুদ্র বলে।

ভভম্ভম...শিঙ্গারশব্দ—এস্থলে বরাবর শব্দের বা কার্য্যের অনুকরণ করিয়া বাক্য যোজনা করা হইয়াছে। ভভম্ভম, ছলচ্ছল, প্রভৃতি শব্দ এইরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

লাটাপট—লট্‌পট্‌ করিতেছে।

সংজুট—সহিত। গঙ্গা জটার সহিত রহিয়াছে।

ছলচ্ছল...তরঙ্গ—"গঙ্গার তরঙ্গ উছলিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, খেলিতেছে, কুল্‌ কুল শব্দ করিতেছে।"

গাজে—গর্জ্জিতেছে।

ফন্ন—ফনা।

দিনেশ...সাজি—শিবের কপালস্থ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ উদ্গীরণ করিল।

বহ্নি ভালে—শিবের কপালস্থ তৃতীয় নেত্রস্থ অগ্নি (জ্ঞানাগ্নি) ধ্বক্‌ ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

মহাশব্দ—বং ও ওঁ একই কথা (অ + উ + ম = ওঁ) আর (উ + অ + ম = বং) উভয়ই প্রণব। তবে ওঙ্কার দ্বিজ ব্যতীত আর কেহ উচ্চারণ করিতে পারে না—বং সকলেই পারে। ওঙ্কার বেদের—বঙ্কার তন্ত্রের: ওঙ্কার ব্রহ্মের, বঙ্কার মহাদেবের। প্রণবের আকারে বিষ্ণু, উকারে শিব এবং মকারে ব্রহ্ম, প্রকৃতির এই ত্রিমূর্ত্তি বুঝায়। শিবপ্রধান উপাস্য হইলেই উ প্রথম উপাস্য হয়—ওঁ বং হইয়া পড়ে

প্রণবই ব্রহ্মের স্বরূপ বা শব্দরূপ,

"প্রণবস্যস্য স্বরূপং"।

এই জন্য ইহাকে মহাদেব বলা হইয়াছে।

দলমল—দল মল করিয়া চলিতেছে।

কট্ট—কাকালের সব স্থান।

কটি কট্ট সদ্যোমরা হস্তি ছালা—কটিদেশের (কোমরে) ব্যাঘ্র চর্ম্ম যেন সদ্য হস্তি মারিতে উদ্যত হইল।

সদ্যমরা হস্তী—সদ্য মারিতে সক্ষম হস্তী যে—অর্থাৎ ব্যাঘ্র।

ছালা—ছাল।

পচা...ঝরে—গলিত চর্ম্ম নির্ম্মিত থাল বা ভিক্ষাধার, আলগা হইয়া হাতে ঝুলিতেছে।

মহাঘোর আভা—অতি ভয়ঙ্কর তেজঃ বহির্গত হইতেছে।

পিনাক—শিবের হস্তাস্থিত সংহার শূল। এই জন্য শিবের এক নাম পিনাকী।

উলঙ্গী—নগ্ন, বিবস্ত্র হইয়া।

দানা—এক প্রকার ভূত—দানব।

সর্পবাণা—হুহুঙ্কার শব্দে বাণ উঠিতে লাগিল।

নন্দী—শিবের প্রধান অনুচর—কথিত আছে নান্দিকেশ্বর যোগ দ্বারা এই দেহেই—জাত্যন্তর পরিণামের দ্বারা উচ্চ-শ্রেণীর জীব হইয়াছেন।

মহাকাল—শিবের অঙ্গ হইতে জাতসংহারশক্তি বিশেষ।

ভারত চন্দ্র আর একস্থলে শিবের রুদ্রবেশ বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহা এইঃ—

"উর্দ্ধে ছুটে জটা ঘন ঘটা গুরজর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহ্ব লক্ লক্॥
অর্দ্ধশশী কোটী সূর্য্য অগ্নি ধক্ ধক্।
হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥

তালবেতাল—ইহারা এক প্রকার প্রেতযোনি।

ঘোর—ভয়ঙ্কর।

মুক্ত—চুল এলো করিয়া।

তরাসে—ভয়ে দক্ষরাজার বাক্য বাহির্গত হইল না।

অদূরে···গভীর—নিকটেই মহারুদ্ররূপী শিব গম্ভীরে ডাকিয়া বলিতেছেন, রে দক্ষ আমার সতীকে আনিয়া দে।

ভুজঙ্গপ্রয়াত—যে ছন্দে এই বিষয় বর্ণনা করা হইল, ইহারই নাম ভুজঙ্গপ্রয়াত ইহার লক্ষণ এই।—

ইহা চব্বিশ অক্ষরে দুই চরণে সম্পূর্ণ। ইহার চব্বিশটী স্বর। তন্মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম লঘু আর সব গুরু।

কহে ভারতী দে—স্বরস্বতী স্বয়ং ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে শিবের কথা মত দে দে রবে দক্ষকে সতী ফিরাইয়া দিবার

জন্য বলিতেছেন। ভারতী—ভারতচন্দ্রের নামের সহিতও শ্লেষ রহিয়াছে।

রায় গুণাকর শিবের মহারুদ্ররূপ অতি চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ বর্ণনা সাহিত্য সংসারে অতুল। ইহার ভাবার্থ এই -

শিব ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার শিঙ্গা ঘোর রবে ভম ভম করিয়া বাজিয়া উঠিল। তাঁহার মহান জটাকলাপ বেগে আলোড়িত হইতে লাগিল। জটাস্থিত গঙ্গা উছলিয়া উঠিল—কল্ কল্ কল কল্ করিয়া তরঙ্গ ধ্বনি হইতে লাগিল। শিবের মস্তকস্থিত ফণী গর্জ্জিয়া উঠিল। ললাটস্থ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। কপালস্থ তৃতীয় নেত্র হইতে ঝলকে ঝলকে অগ্নি উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। রুদ্রের গাল হইতে মহাঘোর রবে বম্ বম্ শব্দ ধ্বনিত হইল। গলার মুণ্ডমালা নাচিয়া উঠিল। হস্তস্থিত চর্ম্মগুলি খুলিয়া পড়িল। এবং ত্রিশূল ও পিনাক হইতে অতি ভয়ঙ্কর তেজঃ বহির্গত হইতে লাগিল।

দক্ষযজ্ঞ নাশ।

৪০—৪১পৃঃ

ভূতনাথ- শিব।

ভূতসাথ—ভূতগণের সহিত।

যক্ষ রক্ষ—অতিপ্রাকৃত ভূত যোনিবিশেষ।

অট্ট হাসি—বিকট উচ্চ হাস্য। যথা—

"চলে কপাল ধ ধ ধ ধ ধ
কার মাতা এটা হি হি হি হ।"

হেমচন্দ্র।

প্রেত ভাগ—মৃত মনুষ্যের আতিবাহিক দেহধারী জীব। যে পর্য্যন্ত তাহার সৎকার ইত্যাদি না হয়, ততক্ষণ তাহাকে প্রেত বলে।

সানুরাগ—অনুরাগের সহিত, প্রাণ খুলিয়া।

ঘোর রোল—মহা কোলাহল শব্দ।

চৌদ্দলোক—(চৌদ্দ ভুবন দেখ)।

সৈন্যসূত—যে মন্ত্র যথানিয়মে উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিলে স্বতই সৈন্য উদ্ভূত হয়।

সৈন্যসূত...আহুতি—দক্ষরাজ যাহাতে সৈন্য উৎপন্ন হয়, এরূপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হোম করিতে লাগিলেন।

অগ্নি...ধায়—সেই যজ্ঞ বা মন্ত্রপূত আহুতি হইতে বহু সেনা উৎপন্ন হইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল।

ঢালি—যাহারা ঢাল লইয়া যুদ্ধ করে।

মাহুতি—গজসৈন্য বা গজারূঢ় সৈন্য।

বৈরি পক্ষ—শত্রুপক্ষীয় অর্থাৎ শিবপক্ষীয়।

হুদি থাও—দর্পের সহিত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হও।

যাও যাও...হাঁকিয়া—দক্ষ হাঁকিয়া বলিলেন যাও, হুঙ্কার সহ বিপক্ষ পক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান কর।

সে সভার…নিবৃত্তি—রুদ্র সে সকল দক্ষের সৈন্যগণকে মহারুদ্র তেজে আপন অঙ্গে বিলীন করিয়া বা মিশাইয়া লইলেন।

দক্ষ রাজ…নিষ্কৃতি—তাহাতে দক্ষ নিষ্কৃতি নাই দেখিয়া লজ্জা পাইলেন।

রুদ্রদূত—রুদ্ররূপী মহাদেবের অনুচরগণ। অগ্নি পুরাণমতে রুদ্র শিবের ক্রোধাগ্নি হইতে উৎপন্ন। মৎস্য পুরাণমতে "স চ ব্রহ্মণঃ ক্রোধরূপঃ সৃষ্টি কালে ভ্রূমধ্যাজ্জাত।"

ঘোর বেশ…রঙ্গিয়া—দক্ষ কার্য্যে উন্মত্ত হওয়ায় তাহাদের আকার ভয়ঙ্কর হইয়াছে—তাহাদের কেশ আলুথালু হইয়া খুলিয়া পড়িয়াছে।

ভার্গব—ভৃগু ঋষির পুত্র। ইনিই দক্ষ যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন।

সৌষ্ঠবের—শোভাময়—সৌন্দর্য্যময়।

পূষণের—অগ্নিদেবতার এক নাম।

দেখি পর্ব্ব—ব্যাপার দেখিয়া।

পায় লাগ—সুবিধ পাইয়া—উপযুক্ত সময় (বা লগ্ন) বুঝিয়া। অথবা নাগাল পাইয়া।

ছাতি…তন্ত্র—মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ করিয়া ও পুস্তক ফেলিয়া

গেহ—গৃহ।

হব্যকব্য—হোমের ঘৃত ও যজ্ঞের বিশেষতঃ পিতৃ শ্রাদ্ধের সম্প্রদানোপযোগী দ্রব্য।

ঊর্দ্ধ হাত...গাইছে—আনন্দে ঊর্দ্ধ বাহু করিয়া শিবের গুণগান বা জয়োল্লাস করিতেছে।

হান—অস্ত্র নিক্ষেপ কর।

হুপ...দাপ—লম্ফ ঝম্প করিয়া।

হুম...থাম—নানারূপ বিকট শব্দ।

যেন...পাড়িছে—যেন রাহু ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া চন্দ্র সূর্য্যকে টানিয়া ফেলিয়া দিতেছে। পৃথিবী ও চন্দ্রের অয়ন পথের যে দুই স্থানে ক্রান্তি পাত হয়, তাহাকে জ্যোতিষে রাহু ও কেতু বলে। যখন চন্দ্র বা সূর্য্য, সেই রাহু বা কেতু স্থানে আইসে তখনই গ্রাস হয়।

লম্ফ...ভূমি কম্প—তাহাদের লম্ফ ঝম্পে, ভূমিকম্প হইতেছে।

নাগ...লড়িছে—যেন বাসুকি বা কচ্ছপ নাড়িয়া উঠিতেছে। ভূমিকম্প সম্বন্ধে চলিত প্রবাদ এই যে, অনন্ত বা বাসুকি সহস্র মস্তকে পৃথিবী ধরিয়া আছেন। ভগবান হরিও কুর্ম্ম-রূপে ক্ষিতিকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিয়াছেন। যখন ইহাঁরা 'নড়েন' বা বাসুকি মস্তক পরিবর্ত্তন করেন; তখনই ভূমিকম্প হয়। বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর নিম্নস্তরে জল ও অগ্নির ক্রিয়াবিশেষেই এরূপ ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

অগ্নি...পুড়িছে—অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে ঘৃত দিয়া অগ্নি অতি তেজে জ্বালিয়া দিল, তখন তাহার দ্বারা দক্ষের শরীর

পোড়াইতে লাগিল। অর্থাৎ দক্ষের গায়ে ছাকাপোড়া দিতেছে।

ভক্ষণ...উড়িছে—সেই আগুন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু দেশময় উড়িয়া বেড়াইতেছে।

হাস্য তুণ্ড—হাস্য মুখ।

পাদঘায়...পুঁতিছে—পদাঘাতে একেবারে হাতি ঘোড়া গুলাকে স্থানে স্থানে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতেছে।

বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। ফুলকি।

স্থূল থুল—স্থুলস্থূল।

কুল...ফুটিছে—কুল কুল রবে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ হইতেছে।

ব্রহ্ম ডিম্ব...ব্রহ্মাণ্ড— প্রথমে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জীবাত্মা সৃষ্টি হয় এবং তাহা কালক্রমে একটা অণ্ডরূপে পরিণত হয়।—

" তদণ্ডমবভদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং "।

এই অণ্ডই পৃথিবীর মূল। শাস্ত্রে আছে "ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্ম্যপরিমিত এক বৎসর বাস করিয়া সেই অণ্ডকে দুই খণ্ড করিলেন। তাহার ঊর্দ্ধ খণ্ডে স্বর্গ ও অপর খণ্ডে পৃথিবী করিলেন। এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক ও চিরস্থায়ী সমুদ্র নামক জলাধার সৃষ্টি করিলেন।"

(মনু)

মৌনতুণ্ড হেঁটমুখ—মুখ গুঁজে মাথা হেট করিয়া দক্ষ আপনার নিকট মরণ তাহা বুঝিতে পারিতেছে।

কেহ···আনিছে—কেহ বা সজোরে মুষ্ট্যাঘাতপূর্ব্বক মাথাটা একেবারে শরীর হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে।

তূণক—উপরে কবি যে ছন্দে দক্ষযজ্ঞ নাশ বর্ণনা করিয়াছেন তাহারই নাম তূণক। ইহার লক্ষণ এই। ইহা লঘু চৌপদী। ইহাতে সর্ব্বসমেত ত্রিশটী অক্ষর। ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম চরণ চারি চারি অক্ষরে সম্বদ্ধ। ইহার প্রথমার্দ্ধের প্রথমের সহিত দ্বিতীয়ের এবং শেষার্দ্ধ প্রথমের সহিত মিল। চতুর্থ ও অষ্টম চরণ তিন তিন অক্ষরে মিলবণে এক রূপ :

ছন্দ বন্ধ—ছন্দের বাঁধুনি বা গাঁটুনি, ছন্দ রচনানৈপুণ্য।

প্রসূতির স্তবে দক্ষের জীবন।

৪১—৪৫পৃঃ

শিবসদনে···কৈলাস ধামে—মোক্ষলাভপূর্ব্বক পরম স্থানে যাইতে চাও, তবে শিব নাম বল।

জীব শিব হয় শিব সেবনে—শিবের সেবা করিলে জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। কারণ শিব নাম লইলেই জীব মায়া হইতে মুক্ত হইবে ও তাহা হইলেই সে শিবত্ব পাইবে বা তাহার মোক্ষ হইবে।

পূর্ব্বে কবি স্বয়ংই বলিয়াছেন,

"মায়া যুক্ত তুমি জীব মায়া মুক্ত তুমি শিব।

শিববন্দনা।

এই দেহে শিব সেই—এই জীবনেই তিনি মোক্ষ পান। তাহাকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলে।

বাগহ হর ভজনে—শিব পূজায় নিযুক্ত রাখ অথবা পূজায় মতি দেহ।

মাত্রে—কেবল মাত্র।

প্রলয়. .শঙ্কর—শিব অকালে প্রলয় করিতেছেন জানিয়া।

শিবপাশে—শিবের নিকট।

সতী...তেয়াগিয়া—প্রসূতি কন্যা ও স্বামীর মৃত্যুশোকে লজ্জা ত্যাগ করিয়া শিবের সম্মুখে আসিলেন—(জামাতার কাছে ভারতচন্দ্রের সময় শাশুড়ীর বহির্গত হওয়া প্রথা ছিল না, এখনও নাই)

গলবস্ত্রা—গললগ্নীকৃতবাস।

রুদ্র...হর—মহাদেবের রুদ্র বা ভয়ঙ্কর ক্রোধের মূর্ত্তি দূর হইয়া শান্ত মূর্ত্তি হইল।

বেদেতে...মূঢ়—বেদে আদ্যন্ত সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম মহিমা প্রকাশিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার পতি দক্ষ তাহা পাঠ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানমূঢ় হইয়াছিলেন- তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই। বিচারপূর্ব্বক জ্ঞাননেত্রে দেখিলেই বেদে ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায়, নতুবা যজ্ঞে আসক্তি জন্মে। বেদ যজ্ঞের অবলম্বনীয় হইলেই তাহা ত্রিগুণের বিষয় হয়। এই জন্যই দক্ষ জ্ঞানস্বরূপ শিবকে ছাড়িয়া যজ্ঞে রত হইয়াছিলেন।

"বেদবাক্যের যথাশ্রুত অর্থে বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য নাই, কিন্তু বিচারপূর্ব্বক সেই সকল বাক্যার্থ নিশ্চয় করিতে হয়, উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তবে হৃদয়েতে বাক্যার্থের স্ফূটতা জন্মিয়া ব্রহ্মাবগতি হয়। (শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু কৃত বেদান্ত দর্শন)

শ্রুতিতে আছেঃ—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যাম্।"

এক্ষণে শিক্ষিতাভিমানী নব্য বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই বেদে ব্রহ্মকে দেখিতে পান না—বেদকে সামান্য কৃষকের গান মাত্র মনে করেন। ভরসা করি, ইঁহাদের কাহারও দক্ষের মত দুর্দ্দশা হইবে না।

আপনি...রোষ—আপনি স্বয়ং বুঝিয়া রাগ ত্যাগ কর।

বেদের এ দোষ—বেদে ব্রহ্মজ্ঞান এরূপ নিগূঢ় ভাবে থাকাতেই দক্ষের এরূপ ভ্রম হইয়াছিল। বেদের অর্থ এরূপ গূঢ় হওয়া উচিত নহে।

যে···ফল—সে যে সাজা পাইয়াছে, তাহা তৎকৃত পাপের উপযুক্ত হয় নাই।

কি...পরিণামে—তাহার পরিণামে কি গতি হইবে।

ভাগ···নারী—শাস্ত্রমতে স্ত্রীকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ বলে, (পুরুষের বামাঙ্গ হইতে প্রকৃতির উৎপত্তি) সুতরাং স্ত্রীকে স্বামীর কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়।

তোমার···লয—শিবের শাশুড়ী বলিযা অমর। যদি যম

আমায় না লইল, তবে আমি কার কাছে যাইব বা কে আমার ভর্ত্তা হইবেন।

কবন্ধ—'কন্ধকাটা'। মস্তকহীন এক প্রকার প্রেতযোনি।

খণ্ডিবারে—দূর করিবার জন্য।

গৌরব—তোমার নিকট মাননীয় সম্বন্ধ, সম্মান করিবার উপযুক্ত।

রৌরব—যন্ত্রণা দেওয়া উচিত নহে। রৌরব এক প্রকার নরকের নাম। এখানে জীবাত্মাকে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহা দ্বিসহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহার চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর আগুণ জ্বলিতেছে—পাপিগণ তাহাতে অনবরত দগ্ধ হইতেছে।

জ্ঞানবান—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শিব জ্ঞান স্বরূপ। দক্ষের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই—তাই তিনি যজ্ঞে রত ও শিবের প্রতি বিমুখ ছিলেন। প্রসূতি তাঁহাকে জ্ঞানমার্গে লইয়া যাইতে প্রার্থনা করিলেন।

পাপ—পাপী।

মিলন...বর—শিবের বরে ছাগমুণ্ডই দক্ষের স্কন্ধে সুন্দর সম্মিলিত হইল।

তুমি...হর—সাধকের বুঝিবার সুবিধার জন্যই ব্রহ্মশক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নাম দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক সেই "অখণ্ড সচ্চিদানন্দের" অংশ সম্ভব নহে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে যিনি শিব, তিনিই ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্ম সকলই। সাধক তাঁহার শক্তির নানারূপ দেখিয়া নানা নাম কল্পনা করিয়াছেন মাত্র।

তুমি জল...চরাচর—সেই ব্রহ্ম হইতেই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত বা তন্মাত্র ও স্থূলজাতি সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং তাহারাও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

তুমি আদি...হও—তুমিই জগতের আদ্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের মূল। (কিন্তু তোমার আদ্যন্ত কিছুই নাই। কারণ—"নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিঃ")

পঞ্চভূত...নও- ব্রহ্মের দুই রূপ—পুরুষ ও প্রকৃতি বা চৈতন্য ও জড়। চৈতন্যরূপে তিনি ভৌতিকজগতের আধার ও জগৎ হইতে ভিন্ন—এবং জগৎরূপে তিনি চৈতন্য হইতে ভিন্ন। এজন্য জগৎ রূপে তাঁহাকে পঞ্চভূতময় বলা যায় এবং চৈতন্যরূপে তাঁহাকে অজড় চিন্ময় বলা যায়।

নিরাকার...নিরুপম।

ব্রহ্মই

"নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥"

হৈল—পূর্ব্বে দক্ষের যাহা ছিল সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন।

যজ্ঞের অগ্রভাগে—যজ্ঞের প্রথম আহুতি।

কহিতে—বর্ণনা করিতে হইলে অনেক কথা হইয়া পড়ে।

সতীদেহ...হর—যতদিন সতীর দেহ থাকিবে, ততদিন তাহা হর পরিত্যাগ করিবেন না।

তথায়...খানি- চক্রপাণি (বিষ্ণু) তথায় গিয়া চক্রধারে (সুদর্শন চক্রের ধারের দ্বারা) সতীর দেহ খান খান করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

একান্ন খণ্ড—সর্ব্বসুদ্ধ বাবান্ন পীঠ। তন্মধ্যে একটী গুপ্ত পীঠ বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ হয় নাই।

পীঠ মালা।

২৫ - ২৯পৃঃ

ভব সংসারে—এই জগৎ সংসার- ব্রহ্মাণ্ড।

ভবভবানীবিহরে—শিব শিবা এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। শাস্ত্রে আছে, ভগবান বলিয়াছেন, "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥"

ইতি গীতা।

ভূতময় দেহ—পঞ্চভৌতিক দেহ—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম—এই পঞ্চ স্থূল-ভূত হইতে উৎপন্ন স্থূলদেহ। (কোন কোন মতে একমাত্র ক্ষিতিভূত হইতে দেহ উৎপন্ন ধরিলেই যথেষ্ট হয়।

নবদ্বার গেহ—এই নবদ্বারবিশিষ্ট শরীর—ইহাতে আত্মা বাস করেন বলিয়া ইহার নাম গৃহ বা পুরী। এই জন্যই আত্মার আর এক নাম পুরুষ বা পুরঞ্জন। শরীরে নয়টী দ্বার এই—দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, পায়ু ও উপস্থ।

নরনারী কলেবরে—নর নারীর নবদ্বারযুক্ত ভৌতিক শরীরে শিব শিবা সর্ব্বদাই বিহার করিতেছেন। শাস্ত্রে আছে,

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"॥

গুণাতীত—শিব স্বয়ং নিশ্চল ব্রহ্ম।

নানাগুণে লয়ে—তিনি সৃষ্টির সহিত লীলা করেন বলিয়া সগুণ অর্থাৎ তিনি নানারূপ জড় ও জীব রূপে নানাগুণ ময়।

তিনি "অশক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণ গুণভোক্তৃ চ।"

দোঁহে—পুরুষ ও প্রকৃতি। শিব ও শিবা।

উত্তম...অন্তরে—সমস্ত উচ্চ বা অধম শ্রেণীর জীব অথবা জড়ের মধ্যেও তাঁহারা বিরাজ করেন। অর্থাৎ শিব শিবাই সর্ব্বঘরে।

বাস্তবিক তিনি,

"বহিরন্তশ্চ ভূতানাং অচরং চরমেবচ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকেচতৎ॥
(গীতা)

ভগবান বলিয়াছেন,—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।"

চেতনাচেতনে...জড় ও চৈতন্যে—মায়া ও ব্রহ্মে পর প্রকৃতি ও চিদে পুরুষ ও প্রকৃতিতে।

চেতনাচেতনে...দেহীদেহ রূপ ধরে-পুরুষ ও প্রকৃতি

বা জড় ও চৈতন্য এই দুই ভিন্ন রূপ হইয়া অথচ দুইজনে সম্মিলিত হইয়াই দেহ ও দেহান্তর্গত জীবাত্মা রূপে প্রকাশ পায়।

ভগবান বলিয়াছেন,

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্‌যোবেত্তি তংপ্রাহুং ক্ষেত্রজ্ঞইতিতদ্বিদঃ॥

গীতা।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যানাদি উভাবপি।

কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোঽপি ভূঙক্তে প্রকৃতিজাং গুণান্।

ইতি গীতা।

অভেদ হইয়া...ভেদ প্রকাশিয়া—যদিও শক্তিও শক্তিমানে প্রকৃত কোন প্রভেদ নাই, যদিও জড় ও চৈতন্য সেই একই ব্রহ্মের স্বরূপ ও একই ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাবমাত্র কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহারা জীবের নিকট পৃথক ভাবে প্রকাশ পান। 'তিনি ব্যাব্রত্তোভূয়রূপ' এবং

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং॥"

একি করে—একি লীলা করে।

পাইয়াছে...গুণাকরে—যখন ভারতচন্দ্র এই গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন এরূপ গোলযোগ হইলে তাঁহার ক্ষতি কি আছে, তিনি এরূপ বাহ্য বৈষম্য দেখিয়াও প্রকৃত কথা ভুলিবার লোক নহেন। শাস্ত্রে আছে,

"একমূর্ত্তি স্ত্রিনামানি ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানা ভাবে মনোযস্য তস্য মোক্ষো ন বিদ্যতে॥"

সাধকবর রামপ্রসাদও বলিয়াছেন,

"ত্রিভূবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কিরে তাও জাননা।"

উপরিউক্ত কয় চরণ গভীর শাস্ত্র কথায় পূর্ণ। শাস্ত্রের সমস্ত তাৎপর্য্য এই কয়টি মাত্র কথায় অতি বিশদ ভাবে বুঝান হইয়াছে। এত অল্প কথায় এরূপ গুরুতর বিষয় আর কেহ বুঝাইয়াছেন কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার জন্য শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্রোক্তির ভাবার্থ এই,—

"শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, নিরাকার ব্রহ্ম শক্তিই এই সাকারা ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপিণী। এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহেন। কারণ শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই। সুতরাং শক্তি বিভাগে পরমেশ্বরই ব্রহ্মাণ্ডরূপী এবং জ্ঞান বিভাগে তিনিই তথায় উপাধেয় বা আধার। পরমেশ্বরই এই শক্তির পরিচালক, নিয়ন্তা ও নিয়ামক এবং শক্তির সহিত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের সর্ব্ব ভাগের অধিনায়ক। শাস্ত্র এই শক্তিকে স্ত্রী রূপিনী, ক্ষেত্র ও উপাধি স্বরূপা বলেন, এবং জ্ঞান ভাগকে পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞে ও ঔপাধেয় স্বরূপ বলেন।"

ইনিই শক্তিরূপে ভবানী ও ব্রহ্মরূপে 'ভব'।

"(নবজীবন ২য় ভাগ ৫১২ পৃঃ দেখ)।

শাস্ত্রমতে "ভোক্তা পুরুষের অধিষ্ঠানেই প্রকৃতি হইতে ভোগাযতন শরীর নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সুধু যে এই ভোক্তা 'পুরুষ' মনুষ্য বা অন্যান্য প্রাণীর

দেহে বিদ্যমান আছে তাহা নহে—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ঔষধি, বনষ্পতি, তৃণ প্রভৃতি সমুদায় উদ্ভিদরূপ ভোগায়তন শরীরেও ইহা বিদ্যমান আছে। শুধু যে জৈবিক পদার্থ মূলেই পুরুষ আছে তাহা নহে, ইহা জড়কে ব্যাবৃত্ত করিয়াও প্রকাশ করিতেছে। জগতের মধ্যে সর্ব্বত্রই এই চিৎশক্তি অন্তর্নিহিত আছে।" নবজীবন '২ভাগ' ১৭৩দেখ।

ব্রহ্মরন্ধ্র—ব্রহ্মতালু, মস্তকের মধ্যভাগ।

ত্রিগুণ ভৈরব—সত্ত্ব, রজঃ তমঃ তিন গুণ বিশিষ্ট ভৈরবের ন্যায় ভয়ঙ্কর তিন চক্ষু।

চক্রহতা—সুদর্শন চক্রের দ্বারা কাটিয়া ফেলা।

অগ্নি অনুভব—সর্ব্বদা তাহাতে আগুণ জ্বলিতেছে—অথবা অগ্নির ন্যায় তপ্ত বোধ হইতেছে।

প্রত্যক্ষরূপ—যে স্থানে মূর্ত্তিমান হইয়াছেন বা আবির্ভূত হইয়াছেন।

চিবুক—ওষ্ঠের নিম্নভাগ।

অভিরাম—সুন্দর।

বামগণ্ড—বাঁ গাল।

অনলে...ধাম—অনল নামক পীঠস্থানে পড়িল।

সুরূপ—সুন্দর।

বৈভব যাহা সেবি—যাহা সেবি অর্থলাভ হয় বা অভিলষিত অর্থ পাওয়া যায়।

সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি—যার সেবা করিলে সর্ব্বাভিলাষ সিদ্ধ হয়।

অর্দ্ধ অনুভব—প্রায় অর্দ্ধেক পাড়িয়াছিল।

শুভ যাঁরে সেবি—যাহার সেবা করিলে শুভ হয়।

সরস—রসাল।

সর্ব্বসিদ্ধ সাথ—সকল স্বার্থই সিদ্ধ হয়।

মোক্ষ যাহা সেবি—যাহার উপাসনায় মোক্ষ পাওয়া যায়।

রাজভোগ যায়—যাহা হইতে রাজভোগ সিদ্ধ হয়। এক প্রকার যোগের নাম রাজযোগ—ইহার দ্বারা সতঃসিদ্ধ হওয়া যায়। দত্তাত্রেয় প্রভৃতি ইহার প্রথম সাধক। মন ও শরীর বায়ু নিশ্চল বা স্থির করাই রাজযোগের প্রধান অঙ্গ। সুতরাং প্রাণায়াম ইহার প্রধান প্রয়োজন, নতুবা অন্য উপায়ে শ্বাস বায়ুর স্থিরতা হয় না।

"গৌরীশিখরমারুহ্য পুনর্জ্জন্মন বিদ্যতে" ইতি তন্ত্র।

মহামুদ্রা—তন্ত্রের সাধন করিবার অঙ্গ। এ স্থলে সতীর যোনি মুদ্রা প্রভৃতি যোগ সাধনের অঙ্গ বিশেষ।

মণিবন্ধ—হাতের কবজি

গুল্ফ—পায়ের গোড়ালি।

অনুভব—বোধ হয়, অনুমান হস্তের অর্দ্ধেক।

ককোনি—কনুই।

শূন্য শির—মস্তক হইতে সহাস দেহ ক্রমে ক্রমে হরির সুদর্শন চক্রে কাটিয়া দিয়া বায়ান্ন ভাগে স্থানান্তরে পড়িল

শেষে মহাদেবের মস্তকোপরি সতীর দেহের আর কিছুই রহিল না।

রে সতি রে সতি কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমাবেশ।
যোগে মগন হয় তাপস যত দিন
ততদিন না ছিল ক্লেশ॥

হেমচন্দ্র।

ভারতচন্দ্র প্রথমেই বলিয়াছেন, 'ভব সংসার ভিতরে ভব ভবাণী বিহরে।' সুতরাং তাহার মতে সর্ব্বভূতেই শিব শিবা বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং এই একান্নটী বিশেষ স্থানে সতী দেহ পড়িবার অর্থ এই যে, এই স্থানেই শক্তির আবিভাব ধারণা করিতে হইবে। সাধকের সুবিধার জন্যই এরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

পীঠের নাম সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে নানারূপ মত দৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় এই, সকল গ্রন্থের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য নাই। চূড়ামণি প্রভৃতি তন্ত্রে একান্ন পীঠের কথা আছে—কিন্তু তাহার সহিত অন্নদামঙ্গলের পীঠ সংখ্যার সহিত ঐক্য নাই। ভারতচন্দ্রের যে সকল গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ৯টী পীঠের আদৌ উল্লেখ নাই দেখা যায়। তাহার কারণও স্পষ্ট বুঝা যায় না। পীঠের সংখ্যাস্থলে প্রথমে ১ হইতে ২৩ পার একেবারে ২৪।৩৩ লিখিয়া তাহার পর ৩৪ হইতে ৫১ পর্য্যন্ত পীঠের নামোল্লেখ আছে। ২৪ ৩৩ যে শ্লোকে লিখিত আছে, তাহা এই—

"প্রয়াগেতে দু হাতের অঙ্গুলি সরস।
তাহাতে ভৈরব দশমহাবিদ্যা দশ॥"

ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হয়, ভারতচন্দ্র দশ অঙ্গুলিকে দশটী পীঠ মনে করিয়া এবং পীঠ স্থানে দশ মহাবিদ্যা দেবী ও দশভৈরব দেবরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। তন্ত্র মতে প্রথমে দশাঙ্গুলি পাড়য়াছে বটে, কিন্তু তথায় ভৈরবীর নাম কমলা বা কল্যাণী ও ভৈরবের নাম বেণীমাধব। আর উক্ত চূড়ামণি তন্ত্রে দেখা যায় যে, কামাখ্যায়ই কেবল দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি আছে। অন্যান্য কাল্গুন চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং বোধ হয়, ভারতচন্দ্রের এ বিষয়ে কোনরূপ ভ্রম হইয়া থাকিবে—অথবা মুদ্রিত পুস্তকগুলিতে এইরূপ ভ্রম হইয়াছে।

শিবচরিত নামক গ্রন্থে নানা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব-সুদ্ধ ৭৭টী পীঠ সংগ্রহ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫১টী মহাপীঠ আর বাকী ২৬টী উপপীঠ। বারাসতের উকীল শ্রীযুক্ত কুশদেব পাল মহাশয় তথাকার সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র সরকারের সাহায্যে ও স্বয়ং কামাখ্যা প্রভৃতি গিয়া বহুযত্নে এই সকল পীঠমালা সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। পরপৃষ্ঠায় সেই তালিকা দেওয়া হইল।

অন্নদা-মঙ্গল।		অঙ্গের নাম।	যে স্থানে পতিত	ভৈরবীর নাম।	ভৈরবের নাম।
১	১	ব্রহ্মরন্ধ্র	হিঙ্গলায় বা হিমালয়	কোটরী	ভীমলোচন
২	২	ত্রিনেত্র	সকরে	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ
৩		নেত্রাংশ-তারা	তারায়	তারিণী	উন্মত্ত
৪	১২	বামকর্ণ	করতোয়াতটে	অপর্ণা	বামেশ
৫	১৩	ডানকর্ণ	শ্রীপর্ব্বতে	সুন্দরী	সুন্দরানন্দ
৬	৩	নাসিকা	সুগন্ধায়	সুনন্দা	ত্র্যম্বক
৭		মনঃ	বক্রনাথে	পাপহরা	বক্রনাথ
৮	৮	বাম গণ্ড	গোদাবরী	বিশ্বমাতৃকা	বিশ্বেশ
	৯	ডান গণ্ড	গণ্ডকীতে	গণ্ডকীচণ্ডী	চক্রপাণি
১০	১০	ঊর্দ্ধদন্ত	অনলে	নারায়ণী	সংহর
১১	১১	অধোদন্ত	পঞ্চসাগরে	বারাহি	মহারুদ্র
১২	৪	জিহ্বা	জ্বালামুখী	অম্বিকা	বটকেশ্বর বা উন্মত্ত
১৩	[illegible]	কণ্ঠ	কাশ্মীরে	মহামায়া	ত্রিসন্ধ্যা
১৪	১৬	গ্রীবা	শ্রীহট্টে	মহালক্ষ্মী	সর্ব্বানন্দ
১৫	৫	ওষ্ঠ	ভৈরব পর্ব্বতে	অবন্তী	লম্বকর্ণ
১৬	৬	অধর	প্রভাসে	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
১৭		মর্ম্ম	প্রভাসখণ্ডে	সিদ্ধেশ্বরী	সিদ্ধেশ্বর
১৮	৭	চিবুক	জনস্থানে	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ
১৯	২৪।৩৩	দ্বিহস্তাঙ্গুলি	প্রয়াগে	কমলা বা কল্যাণী	বেণীমাধব
২০	২১	ডান হস্তার্দ্ধ বা বামহস্ত	মানসরোবরে	দাক্ষায়ণী	হর

	অন্নদা-মঙ্গল।	অঙ্গের নাম।	যে স্থানে পতিত।	ভৈরবীর নাম।	ভৈরবের নাম।
২১	২০	ডানহস্তার্দ্ধ	চট্টগ্রামে	ভবানী	চন্দ্রশেখর
২২	১৯	বামস্কন্ধ	মিথিলায়	মহাদেবী	মহোদর
২৩	১৮	ডানস্কন্ধ	রত্নাবলী	শিবা	শিব বা কুমার
২৪	৩৫	বামমণিবন্ধ	মণিবন্ধে	গায়ত্রী	শঙ্কর বা সর্ব্বান
২৫	২৩	ডানমণিবন্ধ	মণি-বেদে	সাবিত্রী	স্থাণু
২৬	২২	বামকণুই	উজানিতে	মঙ্গলচণ্ডী	কপিলাম্বর
২৭		ডানকণুই	রণখণ্ডে	বহুলাক্ষী	মহাকাল
২৮	৩৪	বামবাহু	বাহুলায়	বাহুলা	ভীরুক
২৯		ডানবাহু	বক্রেশ্বরে	বক্রেশ্বরী	বক্রেশ্বর
৩০	৩৬	বামস্তন	জালন্ধরে	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
৩১	৩৭	ডানস্তন	রামগিরি	শিবানী	চণ্ড
৩২		পৃষ্ঠ	বৈবস্বতে	ত্রিপুটা	শমন কর্ম্ম
৩৩	৩৮	হৃদয়	বৈদ্যনাথে	নবদুর্গা বা জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
৩৪	৩৯	নাভি	উৎকলে	বিজয়া	জয়
৩৫		জঠর	হরিদ্বারে	ভৈরবী	বক্র
৩৬		কোঁক	কোঁকে	কোঁকেশ্বরী	কোঁকেশ্বর
৩৭	৪০	কাঁকালি	কাঞ্চীদেশ	বেদগর্ভা	রুরু
৩৮	৪১	বামনিতম্ব	কালমাধবে	কালী	অসিতাঙ্গ
৩৯	৪২	ডাননিতম্ব	নর্ম্মদা	সোণাক্ষী	ভদ্রসেন
৪০	৪৩	মহামুদ্রা	কামরূপে	কামাখ্যাদেবী বা নীল পার্ব্বতী	রামানন্দ বা উমানন্দ
৪১		বামজানু	মলবে	শুভচণ্ডী	তাম্র

	অন্নদা-মঙ্গল।	অঙ্গের নাম।	যে স্থানে পতিত।	ভৈরবীর নাম।	ভৈরবের নাম।
৪২		ডানজানু	স্রোতা	চণ্ডীকা	সদানন্দ
৪৩	৪৫	বামজঙ্ঘা	জয়ন্তা	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর
৪৪	৪৪	ডানজঙ্ঘা	নেপালে	মাহমায়া বা নবদুর্গা	কপালী
৪৫	৫১	বামপদ	ত্রিস্রোতা	অমরী	অমর
৪৬	৪৬	ডানপদ	ত্রিপুরায়	ত্রিপুরা	নল
৪৭	৪৭	ডানপদাঙ্গুষ্ঠ	ক্ষীরগ্রামে	যোগাধ্যা	ক্ষীরখণ্ড
৪৮	৪৮	ডানপদাঙ্গুলি চতুষ্টয়	কালীঘাটে	কালিকা	নকুলেশ
৪৯	৫০	বামগুল্ফ	বিভাসে	ভীমরূপা	কাপালী
৫০	৪৯	ডানগুল্ফ	কুরুক্ষেত্রে	সম্বরী বা বিমলা	সম্বর্ত্ত
৫১		বামপদাঙ্গুলি	বিন্ধ্যশেখরে	বিন্ধ্যবাসিনী	পুণ্যভাজন

উপপীঠ

	যে অঙ্গ।	যে স্থানে পতিত।	যে দেবী।	যে ভৈরব।
১	কিরীট	কিরীট কোণা	ভুবনেশী	কিরীটী বা সিদ্ধরূপ
২	কেশ	কেশজালে	উমা	ভূতেশ
৩	কুণ্ডল	বারাণসী	বিশালাক্ষী বা অন্নপূর্ণা	কালভৈরব বা বিশ্বেশ্বর
৪	বামগণ্ডাংশ	উত্তরায়	উত্তরিণী	উৎসাদন

	যে অঙ্গ।	যে স্থানে পতিত।	যে দেবী।	যে ভৈরব।
৫	ডানগণ্ডাংশ	নলস্থলে	ভ্রমরী	বিরূপাক্ষ
৬	ওষ্ঠাংশ	অট্টহাসে	ফুল্লরা	বিশ্বনাথ
৭	দণ্ডাংশ	সংহরে	শূরেশী	শূরেশ
৮	উচ্ছিষ্ট	নীলাচলে	বিমলা	জগন্নাথ
৯	কণ্ঠহার	অযোধ্যা	অন্নপূর্ণা	হরিহর
১০	হারাংশ	নন্দীপুরে	নন্দিনী	নন্দীশ্বর
১১	গ্রীবাংশ	শ্রীশৈলে	সর্ব্বেশ্বরী	চর্চ্চিতানন্দ
১২	শিরাংশ	কালীপাঠে	চণ্ডেশ্বরী	চণ্ডেশ্বর
১৩	অস্ত্র	চণ্ডদ্বীপে	চক্রধারিণী	শূলপাণি
১৪	পাণিপদ্ম	যশোরে	যশোরেশ্বরী	প্রচণ্ড
১৫	করাংশ	সতীচলে	সুনন্দা	সুনন্দ
১৬	স্কন্ধাংশ	বৃন্দাবনে	কুমারী বা কাত্যায়নী	কুমার
১৭	বসাচর্ব্বি	গৌরীশেখরে	যুগাদ্যা	ভীম
১৮	শিরানলি	নলহাটী	সাফালিকা	যোগীশ
১৯	কক্ষাংশ	সর্ব্বশৈলে	বিশ্বমাতা	দণ্ডপাণি
২০	নিতম্বাংশ	শোণে	ভদ্রা	ভদ্রেশ্বর
২১	পদাংশ	ত্রিস্রোতা	পার্ব্বতী	ভৈরবেশ্বর
২২	নূপুর	লঙ্কায়	ইন্দ্রাক্ষী	রক্ষেশ্বর
২৩	চর্ম্মাংশ	কটকে	কটকেশ্বরী বা কাত্যায়ণী	বামদেব
২৪	লোম	পুণ্ডরে	সর্ব্বাক্ষীণী	সর্ব্ব
২৫	লোমখণ্ড	তৈলঙ্গে	চণ্ডনায়িকা	চণ্ডেশ
২৬	ভগ্নাংশ	শ্বেতবন্ধে	জয়া	মহাভীমা

রসমঞ্জরী।

—:*:—

জয় জয় রাধা শ্যাম   নিত্য নব রসধাম

নিরুপম নায়িকা নায়ক।

সর্ব্ব সুলক্ষণধারী   সর্ব্ব রসবশকারী

সর্ব্ব প্রতি প্রণয়কারক॥

বীণা বেণু যন্ত্র গানে   রাগ রাগিণীর তানে

বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক।

গোপ গোপীগণ সঙ্গে   সদা রাস রস রঙ্গে

ভারতের ভক্তি প্রদায়ক॥

রাঢ়ীয় কেশরী গ্রামী   গোষ্ঠীপতি দ্বিজ স্বামী

তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার।

রাজ ঋষি গুণযুত   রাজা রঘুরাম সুত

কলিকালে কৃষ্ণ অবতার॥

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ   সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ

কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।

সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে   শশী ঝাঁপ দেয় দুখে

যার যশে হয়ে অভিমানী॥

তার পরিজন নিজ   ফুলের মুখটি দ্বিজ

ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।

ভূরিশিট রাজ্যবাসী নানা কার্য্য অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপ নারায়ণ ॥
রাজবল্লভের কার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া ॥
সেই আজ্ঞা অনুসরি গ্রন্থারম্ভে ভয় করি
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত যদি দেখে দুষ্ট মত
শারি দিবা এই নিবেদন ॥

অথ নায়িকা প্রকরণ।

শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রৌদ্র বীর ভয়।
করুণা অদ্ভূত শান্তি এই রস নয় ॥
আদ্যরস সকল রসের মধ্যে সার।
নায়িকা বর্ণিব অগ্রে তাহার আধার ॥

অথ নায়িকার স্বীয়াদি ভেদ।

স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বণিতা।
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্ণিতা ॥

অথ স্বীয়া নায়িকা।

কেবল আপন নাথে অপরাধ যায়।
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার ॥

নয়ন অমৃত নদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি
  নিজ পতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু
  কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা পতির শ্রবণে আশা
  প্রিয় সখা বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি গতিমতি কেবল পতির প্রতি
  ক্রোধ হলে মৌনভাব কেহ টের পায় না॥

অথ মুগ্ধাদি ভেদ।

মুগ্ধা মধ্যে প্রগল্‌ভা তাহার ভেদ তিন।
তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ॥

অথ মুগ্ধা।

মুগ্ধা বলি তারে যার অঙ্কুর যৌবন।
বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ॥
দেখিনু নাগরী রূপের সাগরী
  বয়স সন্ধি সময়।
শিশুগণ মেলে রাঁধুবাড়ু খেলে
  পুরুষে কিঞ্চিৎ ভয়॥
হংস খঞ্জরীটে দেখি পদেদিটে
  কবে হল বিনিময়।
হৃদয় সরোজ পূজিতে মনোজ
  পণ্ডিত হয় সংশয়॥

অথ নবোঢ়া।

এ যদি রমণে লাজে ভয়ে হয় স্তব্ধ।
নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রশ্রয়বিশ্রব্ধ॥

অথ স্বকীয়া নবোঢ়া।

হস্তেতে ধরিয়া শয্যায় আনিয়া
যদ্যপি কোলে বসায়।
নানা বাক্যছলে যত্নে কলে বলে
বাহিরে যাইতে চায়॥
নবোঢ়াকে বশ করণ কর্কশ
সে রস কহিব কায়।
যেই পারা করে স্থির করে ধরে
সেজন ব্যামোহ পায়॥

অথ পরকীয়া নবোঢ়া।

আপনার পতি আছে ভয়েতে না শুই কাছে
গায় হাত দেয় পাছে এই ডরে ডরে হে।
প্রীতের বিষম কাজ সে ভয়ে পড়িল বাজ
লাজে পালাইল লাজ আশা বাসা হরে হে॥
মুখের বাড়া ও প্রীতি হৃদয়ের হর ভীতি
তার পরে যেবা রীতি রাখ ক্ষমা করে হে।
যৌবন কমলাঙ্কুর লোভে না করিও চুর
হিয়া কাঁপে দুরদুর পাছে যাই মরে হে॥

অথ সামান্য নবোঢ়া।

কি ছার ধনের আশে আইনু তোমার পাশে
আগে জানিতাম নাহি এত দায় হবে হে।
মুখ দেখি শোষে মুখ বুক দেখি কাঁপে বুক
মনে হতে মনে পড়ে কিসে প্রাণ রবে হে॥
কেবা ইহা সহিবেক আমা হতে নহিবেক
ক্রুদ্ধ হও যদি নিজ ধন ফিরে লবে হে।
যেবা তীর্থে নাইলাম তারি পুণ্য পাইলাম
অতঃপর ক্ষমা দেহ আমারে না সকে হে॥

অথ বিশ্রব্ধ নবোঢ়া।

স্তন দুটি করে ছাঁদ্যা উরু দুটি ভুজে বাধ্যা
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রথমেতে নিরুত্তর না না না তাহার পর
টাল টোল এখন তখন॥
যদি খায়্যা লাজ ভয় কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হয়
তবে আর না যায় ধরণ।
নবীন ভূষণ বাস নব সুধা হাস ভাষ
নব রস কে কে করে গণন॥

অথ মুগ্ধার ভেদ।

মুগ্ধার প্রভেদ দুই করিয়া বর্ণনা।
অজ্ঞাত যৌবনা আর বিজ্ঞাত যৌবনা॥

অথ অজ্ঞাত যৌবনা।

হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব।
অজ্ঞাত যৌবনা তাকে বলে কবি সব॥
সখা সখী মেলি ধাওয়া ধাই খেলি
হারি কহে যেন চোর।
অন্য দিনে ধাই সবা আগে যাই
আজি কেন হারি মোর॥
নিতম্ব হৃদয় ভারী হেন লয়
চক্ষু কর্ণে পড়ে জোর।
কটি দেখি ক্ষীণ খস্যা পড়ে চীন
বাড়ে ঘাগরার ডোর।

অথ বিজ্ঞাত যৌবনা

নিজ নবযৌবন যে ব্যক্ত করে ছলে।
বিজ্ঞাত যৌবনা তাকে কবিবর বলে॥
দেখিলাম ঘরে ঘরে সকলে কাঁচলী পরে
নানা বর্ণে উড়ায় উড়ানী।
পরিহাস্য জন যত নানা ছলে কহে কত
বাহিরায়ে হইল পোড়ানী॥
দেহের কি কব কথা সকল শরীরে ব্যথা
কত শত বিছার জলনী।
তোরে বলি প্রিয়সই লাজে কারে নাহি কই
পাছে জানে জনক জননী॥

অথ মধ্যা।

লজ্জা আর রতি আশা সমান যাহার।
রসিক পণ্ডিতে কহে মধ্যা নাম তার॥

রতি রসে রতীপতি মোরে ভাল বাসে অতি
দেয় নিজাঙ্গুরী কণ্ঠমালা।
আঁখি আড়ে নাহি রাখে সদা কাছে কাছে থাকে
সুখ বটে কিন্তু এক জ্বালা॥
নখাঘাত দেখি বুকে দন্ত চিহ্ন দেখি মুখে
সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা।
শয্যা ঠেকি এই দোষে না শুইলে পতি রোষে
শরীর হইল ঝালাপালা॥

অথ প্রগল্‌ভা।

প্রগল্‌ভা সে রতি রসে পূর্ণ আশা যার।
রতি প্রীতি আনন্দেতে মোহ হয় তার॥

শুন শুন প্রিয় সই রাত্রির কৌতুক কই।
শুয়্যা ছিনু পতি সঙ্গে নানা সুখ তাকে লো।
প্রকৃত কর্ম্মের বেলা মোহে দোঁহে হলো মেলা
এ কর্ম্মেতে কত সুখ বুঝিবার পাকে লো॥
কিন্তু হলো কোন কর্ম্ম বুঝিতে নারিনু মর্ম্ম
অবশেষে ভাব্যা মরি হাত দিয়া নাকে লো।
উঠিয়া পরিনু বাস বান্ধিলাম কেশ পাশ
তোর দিব্য যদি আর কিছু মনে থাকে লো॥

অথ মধ্যা প্রগল্‌ভার ধীরাদি ভেদ।

মান কালে মধ্যা প্রগল্‌ভার তিন ভেদ।
ধীরাঽধীরা আর ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ॥
মুগ্ধার এ ভেদ নাই ভয় তার মূল।
ক্রোধ হলে এক ভাব ক্রন্দন আকুল॥
প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা।
সোজা সুজী যার ক্রোধ সে জন অধীরা॥
কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ।
ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ॥

অথ মধ্যা ধীরা।

আজি প্রভু দড় দড় বেশ বন্যায়্যাছ বড়
শ্বেত রক্তচন্দনের চাঁদ ভালে ধরেছ।
মন দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা নয়ন হয়েছে রাঙ্গা
বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ করেছ॥
তোমা বিনা প্রভু নাই যাইবার নাহি ঠাঁই
কুমুদের চাঁদ যেন তেন মন হরেছ।
অপরাধ ক্ষমা কর নূতন চন্দন পর
এই লও নব মালা বাসী মালা পরেছ॥

অথ মধ্যা অধীরা।

সোহাগ করিযা নিত্য বলহ আমার ভৃত্য
আজি দেখি একি কৃত্য দর্পণেতে চাও হে।

লোচন যে চঞ্চল ছাঁদে কি অঞ্চল
একাকে কি কলঙ্কে তোমা ডাকে

অথ প্রগলভা অধীরা।

কোন্ ফুলে বঁধু পান কর মধু
রয়্যা আলে যদু পোড়াতে মোরে।
আল্‌তা কজ্জল সিন্দূর উজ্জল
জাগিয়া বিকল নয়ন ঘোরে॥
এতেক বলিয়া ক্রোধেতে জ্বলিয়া
কমল ফেলিয়া মারিল জোরে।
কাঁদয়ে নাগর সুখের সাগর
কোথায় আছিল থাকয়ে চোরে॥

অথ প্রগল্‌ভা ধীরাধীরা।

জাগিয়া নয়ন তোমার যেমন
আমার তেমন সকল বটে।
সব কাজে সম ফলে ভেদ ভ্রম
কিসে আমি কম বুঝিলে ঘটে॥
বিধি কৈল নারী লাজ দিল ভারী
তেঁই সে না পারি তোমার হঠে।
বক্ষমূলে হানি শিরে ঢাল পানী
চরণ দুখানি নৌকার তটে॥

অথ জ্যেষ্ঠাদি ভেদ

এই ধীরা এ অধীরা এই ধীরাধীরা।
জ্যেষ্ঠা আর কনিষ্ঠা দ্বিভেদ হয় ফিরা॥
পতির অধিক স্নেহ যারে সেই জ্যেষ্ঠা
অল্প স্নেহ যারে তারে বলয়ে কনিষ্ঠা॥

অথ ধীরা জ্যেষ্ঠা।

স্ত্রীর বুঝি ধীর কোপ দূনে দূনে শোধ বোধ
বন্ধু করে উপদেশ ধীরে ধীরে কহিছে।
যদি পায়্যা থাক দোষ তবু যুক্ত নহে রোষ
হাসো কর পরিতোষ কামানলে দহিছে।
রক্তপদ্ম দুটি পায় মধুর নূপুর তায়
নিত্য নানা রস গায় আজি তাই রহিছে।
আকুল আমার প্রাণ তবু নহে সমাধান
কঠিন তোমার মান পরিমাণ সহিছে।

অথ ধীরা কনিষ্ঠা।

স্ত্রীর দেখি স্থির মান করিবারে সমাধান
বন্ধু করে অপমান ক্রোধে ক্রোধ হরিব।
কিসে মোর পায়্যা দোষ কেন কর এত রোষ
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব॥
কেহ বুঝি কহিয়াছে গিয়াছিনু কারো কাছে
অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে হবে কিসে তারিব।

আরাজুয়া ছিলা ক্রোধ না করিলা উপরোধ
এত দরে শোধ বোধ কত সাধ্য মারব।

অথ অধীরা জ্যেষ্ঠা।

যদ্যপি অধীরা হয়্যা গালি দিলা কটু কয়্যা
তবু থাকিলাম সয়্যা না সয়্যা কি করিব।
তুমি প্রাণ তুমি ধন তোমা বিনা অন্য জন
যদি জানে মোর মন পরীক্ষা আচরিব।
রুষ্ট হলে কটু কও তুষ্ট হলে কোলে লও
আমা বিনা কারো নও এই গুণে মরিব।
ছল ছুতা মিছা সাচ না জানি বিস্তর প্যাচ
প্রাণেশ্বরী প্রাণ বাচা নহে আর কি যাবিব।

অথ অধীরা কনিষ্ঠা।

বিনা দোষে দেও গালি মাথে কলঙ্কের ডালি
মুখে যেন চুন কালি কিসে মুখ চাহিব
হয়্যাছি তোমার প্রভু কত দোষ পাই তবু
গালি নাহি দেই কভু কত গালি খাইব॥
বিনয়ে না মানি রোধ যদি নাহি ছাড় ক্রোধ
এত দরে শোধ বোধ দেশ ছাড়্যা যাইব।
তোমার যেমন মর্ম্ম আমার তেমন কর্ম্ম
ঈশ্বর থাকিলে ধর্ম্ম কার্য্যকালে পাইব॥

অথ ধীরাধীরা জ্যেষ্ঠা ।

এক বাক্যে বুঝি রাগ আর বাক্যে অনুরাগ
হৃদয়ে হইল দাগ বুঝিতে না পারিয়া ।
কি করিলে হও তুষ্ট কি করিলে হও রুষ্ট
অদৃষ্ট হইল দুষ্ট কিসে যাবে সারিয়া ॥
যদি অপরাধী হই নিতান্ত করিয়া কই
তোমা বিনা কারো নই দেখ দেখ তারিয়া ।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি মান অপমান
তোমা বিনা নাহি আন দেখহ বিচারিয়া ॥

অথ ধীরাধীরা কনিষ্ঠা ।

এক বাক্যে দোষ রোষ আর বাক্যে বুঝি তোষ
না বুঝিনু গুণ দোষ বড় দায়ে পড়িল
কি করিলে ভাল হবে বল তাই করি তবে
নহে ঘর লয়ে রবে আমার কি রহিল ।
পদ্মিনী ভ্রমর প্রিয়া ভ্রমরে খেদায়ে দিয়া
তাহারি বিদরে হিয়া বুঝি তাই ফলিল ।
রতির সময় নউক আমার যে হয় হউক
ক্রোধটি তোমার রউক যা এবার হইল ॥

অথ পরকীয়া নায়িকা ।

অপ্রকাশে যার রতি পর পতি সনে
পরকীয়া তাহারে বলয়ে কবিগণে ॥

অথ ক্রিয়া বিদগ্ধা।

সুখে শুয়ে পতি আছে   রামা বসে তার কাছে
ইশারায় উপপতি এক ডাকে ডাকিল।
রামা বলে হলো দায়   পাছে পতি টের পায়
না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল॥
কোকিল ডাকিছে জোরে   কাম ভয়ে পাচে ঘোর
শান্ত আছে নিদ্রা যাও বলে চক্ষু ঢাকিল।
জাগ্রত আমার প্রিয়   কেন ডাক বনপ্রিয়
আর কি তোমাকে ভয় বলে মুখ রাখিল॥

অথ লক্ষিতা।

পরপতি রতি চিহ্ন ঢাকিতে যে নারে।
লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে।
আজি প্রভু দেশে এলে   রতি চিহ্ন কিসে পেলে
সোহাগ পড়ুক মনে সতীপনা হারিলে।
তুমি এলে বার্ত্তা পায়্যে   দেখিতে আইনু ধায়্যে
আছাড় খাইনু পথে সে তত্ত্ব না করিলে॥
মুখে বল দন্তচিহ্ন   বুক বল নখে ভিন্ন
আলু থালু বেশ দেখি কুঞ্জ লতা ধরিলে।
নষ্ট হই দুষ্ট হই   তোমা বিনা কার নষ্ট
কলঙ্ক এড়াবে নাহি যে জন না মরিলে॥

অথ গুপ্তা।

হয়েছে হতেছে হবে পর সঙ্গে রতি
গুপ্তকরে যে জন সে জন গুপ্তমতি।
মুখে বুকে দেখি দাগ শাশুড়ী করুন রাগ
একেতো ননদে মন্দ আর অতি ভয় লো।
কান্দিয়া পোহাই নিশা আবেশে হারাই দিশা
কেমনে কেমন করে অপর হৃদয় লো॥
স্তন নিজ নখাঘাতে অধর পীড়িয়া দাতে
কোনমতে নিবারণ করি এ সময় লো।
এইরূপে দিবারাতি বাঘিনী আছে কুল জাতি
চক্ষু খায়্যো তবু লোক কত কথা কয় লো।

অথ কুলটা।

পতি কোলে থাকি মনে অন্যকেতে কাজ।
কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিত সমাজ॥
অরে বিধি নিদারুণ কি দোষে দিলি গুণ
কুলটার আশা পূর্ণ করিতে না পারিলি।
হস্ত পদ চক্ষু কাণ দিলি দুই দুই খান
উড়িবারে দুই খানি পাখা দিতে নারিলি।
চৌদ্দ ভুবনে যত পুরুষ বিবিধ মত
সবার বুঝিত বল তাও বুঝি নারিলি।
এ দুখ বা কত সব অন্যের কি কথা কব
চতুর্ম্মুখরজো গুণ তবু তুই নারিলি॥

অথ মুদিতা।

পর সঙ্গে রতি আশে উল্লাসিতা যেহ।
বিঘ্ন হীন দেখিয়া মুদিতা হয় সেই॥
প্রবাসে রয়েছে পতি ননদী প্রসূতবতী
বিধবা শাশুড়ী ওই দৃষ্টিহীন রয় লো।
দেবর বিলাস রায় শ্বশুর ভবনে যায়
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বিদরে হৃদয় লো॥
অস্ত গেছে দিনমণি যতেক রসিক ধনি
ওই শুন বংশীধ্বনি করয়ে ললিত লো।
রোমাঞ্চ হতেছে মোর খসিছে কাঁচলি ডোর
কেন সই ওষ্ঠাধর হতেছে কম্পিত লো॥
পরকীয় সুখ যত ঘরে ঘরে শুনি কত-
অভাগীর ধর্ম্মভয় এত কর্য্যা মরি লো
পর পুরুষের মুখ দেখিলে যে হয় সুখ
একি জ্বালা সদা জপি হরি হরি হরি লো॥

অথ সামান্য বনিতা।

ধন লোভে ভজে যেই পুরুষ সকলে।
সামান্য বনিতা তারে কবিগণে বলে॥
স্বকীয়া ধর্ম্মের বশে পরকীয়া প্রীতি রসে
অমূল্য যৌবনধন পুরুষেরে দেই লো।
আমার যৌবনধন ভোগ করে সেই জন
মান বুঝি মূল্য করে দিতে পারে যেই লো॥

যখন যে ধন চাই সেই ক্ষণে যদি পাই
আমার মনের মত বন্ধু হবে সেই লো।
ধনিক রসিক জানি নাগর মিলাবে আনি
আপনার মর্ম্ম কথা কয়্যা দিনু এই লো॥

অথ সামান্য বনিতার ভেদ।

অন্য ভোগ দুঃখিতা আর বক্রোক্তি গর্ব্বিতা।
মানবতী আদি ভেদে সামান্য বনিতা॥

অথ বক্রোক্তি গর্ব্বিতা।

গর্ব্বিতা দ্বি-মত হয় রূপে আর প্রেমে
দুইটি একত্র হলে হীরা যেন হেমে॥

অথ রূপগর্ব্বিতা।

মুখ দেখি যদি আরশী ধরে।
বড় বল্যা ছায়া সে লয় হরে॥
মদনে জানিত অধিক করে।
দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরে॥

অথ প্রেমগর্ব্বিতা।

অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র।
আপনার বঁধু করিয়া চিত্র॥

আমারে দেখয়ে একি বিচিত্র।
কেহ বঁধু সখী শত্রু কি মিত্র॥

অথ অন্য সম্ভোগদুঃখিতা।

কহ দূতী গিয়াছিলে কোন বনে।
বড় শোভয় অঙ্গ ফুলাভরণে॥
নিজ বেশ কাবে দড় আইলি লো।
কই গেলি নরাধম সন্নিধি লো॥
ভুলিয়াছিলি আর ভুলাইলি রে।
মধু গূঢ় বনে কত পাইলি রে॥

অথ মানবতী।

এসো পরাণপুত্তলি এস মরে যাই কিবা বেশ
আলোতে রহ হে রূপ ভাল করে হেরি হে।
আলতা কজ্জল দাগ ভালে অরুণ প্রকাশ রাহু গালে
তাবে আছ ভাল জান ভারী ভুরি ঢেরি হে॥

অথ নায়িকা সকলের অবস্থাভেদ।

এ সব নায়িকা পুনঃ অষ্ট মত হয়।
বিপ্রলব্ধা সম্ভোগ তাহার পরিচয়॥
বাসসজ্জা উৎকণ্ঠিতা ও অভিসারিকা।
বিপলব্ধা তারপর স্বাধীন ভর্ত্তৃকা॥

খণ্ডিতা তাহার পর কলহান্তরিতা।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা এই অষ্ট পরিমিতা ॥

অথ বাসকসজ্জা ।

পতি হেতু বাসঘরে যেই করে সাজ।
বাসসজ্জা বলে তারে পণ্ডিত সমাজ ॥
আঁচড়িয়া কেশপাশ   পরিয়া উত্তম বাস
সখী সঙ্গে পরিহাস গীত বাদ্য রটনা।
চামর চন্দন চুয়া   ফুলমালা পান গুয়া
হাতে লয়া শারীশুয়া কামরস পঠনা ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ হার   বাজুবন্ধ সিঁতি টাড়
নূপুরাদি অলঙ্কার নিত্য নব পরনা।
যোগী যেন যোগাসনে   বসিয়া ভাবয়ে মনে
কতক্ষণে বন্ধুসনে হইবেক ঘটনা ॥

অথ উৎকণ্ঠিতা ।

স্বামীর বিলম্ব যেই ভাবে অনুক্ষণ।
উৎকণ্ঠিতা তাহারে বলয়ে কবিগণ ॥
হইল বহু নিশি   প্রকাশ হয় দিশি
আইল কেন নাহি কালিয়া।
পিকের কলরব   ডাকিছে অলি সব
অনলে দেও দেহ জ্বালিয়া ॥
তিমির ঘনতরে   সভয় বনচরে।
ফিরয়ে কিবা পথ ভুলিয়া ॥

অপর সখীরসে রহিল পরবশে
মদনে মোরে দিল জ্বালিয়া ॥

অথ অভিসারিকা।

স্বামীর সঙ্কেত স্থলে যে করে গমন।
তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ ॥

নিকট সঙ্কেত সময় আইল শুনে রসময়ী মুরলী গাইল
ধরি ধনুশর মদন ধাইল চলে নিধূবনে কামিনী।
পিক কলকলি শারিশুক ধ্বনি ফুটে বনফুল ভ্রমর গুনগুনী
তাহাতে মিলিত নূপুর রুণরুণী শীঘ্র চলে মৃদুগামিনী ॥
বাছিয়া পরিলেক নীল অম্বর মদন হেম গৃহে মেঘডম্বর
পথিক জন ডর করিতে সম্বর ঝাঁপিল তাহে তনু দামিনী।
বদন সরসিজ গন্ধযুত মন মোহিত সহচরী ভ্রমর শিশুগণ
তথি মলয়াচল গতি মন্দ পবন বাওল দ্রুত সখি যামিনী ॥

অথ বিপ্রলব্ধা।

সঙ্কেত স্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি।
বিপ্রলব্ধা তারে বলে পণ্ডিত সুমতি ॥

তিল পরিমাণ মান সদা করি অনুমান
গুরুভয় লঘুভয় গেলা।
গৃহ ছাড়ি ঘন বন করিলাম আরোহণ
সিন্ধু তরিনু ধরি ভেলা ॥
হরি হরি মরি মরি উহু উহু হরি হরি
তবু নহে হরি সনে মেলা।

পর দুখ পর শ্রম পর জনে জানে কম
অপরূপ খল জন খেলা ॥

অথ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।

কোলে বস্যা যার পতি আজ্ঞার অধীন।
স্বাধীন ভর্ত্তৃকা তারে বলে সুপ্রবীণ ॥
শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদি হে যোড়হাত
পূরিল সকল সাধ কিছু শেষ রয় হে।
বাধ্যা দেহ মুক্তকেশ বিনাইয়া দেহ বেশ
তুমি মোরে ভালবাস লোকে যেন কয় হে ॥
দেখিয়া তোমার মুখ অতুল হইল সুখ
পাসরিনু যত দুঃখ আছিল যে ভয় হে।
যত কাল জীয়া রই তোমা ছাড়া যেন নই
নিতান্ত করিয়া কই মনে রয় হে ॥

অথ খণ্ডিতা।

অন্য ভোগচিহ্ন অঙ্গে আসে যার পতি।
খণ্ডিতা তাহার নাম বলে শুদ্ধমতি ॥
আইস বঁধু দ্রুত হয়্যা কেন আইস রয়্যা রয়্যা
মরিরে বালাই লয়্যা কিবা শোভা পায়্যাছে।
কপালে সিন্দূর বিন্দু মলিন বদনইন্দু
নয়ন রক্তের সিন্দু মোর দিকে ধায়্যাছে ॥
অধরে কজ্জল দাগ নয়নে তাম্বুল রাগ
বুঝি কেবা পায়্যা লাগ মোর মাথা খায়েছে।

তোমার কি দোষ দিব বাপ মায় কি বলিব
হরি হরি শিব শিব যম মোরে ভুল্যাছে ॥

অথ কলহান্তরিতা।

কলহে খেদায়া পতি পশ্চাৎ তাপিতা।
কবিগণে বলে তারে কলহান্তরিতা ॥
ক্রোধে হয়্যা হতজ্ঞান কৈনু তারে অপমান
এখন আকুল প্রাণ দেখিতে না পাইয়া।
ফুটিছে বিবিধ ফুল ডাকে ভৃঙ্গ অলিকুল
সামালিব এই শূল কার পানে চাহিয়া ॥
কাতর হইয়া অতি বিস্তর করিয়া নতি
চরণে ধরিল পতি না চাহিনু ফিরিয়া।
করিনু যেমন কর্ম্ম ফলিল তাহার ধর্ম্ম
মরুক এমত মর্ম্ম দুঃখে যাই মরিয়া ॥

অথ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা।

পরবাসে পতি যার মলিনা বিরহে।
প্রোষিতা ভর্ত্তৃকা তারে কবিগণ কহে ॥
অনল চন্দন চুয়া গরল তাম্বুল গুয়া
কোকিল বিকল করে অতি।
বিধবার মত বেশ অস্থিচর্ম্ম অবশেষ
তাপে কাম পোড়ায় বসতি ॥
মনোজ তনুজ মত কোদণ্ড করিয়া হত
হাতে লয়ে পিণ্ডের পদ্ধতি।

সখী মুখে মান শুনি পতি এলো হেন গণি
দেখিতে শ্বাসের গতাগতি॥

অথ প্রোষ্যৎ ভর্ত্তৃকা।

যার কাছে আসে পতি প্রবাস গমন।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা মধ্যে তাহার গণন॥
এ আট লক্ষণে তার না মিলে লক্ষণ।
নবমী নায়িকা হতে পারে কেহ কন॥
কিন্তু অষ্ট নায়িকা সকল গ্রন্থে কয়।
নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয়॥
অতএব দ্বিধা বলি প্রোষিত ভর্তৃকা।
প্রোষিত ভর্তৃকা আর প্রোষ্যৎ পতিকা॥

শুন শুন ওহে প্রাণ পতি পরবাসে যান
তুমি করিবে কি এবে সত্য করে কহিবে।
এবে জানিলাম দড় তোমা হৈতে পতি বড়
নহে কেন আগে যান তুমি পাছে রহিবে॥
যদি বড় হতে চাও তবে আগে আগে যাও
নহে তুমি লঘু হবে আমার কি কহিবে।
আগে সুখ দেয় যারা পিছে দুঃখ দিবে তারা
কয়্যা অবসর আমি কত জ্বালা সহিবে॥

ইত্যাদি কহিয়া দিনু নায়িকা যতেক।
পতির গমন কালে সবার প্রত্যেক॥
পুঁথি বাড়ে সকলের করিতে কবিতা।
অনুভবে বুঝে লবে লক্ষণ মিলিতা॥

অথ নায়িকা উত্তমাদি ভেদ।

উত্তমা মধ্যমা আর অধমা নিয়মে।
এ সব নায়িকা তিন মত হয় ক্রমে॥

অথ উত্তমা।

অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত।
উত্তমা তাহার নাম বলয়ে পণ্ডিত॥

অথ মধ্যমা।

হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত।
মধ্যমা তাহার নাম মধ্যম চরিত॥

অথ অধমা।

হিত কৈলে অহিত করয়ে যেই জন।
অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ॥

অথ চণ্ডী নায়িকা।

পতি প্রতি করে যেই অকারণ ক্রোধ।
চণ্ডী তার নাম বলে পণ্ডিত সুবোধ॥

অথ সহচরী কথন।

বেশ ভূষা করে দেয় করে পরিহাস।
কথা কৈতে খাতে শুতে শিখায় বিলাস॥

যার কাছে বিশ্রাম বিশ্বাস কথা কয়।
সহচরী সখী সেই পঞ্চ মত হয়॥
সখী নিত্য সখী প্রিয়সখী প্রাণসখী।
অতি প্রিয়সখী এই পঞ্চমত সখী॥

অথ সখী।

আমার নিকটে রয়ে   মরম আমারে কয়ে
এমন শিখাব কথা সুধাবৃষ্টি করিবে।
আঁচাড়িয়া দিব কেশ   বনাইয়া দিব বেশ
থাকুক পতির মন মুনি মন ভুলিবে॥
হাব ভাব লীলা হেলা   শিখাইব নানা খেলা
আসিতে আমার কাছে কাহারে না ডরিবে।
দোষ যত লুকাইব   গুণ যত প্রকাশিব
বড় দায়ে ঠেক যদি আমা হতে তরিবে॥

অথ দূতীসখী।

নায়ক নায়িকা যেই করয়ে ঘটন।
বিরহ যাপন করে দূতী সেই জন॥
স্বয়ং দুতী আদ্যদূতী এই সে প্রকার।
আদ্যদূতী তিন মত শুন ভেদ তার॥
অমিতার্থ নিশ্চয়ার্থ আর পত্রহারী।
বিশেষ বিশেষ শুন করিয়া বিচারি॥
ইঙ্গিতে যে কর্ম্ম করে অমিতার্থ সেই।
নিশ্চয়ার্থ আজ্ঞা পায়্যা কর্ম্মকরে যেই॥

পত্র লয়্যা কার্য্য করে পত্রহারি সেই।
বিশেষিয়া বুঝ সবে কয়্যা দিনু এই॥

অথ আদ্যদূতী।

সিন্দূর চন্দন চুয়া ফুল মালা পান গুয়া
পড়্যা দিতে পারি যদি ভুলে চন্দ্রবদনী।
কুমন্ত্র এমত জানি বিষ দেখে রাজা রাণী
অপ্রীতি করিতে পারি কাম কামকমণী॥
যে নারী না নর জানে যে নর না নারী মানে
তাহারে মিলাতে পারি দিনে করে যামিনী।
নাগর নাগরী যত হও মোরে অনুগত
সিদ্ধি করয়া মনোরথ যাই দ্রুত গামিনী॥

অথ নায়কপ্রকরণ।

নায়িকা নায়ক দুই শৃঙ্গারে প্রধান।
নায়িকা বর্ণিনু শুন নায়ক সন্ধান॥
পতি উপপতি আর বৈশিক নাগর।
স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্যার বর॥
বেদ মত বিভা করে যে জন সে পতি।
উপপতি সেই যার পিরীতে বসতি॥
কোনরূপে ধনলোভে হয় সংঘটন।
বৈষয়িক বৈশিক নাগর সেইজন॥

অথ পতিভেদ।

অনুকুল দাক্ষিণ ধৃষ্ট শঠ চারিমত।
পতি ভেদ কেহ বলে তিনে কেহ রত॥
একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল।
দক্ষিণ সে যার ঘরে পরে হয় তুল॥
ধৃষ্ট সেই দোষ করে পুনঃ করে হঠ।
কপট বচনে পটু সেই জন শঠ॥

অথ অনুকুল।

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নান হেতু যায়ো না লো যায়ো না।
যদ্যপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
কমল কানন পানে চায়ো না লো চায়ো না॥
মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমল ক্ষোভে
নিকটে আইলে ভয় পায়ো না লো পায়ো না।
তোমা বিনা নাহি কেহ ঘামে পাছে গলে দেহ
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি ধায়ো না লো ধায়্যা না॥

অথ দক্ষিণ।

তোমার নিকটে যত দিব্য করে কহি কত
বাহির হইবামাত্র পর দেখি ভুলি লো।
তোমার যেমন প্রীতি পর সঙ্গে সেই রীতি
কহিলাম আপনার দোষ গুণ গুলি লো॥

কি করে ধর্ম্মের ভয় লোক লাজে কিবা হয়
দেখিতে পরের মুখ ফিরি কুলি কুলি লো।
তুমি যদি হও রুষ্ট অন্যা করিবেক তুষ্ট
ইহা বুঝে মোর সঙ্গে ছাড়্যা দেহ ঠুলি লো॥

অথ ধৃষ্ট।

দোষ দেখ্যা একবার কৈলে নানা তিরস্কার
লাজ খায়্যা আনু ফিরে তবু দয়া হলো না।
ভুজ পাশে বান্ধ্যা ধর নিতম্ব প্রহার কর
দশনেতে কর ক্ষত অভিমানে গলো না॥
দূর কৈলে দূর নব গালি দিলে সয়্যা রব
আমারে সহিল সব তোমারে তো সলো না।
পুরুষ পরশ মণি যারে ছোঁয়ে সেই ধনী
ইহা বুঝে অনুক্ষণ দূর দূর বলো না॥

অথ শঠ।

কালি কয়েছিনু আনিতে ভুলিনু
ক্ষম সেই অপরাধ।
যে বল করিব যাহা চাহ দিব
পূরাহ সকল সাধ॥
অঙ্গেতে যে দাগ তোমারি সোহাগ
মিথ্যা দেহ অপবাদ।

আমার পরাণ হরিণী সমান
তোমার চক্ষু নিষাদ॥

অথ উপপতি।

নিজ নারী আছে ঘরে যাহা বলি তাহা করে
নানা রূপ গুণ ধরে তাহে মন রয়না।
করিতে অন্যার সঙ্গ সদাই সরস অঙ্গ
এ বড় অপূর্ব্ব রঙ্গ ধর্ম্ম ভয় হয় না॥
যাইতে সঙ্কেত স্থান সদত আকুল প্রাণ
জ্ঞান মান অপমান কিছু মনে লয় না।
ব্যক্ত হলে কালামুখ শয়নে নাহিক সুখ
রমণেতে নানা দুঃখ তবু ক্ষমা হয় না॥

অথ বৈশিক নাগর।

গিয়াছিনু সরোবরে স্নান করিবার তরে
দেখিয়াছি একজন অপরূপ কামিনী।
চক্ষু মুখ পদ্ম ছন্দ কিবা ছন্দ কিবা বন্দ
নীলাম্বরে ঝাঁপে তনু মেঘে যেন দামিনী॥
ঈশ্বর সদয় হন দূতী মিলে একজন
এইক্ষণে তার কাছে যায় দ্রুত গামিনী।
যত চাহে দিব ধন দিব নানা অভরণ
কোন মতে মোর সঙ্গে বঞ্চে এক যামিনী॥

অথ নায়কদিগের উত্তমাদি ভেদ।

উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে।
নায়িকার যেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে॥
বাসসজ্জা আদি নায়িকার ভেদ যত।
নায়কে সে ভেদ হয় লক্ষণ সম্মত॥
উপপতি বৈশিকেতে সকলি বিদিত।
পতি প্রতি রসাভাষ কেবল খণ্ডিত॥
স্বকীয়ার রসাভাষ জান অভিসার।
পতির খণ্ডিত ভাব তেমতি প্রকার॥
সর্ব্বজন সুসম্মত আর ভাব সব।
উদাহরণেতে দেখে কর অনুভব॥

অথ বাসক সজ্জা।

শয়ন সময় বন্ধু রসময়
করে রমণীর মোহন সাজ।
অন্য কার্য্য ছলে শয্যাঘরে চলে
সাধিতে আপন গোপন কায॥
হাতে লয়্যা যন্ত্র গান কাম তন্ত্র
মনে পায়্যা লাজ পায় এ লাজ।
ভাবে খাটে বসি প্রাণের প্রিয়সী
আসিতে না জানি কতেক ব্যাজ॥

অথ উৎকণ্ঠিত নায়ক।

কেন না আইল প্রিয়া বিরহে বিদরে হিয়া
স্থির হব কি করিয়া ধৈর্য্য আর রহেনা।
কিবা কোন কার্য্য পাকে ভীতা কিবা দেখে কাকে
নহে এতক্ষণ থাকে কামে কি সে দহে না॥
পান গুয়া গন্ধ মালা অগ্নি সম দেয় জ্বালা
করিলেক ঝালাপালা তনু প্রাণ রহে না।
আসিবেক কতক্ষণে তবে সুখ পাব মনে
বিনা তার দরশনে আর তাপ সহে না॥

অথ অভিসারক নায়ক।

দ্বিতীয় প্রহর রাতে মোরে কহিয়াছে যাতে
সময় হইল প্রায় স্থির মন টলিল।
সুখের কে জানে লেখা গেলে মাত্র পাব দেখা
অনেক দিনের পর আজি আশা ফলিল॥
অন্ধকারে দেখি আলো গৌর লোক দেখি কালো
শত্রু জনে মিত্র ভাব জলে স্থল হইল।
রজনীতে দিবা মত তিমির হইল হত
কুপথে সুপথ জ্ঞান তাহে মন লইল॥

অথ বিপ্রলব্ধ নায়ক।

সুখের সময় ঘরে স্বীয়া নানা রস করে
তাহা ছাড়ি আইলাম পরি আশা করিয়া।

গুরু ভয় লঘু করে   অন্ধকারে নাহি ডরে
ছাড়িয়া আপন বেশ পরবেশ ধরিয়া ॥
সঙ্কেত স্মরণ করে   আসি ছিল বেশ ধরে
আমার বিলম্বে বুঝি ঘরে গেল ফিরিয়া ।
আসিয়া সঙ্কেত ঠাঁই   দেখিতে পাইল নাই
আহা মরি অন্য কেবা লয়্যা গেল হরিয়া ॥

অথ স্বাধীন ভার্য্য নায়ক ।

তুমি প্রাণ তুমি ধন   তুমি মন তুমি গণ
হৃদয়ে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভালো লো ।
যতজন আর আছে   তুচ্ছ করি তোর কাছে
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কালো লো ॥
তোমার বদন চাঁদ   অচল চঞ্চল চাঁদ
আমার মোহন ফাঁদ অন্ধকারে আলো লো ।
করেছি বিস্তর সেবা   আজি মোরে সাজাইবা
আমার মাথার কিরা যদি মোরে টালো লো ॥

অথ খণ্ডিতা নায়ক ।

আসিব বলিয়া গেলা   অন্য সঙ্গে হলো মেলা
শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া ।
মোর সঙ্গে কথা কয়্যা   বঞ্চিলা অন্যেরে লয়্যা
কতেক করিলা ভাব এ কান্তেরে ছলিয়া ॥
ভিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ   আলু থালু দেখি কেশ
দেখিয়া তোমার ভাব দেহ যায় জলিয়া ।

কে সাধিলে মনোরথ খণ্ডিয়া পিরীতি পথ
নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া॥

অথ কলহান্তরিত নায়ক।

অল্প অপরাধ পায়ে কেন বা দিনু খেদায়ে
এবে কার মুখ চায়ে কামজ্বালা সারিব।
বিবেচনা নাহি করি এখন বুঝিয়া মরি :
অনুমানে হেন বুঝি রহিতে না পারিব॥
পুনঃ দূতী পাঠাইব প্রীতি করি আনাইব
সবে এক দোষ তাহে পতি হয়্যা হারিব।
হারি মানি দ্বন্দ্ব যাউক তার অভিমান থাউক
তাহা বিনা এ সঙ্কটে তরিবারে নারিব॥

অথ প্রোষিতভার্য্যনায়ক।

কোথায় রহিল রামা বিরহে দহিয়া আমা
নিরন্তর কাম জ্বালা কত আর সহিব॥
পিক ডাকে কুহু কুহু ভ্রমর গুঞ্জরে মুহু
সাপে খেকো বায়ু জ্বালা কত আর বহিব॥
চন্দন কমল দল পোড়া যেন দাবানল
সুধাকর বিষধর কত সয়্যা রহিব।
আলো দেখি অন্ধকার পুরস্কার তিরস্কার
হেন বুঝি অবশেষে উদাসীন হইব॥

অথ প্রোষিতপত্নীক নায়ক।

যদি যাবে আমা ছাড়্যা প্রাণ কেন লও কাড়্যা
আপন উদ্বেগ হেতু অগ্নি লয়্যা যাবে লো।
তোমা সঙ্গে যাবে তাপ আমি এড়াইব পাপ
খেতে শুতে অনুক্ষণ মনস্তাপ পাবে লো॥
প্রবোধ করিয়া তায় ঠেকিবে দারুণ দায়
এমত হইবে ব্যক্ত সম্বিত হারায়ে লো।
কয়্যা দিনু শেষ মর্ম্ম বুঝিয়া করহ কর্ম্ম
পদে পদে পাবে জ্বালা ক-পদ এড়াবে লো॥
ইত্যাদি বুঝিবা নায়কের অষ্ট মত।
উদাহরণেতে অনুভবে পাব যত॥

অথ নায়ক সহায় কথন।

পীঠমর্দ্দ বিট বলি চেট বিদূষক।
এই সব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক॥

অথ পীঠমর্দ্দ।

রমণী করিলে ক্রোধ যে করে সান্ত্বনা।
ধর্ম্মর্ধী সচিব পীঠমর্দ্দ সেই জনা॥
রমণী রত্ন সহেনা আঁচ টুটয়ে অগ্নি পরশে কাচ
করিতে মান দিবে না স্থান দিবে না স্থান।
কি করে ক্ষোভ সহে রামার অবলা জাতি মৃদু আকার
জলয়ে বহ্নি নহে সে মান নহে সে মান॥

রস তাপে হিয়ে বিনাশে পায় তপনে আপ সুধাঢ্য যা
রসিয়ে মান রবে কোথায় রবে কোথায়।
প্রমদা বন্ধন সংসারেরি প্রমদা আকর আহ্লাদেরি
সদতে রাখহ সুযত্নে তায় সুরত্ন প্রায়॥

অথ বিট।

কাম শাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ।
বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ॥
চুম্ব আলিঙ্গন কামের দীপন
মন্ত্র তন্ত্র আদি যত।
যাহে নারী বশ যাহে বাড়ে রস
এমত জানিবা কত॥
বেশ ভূষা বাস সন্দেহ সম্ভাষ
নৃত্য গীত নানা মত।
ফিরি নানা ঠাঁই আর কর্ম্ম নাই
আমার এই সতত॥

অথ চেটক।

সন্ধান চতুর সেই সময় ঘটক।
কবিগণ তার নাম বলয়ে চেটক॥
যখন বিরলে পাব তখনি নিকটে যাব
যদি ক্রোধে গালি দেয় তবু সয়্যা রহিব।
নয়নের ভঙ্গী করি ফল কিম্বা ফুল ধরি
চারি চক্ষে এক হলে ইশারায় কহিব॥

স্নানেতে যখন যায় ধরিতে বসন তায়
কৌতুকে কুম্ভীর হয়্যা জলে ডুবে রহিব।
দুঃখ বিনা নহে সুখ দেখিতে সে চাঁদমুখ
গ্রীষ্ম হিম বৃষ্টি বাতে পরাঙ্মুখ নহিব॥

অথ বিদূষক।

কিবা রোষে কিবা তোষে যার পরিহাস।
বিদূষক তার নাম হাস্যের বিলাস॥
চন্দন কজ্জল রাগ বদনে যে দেখ দাগ
অপমান এই দেখ মুখে কালি চুণ লো।
দেখ দেখ শোভা কিবা চাঁদে আলো যেন দিবা
দোহাই দোহাই তোর কামে করে খুন লো॥
করিবা পরীক্ষা যদি রসের তরঙ্গ নদী
দুই জনে ডুবি আইস কে হয় নিপুণ লো।
আপনি দোষের ঘর পরীক্ষা করিতে ডর
আমার মাথায় দোষ এতো বড় গুণ লো॥

অথ শৃঙ্গার নিরূপণ।

শৃঙ্গারের দুই ভেদ শুনহ প্রয়াগ।
প্রথমতঃ বিপ্রলম্ভ দ্বিতীয় সম্ভোগ॥

অথ বিপ্রলম্ভ।

বিপ্রলম্ভ চারি মত শুনহ প্রকাশ।
পূর্ব্বরাগ মান প্রেম বৈচিত্র্য প্রবাস॥

অথ পূর্ব্বরাগ।

অঙ্গ সঙ্গ হওনের পূর্ব্ব যে লালস।
তারে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশাদশ॥
লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।
ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ॥
প্রত্যেক বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে সবে নাগরী নাগর॥

অথ মান।

যেই ক্রোধে দম্পতীর রসের বিচ্ছেদ।
সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ॥
অহেতু যে মান সেই অনায়াসে বধ্য।
সহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য॥
অন্যার সহিত পতি যদি কথা কয়।
তাহে জন্মে লঘুমান বাক্যে দূর হয়॥
অন্য নাম গুণ পতি যদি কাছে কয়।
তাহে জন্মে মধ্য মান পরীক্ষায় ক্ষয়॥
অন্য ভোগ চিহ্ন যদি দেখে পতি গায়।
তাহে জন্মে গুরু মান প্রণামেতে যায়॥
সাম ভেদ ক্রিয়া দান নতি ত্যাগ রোষ॥
এই সাতে মান ভাঙ্গে হয় পরিতোষ॥
প্রিয়বাক্যে স্তব করে তারে বলি সাম।
আত্মগুণ তার দোষ ভেদ তার নাম॥

সখী দ্বারা ভয় প্রদর্শন সেই ক্রিয়া ।
দান যাহে বস্ত্র মাল্য ভূষণাদি দিয়া ॥
নতি সেই যাহে পায় ধর‍্যা নমস্কার ।
ঔদাস্য প্রকাশ সেই ত্যাগ নাম যার ॥
রোষ সেই যাহে ভয় কষ্টের বিস্তার ।
মান শান্তি চিহ্ন অশ্রু লোমাঞ্চ সাৎকার ॥
অবশ্য এসব রূপে মানের বিনাশ ।
অসাধ্য হইলে তারে বলি রসাভাস ॥
প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর ।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর ॥

অথ প্রেমবৈচিত্র্য ।

নিকটে শয়ন অনুরাগের নিমিত্ত ।
ছলায় বিরহ হয় সে প্রেমবৈচিত্র্য ॥

অথ প্রবাস ।

প্রবাস দ্বিমত হয় নিকট ও দূর ।
দশ দশা হয় তাহে বিষাদ প্রচুর ॥
প্রথমেতে চিন্তা দ্বিতীয়াতে জাগরণ ।
তৃতীয়াতে উদ্বেগ চতুর্থে ক্ষীণতন ॥
পঞ্চমে মলিন ষষ্ঠে প্রলাপ বিষাদ ।
সপ্তমেতে ব্যাধি হয় অষ্টমে উন্মাদ ॥
নবমেতে মোহ হয় দশমে মরণ ।
অনুভবে বুঝে লবে দেখিয়া লক্ষণ ॥

অথ সম্ভোগ।

সম্ভোগের চারি ভেদ করিয়া বাখান।
সঙ্ক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিমান॥
পূর্ব্বরাগ পরে অল্প চুম্ব অল্প কোল।
সঙ্ক্ষিপ্ত সে রতি তাহে চিত্ত হয় লোল॥
মানান্তে পুরুষ সঙ্গে মেলন যে হয়।
সঙ্কীর্ণ তাহার নাম কবিগণ কয়॥
কিঞ্চিৎ প্রবাস পরে হয় যে মেলন।
সম্পূর্ণ তাহার নাম কহে কবিগণ॥
সুদূর প্রবাস পরে মেলন যে রস।
সে রস সমৃদ্ধিমান দম্পতী অবশ॥

অথ সম্ভোগের প্রকার।

দর্শন স্পর্শন কথা পথরোধ বাস।
বনখেলা জলখেলা গীত বাদ্য হাস॥
লুক্কাওন মধুপান আদি নানা মত।
অনন্ত অনন্তভাব বিরচিব কত॥

অথ দর্শন।

দরশন তিন মত নাগরী নাগরে।
সাক্ষাৎ স্বপন আর পটে চিত্র ধরে

অথ সাক্ষাৎ দর্শন ।

নয়নে নয়ন বদনে বদন
চরণে চরণ আদেশি রহ ।
হৃদয়ে হৃদয় প্রাণ সমুদয়
পরাণে আলয় ভাঙ্গিয়া লহ ॥
গমনে গমন রমণে রমণ
বচনে বচন বিনয় কহ ।
পায়্যাছি দরশ পরম পরশ
সকলে সরস হইয়া রহ ॥

অথ স্বপ্ন দর্শন ।

নিদ্রার আবেশে রজনীর শেষে
মনোহর বেশে বঁধু আসিয়া ।
প্রেম পারাবার করিল বিস্তার
নাহি পাই পার যাই ভাবিয়া
যে রস হইল মনেতে রহিল
যে কথা কহিল মৃদু হাসিয়া ।
ধরম করম সরম ভরম
নরম মরম গেল নাশিয়া ॥

অথ চিত্রদর্শন ।

দেখিবারে মিত্র করিলাম চিত্র
এবড় বিচিত্র হইল তায় ।

দেখিতে বদন মাতিল মদন
ছাড়িয়া সদন চেতন যায়॥
না পানু দেখিতে নারিনু রাখিতে
লিখিতে লিখিতে হইল দায়॥
চিত্রের পুতুল করিল আকুল
হারানু ডকুল চিত্রের প্রায়॥

অথ আলম্বনাদি কথন।

আলম্বন বিভাবন আর উদ্দীপন।
এই তিন ভাবের শুনহ বিবরণ॥
আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়।
নায়ক নায়িকা দুই তার বিনিময়॥
নানাবিধ অনুভাবে বলি বিভাবন।
যাহে রস বাড়ে তাহে বলি উদ্দীপন॥

অথ উদ্দীপন।

গুণস্মরা নাম লওয়া নিত্য রূপ দেখা॥
গীত বাদ্য শুনা আর কর্ম্ম রেখা লেখা॥
সুগন্ধি ভূষণ মেঘ পিক ভৃঙ্গ রব।
চন্দ্র আদি নানামত উদ্দীপন সব॥

অথ বিভাবন।

ভাবহাব হেলা হাস শোভা দীপ্তি কান্তি।
মধুরতা উদরতা প্রগল্‌ভতা ক্লান্তি॥

ধৈর্য্য লীলা বিলাস বিচ্ছিত্তি মৌগ্ধ ভ্রম ।
কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত কুট্টমিত শ্রম ॥
বির্ব্বোক লালিত্য মদ চকিত বিকার ॥
নানা মত অনুভব কত কব আর ॥

অথ ভাবহাবাদির পরিচয় ।

চিত্তের প্রথম সেই বিকার যে ভাব ।
গলা চক্ষু ভুরু আদি বিকাশেতে হাব ॥
বক্ষ কাঁপে বস্ত্র খসে তারে বলি হেলা ।
প্রিয় কৃত কর্ম্ম চেষ্টা তারে বলি লীলা ॥
হাসে সেই হাস্যে বলি বৃথা হয় যেই ।
পরিচ্ছেদ বিনা শোভা মধুরতা সেই ॥
শোভা কান্তি দীপ্তি শ্রম ব্যক্ত আছে এই
শ্রমে অঙ্গ শ্লথ যেই ক্লান্তি হয় সেই ॥
রতি বিপরীত আদি সেই প্রগল্ভতা ।
ক্রোধেও বিনয় বাক্য সেই উদারতা ॥
ধৈর্য্য সেই দুঃখেতে প্রেমের নহে হ্রাস ।
সাক্ষাতে প্রফুল্ল অঙ্গ সেই সে বিলাস ॥
অল্প অভরণে শোভা বিচ্ছিত্তি সে হয় ।
বিভ্রম হইলে ব্যক্ত বেশ বিপর্য্যয় ॥
ক্রন্দনেতে হাস্য আর অভয়েতে ভয় ।
অক্রোধেতে ক্রোধ কিলকিঞ্চিৎ সে হয় ॥
প্রসঙ্গেতে অঙ্গ ভঙ্গ সেই মোট্টায়িত ।
অঙ্গ ছুঁলে সুখে ক্রোধ সেই কুট্টমিত ॥

বির্ব্বোক বাঞ্ছিত বস্তু পায়্যা অনাদর।
অঙ্গভঙ্গ ঝনৎকার লালিত্যে সুন্দর ॥
লজ্জায় না কহি কার্য্য চেষ্টায় জানায়।
বিকার তাহারে বলে বুঝ অভিপ্রায় ॥
জ্ঞাততে অজ্ঞান সম মৌগ্ধ্য সেই হয়।
চকিত ভ্রমর আদি দর্শনেতে ভয় ॥
যৌবনাদি অভিমান জন্য মদ হয়।
কেলি তাপ আদি যত কবিগণ কয় ॥
কেশ বাস খসে অঙ্গমোড়া হাই উঠে।
লোমাঞ্চ প্রফুল্ল গদগদি ঘর্ম্ম ছুটে ॥

অথ সাত্ত্বিক ভাব।

স্তম্ভ হয় ঘর্ম্ম বয় রোমাঞ্চ প্রকাশ।
বিবর্ণ কম্পন অশ্রু গদ গদ ত্রাস ॥
প্রিয় বিনা সুখ যত দুঃখ সে তো হয়।
প্রিয় পাইলে দুঃখে সুখ রাগ তারে কয় ॥

অথ যৌবন কথন।

যৌবনের চারি ভেদ শুন বিবরণ।
আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন ॥
তার পরে যুবা ভাবে উন্মাদ লক্ষণ।
তার পরে বৃদ্ধ ভাব বুঝ বিচক্ষণ ॥
যৌবনের সন্ধি কাল দ্বাদশ বৎসর।
দশম নিয়ম কন ব্যাস মুনিবর ॥

যৌবন পরম ধন স্ববশ ইন্দ্রিয় গণ
শিশু বৃদ্ধ দেখি লোক রসকথা কহে না ।
বালকের নাহি শুদ্ধি বৃদ্ধ হলে হতবুদ্ধি
যুবা বিনা রস আর কোন খানে রহে না ॥
যুবা সূর্য্য বলবান্ যুবা চন্দ্র দ্যুতিমান্
যুবা বিনা সংসারের ভার অন্যে বহে না ।
বিনা নর কিবা অন্য যৌবনে সকল ধন্য
যৌবন হইলে নষ্ট দেখি দেহ রহে না ॥
নারীর যৌবন বড় দুরন্ত ।
শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত ॥
বিনোদ বিননে বিনায়্যা বেণী ।
পুরুষে দংশিতে পোষে সাপিনী ॥
কত কত অলি নয়নে ঘোরে ।
মধুবাক্যে কত কোকিল ঝোরে ॥
মলয় বাতাস শ্বাসেতে বহে ।
সৌরভে সুরভি গৌরব নহে ॥
কমল কানন আননে থাকে ।
বান্ধুলি মধুর অধরে রাখে ॥
দুখানি বিষাণ নিশান রাখি ।
হৃদয়ে মলয় রাখ্যাছে ঢাকি ॥
লোহিত কমল মৃণাল সাতে ।
অভরণে ঢাকি রাখ্যাছে হাতে ॥
ত্রিবলি ডোরেতে বান্ধি অনঙ্গ ।
কটিতটে থুয়্যা দেখয়ে রঙ্গ ॥

সম্বরে অম্বর দিয়া কান্তার।
মদন সদন রস ভাণ্ডার॥
কিশলয় করিকরের ভয়।
চরণের তলে শরণ লয়॥
যৌবন মরম না জানে যেবা।
পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা॥
তপ যপ জ্ঞান দান যে কিছু।
সকলি যৌবন ধনের পিছু॥
যৌবন এ তিন অক্ষর লেখ।
যেজান মরম উত্তম দেখ॥
যৌবন মরম যে জানে নাই।
প্রথম ছাড়িয়া তাহার ঠাঁই॥
যদ্যপি যৌবনে উদ্যম করে।
প্রথমের মত গলিয়া মরে॥
ভারতচন্দ্রের ভারতি যোগ।
যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ॥

অথ স্ত্রীজাতি কথন।

অতঃপর চারি জাতি বর্ণিব কামিনী।
পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী॥

পদ্মিনী।

নয়ন কমল কুঞ্চিত কুন্তল
ঘন কুচস্থল মৃদুহাসিনী।

ক্ষুদ্র রন্ধ্র নাসা   মৃদু মন্দ ভাষা
নৃত্যগীতে আশা সত্যবাদিনী ॥
দেব দ্বিজে ভক্তি   পতি অনুরক্তি
অল্প রতিশক্তি নিদ্রা ভোগিনী ।
মদন আলয়   লোম নাহি হয়
পদ্মগন্ধ কয় সেই পদ্মিনী ॥

চিত্রিণী ।

প্রমাণ শরীর   সর্ব্ব কর্ম্মে স্থির
নাভি সুগভীর মৃদুহাসিনী ।
সুকঠিন স্তন   চিকুর চিকণ
শয়ন ভোজন মধ্যচারিনী ॥
তিন রেখাযুত   কণ্ঠ বিভূষিত
হাস্য অবিরত মন্দগামিনী ।
মদন আলয়   অল্প লোম হয়
ক্ষারগন্ধ কয় সেই চিত্রিণী ॥

শঙ্খিনী ।

দীঘল শ্রবণ   দীঘল নয়ন
দীঘল চরণ দীঘল পাণি
মদন আলয়   অল্প লোম হয়
মীনগন্ধ কয় শঙ্খিনী জানি ।

হস্তিনী।

স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর
স্থূল পদ কর ঘোরনাদিনী।
আহার বিস্তর নিদ্রা ঘোরতর
রমণে প্রখর পরগামিনী ॥
ধর্ম্মে নাহি ডর দম্ভ নিরন্তর
কর্ম্মেতে তৎপর মিথ্যাবাদিনী।
মদন আলয় বহু লোম হয়
মদগন্ধ কয় সেই হস্তিনী ॥

পুরুষজাতি কথন।

চারি জাতি নায়িকার শুনহ নায়ক।
শশ, মৃগ, বৃষ, অশ্ব সন্তোষ দায়ক ॥
পদ্মিনীর শশ পতি মৃগ চিত্রিণীর।
বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর ॥
রূপ গুণ দোষ সব নায়িকার মত।
চারি জাতি নায়কেতে লক্ষণ সম্মত ॥
রসভাণ্ড মত রসদণ্ড ভেদ হয়।
ছয়, আট, দশ, বার পরিমাণ কয় ॥
নর নারী স্বভাবেতে বিশেষ যে হয়।
কহিতে কবিতা বাড়ে ক্ষোভ এই রয় ॥

সমাপ্তঃ।

সত্যপীরের কথা।

(১)

গণেশাদি রূপ ধর বন্দ প্রভু স্মরহর
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান।
ফকীর শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান॥
নম্রমান দাড়ি গোঁপ গায় কাঁথা শিরে টোপ
হাতে আশা কাঁধে ঝোলে ঝুলি।
তেজঃপুঞ্জ যেন রবি মুখে বাক্য পীর নবি
নমাজে দগার চুমে ধূলি॥
জাহির কিরূপে হব কারে বা কিরূপে কব
ভাবেন বৃক্ষের তলে বসি।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্ষিপ্র বিষ্ণু নামে এক বিপ্র
সেই খানে উত্তরিল আসি॥
দীন দেখে দ্বিজবরে সত্যপীর কন তাঁরে
প্রকাশ করিতে অবতার।
যে সত্য জমারগির সির্ণি বেদে দরপীর
পুলকে প্রসাদ খাও তাঁর॥

দ্বিজ বলে হরি বিনে পূজি নাই অন্য জনে
কি বলে ফকীর দুরাচারী।
ফকীরের অঙ্গে চায় অদ্ভূত দেখিতে পায়
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী॥
সম্ভ্রমে প্রণতি করি উঠে দেখে নাহি হরি
শূন্যে শুনে সির্ণি ইতিহাস।
ক্ষীর চিনি আটা কলা পান গুয়া পুষ্পমালা
মোকাম পিঠের পরে বাস॥
দ্বিজ আসি নিজালয় আনি দ্রব্য সমুদয়
নিবেদন কৈল সত্য নামে।
পূজার প্রসাদ গুণে ধন্য হৈল ত্রিভুবনে
অন্তে গেলা শ্রীনিবাস ধামে॥
দ্বিজ স্থানে ভেদ পেয়ে সাত জন কাঠুরিয়ে
সির্ণি দিয়ে পূজে সত্যপীর।
দুঃখ তিমিরের রবি সকল বিদ্যায় কবি
অন্তে পেলে অনন্ত শরীর॥
সদানন্দ নামে বেণে সত্যপীরে সির্ণি মেনে
কন্যা হেতু করিল কামনা।
ঈশ্বর ইচ্ছায় সার জন্মিল দুহিতা তার
চন্দ্রমুখী চঞ্চলনয়না॥
কাদম্ব কোদর স্থূলা কাদম্বিনী সুকোমলা
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাম।
হাসে হেরে যার পানে ধৈরয কি তার প্রাণে
কামিনী কামনা করে কাম॥

কন্যা দেখি রূপযুত আনিয়া বণিক সুত
বিবাহ দিলেক সদাগর।
দম্পতির মনোমত কে জানে কৌতুক কত
এক তনু নাগরী নাগর॥
সদাগর মত্ত ধনে সির্ণি নাহি পড়ে মনে
স-জামাতা সাজিল পাটন।
বাজে কাড়া দামা শিঙ্গা বাতগাম সাত ডিঙ্গা
দুর্গদেশে দিল দরশন॥
সত্যপীর ক্রোধ মন রাজ ভাণ্ডারের ধন
সাধুর নৌকায় থরে থরে।
দৈবে দেখে রাজবলে কোটাল প্রভাতে চলে
লোৎ পেয়ে বাঁধে সদাগরে॥
মৃত্যু হৈতে আয়ু রাখে বেড়ি পায় বন্দী থাকে
মেগে খায় নায়ের নফর।
যৌবনে প্রবাসে পতি কাল নিত্য চাহে রতি
সাধু কন্যা হইল ফাঁপর॥
ভেদ পেয়ে দ্বিজ স্থানে সত্যপীরে সির্ণি মানে
চন্দ্রকলা কান্তের কামনা।
প্রত্যূষে ফকীর রূপ স্বপনে দেখিয়া ভূপ
ছেড়ে দিলা সাধু দুই জনা॥
সাত গুণ ধন লয়ে সাধু চলে নৌকা বেয়ে
প্রভু পথে হইলা ফকীর।
তথাপি নির্ব্বোধ সাধু চিনিতে না পারে বিধু
ক্রোধে ধন হৈল নব নীর॥

বিস্তর করিয়া স্তুতি পুন পেলে অব্যাহতি
নৌকায় পূরিল গিয়া ধন।
অব্যাহতি পেয়ে তনু ডিঙ্গা বেয়ে যায় পুনু
নিজ দেশে দিল দরশন॥
নিজ দেশে উত্তরিল সাধু কন্যা বার্ত্তা পেল
স্বামীরে দেখিতে বেগে ধায়।
প্রসাদ সিরিণী হাতে ফেলে যায় পথে পথে
আফানে তা পানে নাহি চায়॥
সত্যপীর ক্রোধ ভরে সাধুর জামাতা মরে
ক্রন্দন করয়ে চন্দ্রকলা।
ওরে বিধি হায় হায় এ যৌবন বৃথা যায়
যেন রতি কামের অবলা॥
ডুবিয়া মরিব জলে থাকিব স্বামীর কোলে
হেন কালে হৈল দৈববাণী।
সির্ণি ফেলাইয়া আলি পুন গিয়া খাও তুলি
পাবে পতি না কাঁদিও ধনী॥
উপদেশ পেয়ে ধেয়ে সির্ণি কুড়াইয়ে খেয়ে
মৃত পতি বাঁচাইল প্রাণে।
জামাতার মুখ দেখি সদাগর হৈল সুখী
সিরিণি করিল সাবধানে॥
এ তিন জনার কথা পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা
বুদ্ধি রূপ কৈলা নানা জনা।
দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দ ধাম
হীরারাম রায়ের বাসনা॥

ভারত ব্রাহ্মণ কয় দয়া কর মহাশয়
নায়কের গোষ্ঠির সহিত।
ব্রতকথা সাঙ্গ হলো সবে হরি হরি বলো
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত ॥

সত্যপীরের কথা।

(২)

—ঃ০ঃ—

শুন সবে এক চিত সত্যপীর গুণ গীত
দুই লোকে পাবে প্রীত সিদ্ধি মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ বন্দ সত্যনারায়ণ
সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ যারে যেই ভাবনা ॥
কলির প্রথমে হরি ফকীর শরীর ধরি
অবনীতে অবতরি হরিবারে যন্ত্রণা।
দ্বিতীয়েতে বিষ্ণু নামে দরিদ্র দ্বিজের ধামে
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কামে দানে কৈল মন্ত্রণা ॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যায় প্রভু দেখা দিলা তায়
হইয়া ফকীর কায় মুখে দিব্য দাড়ি রে।
গায়ে কাঁথা শিরে টোপ গলে ছেলি মুখে গোঁপ
ঝুলিতে ঝুলিছে থোপ হাতে আশাবাড়ি রে ॥
সেলাম্ হামারা পাঁড়ে ধূপ্‌মে তোম্ কাহে খাড়ে
পেরেশান্ দেখে বড়ে মেরে বাৎ ধর্‌তো।
সির্ণি বদে পির বা সভি হাম্‌ছো মির্‌বা
মোকামে জাহির বা দরব্ হস্ত তপত্তো ॥

বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখি দ্বিজ নিবাসে আসিয়া নিজ
পূজিল গরুড়ধ্বজ সির্ণি দিয়া বিহিতে।
দেখিয়া বিপ্রের ধন ঘরে ঘরে সর্ব্বজন
পূজে সত্যনারায়ণ খ্যাতি হৈল ক্ষিতিতে॥
চতুর্থে উৎকট কষ্ট কাঠুরের হৈল নষ্ট
জগতে হইল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কৈল পালনা।
সত্যপীর গুণ গেয়ে মনোমত ধন পেয়ে
সিরিণি প্রসাদ খেয়ে সিদ্ধি করে বাসনা॥
সদানন্দ নামে বেণে সত্যপীরে সির্ণি মেনে
পঞ্চমে পাইল কন্যা চন্দ্রকলা নামেতে।
কি কব তাহার ছাঁদ কাম ধরিবার ফাঁদ
মখখানি পূর্ণচাদ জিত রতি কামেতে॥
বর আনি নীলাম্বর রূপে গুণে মনোহর
সদানন্দ সদাগর কন্যা দিল দানেতে।
চন্দ্রকলা নিকেতনে সত্যদেবে পূজা মানে.
সত্যদেব ভাবি মনে সদা থাকে ধ্যানেতে॥
কন্যার বিবাহ দিয়ে জামাতারে সঙ্গে নিয়ে
সিরিণি বিস্মৃত হোয়ে পাটনেতে চলিল।
পীর ক্রোধ করে তায় ধরাপড়ে চোর দায়
গলে ডোর বেড়ি পায় কারাগারে রহিল॥
এ সব প্রকার ষষ্ঠে সদাগর মুক্ত কষ্টে
সপ্তমে সাধুরে দৃষ্টে পথে কৈল্ল ছলনা।
অষ্টমেতে ঘরে এলো চন্দ্রকলা বার্ত্তা পেলো
প্রসাদ খাইতেছিল ফেলে করে হেলনা॥

জলে ডুবে মরে পতি উভরায় কাঁদে সতী
কি হবে আমার গতি প্রভু কোথা গেলে হে।
এ নব যৌবন নিশি হোয়ে তার পূর্ণশশী
কোথা আছ অহর্নিশি প্রেমাধীনী ফেলে হে॥
যৌবন প্রভুর কাল মদন দাহন জ্বাল
কোকিল কোকিলা কাল রাখ পদতলে হে।
যৌবনে প্রফুল্ল ফুল কেবল দুখের মূল
খেদে হয় প্রাণাকুল ঝাঁপ দিই জলে হে॥
স্তবে তুষ্ট জগৎকর্ত্তা বাঁচাইল তার ভর্ত্তা
সদানন্দ পেয়ে বার্ত্তা পূজারম্ভ করিল।
ভাঙ্গাইয়া কড়ি টাকা সির্ণি কৈল কাঁচা পাকা
যেন শশধর রাকা দুই লোকে তরিল॥
ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত কংস ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখটি খ্যাত দ্বিজ পদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হোয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুতি
তেমতি করিয়া গতি না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয় হরি হোন্ বরদায়
ব্রত কথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা॥

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

বসন্ত।

ভাল ছিল শীতকাল সে তো কামানলজ্বাল
হৃদয় সহিত শাল এবে হলো দুরন্ত।
না ছিল কোকিল শব্দ ভ্রমর আছিল জব্দ
উত্তরে বাতাসে স্তব্ধ বৃক্ষ ছিল জীয়ন্ত॥
এবে বায়ু সাপেখেকো ভুবন করিল ভেকো
কেবল কামে ডেকো সঙ্গে লয়ে সামন্ত।
অনঙ্গের অঙ্গ দিলি শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি
ভারতেরে ভুলাইলি আঃ আরে বসন্ত॥

বর্ষা।

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস নিদাঘের পরকাশ
কৃষ্ণনগরেতে বাস গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকা পূজা রাজঘরে দশভুজা
দেখিনু মৈনাকানুজা জগতের হর্ষা॥
হিম শীত তার পর শীর্ণ করে কলেবর
পুণ্যবাদে যাব ঘর সেই ছিল ভর্সা।
বসন্ত নিদাঘ শেষে পুন তোর পরবেশে
ভারত না গেল দেশে আঃ আরে বর্ষা॥

ভুবনে করিল তূর্ণ নদ নদী পরিপূর্ণ
বিরহিণী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভর্সা।
বিদ্যুতের চক্‌মকি ডাহুকের মক্‌মকি
কামানল ধক্‌ধকি বড় হৈল বর্ষা॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে চাতকিনী পিউ যাচে
আর কি বিরহী বাঁচে বুঝিনু নিষ্কর্ষা।
ভারতের দুখমূল কেবল হৃদয়ে শূল
ফুটালি কদম্ব ফুল আঃ আরে বর্ষা॥

কৃষ্ণের উক্তি।

বয়স আমার অল্প নাহি জানি রস কল্প
তুমি দেখাইয়া তল্প জাগাইলা যামী।
ননী ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া
অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইয়া তুমি কৈলা কামী॥
তুমি বৃষভানুসুতা অশেষ চাতুরীযুতা
তোমার ননদীপুতা সব জানি আমি।
আগে হানি নেত্র-বাণ কাড়িয়া লইলে প্রাণ
এবে কর অভিমান আঃ আরে মামী॥

রাধিকার উক্তি-উত্তর।

চূড়াটি বাঁধিয়া চুলে মালা পর বনফুলে
দান মাগো তরুমূলে আমি তেমন্ মাগিনে।
মোরে দেখিবার লেগে অনুরাগ রাগে রেগে
রাত্রি দিন থাক জেগে আমি তেমন্ জাগিনে॥

হাওয়া।

বুক বাড়ায়েছে নন্দ যার তার সনে দ্বন্দ্ব
কোন্ দিন হবে মন্দ আমি তোমায় লাগিনে।
গুণ্ডার বিষম কাজ সে ভয়ে পড়ুক্ বাজ
মামী ধোলে নাহি লাজ আঃ আরে ভাগিনে॥

হাওয়া।

চন্দনের দণ্ড ধোরে ফণি ফণা ছত্র কোরে
মলয় রাজত্ব হোরে আরো রাজ্য চাওয়া।
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে
কাবেরি ভরিয়া রঙ্গে হিমালয় ধাওয়া॥
বিয়োগিরে কাঁদাইয়ে সংযোগিরে ফাঁদাইয়ে
যোগিযোগ ভাঙ্গাইয়ে কামগুণ গাওয়া।
নর্ম্মিরে প্রকাশিয়ে গর্ম্মিরে বিনাশিয়ে
শীতল করিলি হিয়ে বাহবারে হাওয়া॥
কথনো দারুণ ঝড় শাখী উড়ে পাখি জড়
ঘর ভা ঙ্গে উড়ে খড় নাহি যায় চাওয়া।
বেগ কে সহিতে পারে মেঘ স্থির হোতে নারে
হুলুস্থূল পারাবারে প্রলয়ের দাওয়া॥
কভু থাক কোন্ গাড়ে তাপে প্রাণী প্রাণ ছাড়ে
বৃক্ষ নাহি পাতা নাড়ে আনন্দের পাওয়া।
কথনো মধুর মন্দ সুগন্ধ আনন্দ কন্দ
শীতল পরমানন্দ বাহবারে হাওয়া॥
ধূম্ বড়া ধূম্ কিয়া থানে শোনে নাহি দিয়া
চঁহুয়ার ঘের্ লিয়া ফৌজ কিসি কাওয়া।

বালাখানা কোট্ কিয়া   কাণাৎ সে ঘের লিয়া
তঁহুয়ান্ দাগা দিয়া   আগ্ কিসি তাওয়া॥
দেখ্‌নে মে হুয়া চুর   ছোড়্ লিয়া মেরি·পুর
তোঁহারি বালাই দূর   আও মেরে বাওয়া।
তুজ্‌লিয়া নরম্ সটি   উজ্‌লিয়া গরম সটি
চিরণ্ জিউ ধরম্ সটি   বাহবারে হাওয়া॥

বাসনা।

বাসনা করয়ে মন   পাই কুবেরের ধন
সদা করি বিতরণ   তুমি যত আশ্‌না।
আশ্‌নাই আরো চাই   ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই
ক্ষুধামাত্র সুধা খাই   যমে করি ফাঁসনা॥
ফাঁসনা কেবল রৈল   বাসনা পূরণ নৈল
লাভে হোতে লাভ হৈল   লোকে মিথ্যা ভাসনা
ভাস্‌নাই কারে বলে   ভারত সন্তাপে জ্বলে
কলার বাসনা হোলে   আঃ আরে বাসনা॥

ধেড়ে ও ভেড়ের সমান রূপ বর্ণন।

ধেড়েকুলে জন্ম পেয়ে   বিলে খালে ধেয়ে ধেয়ে
বেড়াইতে ঘুষ্ খেয়ে   লোকে দিত তেড়ে।
তেড়ে না পাইতে মাছ   বেড়াইতে পাছ্ পাছ্
এখন বাছের বাছ্   দিতে লও কেড়ে॥

ধেড়ে ও ভেড়ের সমান রূপ বর্ণন।

কেড়ে লোতে কেহ যায় কৌতুক না বুঝ তায়
ক্রোধে ফোলো বাঘ প্রায় ফোঁস ফোঁস ছেড়ে।
ছেড়ে গেড়ে ডোবা জল রাজপুরে পেয়ে স্থল
তোলা-জলে কুতুহল সাবাস্‌রে ধেড়ে॥
ধেড়ে বড় দাগাবাজ জলে পেয়ে স্ত্রী সমাজ
ব্যস্ত কোরে দেয় লাজ কূলে ডুব্‌ পেড়ে।
পেড়ে রাঙ্গা যত শাড়ী ধোরে করে কাড়াকাড়ি
কেহ দিলে তাড়াতাড়ি প্রবেশয়ে গেড়ে॥
গেড়ে হোতে পুনঃ আসি ভুস্‌ কোরে উঠে ভাসি
সবে দেখে বলে হাসি বড় দুষ্ট ধেড়ে।
ধেড়ে ভেড়ে এক সম ঝক্‌ মারিবার যম
কেহ কারে নহে কম ফেরে যেন দৌঁড়ে॥
দৌঁড়ে মারে দাঁড়খোঁটা মাগুর খাইয়া মোটা
না ছাড়ে কড়ির পোঁটা পোঁচা বোঁচা দেড়ে।
দেড়ে দাবাড়িয়া ধরে কান্তার উপরে চড়ে
সেগুণ শালে ডরে ফেরে অঙ্গ ঝেড়ে॥
ঝেড়ে শরীরের ধুলা দিয়া বুলে গোঁপ ফুলা
ভাল বিধি কল্লে তুলা ধেড়ে আর ভেড়ে।
ভেড়ের ভাঁড়ামি মুখে ধেড়ের বিক্রম বুকে
ভেড়ে ধেড়ে ফেরে সুখে স্থল জল নেড়ে॥

করদোরফত।

কামিনী যামিনী মুখে নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে
ধীর শঠ তার মুখে চুম্বিতে চুম্বন সুখে
ধীরে ধীরে কর্দ্দোরফথ্।
নিদ্রা হোতে উঠে নারী অলসে অবশ ভারি
আরসিতে মুখ হেরি চুম্ব চিহ্ন দৃষ্টি করি
ভাবে ভাল্ কর্দ্দোরফথ্॥

— ——

হিন্দি ভাষায় কবিতা।

এক সম বৃকভানু কুমারী।
মাত পিত সন বৈঠ নেহারী॥
হয়ে লগ্ আউসর দূতী জো আয়ি।
ভেট্ চল নন্দলাল বোলায়ি॥
দেথ্ নহি আঁখ্ শুন্ নহি কাণ্।
কা কুছ আয়িহো আওল থায়ি॥
কাঁহাকে কানায়া লাল কাঁহা সো পছান্ জান্।
কাঁহাসো তু আয়ি হ্যায় থাকৃপড়্
তেরে ব্রজকি বস্নে॥
পাণি যে আগ্লাগাওনে আয়ি।
কুছ বাত এতোৎ কো কুছ্বাৎ ও তোৎ কো
বাতোন্ শুন বাত হামারি সাৎ লাগায়ি হ্যায়॥

"পায় পায় পায়না।"

বলিরাজার উক্তি।

চিনিতে নারিনু আমি আইল জগৎস্বামী
মাগিল ত্রিপদ ভূমি আর কিছু চায়না।
খর্ব্ব দেখি উপহাস শেষে একি সর্ব্বনাশ
স্বর্গ মর্ত্ত দিব আশ তাহে মন ধায়না॥
গেল সকল সম্পদ এক্ষণে পরম পদ
বাকী আছে এক পদ ঋণ শোধ যায় না।
হ্যাদে শুন হৃদিপ্রিয়ে বৃন্দাদেবী দেখসিয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে পায় পায় পায় না॥

"পায় পায় পায়।"

বৃন্দাবলীর উক্তি।

কেঁদে কহে বৃন্দাবলী বলিরাজ শুন বলি
ছলিবারে বনমালী হলেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে যার বস্তু সেই লবে
জগতে ঘোষণা রবে বলি জয় জয়॥
এক পদ আছে বক্রী প্রকাশ করিলে চক্রী
এ দেহ করিয়া বিক্রী ধরহ মাথায়।
তুমি আমি দুজনের ঘুচিল কর্ম্মের ফের
মিলাইল বামনের পায় পায় পায়॥

সংস্কৃত বাঙ্গালা পারস্য এবং হিন্দি ভাষামিশ্রিত কবিতা।

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বায়দ্ কে গোয়দ্ রুবর
কাতর দেখে আদর কর কাহে মর রো রোয়কে।
বক্ত্রং বেদং চন্দ্রমা চুঁ লালা চে রেমা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেট্রিমে কাহে শোয়কে॥
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি দর্‌জানে মন আয়ৎ খোশি
আমার হৃদয়ে বসি প্রেম কর খোশ্ হোয়্‌কে।
ভূয়ো ভূয়ো রোরুদসি ইয়াদৎনমুদা জাঁ কোশি
আজ্ঞা কর মিলে বসি ভারত ফকীরি খোয়্‌কে।

চণ্ডী নাটক।

সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ।

নটীর প্রতি সূত্রধারের উক্তি।

সংগায়ন যদশেষ কৌতুককথাঃ পঞ্চানন পঞ্চভিবক্ত্রৈর্বা বিশালকৈর্ডমরুকোত্থানৈশ্চ সংনৃত্যতি। যাতস্মিন্ দশবাহু দশভুজা তালং বিধাতুং গতা সাদুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তুশ্রেয়াং নঃ শ্রেয়সে॥ ১॥

নটীর উক্তি।

শুণ শুন ঠাকুর নৃত্যবিশারদ
সভাসদ সারি চতুর।

নূতন নাটক নূতন কবি কৃত
হাম তোঁহি নূতন নারী ॥
ক্যায় সে বাতায়ব ভাব ভবানীকো
ভীতি ভৈঁ মুঝে ভারি।
দানবদলনে ধরণী মণ্ডলে
তারিণী লে অবতারী
গুরু সম ধীর বীর সম গুনহ
সম সগুণ মুরারি ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ রাজ শিরোমণি
ভারতচন্দ্র বিচারি ॥

সূত্রধারের উক্তি ।

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতি রুদ্রোঽভবদ্রাঘব
স্তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশোমহান
তৎপুত্রো রঘুরামরায় নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণী ।
তৎপুত্রোঽয়মশেষ ধীবতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোনৃপঃ ॥
ভূপস্যাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণঃ ।
ভূরি শ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দর সমো যত্তাত আসীন্নৃপঃ ॥
রাজ্যাদ্ভ্রষ্ট ইহাগতস্য নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ ।
মূলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে ॥
তস্মি ভারতচন্দ্র রায় কবয়ে কাব্যাম্বু রাশীন্দবে ।
ভাষাশ্লোক কবিত্ব গীত মিলিতং যত্নেন সম্বর্ণিতং ।

চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন ।

খট্ মট খট্ মট খুরোথ ধ্বনিকৃত জগতী কর্ণপুরাবরোধ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁতি শাশা নিলচলদচলত্যস্ত বিভ্রান্ত লোক
প সপ্ সপ্ পুচ্ছ ঘাতোচ্ছল জুদধি জলপ্লাবিত স্বর্গ মর্ত্ত্যো
র্ ঘর্ ঘর্ ঘোর নাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো
বরূপঃ ॥ ১ ॥

ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড় গড় চৌঘড়ী ঘোর
দৈত্যঃ। ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ শব্দে ঘন ঘন ঘন বাজেচ মন্দীর
াদৈঃ ভেরী তূরী দামামা দগড় দড়মসা শব্দনিস্তব্ধ দেবৈঃ।
দত্যোঽহসৌ ঘোরদৈত্যঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমো-
বভূব ॥ ১ ॥

মহিষাসুরের উক্তি ।

ভাগেগা দেবদেবী পাথর পাথর
ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋত্কো রীত দেনা যমঘর যমকো
আগকো অগলাগে ॥
বায়োঁকো রোধ করকে করত বরণ কো
যব তু সোঁ আব মাগে।
ব্রহ্মা সোঁ বাসুকি সোঁ কভি নহিঁ ঝগড়ো
জোঁউ কুবেরা নভাগে ॥

প্রজ্ঞার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি।

শোন্‌রে গোঁয়ার্ লোগ্ ছোড়্ দে উপাস্ রোগ
মানহুঁ আনন্দ ভোগ ভৈষরাজ যোগমে।
আগ্‌মে লাগাও ঘীউ কাহে কৌ জ্বলাও জীউ
পক রোজ প্যার পিউ ভোগ এহি লোগমে॥
আপ্‌কো লাগাও ভোগ কাম কো জাগাও যোগ
ছোড়্ দেও যোগ গো। মোক্ষ এহি লোগমে।
ক্যা এগান্‌ক্যা বেগান অর্থ নার আব জান্
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান আর সর্ব্ব রোগমে॥

এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ।

প্রথমে হাস্য করিলেন।

কমঠ করটট ফণি ফণা ফলটট
দিগ্‌গজ উলটট ঝপ্ টট ভ্যায়রে।
বসুমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত
জলনিধি ঝম্পত মাড়বময়রে॥
ত্রিভুবন ঘুঁটত রবিরথ টুটত
ঘন ঘন ছুটত যেঁও পরলয়রে।
বিজলী চট চট ঘর ঘর ঘট ঘট
অট্ট অট অট মট আ ক্যায়া হ্যায়রে॥

পত্রম্‌।

অবশ্য প্রতিপালস্য শ্রীভারতে চন্দ্র শর্ম্মণঃ।
নমস্কৃতীনামানন্তং সবিশেষ নিবেদনং॥ ১॥
মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ
স্ফুরদ্বীর্য্য সূর্য্যোল্লসৎ কীর্ত্তিপদ্মে।
স্থিরা রাজপদ্মালয়া স্তাৎচিরস্থা
যতোঽস্মাকমাস্তে সমস্তং পুরস্তাৎ॥
যদবধি তব মুখচন্দ্র বিলোকন
বিরহিত নয়ন চকোরৌ।

পত্রের অনুবাদ।

অবশ্য প্রতিপালস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
নমস্কার কোটি কোটি সবিশেষ নিবেদনং॥
শুন ওহে মহারাজ প্রতাপ তপনে আজ
ফুটিল সরসী মাঝে কীর্ত্তিপদ্ম দল হে।
আশীর্ব্বাদ করি আমি হও পৃথিবীর স্বামী
রাজলক্ষ্মী অচঞ্চলা হউক কুশল হে॥
যদবধি কৃষ্ণচন্দ্র তোমার সে মুখচন্দ্র
না দেখিয়া মনোদুঃখী নয়ন সজল হে।

তদবধি নিরবধি দুঃখহুতাশন প্রাবল্য বাসাঘোরৌ আয়াতো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ শুকক্রমাঃ কোকিলাঃ কান্তালাপকুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানুরাগোৎকরাঃ।

নার্য্যঃ পান্থপতিপ্রসঙ্গয়বিকলাঃ পান্থাঃ কৃতান্তপ্রিয়া
নোজানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমদ্বসন্তে নৃপে॥
হোলীয়ং সমুপা গতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ।
রেশ্যা বাদ্যকরা মুখার্পিতকরা নিস্কম্বরাঃ ফাল্গুনো।
নোজানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোঽপিভণ্ডায়তে॥

অথ নাগাষ্টকম্।

গতে রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিতে
ভবেদ্দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে কথমপি।
স্থিতঃ মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কাল্লহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥১॥
বয়শ্চত্তারিংশত্তম সদসি নীতং নৃপ ময়া
কৃতা সেবা দেবাদধিকমিতি মত্বাপ্যহরহঃ।
কৃতা বাটী গঙ্গাভজন পরিপাটী পুটকিতা
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥২॥
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রশিশুরহহ নারী বিরহিণী
হতাশা দাশাদ্যাশ্চকিত মনসা বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপি চ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥৩॥

সমানীতা দেশাদিহ দশভুজা ধাতুরচিতা
শিবাঃ শালগ্রামা হরি হরিবধূ মূর্ত্তিরতুলা।
দ্বিজাস্তং সেবার্থং নিয়ম বিনিযুক্তা অতিথয়ঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৪॥

মহারাজ ক্ষৌণীতিলককমলার্ক ক্ষিতিমণে
দয়ালো ভূপাল দ্বিজকুমুদজাল দ্বিজপতে।
কৃপাপারাবার প্রচুরগুণসার শ্রুতিধর
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৫॥

অয়ে কৃষ্ণ সামিন স্মরসি নহি কিংকালিয়হ্রদং
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং।
যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগ দমনং
সমস্ত মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৬॥

হৃতং বাক্যং যেন প্রচুরবসুনা ক্ষান্তিরতুলা
যতুক্তপ্তোহত্রাহং তব বদসি গঙ্গাম্বু নিকটে।
ত্বদীয়ো গণ্ডূষীকৃতমনুজমণ্ডূক নিকরঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৭॥

জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরলবিলবাসী নতমুখঃ
কুবর্ণো গোকর্ণঃ সবিষবদনো বক্রগমনঃ।
তদাস্যে কিং রাজন্ ক্ষিপসি নিজপোষ্য দ্বিজমিতঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৮॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিষদঃ সুকর্ম্মা

নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্র শর্ম্মা।

এভির্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা

তত্তারয়েৎ সর্পাদ নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা ॥৯॥

———

টীকা

অন্নদামঙ্গল।

—:•:—

প্রথম খণ্ড।

চোরপঞ্চাশৎ।

—০:০—

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সঙ্কটে পড়ে হারাই জীবন।
তথাপি বারেক চিন্তা বিদ্যার কারণ॥
সুবর্ণচম্পকদাম তুল্য রূপ তার।
গৌরাঙ্গ তেমতি শোভা তব তনয়ার॥
অরুণ উদয়ে যেন প্রফুল্লকমল।
বিদ্যার বদন শোভে তেমতি বিমল॥
গৌরদেহে কিবা শোভে কৃষ্ণ লোমাবলি।
সিন্দূরের বিন্দু মাঝে অলকা আবলী॥
যখন শয়ন হৈতে নিদ্রা হয় ভঙ্গ।
কামরসে বিহ্বল লালস হয় অঙ্গ॥
প্রমাদেতে পড়ে আমি পরাণ হারাই।
মুহূর্ত্তেক বিদ্যারূপ চিন্তা করে যাই॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

কনকচম্পকদাম মুদ্রা দক্ষকরে।
আশীর্ব্বাদ বরাভয়যুক্ত সব্যে ধরে॥
যে গুণে বিভব নাম হয়েছে অভয়া।
নিজগুণে কৃপা করি কর মোরে দয়া॥
অগৌরী শব্দেতে মহামেঘপ্রভা জানি।
নীলপদ্ম প্রকাশিত বদন বাখানি॥
শিবের বচনে যোগতন্ত্রমতে বলি।
নাভি দেশে আছে তব নীল লোমাবলী॥
সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন।
তস্যোপরি দিগম্বরী কর আরোহণ॥
কার্ত্তিকের জন্মকালে শুনেছি পরাণে।
উপস্থিত হল কাম শিব সন্নিধানে॥
ভ্রুকুটি লোচনে ভস্ম হইল মদন।
মদন বিহ্বল নাম হইল তখন॥
তাঁহার সহিত যেবা লালসিত অঙ্গ।
প্রমাদেতে পড়ে করি তাঁহার প্রসঙ্গ॥
বিদ্যা নামে দশ মহাবিদ্যার বর্ণনা।
তন্ত্রসারে আগে যাঁরে করেছে গণনা॥

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিং।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি॥ ২॥

চৌরপঞ্চাশৎ।

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি অশেষ ক্লেশ রজ্জুর বন্ধনে।
বিশেষতঃ শরানলে দহিছে মদনে॥
এ তাপ নাশের হেতু সেই সুলোচনা।
নবযৌবনেতে পূর্ণচন্দ্র নিভাননা॥
তাহে উচ্চ স্তনভার গৌরবর্ণ কান্তি।
কামবাণ পীড়িতের সুমঙ্গল শান্তি॥
এখন বারেক যদি পাই দরশন।
সকল শরীরে হয় সুধা বরিষণ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

যেমন আমারে পুর্ব্বে করেছিলে দয়া।
অদ্যাপি সেরূপ যদি দেখি গো অভয়া॥
কিবা রূপ চন্দ্র তুল্য আস্য শোভে যার।
শশিমুখী বলি তেঁই স্তুতি করি তাঁর॥
অরি বলি মহাকালী বীজ প্রকরণে।
চন্দ্রমুখে চন্দ্রবিন্দু তন্ত্রের কথনে॥
উপমার কথা শুন এক মত নয়।
কথন সদৃশ কোথা গুণে গণ্য হয়॥
পুনরপি শ্যামারূপ করে বিবেচনা।
চিরকাল বিদ্যমান নূতন যৌবনা॥
পীন শব্দে উচ্চ আর স্তন শব্দে রব।
বড় ঘোর শব্দযুক্তে বুঝায় ভৈরব॥
অভিধানে গৌর শব্দে শ্বেতবর্ণ কয়।
সেই বর্ণযুক্তে শিব বুঝায় নিশ্চয়॥

সেই দেবকান্ত যার নাম গৌরকান্তি।
কৃপাকরি মাহেশ্বরি মোরে কর শান্তি॥
দেব আদি সবাকার হবে লগে মন।
তাহাতে মন্মথ নাম ধরিল মদন॥
মন্মথের শর করে শব শব্দে নাশ।
হইল মন্মথ শব নামের প্রকাশ॥
সেই নামে শক্তি হয অগ্নিরূপ যাঁর।
এমন শিবের কাছে সদা ক্রীড়া তাঁর॥
সেরূপ সংপ্রতি যদি পাই দরশন।
সুশীতল তনু তবে করি এইক্ষণ॥ ২॥

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং
পশ্যামি পীবরপয়োধরভারখিন্নাং।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্তু-
মুন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টং॥ ৩॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

যে সুখেতে এত কাল সুখী ছিল মন।
অদ্যাপি মরণকালে হতেছে স্মরণ॥
পুনরপি পাই যদি কমললোচনী।
ইহ জন্মমত সাধ সাধিব এখনি॥
কিবা উচ্চ পয়োধরভারে দেহ ক্ষীণ।
তিলেক অন্তরে যারে নাহি ভাবি ভিন॥
সেই উচ্চ কুচ দৃষ্ট হয় এ সময়।
সংপীড়নে সুখী তবে বাহুযুগ হয়॥

তার মুখপদ্মে নিজ মুখ মিশাইয়ে।
পূরাব মনের আশা তার মধু খেয়ে ॥
উন্মত্ত অলিতে বহু করে অন্বেষণ।
সম্মুখেতে পায় যদি কমলকানন ॥
তেমন সে মধুকর হয়ে হর্ষবান।
উদর পূরিয়ে অলি করে মধু পান ॥
তেমতি হারিয়া সক্ত হয় মোর মন।
মরণকালেতে সুধা করিব ভোজন ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

যাঁর লীলা প্রলয়কালে পাষাণ তনয়া।
অদ্যাপি উদয় মনে সে রূপে অভয়া ॥
অবোধ তনয়ে কৃপা করো গো প্রকাশ।
সঙ্কটে অভয় দেহ পাইয়াছি ত্রাস ॥
প্রফুল্ল কমল তুল্য চক্ষু যার জানি।
কমলায়তাক্ষী বলে তাঁহারে বাখানি ॥
কমলা শব্দেতে হয় বিষ্ণুর রমণী।
সেই বিষ্ণু নিজ চক্ষু দিলেন আপনি ॥
দান পায়ে মহাদেব করেন ধারণ।
সে বড় অদ্ভুত কথা কহি সে কারণ ॥
পুরাণেতে উক্ত আছে হর পূজে হরি।
সহস্রেক পদ্ম তাহে নিরূপণ করি ॥
এক দিন হরি ভক্তি পরীক্ষা কারণে।
যোগেশ্বর এক পদ্ম রাখিলা গোপনে ॥

পূজাকালে এক পদ্ম অমিলন হৈল।
উঠায়ে আপন চক্ষু শিবে পূজা কৈল॥
কমলাক্ষ নাম শিব হইল তখনি।
কমলায়তাক্ষী কালী তাঁহার রমণী॥
পীবর শব্দেতে পুষ্ট পয়োধর তাঁর।
মহামেঘ সম প্রভা হইয়াছে যাঁর॥
অদ্য যদি সেইরূপ পাই দরশন।
এ সঙ্কটে হয় তবে সফল জীবন॥
সংপীড়া নামেতে কালী শুন ত্যজি ভ্রম।
যে কালে হইল নাম ক্রমে বলি ক্রম॥
সং শব্দেতে সমুদয় পীড়ার জনন।
সংসার মধ্যেতে করিলেন ত্রিনয়ন॥
তাহাতে সংপীড় নাম ধরে ত্রিপুরারি।
সংপীড়িতা হয় নাম পাষাণকুমারী॥
অ শব্দে বিষ্ণুর নাম পুরাণে বিদিত।
বাহুযুগে চতুর্ভুজ অতি সুশোভিত॥
বিষ্ণুর জননী রূপে যথা বিষ্ণুমুখে।
অতি স্নেহে চুম্বন করিল মহাসুখে॥
বালকের অতিশয় স্নেহের কারণে।
অলি যেন মধুপান করে পদ্মবনে॥
সেইরূপ কৃপা যদি কর গো জননি।
গর্ভধারিণীর রূপ ধর মা আপনি॥ ৩॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গী
মাপাণ্ডুগণ্ডপতিতালককুন্তলাক্ষীং।

প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্তরপাবয়ন্তীং
কণ্ঠাবসক্তমৃতবাহুলতাং স্মরামি ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

নিধুবন শব্দে রতি বিহার বুঝায়।
তাহার যে ক্রম সয়েছেন তারা।
আর এক শোভা তার কিবা মনোহর।
অলকা শোভিছে পাণ্ডু গণ্ডের উপর ॥
তাহাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়িয়াছে কেশ।
কমলেতে ভ্রমে যেন ভ্রমর বিশেষ ॥
তাহার নিকটে কিবা শোভা চমৎকার ॥
খঞ্জন গঞ্জিত আঁখি দেখেছি তাহার ॥
পুনরপি শুন বলি মনের বেদনা।
অনিবার প্রেমরসে ছিল যে যাতনা ॥
বিদ্যার সে রূপ যদি অন্তরেতে আসে।
ছন্ন ছন্ন হলে পাপ পলায় তরাসে ॥
সুকোমল বাহুলতা বদ্ধ ভুজপাশে।
কণ্ঠে অবসক্ত আছি প্রেমের আবাসে ॥
এখন বধিবে যদি জীবন আমার।
সে প্রেমে করহ রাজা আগেতে উদ্ধার ॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর শুন নরপতি।
বিদ্যার স্মরণে আমি স্থির করি মতি ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

অদ্ভুত শৃঙ্গারে যথা নিধুবন জানি।
তাহার যে ক্রম ক্লেশ সহে শূলপাণি ॥

বিপরীত রতাতুর হইয়া মহেশ ।
অধতে পুরুষ উৰ্দ্ধে নারী তেঁহ ক্লেশ ॥
এমন শিবের সহ হয়েছে অৰ্দ্ধাঙ্গী ।
তাহাতে শ্যামার নাম ক্রমানিঃসহাঙ্গী ॥
কিবা কালিকার শোভা উপমা কি দিব ।
পাণ্ডুবৰ্ণ আভা পদতলে পড়ে শিব ॥
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ শবণাভিলাষে ।
আলুয়ে পড়েছে কেশ শ্যামাপদ পাশে ॥
সেই যে পতিত কেশ শিবগণ্ডে শোভে ।
মত্ত অলিগণ যেন ভ্রমে মধুলোভে ॥
ধবল বর্ণেতে কেশ অলকা আবলি ।
সেই কেশ হতে মাকে মুক্তকেশী বলি ॥
শ্বেত কৃষ্ণ মধ্যে দেখ অরুণ বরণ ।
কিবা শোভা হতেছে শিবের ত্রিনয়ন ॥
এমন শিবের নারী হয়েছেন যিনি ।
ইহাতে অলকাবলি কুন্তলাক্ষী তিনি ॥
অন্তরের যত পাপ করেন প্রকাশ ।
সে দেবে আচ্ছন্ন করিছেন রাস ॥
কণ্ঠে আভরণ শব মুণ্ডমালা পরি ।
অবলা হইয়া রামা বিক্রমে কেশরী ॥
অসুরের বাহুলতা কটিতে বিরাজে ।
কিবা শোভা হতেছে কিঙ্কিণী রূপ সাজে ॥ ৪ ॥

অদ্যাপি তাং স্থরতজাগরঘূর্ণমানাং
তির্য্যগ্‌গলত্তরলতারকমাবহন্তীং ।

শৃঙ্গারসারকমালাকররাজহংসীং
ব্রীড়াবনম্রবদনামুরসি স্মরামি ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

যে যাতে অপূর্ব্ব রত সেইত সুরত।
সুরতেতে জাগরণ করে অবিরত ॥
নিদ্রাবশে কামবসে হয়ে পতিপ্রাণা।
এই হেতু সুরত জাগরঘূর্ণমানা ॥
কামোল্লাসে প্রেমরসে হয়ে বিবসনা।
সচঞ্চল ঝলমল সুহাস্য বদনা ॥
সে সময় কিবা তার বদনের শোভা।
গ্রাসমান শশী হেন হয় মধুলোভা ॥
ভালে সিন্দূরের বিন্দু বিজলি খেলায়।
বিমানেতে তারাগণ পতনের প্রায় ॥
কমল শব্দেতে জন্মস্থান পদ্মাকর।
এই হেতু বুঝালেক নাম সরোবর ॥
শৃঙ্গারের সারাৎসার সরোবর মাঝে।
রাজহংসী রূপ ধরে অদ্ভুত বিরাজে ॥
কামিনীস্বভাবধর্ম্ম সলজ্জিতা হয়।
মধুদান দিয়া অধোবদনেতে রয় ॥
আমার হৃদয়ে সেই অদ্যাপি তেমন।
অতুল সঙ্কটে তবু না ভুলিল মন ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

সুরত শব্দেতে জেনো এ সব সংসার।
তাহার সংহাররূপে জাগরণ যার ॥

স্মরতজাগর রূপ ধরেন মহেশ।
তাহার সহিত ক্রীড়া যে করে বিশেষ॥
বিপরীত রতাতুরা হয়েছে শিবানী।
অতিব্যস্তরূপা তেঁই ঘূর্ণমানা জানি॥
বিমানেতে মহামেঘ ঘটা মধ্য ভাগে।
তারাগণ পতন যেমন শোভে আগে॥
বক্র গতি ভ্রমে অতি চপলা যেমন।
সিন্দূর বিন্দুর পাশে শোভিছে চন্দন॥
উপাদান করে সার শৃঙ্গার রসের।
হয়েছে শৃঙ্গারসার নাম মদনের॥
তাহার কমলাকর কান্তি যে শোভার।
সে শোভা বিনাশে প্রভা দেখি হেন যার॥
তথাপি শৃঙ্গারসার করি ত্রিলোচন।
ক্রীড়া পক্ষিরূপা যেবা তাহাতে মগন॥
অকথ্য ঐশ্বর্য্য যার কে করে গণনা।
অশেষ বিশেষ রূপে করে বিবেচনা॥
লজ্জামাত্র লজ্জা পেয়ে করেছে পয়ান।
দিগম্বর নাম তাহে হয়েছে বিধান॥
সেই শিবে অবলম্ব বদন যাহার
এমন শ্যামার পদযুগ করি সার॥ ৫।

অদ্যাপি তাং সুরততাণ্ডবসূত্রধারীং
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং মদনবিহ্বলাঙ্গীং।
তন্বীং বিশালজঘনাং স্তনভারনম্রাং
ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

কন্দর্পের লীলা ছল কত কব আর।
গীত বাদ্য নাট্য আদি নানা রস তার॥
পৌর্ণমাসী শশীমুখী মনোবিহারিণী।
কামরস নর্ত্তনের সূত্র বিধায়িনী॥
স্থূলাকার জঙ্ঘা তার উচ্চ পয়োধর।
সুশোভনা কুঞ্চকেশী মধ্য ক্ষীণতর॥
এইরূপ শুন ভূপ দেখিয়া বিদ্যারে।
আকুল হয়েছে প্রাণ অকুল পাথারে॥
এখন আমাকে কর লক্ষ অপমান।
বিদ্যার কারণে দুঃখ সুখ সম জ্ঞান॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

পুরাণেতে ব্যক্ত আছে ত্রিপুরারি লীলা।
ভ্রূকুটি ভঙ্গিমা করি নৃত্য আরম্ভিলা॥
পদাঘাতে মহী তাতে যায় রসাতল।
ইন্দ্র আদি বিধি বিষ্ণু হইল অবল॥
নর্ত্তনের মূলসূত্র বিধি কয়ে দিয়া।
অচেতন ত্রিভুবন সকলি রাখিয়া॥
তাহাতে আপনি রক্ষা কর ত্রিলোচনী।
ধরিয়া মোহিনী রূপ হরসম্মোহিনী॥
ভালে আসি বসি শশী হৈল দীপ্তকর।
সুশোভনা মধ্য ক্ষীণা পুষ্ট পয়োধর॥
আলুয়ে পড়েছে কেশ আঁপাদ অবধি।
কোটি কামদেব লজ্জা পায় নিরবধি॥

এবেশে মহেশে স্থির করেছে অমনি।
বন্ধুহীনে অকিঞ্চনে তার গো জননি॥
অদ্যাপি আশায় করি শুন মহামায়া।
বিপদে পড়েছি মাগো দেহ পদছায়া॥ ৬॥

অদ্যাপি তাং মসৃণচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গীং
কস্তুরিকাপরিমলেন বিসর্পিগন্ধাং।
অল্পেন্দুরেখপরিশীলিতভালরেখাং
মুগ্ধাতিবামনয়নাং শয়নে স্মরামি॥ ৭॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

সুচারু চন্দন সর্ব্বদেহে লিপ্ত করে।
কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধ আদি যুক্ত পরে॥
চন্দ্রখণ্ড সম রেখা কপালে ভূষণ।
শুভ্র মল্লিকার মাল্য গলেতে শোভন॥
শুক্লবর্ণে সর্ব্বগাত্র রাখে মিশাইয়া।
মুগ্ধবেশে দ্বারদেশে শরণ করিয়া॥
লুকায়ে রাখিল তনু পরম যতনে।
আমাকে দর্শন দিল বহু অন্বেষণে॥
সেই দিন সেইরূপ হল চমৎকার।
অদ্যাপি স্মরণ মনে হয় বারবার॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

এক দিন ভক্তিভাবে পরীক্ষার তরে॥
ছল করি আসিছিলে ছদ্ম বেশ ধরে॥

কালীরূপে ভাবে মোরে সতত কুমার।
অন্যরূপ আজি দেখি কি ভাব তাহার॥
সে দিন যেরূপ মোরে দিলা দরশন।
এ সঙ্কটে সেইরূপ করিয়ে ভাবন॥
এত বলি আর বার করুণা করণ।
কালীপদে কবিতার অর্থ নিরূপণ॥
মেঘ কাদম্বিনী রূপ করিতে উত্যক্ত।
অগুরু চন্দনে দেহ করে শোভা ব্যক্ত॥
কস্তূরী কঙ্কোল আদি লেপন করিয়া।
কেশাদির কৃষ্ণবর্ণ গোপনে রাখিয়া॥
ভালে অর্দ্ধশশী ভাল হইল উদিত।
মালতী শিরীষ পুষ্প দেহেতে ভূষিত॥
শঙ্করের সতত জানিবে সমাচার।
অতিশয় তেঁই আত্ত বাম নাম তাঁর॥
অতিশয় বামে শিবে যাঁহার লোচন।
মর্ম্ম হয় এই বামনয়না লক্ষণ॥
পুনর্ব্বার বলি আর তন্ত্রের লিখন।
সেই শিবোপরি যাঁর হয়েছে শয়ন॥
শিবশক্তি করি ভক্তি ডাকি একবারে।
শয়নে স্মরণ করি তার গো আমারে॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনে মধুপানপাত্রীং
নীঢ়াম্বরাং কৃশতনুং চপলায়তাক্ষীং।
কাশ্মীরকর্দ্দমমৃগনাভিকৃতাঙ্গরাগাং
কর্পূরপুগপরিপূর্ণমুখীং স্মরামি॥ ৮॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

তব কন্যা নিধুবনে শৃঙ্গারের স্থানে।
মধুপানপাত্রী হয়ে তোমে মধুদানে॥
পুনরপি সেই কালে তোমার যে সুতা।
পানে অতি স্বাদুবতী হলো রসযুতা॥
মদনের মত্ত গজ শাসনের তরে।
অপূর্ব্ব অঙ্কুশ চিহ্ন তনু শোভা করে॥
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি বিজলির প্রায়।
মেঘসম শোভা করে কজ্জল তাহায়॥
মৃগনাভি আদি করি সুগন্ধ যাহার।
কর্পূরাদি পূর্ণমুখী সুধার আধার॥
তার মধুপানে মোর না হবে মরণ।
তেঁঞি করি এ শঙ্কটে তাহারে স্মরণ॥ ৮॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

নিধুবন বলি সম শৃঙ্গার বিধান।
মধুপানপাত্রী হয়ে কর অধিষ্ঠান॥
মধুবন ব্যক্ত আছে তন্ত্রের বচনে।
তাহার দৃষ্টান্ত এই শুনেছি শ্রবণে॥
সর্ব্বদেব তেজোময় হন যে সময়।
দেবগণ ভূষণ দিলেন অতিশয়॥
মধুপানপাত্র দিল কুবর যখন।
মহিষমর্দ্দনে মধুপানযুক্ত হন॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে ব্যক্ত সমুদয়।
সেই হেতু মধুপানপাত্রী বলে কয়॥

আশয় আস্বাদনে হইয়া নিসক্ত।
মুখের বাহিরে জিহ্বা করে পরিমুক্ত॥
বরাঙ্গনা সুবদনা পিঙ্গল লোচনা।
কাশ্মীর কন্দল আদি সুগন্ধমোহিণী॥
লবঙ্গ কর্পূর মুখ মিলিত তাম্বূল।
পরিপূর্ণ মুখে আভা হতেছে অতুল॥
সেই মুখশশী চিন্তা করি বারে বারে।
অন্তকালে যেন শ্যামা নিস্তার আমারে॥৮॥

অদ্যাপি তৎক্রমপতন্মদিরাপরাগ-
প্রস্বেদবিন্দু বিততং বদনং প্রিয়ায়াঃ।
অন্তে স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রে
রাহূপরাগ পরিমুক্তমুখং স্মরামি॥ ৯॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

ক্রমে ক্রমে যার সুধা মধু সার
ধরা পতনের শোভা।
যেই ইন্দুকণা শোভে বদনা
চকোরের মনোলোভা॥
রাহুমুক্ত শশী বদন হরষি
লোচনের কি ভঙ্গিমা।
যার দেখা তরে রতি খেদ করে
রূপের নাহিক সীমা॥

এই অন্তকালে যা থাকে কপালে
প্রাণ চায় দেখিবারে।
শুনে নরবর কম্পে কলেবর
রায় ভাবে কালিকারে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

সুধাপানে যত ক্রমাগত তত
হতেছে কত পতন।
ধারা সম করে সুধা বিন্দু ঝরে
ইন্দুখণ্ড সুবদন॥
শরদিন্দু মত সে বদনে কত
কিবা শোভা সুলোচনে।
রতি অভিলাষ করে সর্ব্বনাশ
মহেশে রাখে মোহনে॥
মুখ ইন্দীবর নিন্দি সুধাকর
স্মরণে মরণ যায়।
কাল সম বাম বধে বা আমায়
না দেখি কোন উপায়॥ ৯॥

অদ্যাপি তন্মুখশশী পরিবর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতী মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণেকৃতং কনকপত্রমণালপন্ত্যা॥ ১০॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

মানে মৌনী হয়ে তথা বিরসেতে শশিমুখী
একা বসিয়াছ ক্রোধাগারে।

মান করি অতি ভার ত্যজে নিজ অলঙ্কার
সখীগণ প্রবোধিতে নারে॥
আলুথালু করে কেশ হয়ে অতি ছিন্নবেশ
অর্দ্ধ অঙ্গে আছয়ে বসন।
হয়ে অতি অভিমানী গণ্ডে দিয়া সব্য পাণি
নিশ্বাসছাড়য়ে ঘনেঘন॥
এ বেশে দেখিয়া তায় ভাবি কত ভাবনায়
কখন না দেখি সে এমন।
আমি বলি একি ধনী সেতো নাহি করে ধ্বনি
তাহাতে দুখিত মোর মন॥
যত বলি অপরাধ তত ঘটে পরমাদ
কটাক্ষ দর্শনে নাহি চায়।
হেট করি রহে মুণ্ড বিবৃত হয়েছে তুণ্ড
বিচ্ছেদ অনল জ্বলে তায়॥
আমি নহি অপরাধী মিথ্যা মানে কর বাদী
ক্ষমা কর নিজ দাস বলে।
হলে তবে মতে মত নহে কোন অন্য মত
প্রতিফল তার মত ফলে॥
যার সঙ্গে বার মাস করি একত্রেতে বাস
তার সনে বিরোধে বারেক।
তাহাতে না করে কথা আমি যাব যথা তথা
প্রাতে উঠি ধরি কোন ভেক।
এরূপে কুণ্ঠিত হয়ে সাধিলাম কত কয়ে
মৌনে রয় হয়ে অভিমানী॥

তবে আমি সে সময়ে নাসিকাতে তৃণ লয়ে
হাঁচিলাম বলিবারে বাণী।
মৃৎপতন জন্তু সব জীবতিষ্ঠাঙ্গুলী রব
ব্রহ্মবধ পাপ না বলিলে॥
না কহিল সে বচন ত্যজে ছিল আভরণ
কর্ণফুল কর্ণমূলে দিলে।
দেখিলাম বিধিমতে পতির কল্যাণ মতে
জীব বলা হইল প্রকারে॥
সুবুদ্ধি এরূপ যার তারে মোর পরিহার
কি করিব মান ভাঙ্গিবারে।

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

কৃতাঞ্জলি করে কই নাহি জ্ঞান তোমা বই
ছাড়িলে কি সে সকল মায়া।
বাঞ্ছাকল্পতরু বলে পুত্রেতে সদয় হলে
সে দয়া লুকালে মহামায়া॥
কৃপাদৃষ্টি আমা পানে তখন এ সব স্থানে
মূর্ত্তিভেদ করিলে অশেষ।
এক দিন রাত্রিভাগে শ্মশানে প্রকট আগে
ক্রোধ বেশে করি কৃপালেশ॥
অতিশয় প্রয়োজনে প্রাণপণ আবাহনে
ডাকি গো শ্মশানে হয়ে বাসি।
না আইল শীঘ্রগতি ভ্রান্ত হলো মোর মতি
ক্রোধ কেন পুনরপি আসি॥

তখনি অমনি দেখা ভালে শশি খণ্ড রেখা
কালান্তক বিকট দশন ।
করালবদনী ভীতি পদভরে কাঁপে ক্ষিতি
কোকনদ ছবি ত্রিনয়ন ॥
ভয়ে জ্ঞান পরিহরি ভাবি কি উপায় করি
বিধি হল হার পরিহারে ।
এক যুক্তি সে সময় মনেতে উদয় হয়
আশীর্ব্বাদ লইব প্রকারে ॥
শুনি লোক ব্যবহারে শাস্ত্রমত অনুসারে
যে কর্ম্মেতে জীব বাক্য বলে ।
ক্ষুৎকার করিলে পর না করিলে প্রত্যুত্তর
আশীর্ব্বাদ করিলে মা ছলে ॥
তার মল কথা বলি কর্ণে ছিল যে পুতলি
ভূতলে ত্যজিলে ত্যাগ রাগে ।
পতিত সে শিশুদ্বয় কৃপাদৃষ্টি পুনঃ হয়
উঠায়ে রাখিলা কর্ণভাগে ॥
শিশু সবে দয়া করে দেখাইয়া মায়া পরে
আমাকে করিলা কৃপা শেষে ।
শঙ্কিত হই শঙ্করি এত দিন রক্ষা করি
পরাণ কি হারাব বিদেশে ॥
অদ্যাপি আমার মন না ভুলিবে ও চরণ
যা কর মা তোমার উচিত ।
সুন্দর সুরস ভাষে থাকি কালী পদ আশে
মায়াবশে হয়েছি মোহিত । ১০ ॥

অদ্যাপি তৎকনক কুণ্ডল ঘৃষ্টমাল্যং
তস্যাঃ স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে।
আন্দোলনশ্রমজলস্ফুটসান্দ্রবিন্দু
মুক্তাফল প্রচয়বিচ্ছুরিতং প্রিয়ায়াঃ ॥১॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

এক দিবসের কথা এক দিবসের কথা
তব কন্যা বিপরীত রতে হয়ে রতা।
শুন অপূর্ব্ব কথন শুন অপূর্ব্ব কথন।
রমণ করিল মোরে করি আরোহণ
সে যে ক্ষণেক রমণে সে যে ক্ষণেক রমণে
স্বভাবতঃ নারী জাতি শ্বাস বহে ঘনে॥
দোলে কর্ণের কুণ্ডল দোলে কর্ণের কুণ্ডল।
পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডে যেন চন্দ্রের মণ্ডল॥
শোভা কি কব তাহার শোভা কি কব তাহার।
ললাটে ঘর্ম্মের বিন্দু যেন মুক্তাহার॥
সিঁতি আভরণ তায় সিঁতি আভরণ তায়।
ঘর্ম্মবিন্দু মতি তাহে কিবা শোভা পায়।
অল্প সিন্দূরের বিন্দু অল্প সিন্দূরের বিন্দু।
মুকুতা সহিত শোভে যেন পূর্ণ ইন্দু॥
সেই প্রেয়সীবদন সেই প্রেয়সীবদন।
অদ্যাপি মরণ দিনে করি গো স্মরণ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

আমি নিধনের কালে আমি নিধনের কালে
কালিকা স্মরণ করি যা থাকে কপালে॥

যোগ তন্ত্রেতে শুনেছি যোগ তন্ত্রেতে শুনেছি।
কালিকাপুরাণ মত ধ্যানেতে দেখেছি ॥
যথা পুরুষ প্রকৃতি যথা পুরুষ প্রকৃতি।
পুরুষে উত্থিত নারী রমণ বিকৃতি ॥
বিপরীত রতি কালে বিপরীত রতি কালে।
কিবা শোভা সালঙ্কার সাজিয়াছে ভালে ॥
আরো কর্ণের কুণ্ডল আরো কর্ণের কুণ্ডল।
দোলন দর্পণে মুখ করেছে উজ্জ্বল ॥
কিবা কবরী বন্ধন কিবা কবরী বন্ধন।
মণি মুক্তা যুক্ত তাহে বিবিধ আভরণ ॥
আছে সীমন্ত মাঝারে আছে সীমন্ত মাঝারে।
সিন্দূরের বিন্দু যেন ইন্দু নিন্দিবারে ॥
আর দেখ তার পাশে আর দেখ তার পাশে।
চন্দনের কণা যেন চপলা প্রকাশে ॥
রতি আন্দোলন শ্রমে রতি আন্দোলন শ্রমে।
প্রতিলোমে ঘর্ম্ম দেখা দিল ক্রমে ক্রমে ॥
ভালে অর্দ্ধ খণ্ডশশী ভালে অর্দ্ধ খণ্ডশশী।
ঈষৎ মিশালে ঘর্ম্ম মুক্তাশ্রেণী বসি ॥
দেখি কি কব শোভার দেখি কি কব শোভার ॥
অদ্যাপি জাগিছে সদা অন্তরে আমার ॥
আমি ডাকি অকিঞ্চনে আমি ডাকি অকিঞ্চনে।
করুণা করিয়া রাখ এ ঘোর বন্ধনে ॥ ১১ ॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়ভঙ্গুরদৃষ্টিপাতং
তস্যাঃ স্মরামি পরিবিভ্রমগাত্রভঙ্গং।

বস্ত্রাঞ্চলেন পরিধর্ষি পয়োধরান্তং ।
দন্তচ্ছদং দশনখণ্ডমণ্ডনঞ্চ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থ । বিদ্যাপক্ষে ।

কিবা তার চমৎকার নয়ন ভঙ্গিমা ।
কুটিল ভ্রূকুটি যার দিতে নাই সীমা ॥
সজল জলদ তুল্য কজ্জল তাহায় ।
কন্দর্পের ধনু যেন ভুরু শোভা পায় ॥
দশন কুন্দের পাঁতি ইন্দুর কিরণ ।
নয়নের তারা তাহে হয়েছে মিলন ।
সেই নয়নেতে যেন হয় দৃষ্টিপাত ॥
বল বুদ্ধি হীন হয় যেন অকস্মাৎ ॥
কৃশাঙ্গ কুরঙ্গ যেন শবজালে দ্রবে ।
এক দৃষ্টে চাহি থাকে ব্যাধের উপরে ॥
কে করিতে পারে তার দৃষ্টির বর্ণন ।
যার দৃষ্টিপাতে হয় সাহস ভঞ্জন ॥
পুনর্ব্বার শুন বলি স্বতন্ত্র লক্ষণ ।
যখন করেন তিনি আলস্য মোক্ষণ ।
গাত্র ভঙ্গ হলে হয় তনু দীর্ঘাকার ।
কটি কণ্ঠ জানু ঈষদ্বক্রের আকার ॥
সে কালীন ভুজদ্বয় উর্দ্ধে অবসরে ।
অল্প উন্মীলন চক্ষু পার্শ্ব দৃষ্টি করে ॥
বিরসের তুল্য হয় বদনের ছটা ।
ঘন ঘন উঠে মুখে জৃম্ভণের ঘটা ॥

নাসাগ্রেতে সুদীর্ঘ নিশ্বাস করে গতি।
এলো কেশ শুদ্ধ বেশ মনোহর অতি॥
তৃতীয় সৌন্দর্য্য আর করি বিবরণ।
সুন্দরীকে কিবা শোভা করেছে বসন॥
হেমাদি জড়িত চিত্র বিচিত্র বরণ।
কোটি বিধু ভানু যেন উদিত তখন॥
হৃদিপরে উচ্চ কুচ কাঁচলি উপরে।
বস্ত্রের অঞ্চল তাহে কিবা শোভা করে॥
আর এক স্বভাব স্ত্রীলোকমাত্রে আছে।
তাম্বূল চর্ব্বণ করি দেখে তার পাছে॥
জিহ্বা মোর রক্তবর্ণ কিম্বা আছে ভিন্ন।
খদিরাদি ভোজনের দেখে তার চিহ্ন॥
সে সময় দুই ওষ্ঠ দুই দিকে রয়।
মধ্যদেশে কিবা শোভা করে দন্তচয়॥
সিন্দূর বরণ সব মেঘের মাঝারে।
চন্দ্রের মণ্ডল তাহে লাজে পরিহারে॥
এই চারি শোভা তার করি নিরূপণ।
অদ্যাপি আমার মন করিছে চিন্তন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

কাতরে করুণাময়ি চাহ আমা পানে।
কৃপাসিন্ধু শুকাবে না কণা মাত্র দানে॥
ভবানী ভরসা মাত্র সঙ্কটে এবার।
এ সঙ্কটে ভবজায়া কর গো নিস্তার॥

কিবা চারু শোভা দেহে আছয়ে বিদিত
দিবানিশি সেইরূপ অন্তরে গ্রথিত ॥
প্রণয় শব্দেতে বহু সাহস বাথানি।
তারে ভঙ্গ করে তব দৃষ্টিপাত জানি॥
ঘোরতর ভয়ঙ্কর রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
শশী ভানু কৃশানুকে করেছ সৃজন ॥
প্রজাপতি প্রভৃতি নম্রতা ভাব যাতে।
সুরাসুর সুনির্মূল যেই দৃষ্টিপাতে ॥
সদা সশঙ্কিত প্রভা দর্শনেতে যার।
অন্তকালে সেই দৃষ্টি চিন্তি বারেবার ॥
দনুজদলনে বহু শ্রমযুক্তা হয়ে।
আলস্য ভঞ্জন কর অবকাশ লয়ে ॥
গাত্র ভঙ্গে কি ভঙ্গিমা লাঞ্ছিত চন্দ্রিমা।
ঈষৎ বক্রেতে দেহ রূপ নাহি সীমা ॥
নয়নের কোণে কর কটাক্ষ দর্শন।
পরিভ্রম শ্রমে ভুজ করয়ে ভ্রমণ ॥
চালন সকল তব হয় অলঙ্কার।
তড়িতের প্রায় যেন শোভে চমৎকার ॥
সরোজে বিকট মূর্ত্তি মুখের আভাস।
রিপু বিমোচনে যেন সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ॥
অরুণ উদয় দিকে প্রভা কিবা হয়।
সেই দিগ্বসনে সবে দিগম্বরী কয় ॥
দিগ্বসন বিশেষতঃ হৃদয় উপর।
বস্ত্রের অঞ্চল যেন শোভে মনোহর ॥

আর এক শোভা বড় দেখেছি শ্যামার।
মুখ হৈতে মুক্ত জিহ্বা হয়েছে তাঁহার॥
বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর যেন নব রবি।
নখরেন্দু কুন্দ সম দন্তপাঁতি ছবি॥
কিবা শোভা কালীপদে রক্ত ইন্দীবরে।
মুখেতে সুধার ধারা ধরিছে অধরে॥
দন্তচয় রিপুক্ষয় করে অজস্রয়।
অদ্যাপি চিন্তনে শ্যামা দিবেন অভয়॥ ১২॥

অদ্যাপ্যশোক নবপল্লবরক্তহস্তাং,
মুক্তাফল প্রচয় চুম্বিত চুচকাগ্রাং।
অন্তঃস্মিতেন্দু সিতপাণ্ডুরগণ্ডদেশাং,
তাং বল্লভাং রহসি সম্বলিতাং স্মরামি॥১৩॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

অশোক পল্লব নব সম পাণিতলে।
চুচকাগ্রে শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥
অন্তরে ঈশদ্ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরদের চন্দ্র যেন ত্রিলোক মোহিত॥
নির্জ্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

রুধির খর্পর হস্তে দিবা নিশি যার।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার॥
উচ্চ পয়োধরোপরে বঙ্কিত কাচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী॥
অন্তরে গম্ভীর হাস্য ঈশদ্ধাস্যকালে।
কিরণে আছয় গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে॥
অন্তর জগতে দেখি আলোকে বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে॥
স্ববল্লভ সম্বলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জ্জনে স্মরি তার গো তারিণী॥ ১৩॥

অদ্যাপি তৎ কুসুমরেণু সুগন্ধিমিশ্রং
স্যাস্তং স্মরামি নখরক্ষত লক্ষ্ম তস্যাঃ।
আকৃষ্ট হেমরুচিরাম্বরমুত্থিতায়াঃ
লজ্জাবশাৎকরবৃতং কুটিলং ব্রজন্ত্যাঃ॥ ১৪

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

শুন হে শুন হে বিচ্ছেদ বিরহে।
বসনে বদনি আবৃত কর হে॥
সরমে ভরম জানায় আমারে।
শিশুকালে হলো বড় লাজ তারে॥
কি কব বিভব বসনের কত।
মল্লিকা মালতী আর পুষ্প যত॥

চন্দনে চর্চ্চিত গন্ধিত প্রখরা।
কাঞ্চনের রুচি অতি মনোহরা॥
এমন বসন ললাট হইতে।
ধনী টান দিল মুখ আচ্ছাদিতে॥
বায়ুবেগে আসি ধরে দক্ষ করে।
নখাঘাতে ক্ষত হলো বস্ত্রোপরে॥
চলে ধীরে ধীরে অতি লাজ ভরে।
মুখে বাক্য হরি মৌনব্রত করে॥
মুখপদ্মদেশে নখছিন্ন বাসে।
মাণিকের ছটা যেন ধ্বান্ত নাশে॥
একে প্রেমে জ্বরা অভিমানে ভরা।
তাহে লজ্জা করা শশিকান্তিহরা॥
পদ নাহি চলে চলে শীঘ্রতরে।
দেখে ফিরে ফিরে জ্বলে প্রেমজ্বরে॥
পদযুগভরে রেণু নাহি সরে।
রাজহংস শ্রেণী যেন কেলি করে॥
নীরবেতে ধনী চলে প্রেমভাবে।
অজানত মত যেন চৌর্য্যভাবে॥
বলি শুন ধনি আমি যুড়ি পাণি।
ছাড় ছদ্মবেশ ভাষ রসবাণী॥
শুনে মান বাড়ে আরো দীর্ঘাকারে।
চলে রোষভরে বলে কেবা কারে॥
পরিহার মানি আমি পায়ধরে।
বাধা তার গুণে জীবনের তরে॥

সঙ্কটেতে সদা মনে ভাবি যারে।
এত দুঃখে তবু নাহি ভুলি তারে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

অগো ভদ্রকালি মুণ্ডমালি উমে।
পদতলে শশী ছিন্নমস্তা ধূমে॥
পট্টবস্ত্রপরা রবি দীপ্তিহরা।
মণিমুক্তাগজা নানা চিত্রকরা॥
জিনি সূর্য্যলোকে ঠেকে মৌলী তব।
গুণ নাহি জেনে পদ ভাবে ভব॥
অতি উচ্চতর ধর ভীম কায়া।
ত্রিলোকী বিজয়ী মহামোহ মায়া॥
বাম হস্তে ধৃত শবমুণ্ড নত।
হয়ে আন্দোলিত নখচিহ্ন ক্ষত॥
শ্মশানেতে সদা গীতসক্ত রত।
কর দৈত্য কত অনায়াসে হত॥
হয়ে লজ্জাযুত আছে মোর মতি।
নাহি শক্তি কিছু করিবারে নতি॥
রতি সঙ্গ করে বাধা যুগ্ম করে।
মোরে চোর করে শেষে প্রাণ হরে॥
ক্রিয়াদোষী আমি পড়ি চৌর্যদোষে।
নাহি কোন গতি অতি ভূপ রোষে॥
তবে আছে শুন তন্ত্রসারে জানা।
বিনা মাতৃযোনি নাহি যাব মানা॥

সে যে অথ আর লেখে তন্ত্রসার।
যোগিমতে মত নাহি ব্যবহার॥
শ্যামা লজ্জা বীজে আছ তার মাঝে।
যদি মন মজে সেই মন্ত্ররাজে॥
কর মোরে দয়া ভবে যোগমায়া।
পদযুগছায়া দিবে ভবজায়া॥
করি সেই আশা বর্দ্ধমানে আসা।
মুখে কালী বিনা নাহি অন্য ভাষা॥ ১৪॥

অদ্যাপি তাং কজ্জললোলনেত্রাং
পৃথ্বীং প্রভিন্নকুসুমাকুলকেশপাশাং।
সিন্দূরবিন্দুকৃতমৌক্তিকচক্রমিশ্রাং
প্রাবন্ধ হেমকটিকাং রহসি স্মরামি॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

কজ্জল কিরণে শোভা করেছে নয়ন।
মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ॥
কেশ তার ক্ষিতিতলে হইয়া পতন।
অলিগণ ভ্রমে যেন করিছে ভ্রমণ॥
অরুণ উদয় যেন হতেছে আকাশে।
এলো কেশ মধ্যে ভালে সিন্দূর প্রকাশে॥
বিমানে বিদ্যুতে যথা হয় চমকিত।
হেমচন্দ্রহারে তার নিতম্ব শোভিত॥
সুকোমল দেহে কিবা শোভে আভরণ।
অদ্যাপি তাহার লাগি চিন্তা করে মন॥

ত্যজে সব ধর্ম্ম কর্ম্ম সদা ভাবি মনে।
দিবানিশি সেই রূপ ভাবি হে গোপনে॥

অস্যার্থঃ। কালীপক্ষে।

কালিকা খর্পরধরা কজ্জলনয়নী।
পৃষ্ঠদেশ ব্যাপ্ত কেশ পরশে অবনী॥
কপালেতে কিবা শোভা সিন্দূরের বিন্দু।
দশদিক্ করে আলো পৌর্ণমাসী ইন্দু॥
কাঞ্চন কিঙ্কিণী কটিদেশ শোভাকর।
অদ্যাপি সে রূপ আমি ভাব নিরন্তর॥
আলোকে অচিন্ত্যরূপ দেখি নিরবধি।
ঘুচাইল বিধি বুঝি তাহা অদ্যাবধি॥
তবু যেন অন্তে সেই রূপ হয় প্রাপ্ত।
পঞ্চদশ শ্লোক অর্থ হইল সমাপ্ত॥ ১৫॥

অদ্যাপি তাং ধবলবেশ্মনি রত্নদীপং
মালাময়ূখ পটলৈর্গলিতান্ধকারাং।
সুপ্তোত্থিতাং রহসি হাস্যমুখীং প্রসন্নাং
লজ্জাভয়ার্দ্রনয়নাং পরিচিন্তয়ামি॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

প্রজ্জ্বলিত স্বর্ণদীপ অট্টালিকা মাঝে।
অন্ধকার ধ্বংস করে অদ্ভূত বিরাজে॥
তাহার সমান শোভা তোমার কন্যার।
বিদ্যার রূপের কথা কহা কিছু ভার॥

সুমুখী শয়নে যদি থাকেন নীরবে।
অভিপ্রায় নাহি হয় না জানি কে হবে॥
সুপ্রসন্না হাস্যমুখী প্রফুল্লবদনা।
লজ্জাভরে আর্দ্র হয়ে ললিত নয়না॥
তন্ত্র মন্ত্র জপ যজ্ঞ পূজা যেইরূপ।
সত্য কথা কহি রাজা নহি অন্যরূপ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

ধবল শব্দেতে শুভ্র অভিধানে জানি।
তাহাতে ধবল নাম ধরে শূলপাণি॥
রজত পর্ব্বত আভা ধ্যানেতে বাখানে।
তাহার বসতি হয় নিয়ত শ্মশানে॥
শিবের সহিত বাস করে কাত্যায়নী।
তেঁই তাঁর চিন্তা করি ধবলবেশ্মনি॥
সুবর্ণের দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হলে।
তিমির বিনাশ যেন রবির মণ্ডলে॥
হৃদিপদ্ম মাঝে থাকি চৈতন্যরূপিণী।
অশেষ তিমির নাশে মহেশমোহিনী॥
শয়নে আছেন শিব তাহে ত্রিলোচনা।
প্রসন্নবদনা কালী ভৈরবী ভীষণা॥
লজ্জা যাতে লজ্জা পায়ে পরিহার মানে।
লজ্জাভার নাম ধরে তন্ত্রের বিধানে॥
লজ্জাভরে শিব হেরে আর্দ্রতনয়না।
কালিকাকে বুঝা যায় দেখ বিবেচনা॥

এমন জননী যার আছেন ভুবনে।
নিজ দাসে দুঃখ তিনি দেখেন কেমনে॥
কৃপা করি যদি মা বন্ধন দেহ মুক্তি।
দেশে চলে যাই কালী কালী করি উক্তি॥ ১৬॥

অদ্যাপি তাং গলিতবন্ধনকেশপাশাং
শ্রুতগ্রন্থ তাং স্মিতসুধামধুরাধিরোষ্ঠীং।
পীনোন্নত স্তনযুগোপরিচারু চুম্বন্ম-
ক্তাবলিং রহসি পদ্মমুখীং স্মরামি॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

কুঞ্চকেশ শোভা করে ত্যজিয়া বন্ধন।
পুরাণাদি গ্রন্থ যার শুনেছে শ্রবণ॥
সমুদ্রমন্থন সুধা অধিকতা পায়।
দুই ওষ্ঠ আছে অতি মধুরতা তায়॥
মুক্তাবলী শোভে পুষ্ট পয়োধরোপরি।
কমলনয়নী বিদ্যা বিপদেতে স্মরি॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

অভয়াচরণে কিছু করি নিবেদন
যে চরণ মহিমা জানেন ত্রিলোচন॥
বিধি বিষ্ণু আদি যাকে সর্ব্বদা ধ্যায়ায়।
বেদান্ত বেদেতে যাঁর মহিমা জানায়॥
ও পদ পাবার লাগি করিয়া যতন।
মস্তক হইতে কেশ ত্যজিল বন্ধন॥

গলিত বন্ধন কেশ হয়েছে ভূষণ।
আগম নিগম গ্রন্থ তোমার শ্রবণ॥
সর্ব্ব বিদ্যাময়ী তুমি পুরাণেতে কয়।
সেই হেতু গ্রন্থ যত তব কর্ণ হয়॥
সুধাধারা রসে আদ ওষ্ঠ হয় যার।
বদন মাঝারে আছে সুমধুর সার॥
উচ্চ কুচযুগোপরে শোভে মতিহার।
ললিত নয়নী কালী চিন্তি বারেবার॥ ১৭॥

অদ্যাপি তাং বিরহবহ্নিনিপীড়িতাঙ্গীং
তন্বীং কুরঙ্গনয়নাং সুরতৈকপাত্রীং।
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমাবহন্তীং তাং
তাং রাজহংসগমনাং সুদতীং স্মরামি॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

বিরহ অনল সব সকলেতে বলে।
অধিকতা গুণ আছে বিরহ অনলে॥
অনল প্রবেশে ভস্ম করে একেবারে।
তখনি তদন্ত হয় নিস্তারে তাহারে॥
বাড়বানলের মত বিরহ আগুণ।
তার সনে চিন্তানল বাড়য়ে দ্বিগুণ॥
চিন্তানলে ক্ষুধানল অনুগত হয়ে।
প্রভাকরে একেবারে একত্তরে রয়ে॥
এমন যখন যার কি কব তুলনা।
যে জান ইহার ভাব কর বিবেচনা॥

বিরহ বহ্নিতে যার পীড়িত শরীর।
সে তাপ নিবারি যেবা করয়ে সুস্থির॥
তনু কৃশা মধ্যক্ষীণা বিশালনয়না।
মোর মনে যার আর না দেখি তুলনা॥
নানা চিত্র বিচিত্র মণ্ডল প্রভা যার।
রাজহংস মত গতি হইয়াছে তার॥
শতদল পদ্ম মাঝে সক্ষদল সাজে।
বিদ্যামুখপদ্মে দন্ত তেমতি বিরাজে॥
যে দেখেছি বারবার না ভুলি তিলেক।
অদ্যাপি স্মরণ যেন পাষাণের রেখ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

বিরহ অনল রূপ হতেছে মদন।
তাহার পীড়নকর্ত্তা দেব ত্রিলোচন॥
সে দেব সর্ব্বদা যার অঙ্গ শোভা করে।
এমন শ্যামার পদ চিন্তিত অন্তরে॥
গুরু ভার জঘনেতে ক্ষীণ দেহ তার।
সভৈরব ঘোর ভাষা মুখে শোভা পায়॥
বিচিত্র মণ্ডল শোভা কুরঙ্গনয়না।
গমনেতে দেখ রাজহংসের তুলনা॥
রাজহংস গমনের অর্থ শুন আর।
সংক্ষেপে গোপন অর্থ লেখে তন্ত্রসার॥
ভূতশুদ্ধি সময়ে জানিবে ব্রহ্মপুরে।
সহস্র কমল দল কর্ণিকা ভিতরে॥

চতুর্থ বিংশতি তত্ত্ব করিয়া স্থাপন।
সর্ব্ব দেহ ভস্মরাশি করিলে তখন॥
পুনর্ব্বার সেই দেহ করিয়া নির্ম্মাণ।
যে মন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত কর প্রাণ॥
সেই যে মন্ত্রের নাম শুনি রাজহংস।
অধিষ্ঠাত্রী রূপেতে বিরাজে যেই অংশ॥
সর্ব্ব জীবে গতি উক্ত মন্ত্র আরোহণা।
অতএব কালী রাজহংস সুগমনা॥
দিবা নিশি স্নিগ্ধ রস করেন ভোজন।
সে রসে মগন থাকে সতত দশন॥
তাই কালী পুরাণে শীতল দন্ত কয়।
মতান্তরে আর কিছু শুনেছি নিশ্চয়॥
রুধির সংযোগ আর কৃষ্ণ রেখা লেশ।
শ্বেতবর্ণ দন্তে কিবা হয়েছে সুবেশ॥
মতান্তে দন্তুরা বলি শ্যামকে বর্ণনে।
সেইরূপ ধ্যান করি অদ্যাপি স্মরণে॥ ১৮॥

অদ্যাপি তাং বিহসিতাং কুচভারনম্রাং
মুক্তাকলাপবিমলীকৃতকণ্ঠদেশাং।
তৎকেলিমন্দিরগতাং কুসুমায়ুধস্য
কান্তাং স্মরামি রুচিরোজ্জ্বলধূমকেতুং॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

অতি হাস্যমুখী বিদ্যা প্রসন্ন বদনী।
উচ্চ কুচ ভারে সদা নম্র সেই ধনী॥

মতিহার শোভা যার করে কণ্ঠ দেশে ।
প্রভাকর কণ্ঠে যেন নির্ম্মলতা বেশে ॥
শয়ন মন্দিরে দেখি শোভা অতিশয় ।
রতিকেলিস্থল বলি সদা ভ্রম হয় ॥
শ্বেতবর্ণ আভা তার চপলা প্রকাশে ।
ধূমকেতু হয় যেন উজ্জ্বল আকাশে ॥
এমন সুন্দরী মোর বিবাহিতা নারী ।
সঙ্কটেতে পড়ে আমি চিন্তা করি তারি ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালীপক্ষে ।

দেবদেব বরে ইন্দ্র হল বেত্রাসুর ।
স্বর্গ হতে দেবাদিকে করিলেক দূর ॥
মর্ত্তে আসি দেবদেবী করেন ভ্রমণ ।
শিববীর্য্যে সন্তানের উৎপত্তি কারণ ॥
ঘোর তাপে তখন আছেন ত্রিলোচন ।
কিরূপে হইবে তাঁর তপস্যা ভঞ্জন ॥
যুক্তি সার করি কাম গেলেন তথায় ॥
কোপ দৃষ্টিপাতে তিনি হন ভস্মকায় ।
মদনমন্দিরে রতি বসি একা রয় ।
লোকমুখে শুনে কাম হৈল ভস্মময় ॥
আকুলা হইলা অতি ধৈরয না ধরে ।
কোথা গেলে প্রাণনাথ রতি প্রাণে মরে ॥
উচ্চরবে ডাকে তবে অভীষ্টদেবতা ।
আত্মকার্য্য সাধিয়া ঘুচালে পতিব্রতা ॥

রতির রোদন বড় শুনি ভগবতী।
তৎ কেলিমন্দিরে কালী করিলেন গতি॥
রতির প্রণামে তুষ্ট হইলেন অতি।
কিছুকাল থাক তুমি পাবে নিজ পতি॥
বহুকাল হয়ে থাক সাবিত্রী সমান।
আশীর্ব্বাদ করি শ্যামা হন অন্তর্দ্ধান॥
মুক্ত জিহ্বা হয়ে রতি করিছে বিনয়।
কপাল ভেঙ্গেছে মোর শুন পরিচয়॥
ত্রিলোচন কোপানলে মারা গেছে মার।
এখন কি হবে বল কার শক্তি সার॥
দয়া করি দয়াময়ি বরদাত্রী হলে।
অনঙ্গরূপেতে কাম রাখিল কুশলে॥
শব্দার্থ প্রমাণ অর্থ এই পুরাণেতে।
ইহার গোপন অর্থ আছে গোপনেতে॥
বীজমাত্র আছে যত জাগ্রতরূপিণী।
তদ্রূপে বসতি তাতে করগো তারিণী॥
বীজনাম ধর তুমি জীবে দিতে জ্ঞান।
কামবীজে সদা তুমি কর অধিষ্ঠান॥
সেই হেতু কামকেলি মন্দির সঙ্গতা।
তদ্বীজের উদ্ধারের কহি কিছু কথা॥
কুসুম শব্দের আদি বর্ণ বিবরণ।
নাদবিন্দু যুক্ত হলে বীজের কারণ॥
রতিবাসে গমনের কি বর্ণিব আর।
কণ্ঠদেশে কিবা শোভা করে মুক্তাহার॥

কুচকুম্ভ ভরে নম্র কিঞ্চিৎ জানায়।
সুপ্রসঙ্গে হাস্যমুখী বিহার তাহায়॥
কান্তা শব্দে নারী মাত্র বলে অভিধানে।
মার্কণ্ডেয় পরাণেত বিশেষ বাখানে॥
ত্রিজগতে আছে যত সমস্ত প্রকৃতি।
সকলে বলিছে তুমি শক্তি একাকৃতি॥
আর এক শুনিয়াছি কালিকাপুরাণে।
ধূম্রবর্ণ বহু শোভা করিছে নিশানে॥
স্থানে স্থানে বহুরূপা কামরূপা কালী।
অদ্যাপি সঙ্কটে ত্রাণ কর মুণ্ডমালী॥ ১৯॥

অদ্যাপি চাটুবচনোল্লসিতাস্মিতূর্ণং
তস্যাঃ স্মরামি সুরতক্রমবিহ্বলায়াঃ।
অব্যাজনিস্তিমিতকাতর কাকুকণ্ঠ
সংকীর্ণবর্ণরুচিরং বদনং প্রিয়ায়াঃ॥ ২০॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

কামেতে বিহ্বল রয়ে সুশোভন রত হয়ে
সম্ভোগ দিলেন নৃপসুতা।
মদনে হরেছে জ্ঞান না দেখিয়া অনুষ্ঠান
সহে ক্লেশ হয়ে দুঃখযুতা॥
মিথ্যা বাক্য প্রিয় করে শুনিয়া উল্লাস ভরে
যথা হয় সুহাস্যবদন।

তেমতি ছিল বয়ান ক্লেশ পেয়ে হল ম্লান
শুন বলি উপমা যেমন ॥
অকস্মাৎ মেঘ রব শুনিয়া সভয় সব
বজ্রাঘাতে মরিবার তরে।
হইয়া ব্যাকুল মনে স্থানে স্থানে পলায়নে
পরস্পরে কাকুবাদ করে ॥
কেহ হয়ে গলাগলি শ্রীহরির নামাবলী
স্মরণ করিছে একেবারে।
কেহ কহে রাম রাম কেহ বা জৈমিনি নাম
কেহ ভজে ইষ্ট দেবতারে ॥
সবে জান সে সময় বদন যেমন হয়
তদ্রূপ বিদ্যার মুখ মসি।
যেমন আকাশে আসি পেযে রাহু পৌর্ণমাসী
গ্রাসিতেছে যেন পূর্ণশশী ॥
মনে হলে সেই মুখ অদ্যাপি বিদরে বুক
দেখা হলে করি উপকার।
ইহ জনমের মত মনে রৈল শত শত
বিধিকৃত না হল আমার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

শিব উক্তি তন্ত্রসার ধ্যানেতে প্রকাশ তার
বিপরীত রতাতুরা বলে।
সুরত শব্দেতে শিব কি তার উপমা দিব
সম্ভোগ করিলে কিবা ছলে ॥

সম্ভোগেতে বহু সুখী পরে হলে ম্লানমুখী
সে সুখের নাহিক তুলনা।
ঈষৎ যে ছিল হাস ক্লেশে কে করিল নাশ
হলে যেন বিরস বদনা॥
ভূমিকম্পে উল্কাপাতে কিম্বা দেখি বজ্রাঘাতে
ম্লান মুখ যেন হয় প্রাণী।
সে ভাব কে জানে আর কেবল সে সারাৎসার
সে হয় জানেন শূলপাণি॥
দেখিবারে সে বদন অদ্যাপি আমার মন
মরণেতে চিন্তা সদা করি।
যদি না নিস্তার তারা নিস্তারিণী ভবদারা
নামের গুণেতে ভবে তরি॥
অপাঙ্গে বারেক তারা দেখ চায়ে ভবদারা
তব দাস মশানেতে মরে।
শুনিয়াছি বেদাগমে কাল নাহি কোন ক্রমে
কালী নামে ভবসিন্ধু তরে॥ ২০॥

অদ্যাপি তাং সুরতঘূর্ণনিমীলিতাক্ষীং
স্রস্তাঙ্গযষ্টিবসনং কুশকেশনম্রাং।
শৃঙ্গারবারিকমলাম্বুজরাজহংসীং
জন্মান্তরে নিধুবনেঽপ্যনুচিন্তয়ামি॥ ২১

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

কামরসে উন্মীলন ঘূর্ণিত নয়ন।
কুশের সদৃশ কেশ জলদ বরণ॥

শৃঙ্গারের জল মধ্যে কমল মাঝারে।
রাজহংসী রাজহংস যেমন বিহারে॥
হাতে নিধি দিয়া বিধি ঘুচালে আমারে।
দেহান্তরে নিধুবনে লইব তাহারে॥
সে শরীরে মন প্রাণ করে সমর্পণ।
দণ্ডচারী আসি যেন করিয়া ভ্রমণ॥
অদ্যাপি আমার মনে সেই মুখ শশী।
জন্মান্তরে মম আশা পুরাইব বসি॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

পাষাণনন্দিনা তুমি হয়েছ পাষাণী।
তথাপি জননী বিনা আর নাহি জানি॥
জন্মের যে অন্তকাল মৃত্যু বলি তাকে।
তদবধি রমণের অভিলাষ থাকে॥
অতএব জন্মান্তর শব্দে নিধুবন।
শিবের সহিত যথা করেন ক্রীড়ন॥
সুরত শব্দেতে জেনো দেব ত্রিলোচন।
তাতে নিমীলিত যাঁর ঘূর্ণিত নয়ন॥
কু শব্দে পৃথিবী তাতে করিয়া শয়ন।
কুশ ইতি নাম শিবে হল নিরূপণ॥
তদুপরি দিগম্বরী হইয়া মগন।
পদতলে শিব অঙ্গে কেশের পতন॥
শৃঙ্গ শব্দে পর্বতের শিঙ্গা বলে যাকে।
তাতে রব করে শব সদা মুখে থাকে॥

তাহাতে শৃঙ্গার রব হয় তাঁর নাম।
সে দেবের অরি হইয়াছে যেন কাম॥
তাহার ক্রীড়ন স্থান হৃদিপদ্মে সাজে।
তাহে রাজহংসী রূপা কালিকা বিরাজে॥
অদ্যাপি শ্যামার পদ চিন্তা করি সার।
এঘোর সঙ্কটে কালী কর গো নিস্তার॥ ২১॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীং মৃগশাবকাক্ষীং
পীয়ুষপূর্ণকুচকুম্ভযুগং বহন্তীং।
পশ্যাম্যহং যদি পুনর্দিবসাবসানে
স্বর্গাপবর্গ নবরাজ্য সুখং ত্যজামি॥ ২২

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

প্রাণের অধিক প্রিয়ে মোর প্রণয়িনী।
মৃগসার মত চক্ষু খঞ্জরীট জিনি॥
পীয়ূষ পূর্ণিত কুচকুম্ভ বিধায়িনী।
এমন সময় যদি দেখা দেন তিনি॥
যদি বা দর্শন পাই দিবসাবসানে।
স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সব ত্যজি তুচ্ছ জ্ঞানে॥
অদ্যাপি আমার মনে হতেছে বাসনা।
সতত বিদ্যার লাগি করিছে কামনা॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

অতি স্নেহ শব্দকে প্রণয় করে বলে।
প্রণয় জননী তাই প্রণয়িনী হলে॥

কুরঙ্গ নয়না কালী ব্রহ্মাণ্ডকারিণী।
সুধাপরিপূর্ণ কুচকুম্ভ বিধারিনী॥
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন।
স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সুখে নাহি প্রয়োজন॥
অদ্যাপি আমার মনে না হয় সংশয়।
তারিণীর বাক্য কভু প্রতারণা নয়॥ ২২॥

অদ্যাপি তাং স্তিমিতবস্ত্রমিবাবলগ্নং,
প্রৌঢ়প্রতাপমদনানলতপ্তদেহাং।
বালাং মদেকশরণামনুকম্পনীয়াং
প্রাণাধিকাং ক্ষণমহং নহি বিস্মরামি॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

প্রবল প্রতাপ রাখে মদন অনল।
তার দেহ প্রভাবে না হয় সুশীতল॥
সে অনলে তপ্ত হয়ে রাজার নন্দিনী।
আমার দেহের তাপ নাশে বিনোদিনী॥
স্নিগ্ধ হয়ে দেহ যেন জল মধ্যে থাকে।
বিদ্যার উলঙ্গ দেহ তেমতি আমাকে॥
অতুলনা নিরুপমা কি বলিব আর।
যাহার তুলনা দিতে সংসারেতে ভার॥
প্রাণের অধিক প্রিয়া দয়াযুক্তা তায়।
ক্ষণে ক্ষণে বিস্মরণে মরি হায় হায়॥ ২৩॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

ত্রিজগৎ তপ্তকারী হয় যে মদন।
তার দহ তপ্ত করে দেব ত্রিলোচন॥
সে দেহেতে দেব যার নগ্ন হয়ে রয়।
তাহার রূপের আর শুন পরিচয়॥
স্তিমিত শব্দেতে সন্ধ বস্তু উপাসনে।
কৃত্তিবাসে দিগম্বর শোভে ত্রিভুবনে॥
তাহার কামিনী হয়ে সে বসন পরে।
দিগম্বরী নাম তাঁর সংসার ভিতরে॥
অদ্বিতীয় দয়াময়ী প্রাণের ঈশ্বরী।
ক্ষণমাত্র আমি যেন নাহিক বিস্মরি॥
অদ্যাপি আমার মন করিছে ঘোষণ।
প্রাণ বিমোচনে যেন পাই ও চরণ॥ ২৩॥

অদ্যাপি তাং ক্ষিতিতলে বরকামিনীনাং
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতয়া প্রথমৈক রেখাং।
সংসার নাটকরসোত্তমরত্নপাত্রীং
কান্তাং স্মরামি কুসুমায়ুধবাণশিখাং॥ ২৪।

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

ক্ষিতিতলে পৃথিবীতে যতেক সুন্দরী।
একে একে সবজনে গণনাকে করি॥
বিদ্যার নামেতে রেখা পড়ে অগ্রভাগে।
সে কথা সর্ব্বদা মোর হৃদি মাঝে জাগে॥

সংসারের মধ্যে নিত্য নৃত্যকারী হয়ে।
নর্ত্তন করেন সব হৃদি মাঝে রয়ে॥
সংসার নাটক তাই কন্দর্প বুঝায়।
তাহাতে উত্তম রস হয় অভিপ্রায়॥
যে রসে মোহিত হয় দেবাদি দানব।
পশু পক্ষী কীট আর পতঙ্গ মানব॥
সেই রস ধারণের সুবর্ণের পাত্র।
সৃজন করিছে বিধি জানি সেই মাত্র॥
পুষ্প ধনু সহ পঞ্চবাণ অনুপম।
কুসুম আয়ুধ বলে মদনের নাম॥
সেই বাণাঘাতে খিন্ন দেহ হয় যার।
এমন কান্তাকে সদা স্মরণ আমার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

ক্ষিতি যার তলে আছে সেই স্বর্গ হয়।
ক্ষিতিতল শব্দে তাই স্বর্গকে নিশ্চয়॥
ক্ষিতির তলেতে আছে রসাতল জানি।
ক্ষিতিতল বলে তাতে পাতাল বাখানি॥
স্বাভাবতঃ ভূমণ্ডল বলে ক্ষিতিতলে।
ত্রিভুবন বোধ হয় ক্ষিতিতল বলে॥
এক দিন দেবগণ সকলেতে মিলে।
ত্রিভুবন মধ্যে যত সুন্দরী গণিলে॥
ক্রমে ক্রমে একে একে রেখা পাত করে।
প্রথম রেখাতে আগে কালী নাম ধরে॥

তার পর আর যত করে নিরূপণ।
পুরাণে লিখেছে আমি করেছি শ্রবণ॥
আর এক শুন বলি শঙ্করের লীলা।
উল্লাসিত হয়ে নৃত্য আরম্ভ করিলা॥
পদাঘাতে মহী তাহে করে টল মল।
গেল গেল শব্দ হলো যায় রসাতল॥
বাহুর পসারে যত স্বর্গলোকে ছিল।
আলু থালু হয়ে কত ভূমিতে পড়িল॥
পুনরপি মোহ যায় স্বর্গ সে আপনি।
জটার তাড়নে কম্প হইল তখনি॥
উত্তর দিকেতে হল দক্ষিণের গতি।
পশ্চিম দিকেতে পূর্ব্ব দিকের বসতি॥
চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়ে পৃথিবীর তলে।
তারাগণ অচেতন কোথা যাব বলে॥
আসুরিকগণ যায় পর্ব্বত গহ্বরে।
অন্য জীব পিতা মাতা বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
পাতালবাসীর বড় ঘটিল প্রমাদ।
শব্দমাত্র শুনে কিন্তু হইল বিষাদ॥
সে দেবে স্থস্থির তুমি করিলে ভবানি।
এ সকল কথা ব্রহ্ম পুরাণেতে জানি॥
সংসার নাটক নাম ধরেন মহেশ।
সে দেহে উত্তম রস আছে যে বিশেষ॥
সে রস ধারণে তুমি সুবর্ণ আধার।
ব্রহ্মপুর মাঝে আমি চিন্তা করি তাঁর॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে লেখে স্বর্ণাধার।
তাহার অন্তরা কথা শুন চমৎকার॥
শুম্ভ আর নিশুম্ভ যে দুই মহাসুর।
শিব বরে যুদ্ধে হরে নিল ইন্দ্রপুর॥
দিক্‌পাল দেবতাগণে দিলে দূর করে।
সূর্য্যাদি দেবত্ব যত সব নিল হরে॥
নিজগণ প্রেরণ করিল স্থানে স্থানে।
ভ্রমণ করিছে বেগে নাহি কারে মানে॥
বনমধ্যে ছিলে তুমি সিংহের উপরে।
সেখানেতে শুম্ভ দূত দেখিল তৎপরে॥
রূপেতে করেছ আলো চমকে ভুবন।
নৃপতির নারী হৈতে বলিল তখন॥
কহিল যে ইন্দ্র মোর বন্ধু রত্ন যোগী।
নারী রত্ন হয়ে হও তাহাকে সম্ভোগী॥
সেই হেতু রত্ন পাত্র বলিবারে পারি।
কান্তা বলি অভিধানে বাখানেছে নারী
অদ্যাপি সে পদে মন মজিয়াছে যার।
তথাপি আমাকে দুখ দেহ বারম্বার॥ ২৪॥

দ্যাপি তাং প্রথমতো বরসুন্দরী মে
াহৈকপাত্র ঘটিতাবনিনাথ পুত্রী।
হে জনা মম বিয়োগ হুতাশতাপান্
াঢ়ং ন শক্যত ইতি প্রতি চিন্তয়ামি॥২৫॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

প্রথম কালেতে সেই প্রেয়সী সুন্দরী
স্থাপন করেছে মোরে সযতন করি॥
নৃপের নন্দিনী তিনি কি বলিতে পারি।
এখন হুতাশে মরি অদর্শনে তারি॥
তথাপিত কিছুকাল থাকিতে জীবন।
জ্বালায় জ্বলিত করে নিশাচরগণ॥
হে হে মহাশয় সব সভাসদ জন।
কোটালিয়া বেটাদিকে করনা বারণ॥
প্রাণে মোর নাহি সহে দেখ সুকুমার।
সকলেতে বলে কয়ে কর না উদ্ধার॥
তোমরা তিলেক যদি কর নিবারণ।
দণ্ড দুই করি আমি বিদ্যার চিন্তন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

বরশব্দে মহাদেব তাঁহার কামিনী।
আগেতে অধিক দয়া করেছ তারিণী॥
গিরিরাজ সুকুমারী বরদাতা হয়ে।
মরণ কালেতে দেখা না দিলে অভয়ে॥
না দেখে হুতাশ তাপে না বাঁচি জীবনে।
দ্বিগুণ অনল জ্বলে কোটাল বচনে॥
নৃপতির কোপানলে দুখিত শরীর।
সভ্যগণ বচনে না হতে দেয় স্থির॥
না সহে প্রাণেতে মোর শুন গো অভয়া।
কি জানি কেমন তুমি ছাড়িয়াছ দয়া॥

ও হে স্বর্গবাসিগণ কার এ নিয়োগ।
আমারে একান্ত কালী হয়েছে বিয়োগ ॥ ২৫ ॥

অদ্যাপি বিস্ময়করী ত্রিদশান্ বিহায়
বুদ্ধির্বলাচ্চলতি তৎ কিমহং করোমি।
জানন্নপি প্রতিমুহূর্ত্তমিবান্তকালে
রুষ্টাতু বল্লভতরে মরি সাতিধীরা ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

সুন্দর কহিছে বড় দেখি বিপরীত।
সতত বুদ্ধি মোর হতেছে বিস্মিত ॥
জেনে শুনে ভাল মন্দ না করে বিচার।
দেবতার প্রতি মতি নাহি থাকে আর ॥
যদি বা বারেক শুভ চিন্তিবারে চায়।
তখনি বিদ্যার পানে ধরে লয়ে যায় ॥
ক্ষণে ক্ষণে পলায়ন করে ঘটে হতে।
কি করিব বারণ না মানে কোন মতে ॥
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে বহু যত্নে পায়।
তার অতি ক্রোধমতি হয়েছে বুঝায় ॥
কোপের কারণ তার করি অনুমান।
গোপনে রোপণ প্রীতি এমতি বিধান ॥
সে যখন জন্মে যেন বিমান হইতে।
বিমান দেখায় সেই প্রকাশ পাইতে ॥

তার জোরে নিত্য যারে আরাধনা করি।
সে কোথা পড়িয়া থাকে অপমানে মরি।
এই যে বিদ্যার দেখি অপমান সার।
গর্ব্বিত ভৎর্সনে তার প্রাণ বাচা ভার॥
প্রাণপণে জ্বালাতন হয়েছে শরীর।
চিন্তানলে বারেবার করিছে অস্থির॥
বাপে মায়ে বন্ধুজনে দিতেছে গঞ্জনা।
ব্যাপিত হইল তার কলঙ্ক লাঞ্ছনা॥
বিধবা হইবে বলে বড় পায় ভয়।
সন্তান করিয়া কোলে বিবাহ বা হয়॥
মরণ না হয় কেন করিনু এমন।
পীরিতের দায়ে ঠেকে ভাবিছে এখন॥
এ সকল ভেবে যদি মোরে দেয় দোষ।
কি জানি আমাকে যদি করে থাকে রোষ

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

মনে মনে করে রায় কালিকা ভজন।
কি করিবে নৃপ দূত কি করে শমন॥
কালীর কিঙ্কর আমি কালী মাত্র জানি।
কালীপদে সমর্পণ আছে মোর প্রাণী॥
কালিকাকৃপার কথা কি বলে বর্ণিব।
শত মুখে কথা নয় আমি কি করিব॥
ক্ষণে ক্ষণে যত আমি আরাধনা করি।
তখনি সেখানে দেখি ত্রিপুরাসুন্দরী॥

করেছেন কত বার আমাকে আপনি।
তব হেতু দেবগণ ত্যজিব এখন॥
দেবগণে আরাধনে পূজা করে ছিল।
মম সন্নিধানে ইষ্ট সাধিতে বসিল॥
এমন সময় তুমি পূজিলে আমায়।
তখনি ত্যজিয়া সব আইনু হেথায়॥
আমাকে এমন দয়া ছিল চিরদিন।
মৃত্যুকালে ত্যজিলেন হয়ে দয়াহীন॥
নির্দ্দয় দেখিয়া বুদ্ধি হতেছে বিস্ময়।
পূর্ব্বমত দয়া মায়া কিছুই কি নয়॥
তাতে অভিপ্রায় হয় করেছেন রোষ।
হলে হতে পারে আমি করেছি মা দোষ॥
ভজনেতে ভঙ্গ দিয়ে প্রেমে ছিল মতি।
ক্ষম অপরাধ মোর হীন বুদ্ধি অতি॥
তাতে এক সন্দেহ হতেছে মোর মনে।
উমা বুঝি ব্রহ্মলোকে স্থিত বা নির্জ্জনে॥
মনের গমন নাই হয় তত দূরে।
শ্যামার কি দোষ আছে আমি আছি দূরে॥
না হবে এমন বুঝি গেছে সেই স্থান।
অবশ্য যতন পায়ে করিয়া সন্ধান॥
শুনেছি যে বুদ্ধি যত সকলি ব্রাহ্মণী।
তাতে অনুগত হয়ে আছে কি অমনি॥
সেই যে আমার বুদ্ধি বড় প্রিয়তরা।
ঘটে হতে গেল যদি হব কিঙ্করা॥

বুদ্ধি ছাড়া হলে হয় পাগলের মত।
তাই সকলের কাছে বলি শত শত॥ ২৬॥

অদ্যাপি তাং গমনমিত্যুদিতাং মদীয়ং
শ্রুত্বৈব ভীতহারিনীশিশুচঞ্চলাক্ষীং।
অত্যাকুলাং বিগলদশ্রুকলাকুলাক্ষীং
সঞ্চিন্তয়ামি গুরুশোকবিনম্রবক্ত্রাং॥ ২৭

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

যেখানে গোপনে আছেন নির্জনে
সেখানেতে লোকে যানে।
সুন্দরের কথা কহিছে সর্ব্বথা
সে কি করে লজ্জা খায়ে
শুনে সমাচার কি বলিব তার
সে যে সহজে অবলা।
শিশু মৃগী সমা নয়ন উপমা
ভীতা আছে সে চঞ্চলা॥
যেন দেখি তারে সাক্ষাতে আমারে
মনেতে উদয় কত।
গুমুরে অন্তরে অশ্রু ধারা ঝরে
মান মুখ অবিরত॥
করে দুঃখ ভোগ অন্তরে বিয়োগ
অধোমুখে বাস রয়।

এমন সুন্দরী তারে চিন্তা করি
মরণে নাহিক ভয়॥
অদ্যাপি আমার এত দুঃখ সার
তথাপি ভাবিছি তায়।
কি করি উপায় প্রয়োজন তায়
বিধি বাদী হল তায়

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

মা হয়ে কখন ত্যজে সুতগণ
এমন না দোষ কারে।
যদি কুসন্তান তথাপি সন্ধান
করেন অবশ্য তারে॥
আমার মরণ শুনে এতক্ষণ
স্নেহের কারণ হয়
আত ক্লেশে থাকি শিশু মুখ আঁখি
নিরবধি চাহে রয়॥
হয়ে শিশু হারা নয়নের ধারা
পড়িছে অবনীতল।
শোকেতে গম্ভীর হইয়া অস্থির
অধোবদনে বিকল॥
আমার এমন সদা হয় মন
সকরুণা দয়াময়ী।
অদ্যাপি আমাকে যদি দয়া থাকে
মরণেতে হব জয়ী॥ ২৭॥

অদ্যাপি বাসগৃহতো ময়ি নিয়মানে
দুর্ব্বারভীষণকরৈর্যমদূতকল্পৈঃ।
কিং কিংতয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে
কর্ত্তুং ন পার্য্যত ইতি ব্যথতে মনো মে ॥২৮॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

এক দিন বিদ্যা সহ শয়ন আগারে।
স্বপন দেখিয়া মরি বিপদপাথারে ॥
সে দিনের স্বপনের কি কব তাহার।
প্রাণ যায় মরি মরি বড়ই বিস্তার ॥
বিবরণ শুন তার শুয়ে আছি সুখে।
দৈবাধীন পদাতিক দেখিনু সম্মুখে ॥
ভয়ঙ্কর বেশে তার ঘূর্ণিত নয়ন।
অসি চর্ম্মধারী আর বিকট দশন ॥
অঙ্গার হইতে আর কাল তার অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে চায় করে ভ্রুকুটি ভ্রূভঙ্গ ॥
কেশের অগ্রেতে মোরে ধরিবারে যায়।
অস্ত্রাঘাত করিবে বুঝিনু অভিপ্রায় ॥
কম্পিত হৃদয়ে আমি ভাবিলাম তবে।
বুঝিলাম এই লোক যমদূত হবে ॥
তবে তারে ভাল করে করি দরশন।
দেখি যেন তার সনে আর কত জন ॥
কেহ বা রক্তের ভার করিয়াছে কাঁধে।
কেহ বা কতেক জনে রাখিয়াছে বাঁধে ॥

কেহ বা প্রাণীর অস্থি করিছে চর্ব্বণ।
কেহ করতালি দিয়া করিছে নর্ত্তন॥
তাহা দেখে প্রাণ মোর অচেতন প্রায়।
উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠি প্রাণ যায় যায়॥
তখনি ধরিয়া মোরে বিদ্যা কোলে করে।
কর্ণে মোর কালী নাম শুনালে তৎপরে॥
ব্যাকুল হইয়া তোষে নানা মত রীতে।
তাহার তুলনা আমি পারি কিসে দিতে॥
তার সমুচিত করা মনেতে আছিল।
না করিতে পারি বড় বেদনা রহিল॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

এক দিন জপকালে বসিয়া শশ্মানে।
বিভীষিকা ভয় পেয়েছিলাম অজ্ঞানে॥
মৃত তুল্য হয়ে যেন শবের আকার।
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আমার॥
মৃত সম দেহ দেখে মাংস খেতে যায়।
যমদূত সম তারা অনিবার তায়॥
সে সকল নিবারণ করিলে তারিণী।
অচেতনে হলে যেন চৈতন্যরূপিণী॥
প্রাণ দান দিলে মোর বহু যতনেতে।
সে দিন করেছ রক্ষা ঘোর বিপদেতে॥
এমন কালীর পদ ভজনা না হয়।
হায় বৃথা দিন হল বিফলেতে ক্ষয়॥

এখন শঙ্করি কিসে হব গো উদ্ধার।
প্রাণ যায় এই দায় কর ভবে পার॥ ২৮॥

অদ্যাপি তাং ক্ষণবিয়োগনিমীলিতাক্ষীং
শঙ্কে পুনর্ব্বহুতয়াম্মতশোকধারাং।
মজ্জীবনধারণকরীং মদনালসাঙ্গীম্
কিম্ ব্রহ্মকেশবহরেঃস্তুদতীং স্মরামি॥২৯॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

ক্ষণমাত্র অদর্শনে মৃতের আকার।
মৃত্যুশোক ধারা রূপা হয়েছে বিদ্যার॥
জীবন ধারণ হেতু সেই সুলোচনা।
হরি হর ব্রহ্ম আদি না করি গণনা॥
বিদ্যার দশন শোভা তুল্য করি কার।
অদ্যাপি সঙ্কটে আমি চিন্তা করি তার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

কি হেতু করুণাময়ি ছাড় সব মায়া।
ক্ষণেক দর্শনাভাবে নাহি থাকে কায়া॥
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ মানি শত কোটি বর্ষ।
হরি হর ত্যজে যারে জেনেছি নিষ্কর্ষ॥
মৃত্যুরূপী মহেশের শোকবিধায়িনী।
কালকূট পানে ভবে নিস্তারকারিণী॥
মম জীব ধারণের হেতু নিস্তারিণী।
সঙ্কটেতে স্মরি তাই তার গো তারিণী॥

অদ্যাপি তাং চলচকোরবিলোলনেত্রাং
শীতাংশুমণ্ডলমুখীং কুটিলাগ্রকেশাং।
মত্তেভকুম্ভসদৃশস্তনভারনম্রাং
বন্ধূকপুষ্পসদৃশোষ্ঠপুটাম্ স্মরামি ॥৩০॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

চকোরের কোমল সদৃশ নেত্র যার।
চন্দ্রের মণ্ডলশোভা মুখেতে বিদ্যার॥
কি শোভা পেয়েছে তাতে কুটিলাগ্র কেশে।
মত্ত গজ কুম্ভ কুচ ভারে নম্রাবেশে॥
যবা পুষ্প সম দুই ওষ্ঠ জানি যার।
এমন বিদ্যাকে মোর পাসরণ ভার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

চকোরনয়নী শ্যামা সুধাংশুবয়ানী।
করিকুম্ভ সম স্তন ভারে নম্রা জানি।
অসুর রুধির ধারা পান নিরন্তর।
ওড়পুষ্প সম ওষ্ঠ উত্তম অধর॥
মৃত্যুকালে সদা তারে চিন্তি বারেবার।
এ দুখ সাগরে তিনি করেন উদ্ধার॥ ৩০॥

অদ্যাপি সা নিশিদিবা হৃদয়ং দুনোতি
পূর্ণেন্দু সুন্দরমুখী মম বল্লভা যা।

লাবণ্যনির্জ্জিতমনো গুরুকামদর্পা।
ভূয়ঃ পুনঃ প্রতিমুহূর্নাবলোকতে যৎ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

যার লাগি দিবা নিশি ধৈর্য্য নাহি ধরে।
পূর্ণশশীমুখী বিনা হৃদয় বিদরে ॥
অতিশয় প্রিয়তরা সম্মোহকারিণী।
পুনঃ পুনঃ কামরসাপেক্ষ নিবারিণী ॥
আশ্বাস সদৃশ যার নিবারণ নাই।
ক্ষণে ক্ষণে সুধা পান পাই যার ঠাঁই ॥
এমন বিদ্যাবে আমি কি করে ভুলিব।
তথাপি স্মরণ করি যতক্ষণ জীব ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

পূর্ণেন্দু সদৃশ মুখী প্রাণের ঈশ্বরী।
দিবা নিশি চিন্তা যাঁর হৃদয়েতে করি ॥
জগত বিজয়ী কামে করি দর্প শেষ।
কাম দর্পহারী নাম হইল মহেশ ॥
তাঁহার রমণী যিনি মমেষ্ট দেবতা।
সেই পদ চিন্তা করি করে তৎপরতা ॥ ৩১ ॥

অদ্যাপি তামরাহতাং মনসা চ নিত্যং
সং চিন্তয়ামি সততং মম জীবিতেশাং।
লাবণ্যভোগনবযৌবনভারসারাং জন্মান্ত-
রেহপি মম সৈব গতির্যথা স্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

যদি থাকি শত কোটি লক্ষ যোজনেতে।
নেত্রের অঞ্জন যেন দেখি নিকটেতে॥
মনের মাঝারে নিত্য অবস্থিত হয়ে।
সকলি সাক্ষাৎ যেন ভোগ দেন রয়ে॥
জন্ম অবসানে মনোযোগ যে সন্ধানে।
সেই ফল দেহান্তরে শুনেছি পুরাণে॥
সেহেতু অধিক চিন্তা বিদ্যা করি সার।
দেহান্তরে সেই গতি হইবে আমার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

অন্তরীক্ষে থাকি না দিলেন দরশন।
মনো মাঝারেতে সদা করি নিরীক্ষণ॥
জীবের জীবন তুল্য আশারূপ তাতে।
সুখ মোক্ষ ভোগদাতা জীবের যাহাতে॥
পরাণ পয়ানকালে কালী বলে যাই।
পুনর্ব্বার দেহে যেন অই গতি পাই॥ ৩২॥

অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজগন্ধলব্ধ
ভ্রম্যদ্দ্বিরেফচয়চুম্বিতগণ্ডদেশাং।
কেশাবধূতকরপল্লব কঙ্কণাঢ্যাং
সংদ্যোতয় ত্যতিরাং স্মরতং মদীয়ং॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ । বিদ্যাপক্ষে

সঙ্কেত বচনে কবি করিছে বর্ণন ।
সহচরী সহিতে বিদ্যার বিবরণ ॥
মলয় পঙ্কজ গন্ধে হয়ে আমোদিত ।
মত্ত অলিকুল সব হইয়া মোহিত ॥
ভ্রমে ভুলে মুখপদ্ম গণ্ডদেশে শোভে ।
সুধারস গন্ধ পায়ে থাক মধুলোভে ॥
গৌর গণ্ডে মধুকর কিবা মনোহর ।
অলকা আবলি যেন হয় শোভাকর ॥
কেশের বিন্যাস যবে করে সখীগণ ।
নব পল্লবেতে হয় কঙ্কণের স্বন ॥
সেই সখীগণ সব কিবা নিরুপমা ।
রম্ভাকে বিজয়ী তারা যেন তিলোত্তমা ॥
মদীরস্বরত চিত্র কঙ্কণের রবে ।
চমৎকার পাইয়াছে বিদ্যার বৈভবে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালীপক্ষে ।

ইন্দ্র আদি পারিজাতে পূজে দেবী যবে ।
পুষ্প হতে মকরন্দ গণ্ডদেশে স্রবে ॥
সেই মধু লোভে গণ্ডে শোভে অলিগণ ।
মলয় পঙ্কজ গন্ধ লোভেতে মগন ॥
আর যত দেবীগণ আছে আবরণ ।
করপল্লবেতে করে জটা নিবন্ধন ॥

যোগিনী যতেক তার কুল্যা আদি যত।
তাদের কঙ্কণ রব চমৎকার মত ॥
আমার হৃদয় তায় স্ফুরিত হইয়া।
আবরণ দেবীগণ সহিত বন্দিয়া ॥ ৩৩ ॥

অদ্যাপি তন্নখপদং স্তনমণ্ডলেষু
দত্তং ময়ৈব মধুপানবিমোহিতেন।
উদ্ভিন্নরোমপুলকৈর্ব্বহুভিঃ সমন্তা-
জ্জাগর্ত্তি রক্ষতি বিলোকয়তি প্রযত্নাৎ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

মদন মোহিত হয়ে মধুপানে মত্ত।
সেই কালে নাহি রয় গুণাগুণ তত্ত্ব ॥
কর প্রদানেতে হল কুচে নখাঘাৎ।
সুখ ভোগ ছাড়ি দেখ দুখ অকস্মাৎ ॥
বিদ্যার শরীরে হল কোপের উদয়।
লোমহর্ষ তন্ত্রে তায় তথা মৌনে রয় ॥
আমার কুকর্ম্ম হতে রসহীন হয়।
দীন হীন স্বভাবেতে থাকিনু নিশ্চয় ॥
সে দুখ বদন মোর হেরে সুলোচনা।
তৎক্ষণে আমার প্রতি করে বিবেচনা ॥
পুনর্ব্বার যতনেতে রক্ষা করে প্রাণ।
সমতা কারল সব ত্যজ্য করে মান ॥

সেই অপরাধ মোর যবে হয় মনে।
যে রূপে বঞ্চনা করি কব কার সনে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

শ্মশানেতে প্রতি দিন জপ করি তাঁর।
উপহার নাহি কিছু মানসোপচার॥
খপদ নামেতে শূন্য তাও নাই দান।
স্তনেতে মণ্ডল কিবা বাক্যের বিধান॥
বিশেষতঃ মধুপানে মত্তরূপ হয়ে।
পূজার নৈবেদ্য বিধি কেবা আনে লয়ে॥
তন্ত্রের লিখন আছে যে যার পূজক।
তাঁর প্রসাদেতে সে যে অবশ্য সূচক॥
অতএব দেখি পূজা ভক্ষ্যহীন হয়ে।
কুপিত করুণাময়ী অবোধ তনয়ে॥
দেহে লোমাবলি যত ঊর্দ্ধমুখ হয়।
করিয়ে অনেক স্তুতি দয়া উপজয়॥
করিলা আমারে রক্ষা অনেক যতনে।
অদ্যাপি স্মরণ মোর অভয়া চরণে॥

অদ্যাপি সা শশিমুখী কৃতরাগভারা
সোচ্চৈর্ব্বচঃ প্রতিদাদাতি যদৈব নক্তং।
চুম্বামি রোদিমি ভৃশং পতিতোস্মি পাদে
দাসস্তব প্রিয়তমে ভজ মাং স্মরামি॥৩৫॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

একদিন দিবসেতে বিদ্যা নিজ মন্দিরেতে
শয়নে ছিলেন রসবতী।
নিশি করে জাগরণ রতি রঙ্গ ক্লেশ মন
ঘোর নিদ্রা পেয়েছেন অতি॥
সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে আমি উপস্থিত গিয়ে
একাকী শয়নে দেখে তারে।
কাছে নাই দাসীগণ নিদ্রাবশে বিবসন
হস্ত পদ পালঙ্কে পসারে॥
সেরূপে হরিল মন দেখিলাম অচেতন
মদনের যাগ আরাম্ভনু।
নিদ্রাবশে রতি রঙ্গে সুখেতে পরম রঙ্গে
শেষে কিছু লজ্জিত হইনু॥
রতি রঙ্গ রাগভরে নিদ্রা হতে উঠে পরে
রাগে করে গর্ব্বিত ভৎর্সন।
দেখি কোপে কম্পবান ত্যজিলাম সেই স্থান
সিঁদপথে করিনু গমন॥
পুনরপি রাত্রিযোগে আইলাম কোন যোগে
তবু দেখি তেমতি কুপিত।
পায়ে পড়ি দাস মত রোদন করিনু কত
প্রিয়তমা না ছাড়ে নিশ্চিত॥
চুম্বনাদি আলিঙ্গন কত মান বিমর্দ্দন
ধরিলাম না হয় গণন।

তবে বিধুমুখী তায় আহা মরি হায় হায়
অদ্যাপিও হয় যে স্মরণ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

একদিন দিবসেতে প্রয়োজন শ্মশানেতে
ভক্তিভাবে বসিনু পূজাতে।
সে সময় যোগমায়া ভব সঙ্গে ভবজায়া
আছিলেন রহস্য কথাতে ॥
পাইয়া আমার ধ্যান করিবারে অপমান
ক্রোধ মুখে আগমন করে।
কোপ যুক্তা উচ্চ ভাষে প্রথমে শুনিয়া ত্রাসে
পলায়ন করিনু অন্তরে ॥
অস্ত গেল দিবাকর হইলাম সকাতর
অপরাধ ভঞ্জন কারণে।
পড়িলাম পদতলে যা কর মা দাস বলে
দুখলেশ জানাই রোদনে ॥
চুম্ব যে কুম্ভক ন্যাস ব্রহ্ম তত্ত্ব অভিলাষ
বাঁধিলাম রক্ষা করিবারে।
বিধুমুখী অতঃপরে কৃপা করি দেখ পরে
অপরাধ নিস্তারে আমারে ॥
অদ্যাপি আমার মন করিতেছে সুস্মরণ
দিবানিশি না ভুলি অন্তরে।
হয়েছে জননী হারা কোথা ভুলে আছ তারা
প্রাণ যায় পড়ে দেশান্তরে ॥ ৩৫ ॥

অদ্যাপি ধাবতি মনঃ কিমহং করোমি
সার্দ্ধং সখীভিরিতি বাস গৃহে স্থকান্তে।
কান্তাস্থগীতপরিহাসবিচিত্রবাদ্য
ক্রীড়াস্থখৈরিহ তুযাতু মদীয় কালঃ॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সঙ্কটে তবু লজ্জা ভয় নাই।
সতত ধাবন মন বিদ্যা যেই ঠাই॥
কি করিতে পারি মন ধৈরয না ধরে।
বিদ্যার বসতি গৃহে সদা বাস করে॥
যেমন সম্পদ সুখে পূর্ব্বে সুখী ছিল।
সখী সহ গীত বাদ্যে রজনী বঞ্চিল
সে সকল সুখ লেশ না ভুলি কখন।
পাষাণের চিহ্ন মত হৃদয়ে যেমন॥
যে সুখ বাঞ্চিয়া মন হয়েছে পাগল।
আমি কি করিব তাই সতত চঞ্চল॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

রতি শব্দে মহাদেব তাহার ভবনে।
শ্মশানে বসতি অষ্ট নায়িকার সনে॥
সেই খানে বেদধ্বনি মঙ্গল গায়ন।
করতালি নুপুরাদি কিঙ্কিণী বাদন॥
তত্র সন্নিধানে বসি করি আরাধন।
চিত্ত মোর শ্যামা পদে হয়েছে মগন॥

অদ্যাপি পড়েছি দেখ সঙ্কট সাগরে।
তথাপি ধাবন সেই শ্মশানের তরে॥
হয়েছে স্বভাব দেখ আমি বা কি করি।
নিস্তার করুণাময়ী ভবে হয়ে তরি॥ ৩৬॥

অদ্যাপি তাং ন খলু বেদ্মি কিমীশপত্নী
সা বা শচী সুরপতেরথ কৃষ্ণলক্ষ্মীঃ।
ধাত্রৈব কিং ত্রিজগতাং পরিমোহনায়
সৃষ্টা কুলে যুবতীরাজিদিদৃক্ষয়ৈব॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

শুন নরপতি কিছু করি নিবেদন।
অদ্যাপি না জানি বিদ্যাবতী সে কেমন।
কি কব রূপের কথা না হয় উপমা।
মহেশ মহিষী হবে কিম্বা হবে রমা॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী।
এ সব হইতে রূপ অধিক বাখানি॥
ত্রিজগত মোহ যায় মুনি মন টলে।
এমন যুবতী আমি না দেখি ভূতলে॥
অতএব মহারাজ শুন সে কাহিনী।
রূপে গুণে নিরুপমা তোমার নন্দিনী॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

দিবানিশি কালী বলে কাব স্তুতি নতি।
নাহি জানি কালী রূপ কালার বসতি॥

কিছুই নিশ্চয় তাঁর না পারি করিতে।
ক্ষণে ক্ষণে বিতর্ক হইছে মোর চিতে॥
মহেশ মোহিনী কিম্বা শক্রের রমণী।
বারেক মনেতে দেখি কৃষ্ণের ঘরণী॥
কভু জানি বিধাতার সাবিত্রী বাহন।
ভুবনমোহিনী রূপে জগত মোহন॥
কথন অভেদ রূপ পুরুষ প্রকৃতি।
জগত জননী চিরযৌবনা আকৃতি॥
দিগম্বরী বেশ কিন্তু লজ্জা রূপা তিনি।
সুকোমল অঙ্গ তাঁর পাষাণনন্দিনী।
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ ধ্যানে দেখা ভার।
হরিহর ব্রহ্মা আদি পদ ভাবে যার॥ ৩৭॥

অদ্যাপি তাং জগতি বর্ণয়িতুং ন কোপি
শক্তোত্যদৃষ্টসদৃশপ্রতিরূপলক্ষ্মীং।
দৃষ্টং তথা সদৃশরূপমনুক্ষণং চেৎ
শক্তো ভবেদপি স এব পরো নচান্যঃ॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

সংসারেতে বিদ্যাকে বর্ণিতে কে পারিবে।
নিশ্চয় তাহার গুণ কেমনে জানিবে॥
স্থূল মূল যদি কিছু করয়ে বর্ণন।
অদৃষ্ট সমান প্রতি রূপের লক্ষণ॥

তবে সেই রূপে গুণে বিজ্ঞ কেহ হয়ে।
চির দিন সেই রূপ সতত চিন্তয়ে॥
নতুবা অন্যের কম্ম কোন মতে নয়।
সেই রূপ গুণ জ্ঞান কাহার বিষয়॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

শ্যামারূপ বর্ণনের সাধ্য নাহি কার।
বিধি বিষ্ণু আদি যারে মানে পরিহার॥
স্তুতিবাদে যদি কয় জ্ঞান অনুসারে।
আকাশ বর্ণন যথা হয় নিরাকারে॥
যথার্থ কি রূপ গুণ গগণ মণ্ডল
কে করিবে নিরূপণ অবস্তু সকল॥
আর যথা প্রথা আছে ললাটের লেখা।
শুনেছে সকল লোক কার আছে দেখা॥
এই রূপ অনুমানে যে যত বাখানে।
তবে তার তুল্য যদি থাকে কোন স্থানে॥
বর্ণিতে পারিবে সেই ধরে মোর মনে।
অপরে না জানে শুনি বেদের বচনে॥ ৩৮॥

অদ্যাপি নির্ম্মলশরচ্ছশিগৌরকান্তিং
চেতোমুনেরপি হরেৎ কিমুতাস্মদীয়ং।
বক্ত্রং সুধাময়মহং যদি তৎ প্রপদ্যে
চুম্বামি চাপ্য বিরতং ব্যথতে ন চেতঃ॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

নির্ম্মল শারদ শশী গৌরকান্তি যার।
নিতান্ত হতেছে দেখ যে মুখ শোভার॥
ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে যে মুনি থাকিলে।
সে মন হরণ হয় এ মুখ দেখিলে॥
কি ছার আমার মন ভুলিতে কি পারে।
যে মুখ উপমা হয় সুধার আধারে॥
অবিরত সে বদন করিলে চুম্বন।
নতুবা ঘুচিবে নাই মনের বেদন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

ভূতশুদ্ধি কালেতে জানিবে বিবরণ।
ললাটে যে চন্দ্রবীজ করিবে স্থাপন॥
সে বীজ মুখের শোভা তন্ত্রেতে বাখানে।
শরতের শশী যেন নির্ম্মল বিধানে॥
চক্রভেদ ভাবেন যখন যোগিগণ।
তাহাদের চিত্ত হরে আমি কোন জন॥
ভস্মীকৃত দেহ যবে নির্ম্মাইতে চায়।
ও বীজ তখন সুধা সাগরের প্রায়॥
সে সুধা লইয়া করে দেহের নির্ম্মাণ।
চুম্বকাদি চতুর্থ বিংশতি অধিষ্ঠান॥
সে আনন্দে শ্যামারসে থাকি গো সর্ব্বদা।
না হয় যখন বড় মনে পাই ব্যথা॥ ৩৯॥

অদ্যাপি তে প্রতিমুহু প্রতি ভাব্যমানা
শ্চেতোবহন্তি হরিণীশিশু লোচনায়ঃ।
অন্তর্নিমগ্ন মধুপাকুল কুন্দবৃন্দ
সন্দর্ভসুন্দররুচো নয়নোর্দ্ধপাতাঃ॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সে প্রতিক্ষণে হতেছে ভাবনা।
নিরবধি করে চিত্ত কামিনী কামনা॥
শাবক মৃগের সম নয়ন ভঙ্গিমা।
কি শোভা হতেছে তার নাহি যার সীমা॥
অন্তরে নিমগ্ন রূপ আছে অবিরত।
যথা মধুপানে অলি না হয় বিরত॥
কুন্দ শ্রেণী মত আভা হয়েছে দশন।
সুধা পানে শোভে যেন উর্দ্ধিত নয়ন॥
এমন সুন্দর রূপ না দেখি কাহার।
ভুলিতে কি পারি আমি সে রূপ বিদ্যার॥
বিনা মূল্যে কেনা হয়ে আছি সদা তার।
কি গুণে বান্ধিল মন তনয়া তোমার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

সুসম্নার মধ্যগত আছেন চিত্রিণী।
তাহাতে নিমগ্ন রূপা বীজ স্বরূপিণী॥
মূলাধার চক্র হতে যথা ব্রহ্মপুরে।
সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠান নরে সুরাসুরে॥

শিশু মৃগ লোচনীর বীজেতে আকার।
অক্ষি রূপে নাদ বিন্দু তাতে শোভা যার॥
ক্ষণে ক্ষণে ভাব্যমান হতেছে হৃদয়।
চৈতন্য রূপিণী যিনি আছেন সদয়॥ ৪০॥

অদ্যাপি তৎকমল রেণুসুগন্ধিগন্ধং
সংপ্রেমবারিনিকরধ্বজতাপহারি।
প্রাপ্নোম্যহং যদি পুনঃ সুরতৈকতীর্থং
প্রাণাংস্ত্যজামিনিয়তং পুনরাপ্তিহেতোঃ॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

বিদ্যা রূপ প্রেমসাগরেতে কিবা বারি।
অনঙ্গ তাপেতে তাপী তার তাপহারী॥
সে জলের শোভা কিবা করিব বর্ণন।
শতপদ্ম বিকসিত হয়েছে শোভন॥
সেই পদ্মরেণু সব উড়ে বায়ুভরে।
তজ্জলে পড়িয়া গন্ধে আমোদিত করে॥
পুষ্কর তীর্থের ন্যায় সংসারের মাজে।
সর্ব্ব তীর্থ সার যেন অদ্ভুত বিরাজে॥
সেই তীর্থ পাই যদি এমন সময়।
তবে তাতে প্রাণ ত্যজে হয় সুখময়॥
অধিক বাসনা আমি কিছু করি আর।
জন্মান্তরে পাই যেন তাঁরে পুনর্ব্বার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

সুশোভনা রতি যার দেব ত্রিলোচন।
সেই মহাদেব যাতে সতত মগন॥
সর্ব্ব তীর্থময়ীরূপা ভেবে ভগবান।
একান্ত হৃদয়ে যাতে করেন সন্ধান॥
ধ্যান কালে অধিষ্ঠান হৃদিপদ্ম রাজে।
হৃদি সরসিজরেণু সে পদে বিরাজে॥
পদ্মরেণুযুক্ত তেঁই সুগন্ধি পূজিত।
তত্ত্ব চিন্তা করি অশ্রু হতেছে পতিত॥
সদা চিন্তা করে সর্ব্ব পাপ তাপহারী।
সংপ্রতি জননী কিছু হও উপকারী॥
বারেক দর্শন দেও প্রাণ আমি ত্যজি।
পুনরপি জন্মে যেন সেই পদে মজি॥ ৪১॥

অদ্যাপি সা যদি পুনস্তটিনী বনান্তে
রোমাঞ্চভীতিবিলসচ্চপলাঙ্গবষ্টিঃ।
কাদম্বকেশররজঃ ক্ষণমাত্র সঙ্গাৎ
কিঞ্চিৎ ক্লমং শ্লথয়তি প্রিয রাজহংসী॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

ঘোরতর মোর ক্লেশ তাতে করে কৃপা লেশ
কিঞ্চিৎ কষ্টের নিবারণে।
রাজহংসী প্রিয়তর মোর সুখ ভাবি পর
বারেক করেন যদি মনে॥

সদা আমি করি মনে নদী তটে তপোবনে
কোন স্থলে বসিয়া প্রান্তরে।
নিত্য তার চিন্তা করি তাহাতে দুঃখ নিবারি
বরদাতা হও দয়া করে॥
কবি কয় করপুটে সভ্যগণ হেসে উঠে
এবারে উদ্ধার হবে চোর।
বিদ্যা হতে বর নিলে মশানেতে বলি দিলে
এড়াবে যমের যত জোর॥
কবি ভাবে সত্য অই আর মহাবিদ্যা বই
কেবা আছে নিস্তারকারিণী।
পুনরপি কবি তার শ্যামা পদে অর্থ আর
করিলেন ভাবিয়া তারিণী॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

প্রিয় রাজহংসী তিনি আগম পুরাণে যিনি
তাঁর অর্থ করিতে প্রচার।
প্রিয় শব্দে মনোনীত তাহাতে করেন হিত
তেঁই শিব প্রিয় রসভার॥
অজ নামে যেন হরি আর যেবা হংসোপরি
থাকে তাতে ব্রহ্মাকে বুঝায়।
ত্রিদেব রমণী করে বাখানেছে একত্তরে
প্রিয় রাজহংসী শব্দ তায়॥
কাদম্বে কেশর রজ ত্রিগুণিত সত্ত্ব রজ
ক শব্দেতে বিধিকে বাখানি।

অব্যক্ত জানিবে হর তার পরে যে ঈশ্বর
তাহাতে কৃষ্ণের নাম জানি॥
তাঁদের যে পদরজ ক্ষণমাত্র যদি ভজ
নদী নদ তটে বনান্তরে।
চপলাদ্দ যষ্টি বামা রোমাঞ্চরী তথা শ্যামা
দুঃখ শেষ করেন তৎপরে॥ ৪২॥

অদ্যাপি তাং নৃপতিশেখররাজকন্যাং
সংপূর্ণযৌবনমদালসভঙ্গগাত্রীং।
গন্ধর্ব্ব যক্ষসুরকিন্নররাজকন্যাং
স্বর্গাদিমাং নিপতিতামিব চিন্তয়ামি॥ ৪৩

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

গবাক্ষের দ্বারে কিবা শোভা নিরূপণ।
স্বর্গ হতে বুঝি এসেছেন দেবগণ॥
কিম্বা সে গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ বা কিন্নর।
এদের নৃপতি কন্যা হবে নিরন্তর॥
অথবা সংসারে যত আছেন নৃপতি।
তাহার উপরে যেবা হয় অধিপতি॥
এমন যে মহারাজ কন্যা হবে তাঁর।
তাঁহার রূপের কথা বর্ণে সাধ্য কার॥
শুন শুন ঠাকুরাণি প্রার্থনা যে করি।
আজ্ঞা কর কোন মতে সঙ্কটেতে তরি॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

সম্বোধনে বলে ওগো নৃপতিশেখর।
তোমার কন্যাকে চিন্তা করি বহুতর॥
বুঝে দেখ সেই কন্যা মানবী যে নয়।
স্বর্গ হতে তব গৃহে দেবীর উদয়॥
কি জানি গন্ধর্ব্ব নারী যক্ষী বা কিন্নরী।
সংপূর্ণ যৌবনে কিছু সন্দেহ যে করি॥
অলস ভঙ্গনে যবে ত্রিভঙ্গিমা গাত্র।
চমৎকার চিন্তা তার মনে করি মাত্র॥

তৃতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

গিরিরাজ তনয়ার কে জানিবে লীলা।
পুরাণে শুনেছি যবে ব্রহ্মকন্যা ছিলা॥
আত্মজা কন্যাকে দেখি পরমেষ্ঠী যিনি।
মনোহরা রূপেতে মগন হন তিনি।
পিতাকে কামুক দেখে কন্যাটী পলায়।
ওই কন্যা পাছে ব্রহ্মা ত্রিভুবন ধায়॥
মর্ত্তে আসি বনবাসী মৃগীরূপ ধরে।
মৃগী হন তাতে ব্রহ্মা মৃগ হন পরে॥
এইরূপে বহুকাল ধাবমান বনে।
ব্যাধ বেশে তথা শিব বিরোধ ভঞ্জনে॥
স্বর্গ হতে নিপাতন মর্ত্তে আগমন।
যখন যেরূপ ইচ্ছা তখনি তেমন॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর তার পতি।
নাগরাজ স্থাবর জঙ্গমে মান্য অতি॥

সে রাজার কন্যা সদা কোমল যৌবনা ।
অনন্ত বিহীন অন্ত না পায় তুলনা ॥
সদা চিন্তা করি তাঁর যা হয় উচিত ।
এ ঘোর বিপদ হতে করগো বিহিত ॥ ৪৩ ॥

অদ্যাপি তৎসুরতকেলি নিবন্ধ বুদ্ধি
রঙ্কোপবন্ধপতিতস্মিতশূন্যহস্তাং ।
দন্তোষ্ঠ পাড়নখক্ষত রক্তসিক্তাং
তস্যাঃ স্মরামি রতিবন্ধনগাত্রযষ্টিং ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ । বিদ্যাপক্ষে ।

সুরত কেলির স্থান যে সকল বিদ্যমান
বিদ্যার সহিত সে সময় ।
বুদ্ধি হয়ে নির্ব্বন্ধন অদ্যাপি তথায় মন
সব ত্যজে নিরবধি রয় ॥
কি কব তাহার কথা ব্যথা লাগে হৃদে যথা
শুন এক তার বিবরণ ।
বিদ্যা হয়ে আনন্দিত উর্দ্ধে বাহু প্রসারিত
প্রেমভরে দিল আলিঙ্গন ॥
আমি আনন্দেতে বসি ধরে তার মুখ শশী
চুম্বন করিতে বারে বার ।
তবে হয়ে জ্ঞান হত সুবদনে দন্ত ক্ষত
ওষ্ঠ দেশে চিহ্ন উহল তার ॥
আর যে কুকর্ম্ম করি ধরে আমি কুচোপরি
নখাঘাতে রুধির পতন ।

ছাড় ছাড় বলে মোরে আমি মদনের জোরে
ছাড়িবারে হয় বিলম্বন ॥
ত্যজিলাম তার পরে সাধিলাম কত করে
অপরাধ ক্ষমিল আমার।
সে সকল রূপ তার মনে হলে পুনর্ব্বার
প্রাণে কিন্তু বেঁচে থাকা ভার ॥ ৪৪ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালিপক্ষে।

সুরক যে ত্রিনয়ন তার কোল যে ভবন
শ্মশানেতে করেন বসতি।
ঊর্দ্ধে দুই বাহু যার দশনে পীড়ন আর
ওষ্ঠ আছে সঙ্কোচেতে অতি ॥
সদা নখ ছিন্ন করে অসুর মস্তক হতে
সে রুধির করেছে ধাবণ।
সে রুধির আভরণ হয়ে তাতে নিমগন
করিতেছে দনুজ দলন।
অদ্যাপি আমার মন সেই পদে অনুক্ষণ
চিন্তা করে তিলেক না ভুলে।
আমি অতি শিশু মতি না জানি ভকতি নতি
যা করিবে এ ভবের কূলে ॥ ৪৪ ॥

অদ্যাপি তাং নিজবপুঃকৃতবেদিমধ্যাং
তৎসঙ্গসম্মিতসুধাস্তনভারনম্রাং।
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমণ্ডিতাঙ্গীং
সুপ্তোত্থিতাং নিশি দিবা নহি বিস্মরামি ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

কাল্পনিক বপু তাঁর শুনহ লক্ষণ।
শুদ্ধ দেহে জ্ঞান রূপে থাকে অদশন॥
তাঁর অধিষ্ঠান সদা যে শরীরে থাকে।
স্তন শব্দে বাক্য বধ করে নম্রতাকে॥
নানা সুবিচিত্র যেন আভরণ প্রায়।
বিদ্যা ভূষণেতে সেই মত শোভা পায়॥
সুপ্ত শব্দে হৃদয়েতে শয়ন রূপিণী।
বিচারে উত্থিত হয়ে জাগ্রতকারিণী॥
দেহের মধ্যেতে থাকি না করেন তার।
দিবানিশি সদা আমি চিন্তা করি তাঁর॥ ৪৫

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

বেদি পরিষ্কৃত মঞ্চে সুস্থিতি বিদ্যায়।
যে দেহেতে আলম্বন আছে সুধাধার।
স্তন ভারে বিনম্রা হয়েছে সে কামিনী।
বহুল বিচিত্র কত মণ্ডল রূপিণী॥
সুপ্ত শব্দে শয্যা হতে যখন উত্থিতা।
সম্মোহ কমলরূপা দেখি চমকিতা॥
এই রূপে চিন্তা মোর সদা করে মন।
দিবা নিশি কখন না হয় বিস্মরণ॥

তৃতীয়ার্থঃ। মহাবিদ্যা পক্ষে।

বিধি বিষ্ণু শিব যে খট্টাঙ্গে তিন পায়া।
সে খট্টে পরম শিব তাতে মহামায়া॥

যার স্তম সুধা ভরে নত্র তাকে করে।
সে স্তনের দুগ্ধ পানে মৃত্যু যার হরে॥
অশেষ বিচিত্র কৃত মণ্ডল আকারে।
শোভা বিবরণ তার কে করিতে পারে॥
সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন।
উত্থিতা তারিণী তাতে তরুণা মগন।
অহর্নিশ তাঁর চিন্তা করি বার বার।
শমন দমন হয় নৃপ কোন ছার॥

অদ্যাপি তাং কনককান্তিমদালসাঙ্গীং
ক্রীড়োৎসুকাভিজনভীষণবেপমানাং।
অঙ্কাঙ্কসঙ্গপরিচুম্বিতমোহভঙ্গাং
মজ্জীবনৌষধমিব প্রমদাং স্মরামি।

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

মম জীব ধারণের ঔষধ কারণ।
মনেতে করিছি চিন্তা করিব ধারণ॥
সুবর্ণঘটিত যত ঔষধের সার।
বিধির সৃজন মধু অনুপাম তাঁর॥
কনক বর্ণের তুল্য কান্তির পূজার।
মদন রসেতে দ্রবা লালসাঙ্গ তার॥
কামরসে সুখী সখীগণের সহিত।
কম্পমান তনু তার সতত মোহিত।

সেই মৃত্যুহারি মোর ঔষধ আকার।
আলিঙ্গন চুম্বন যে অনুমত তার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

কনক ঘর্ষণ শিলা কান্তি বপু যার।
সে শিবের মদরসে অনুসঙ্গ তাঁর॥
লীলা সখী আবরণ বর্গের সহিত।
ভয়ানক কম্পমান হন বিপরীত॥
অঙ্ক শব্দে কলঙ্ক অঙ্কেতে যার স্থিত।
সেই চন্দ্র ললাটেতে শিবের ভূষিত॥
তাঁহার চুম্বিত মোহ ভঙ্গকারী যিনি।
তিনি মম জীবনের ঔষধরূপিণী॥
যদি এ সময় সে ঔষধ নাহি পাই।
তবু প্রাণ দিব বলে কালীর দোহাই॥

অদ্যাপি তাং নববধূস্সুরতাভিযোগাং
সংপূর্ণকালবিধি না রচিতাং কদাচিৎ
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং হরিণায়তাক্ষী
মুন্মিদ্রকোকনদপত্রনখাং স্মরামি॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

সংপূর্ণ হয়েছে কাল বাকী নাই আর।
পূর্ণ শশিমুখী বিদ্যা স্মরি একবার॥
হরিণের প্রসারিত চক্ষের তুলনা।
ফুল্লরক্ত পদ্মপত্র নখের বর্ণনা॥

নব বধূ সহ যেন সুরত সংযোগ।
লীলাচলে কাম রসে করেন সম্ভোগ॥
কিছু কাল চিন্তা করি সঙ্কট জীবনে।
বিদ্যা রূপ হেরি যদি কি চিন্তা মরণে॥ ৪৭॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

সংসারের সকল সংপূর্ণকারী যিনি।
সংপূর্ণ নামেতে হরি হয়েছেন তিনি॥
কাল নামে শিব কালান্তক কর্ম্ম করে।
বিধি নাম ধরে ধাতা রূপান্তর ধরে॥
তাহাতে সংপূর্ণ কাল বিধি তিন জন।
তৎকালেতে যার পদ করেন পূজন॥
সম্পূর্ণ সুধাংশুমুখী কুরঙ্গনয়না।
নববধূগণ সহ সুরত মগনা॥
প্রফুল্ল পঙ্কজদল তাহার সমান।
হয়েছে সদৃশ যাঁর নখের বিধান॥
মমেষ্ট দেবতা তাঁর চিন্তা বারেবার।
ব্রহ্মা হরিহর যারে চিন্তা করা ভার॥ ৪৭॥

অদ্যাপি তদ্বিকসিতাম্বুজগৌরমধ্যং
গোরচনাতি কবিবৃন্দকৃতৈকদেশাং।
ঈষন্মদালসবিঘূর্ণিত দৃষ্টিপাতং
কান্তামুখং সখি ময়া সহ গচ্ছতীব॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ । বিদ্যাপক্ষে ।

বিকসিত ইন্দীবরে গোরচনা তদুপরে
যেন কুসুমের রেণু শোভে ।
গৌরবর্ণ তাহে সাজে মধ্য হের মৃগরাজে
লাজে বনে যায় অতি ক্ষোভে ॥
বিঘূর্ণিত মধুপানে ঈষৎ কটাক্ষ হানে
মোহিত করিছে প্রতিক্ষণে ।
সে মুখ হেরিয়া অলি ভ্রমে যায় পদ্মাবলি
মধু খাব এই করে মনে ॥
সখীসহ রসবতী গমন করিলে অতি
হংস সমস্তেতে লাজ পায় ।
এমন কান্তার মুখ না হেরে বিদরে বুক
কেমনে ভুলিতে পারি তায় ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালীপক্ষে ।

স্ফুটিত পদ্মের মাঝে গৌরবর্ণে কিবা সাজে
গোরচনা সম রেণু তায় ।
সে রেণু গণ্ডেতে শোভে অলিকুল মধুলোভে
উড়ে বসে কিবা শোভা পায় ॥
মধুপানে অলসেতে বিঘূর্ণিত দর্শনেতে
কি শোভিছে কমল বদনে ।
সখী শব্দে প্রিয়তরা তাতে সম্বোধন করা
কৃপা কর করুণা নয়নে ॥ ৪৮ ॥

অদ্যাপ্যহং নববধূসুরতাভিযোগং
শক্নোমি নান্যবিধিনা রচিতং কদাচিৎ
তদ্ভ্রাতরো মরণমেব হি দুঃখ শান্ত্যৈ
বিজ্ঞাপয়ামি বিনয়াৎ ত্বয়ি শক্তিহীনঃ॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

এখন হয়েছি আমি শক্তিহীন অতি।
নববধূ রতিযোগ নাহিক সংপ্রতি॥
অন্য বিধি মত তাহে রতি কদাচিত।
মরণে হতেছে ভ্রম তাহাতে নিশ্চিত॥
অতএব এই দুঃখ শান্তির কারণ।
তোমার সদনে করি ইহার জ্ঞাপন॥
বিহীন হয়েছি আমি সেই সুলোচনা।
ভক্তিভাবে করি সদা বিদ্যা উপাসনা॥
অদ্যাপি আমার মন না ভুলে বিদ্যায়।
বারেক হেরিলে ঘুচে মরণের দায়॥ ৪৯॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

শক্তি নাহি নববধূ কুমারী সে যায়।
অন্য বিধিমতে সেবি কদাচিৎ তায়॥
দুখ দূর করিবার জ্ঞাপন কারণে।
ভক্তিভাবে স্তুতিবাদে জানাই মরণে॥

অদ্যাপি নোহ্যতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।

অম্ভোনিধির্বহতি দুর্বাহবাড়বাগ্নি
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥ ৫০॥

অস্যার্থঃ। নৃপং প্রতি দৃষ্টান্ত কথনং।

সুকৃতি পুরুষ যত আছয়ে সংসারে।
সুকঠিন কর্ম্ম যদি আপনি স্বীকারে॥
প্রাণপণে হলে তবু ত্যজ্য নহে তার।
দেবলোক অবধি আছয়ে ব্যবহার॥
প্রথমতঃ হল যবে সমুদ্র মন্থন।
দেবগণ করেছিল সুধা উপার্জ্জন॥
না জানায়ে শিবে সবে সুধা করে পান।
সে কথা শ্রবণে শিব করে অভিমান॥
পুনরপি মন্থন করিয়া পশুপতি।
প্রতিজ্ঞা করেন এতে যা হবে উৎপত্তি॥
সমুদায় তাহা আমি করিব ভক্ষণ।
কালকূট বিষ তাতে হল উপার্জ্জন॥
যোজন পর্য্যন্ত সেই বিষের জ্বালায়।
পশু পক্ষী বৃক্ষ আদি সব জ্বলে যায়॥
তথাপি সে বিষ পান করি গঙ্গাধরে।
গরল ভক্ষণ হল প্রতিজ্ঞার তরে॥
কূর্ম্ম আছে পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধরে।
অঙ্গীকার অদ্যাবধি ত্যাগ নাহি করে॥
উদধি বাড়বানল করেছে ধারণ।
যত সুখে আছে দেখ করে বিবেচন॥

প্রতিজ্ঞা কারণে তেঁই রেখেছে অন্তরে।
অদ্যাপি সকল লোক ঘোষণা যে করে॥
সেই হেতু বলি মোর দুখ গেল দূর।
নিবেদন করিলাম শ্বশুরঠাকুর॥

কালীপক্ষে। পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত সংযোগ।

দৃষ্টান্ত দর্শিয়া দিয়া নৃপতিকে রায়।
অন্তরেতে স্মরণ করিছে কালিকায়॥
শুন গো করুণাময়ি ত্রিজগদীশ্বরি।
অবোধ বালক আমি নিবেদন করি॥
ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
তব আজ্ঞা মত লয়ে করিলাম সার॥
বিদ্যা লাভ হবে বাপু যাও বৰ্দ্ধমান।
বিপদেতে পড়িলে করিব পরিত্রাণ॥
অঙ্গীকার করেছিলে ওমা ভগবতী।
এভেক উপমা তেঁই বলি তোমা প্রতি॥

চোরপঞ্চাশৎ সমাপ্তঃ।